সপ্তত্রিংশ ভাগ]

[দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৩৭

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৸০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

সহকারী সভাপতিগণ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট্, সি আই ই

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি

ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, এল এল ডি, সি আই ই

ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম এ, এম ডি, পি-এচ ডি

ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্ এ

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, এড্ভোকেট

গ্রন্থাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস। ৩। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ ; ৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ ; ৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড্ এস্ ; ৬। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি ; ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ ; ৯। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; ১০। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ; ১১। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল ; ১২। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর ; ১৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ; ১৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন) ; ১৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; ১৬। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ; ১৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি ; ১৮। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম্ এ, পি-এচ ডি ; ১৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী ভিষগ্রত্ন এল এ এম এস ; ২০। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম্ এ ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৪। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল ; ২৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ ; ২৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[সপ্তত্রিংশ ভাগ]

জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার*

ষড়ায়তন বেদাঙ্গশাস্ত্রের এক আয়তনের নাম 'কল্পশাস্ত্র'। সূত্রাকারে গ্রথিত বলিয়া তাহাকে 'কল্পসূত্র'ও বলা হয়। ঐ কল্পসূত্রেরই অধ্যায় বা অংশবিশেষের নাম 'শুল্বসূত্র'। 'শুল্ব' সংজ্ঞার উৎপত্তি ও তাহার প্রসারের অনুচিন্তন করিলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এক গৌরবময় কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিতে আমরা ইচ্ছা করি।

প্রাচীন হিন্দুজাতির এক বৃহত্তম সম্প্রদায় ছিল যজ্ঞপন্থী। বস্তুতঃ বৈদিক সভ্যতা যজ্ঞের ভিত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞীয় বেদীর নির্ম্মাণ-প্রণালী ও তাহার তত্ত্ব ঐ শুল্বসূত্রেই পাওয়া যায়। ঐ শাস্ত্রের প্রকৃত নাম 'শুল্ব,' 'শুল্বসূত্র' নহে। শুল্ববিষয়ক সূত্রনিবদ্ধ বলিয়াই উহাকে 'শুল্বসূত্র' বলা হয়। মহর্ষি আপস্তম্ব-প্রণীত শ্রৌতসূত্রে আছে,—

"ছন্দশ্চিতমিতি কাম্যাঃ, তে শুল্বেষনুক্রান্তাঃ"[১]

অর্থাৎ "কাম্যযাগ ছন্দশ্চিতি (বেদীতে করিতে হইবে)। তাহা শুল্বে অনুক্রান্ত হইয়াছে।" মহর্ষি বোধায়ন-প্রণীত শুল্বসূত্রের টীকাকার দ্বারকনাথ যজ্বা ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,[২]—

"বৌধায়নীয়শুল্বস্য প্রব্যাখ্যাঃ প্রেক্ষ্য যজ্বনা।
টীকা ভট্টাত্মজেনেয়ং ক্রিয়তে শুল্বদীপিকা॥"

অর্থাৎ "বৌধায়ন-প্রণীত শুল্বের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়া ভট্টাত্মজ (দ্বারকনাথ) যজ্বা কর্ত্তৃক 'শুল্বদীপিকা' (নামক) এই টীকা প্রণীত হইল।" আপস্তম্বশুল্বসূত্রের টীকাকার সুন্দররাজও বহু স্থলে 'শুল্ব' নামে এই শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] 'শুল্বমীমাংসা,' 'শুল্বপরিশিষ্ট' এবং 'শুল্ববার্ত্তিক' প্রভৃতি নামে গ্রন্থাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মূল বিষয়ের নাম 'শুল্ব'।[৪]

প্রাচীন হিন্দুদের জ্যামিতিবিষয়ক জ্ঞান এই শুল্বসূত্রেই সংগৃহীত আছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে যে শাস্ত্রকে 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' বা 'জ্যামিতি' বলা হয়, সম্রাট্ জগন্নাথ যাহাকে 'রেখাগণিত'

---

* ১৩৩৬। ৯ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

১। 'আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র', ১৭।২৬।২।

২। 'পণ্ডিত', ৯ম খণ্ড (প্রাচীন পর্য্যায়), ১৮৭৫, ২৯৩ পৃষ্ঠা।

৩। A. Bürk, "Das Apastamba Sulba-sutra," *Zeitschrift der deutschen morgen landischen Gesellschaft*, vol. 55, pp. 543 ff and vol. 56, pp, 327 ff.

৪। ইহা বলা উচিত যে, 'শুল্বসূত্রে' মান হিসাবে 'রজ্জু' শব্দেরই সাধারণ প্রয়োগ দেখা যায়, 'শুল্ব' শব্দে উল্লেখ নাই।

বলিয়াছেন,[১] তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু গণিতাচার্য্যগণ যাহাকে 'ক্ষেত্রগণিত' বা শুধু 'ক্ষেত্র' বলিতেন[২], বৈদিক সাহিত্যে তাহাই 'শুল্ব' নামে অভিহিত হইত। অতএব জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রাচীনতম হিন্দু নাম 'শুল্ব'। তাহারই অপর নাম 'রজ্জুসমাস' (বা 'রজ্জু')। মহর্ষি কাত্যায়ন-প্রণীত 'শুল্ব-পরিশিষ্ট' নামক গ্রন্থের প্রথম সূত্র এই প্রকার[৩],—

"রজ্জুসমাসং বক্ষ্যামঃ"

"আমি রজ্জুসমাস বিবৃত করিব।" 'রজ্জু' বা জ্যামিতিবিষয়ক তত্ত্বের যে 'সমাস' বা 'সংগ্রহ,' তাহাই 'রজ্জুসমাস'।

এই 'শুল্ব' এবং 'রজ্জু' নামের উপপত্তি কি? সংস্কৃত ভাষায় 'শুল্ব', 'রজ্জু' ও 'সূত্র' শব্দ সমানার্থক। চলতি বাংলা ভাষায় তাহাকে 'দড়ী' বা 'সূতা' বলা হয়। প্রাচীন কালে 'রজ্জু' নামে একটা দেশমান ছিল। 'শুল্বসূত্রে'[৪] কৌটিল্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রে'[৫] এবং শিল্পশাস্ত্রে[৬] এই রজ্জুমানের উল্লেখ আছে[৭]। তাহারও কত পূর্ব্বকাল হইতে ঐ মান প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই।[৮] রজ্জু দ্বারা ক্ষেত্রের পরিমাপ হইত। তাই ক্ষেত্র-পরিমাপবিষয়ক শাস্ত্রকেও 'রজ্জু' বা 'শুল্ব' বলা হইত। 'কাত্যায়নশুল্বপরিশিষ্টে'র টীকাকার সূর্য্যদাসাত্মজ রাম স্পষ্টতই এই কথা বলিয়াছেন,—

"শুল্বনং শুল্বঃ শুল্ব্ মানে অস্মাদ্ধাতোর্ঘঞন্তঃ মানকরণমিত্যর্থঃ। ইতি গ্রন্থনাম-নিরুক্তিঃ। শুল্ব্যতে অনেন ইতি বা অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিতি ঘঞ্। তত্র প্রতিজ্ঞা-সূত্রমেতদ্'রজ্জুসমাসং বক্ষ্যাম' ইতি। ক্ষেত্রপরিচ্ছেদিকায়া রজ্জোর্গঃ সমাসঃ সম্যগস্যত ইতি সমাসঃ ক্ষেত্রপরিচ্ছেদানুগতয়া ধারণং তং বক্ষ্যামঃ।"[৯]

এইরূপে দেখা যায় যে, 'শুল্ব' বা 'রজ্জু' সংজ্ঞার অর্থ তিন প্রকার,—(১) দেশপরিমাপক মানবিশেষ, (২) তদ্দ্বারা পরিমাণকরণ, এবং (৩) পরিমাণবিষয়ক শাস্ত্র। ক্ষেত্রের বাহু-রেখাকেও 'রজ্জু' বলা হইত। যিনি 'শুল্বে' পণ্ডিত, তাঁহাকে বলা হয় 'শুল্বজ্ঞ', 'শুল্ববিদ্', 'সমসূত্র-

---

১। সম্রাট্ জগন্নাথ জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজাদেশে তিনি ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে যুক্লিডের জ্যামিতির আরবী ভাষান্তর অবলম্বনে এক সংস্কৃত ভাষান্তর করেন। উহার নাম 'রেখাগণিত'। তৎপূর্ব্বে কোন ভারতীয় ভাষায় যুক্লিডের জ্যামিতির ভাষান্তর হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ নাই। ১৯০১ সালে বোম্বাই নগরী হইতে কমলাশঙ্কর প্রাণশঙ্কর ত্রিবেদীর তত্ত্বাবধানে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২। ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮), ভাস্করাচার্য্য (১১৫০) ও মহাবীরাচার্য্য (৮৫০) প্রভৃতি হিন্দু গণিতবিশারদগণের গ্রন্থের জ্যামিতিবিষয়ক অংশের নাম 'ক্ষেত্র' বা 'ক্ষেত্রব্যবহার'। জৈনাচার্য্য উমাস্বাতি (১৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সালে)ও "ক্ষেত্র" সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহার টীকাকার সিদ্ধসেন (৫৫০ খ্রীষ্ট সালে) "ক্ষেত্রগণিতশাস্ত্রে"র উল্লেখও করিয়াছেন ('তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' ৩।১৩)।

৩। 'পণ্ডিত', ৪র্থ খণ্ড (নব পর্য্যায়), ১৮৮২, ৯৫ পৃষ্ঠা।

৪। 'আপস্তম্ব শুল্বসূত্র', ৬।৪, ৬ ; ৭.৩ ; ৯।৪ ;

৫। 'কৌটিলীয়ং অর্থশাস্ত্রম্', আর্, শামাশাস্ত্রী সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, মহীশূর, ১৯১৯, ১০৭ পৃষ্ঠা।

৬। মানসার, ময়মত ইত্যাদি।

৭। রজ্জুমান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কৌটিল্যের মতে ৪০ হাতে এক রজ্জু। কিন্তু 'মানসার,' 'ময়মত' এবং 'মনুষ্যালয়চন্দ্রিকার' মতে ৩২ হাতে এক রজ্জু।

৮। বেদে 'শুল্ব' শব্দের প্রয়োগ নাই, 'দড়ী' অর্থে 'রজ্জু' শব্দের প্রয়োগ আছে (ঋগ্বেদ ১।১৬২।৫ ; ১০।১৩০।১২ ; যজুর্ব্বেদ-তৈত্তিরীয়সংহিতা, ২।৫।১৭ ; অথর্ব্ববেদ ৩।১১।৮ ; ৬।১২১।২ ইত্যাদি)।

৯। 'পণ্ডিত', ৪র্থ খণ্ড (নব পর্য্যায়), ১৮৮২, ৯৫ পৃষ্ঠা।

নিরঙ্কুক', ইত্যাদি'। 'নিরঙ্কুক' অর্থ 'আকর্ষক'; সুতরাং 'সমসূত্রনিরঙ্কুক' অর্থ 'সমান-সূত্রাকর্ষক'।

শুল্ব ও রজ্জু সংজ্ঞার উপপত্তি ও প্রয়োগরীতি বিচার করিতে গিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের প্রমাণে যে সিদ্ধান্তে এইমাত্র উপনীত হওয়া গিয়াছে, অর্দ্ধমাগধী এবং পালি-সাহিত্যের প্রমাণ দ্বারাও তাহাকে সমর্থন করা যায়। জৈন আগম 'স্থানাঙ্গসূত্রে'র মতে সংখ্যান বা গণিতশাস্ত্রের দশবিধ বিভাগের এক বিভাগের নাম 'রজ্জু'[২]। ঐ গ্রন্থের টীকাকার অভয়দেব সূরি (১০৫০ খ্রীষ্ট সাল) বলেন, "রজ্জু দ্বারা যে পরিমাপকরণ, তাহাকে রজ্জু বলা হয়; তাহাকে (অর্থাৎ তদ্বিষয়ক শাস্ত্রকে) ক্ষেত্রগণিতও বলে।"[৩] 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রে'ও ক্ষেত্রগণিত অর্থে 'রজ্জু' সংজ্ঞার প্রয়োগ আছে[৪]। জৈন গ্রন্থাদিতে 'সূচীরজ্জু', 'প্রতররজ্জু' এবং ঘনরজ্জু' নামে তিন প্রকার দেশমানের উল্লেখ আছে।[৫]

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অনুশাসন-লিপিতে 'রজ্জুক', 'রজ্জূক', 'লজ্জুক' ও 'লজ্জূক' শব্দ এবং তাহাদের নানা বিভক্তিনিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ দেখা যায়।[৬] 'রজ্জুক' ও 'লজ্জূক' এক। কারণ,

১। "সংখ্যাজ্ঞঃ পরিমাণজ্ঞঃ সমসূত্রনিরঙ্কুকঃ।
সমভূমৌ ভবেদ্বিদ্বাংস্ত্ববিদ্পরিপৃচ্ছকঃ॥"
টীকাকার রাম এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন।

২। 'স্থানাঙ্গসূত্র', অভয়দেব সূরির টীকা সহিত, মেহেসানার আগমোদয় সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ৭৪৭ সূত্র। ৩৩৮ সূত্রও দ্রষ্টব্য।

৩। "রজ্জ্বা যৎ সংখ্যানং তদ্রজ্জুরভিধীয়তে, তচ্চ ক্ষেত্রগণিতং"।

৪। 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র', ২য় শ্রুতস্কন্দ, ১ম অধ্যায়, ১৫৪ সূত্র। ঐ গ্রন্থের টীকাকার শীলাঙ্ক (৮৬২ খ্রীষ্টসাল) লিখিয়াছেন—"রজ্জু' রজ্জুগণিতং।"

৫। এস্থলে আমরা প্রসঙ্গক্রমে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য ভদ্রবাহু-প্রণীত 'কল্পসূত্রে' আছে যে, ভগবান্ মহাবীর হস্তিপালের "রজ্জুসভা"তে নির্ব্বাণ লাভ করেন (সূত্র ১২২)। ঐ গ্রন্থে 'রজ্জুক' শব্দের প্রয়োগও আছে (সূত্র ১২৩, ১৪১)। একজন আধুনিক টীকাকার মনে করেন যে, ঐ সকল স্থলে 'রজ্জু' ও 'রজ্জুক' শব্দের অর্থ 'লেখক' (আগমোদয় সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কল্পসূত্র' দ্রষ্টব্য)। তাঁহার অনুসরণ করিয়া ঐ গ্রন্থের ইংরাজী ভাষান্তরকারক অধ্যাপক হার্মান যাকোবি লিখিয়াছেন,—'রজ্জুসভা' = office of the writers (*Gaina Sutras* in the Sacred Book of the East Series, vol. 22)। বুলারও সেই অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (ZDMG, vol. 47, p. 466 ff)। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, 'রজ্জু' ও 'লেখা'র এমন কোন সম্পর্ক নাই, যদ্দ্বারা একের উল্লেখে অপরের কথা মনে আসিতে পারে। বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কোন প্রকারের সম্পর্কের পরিকল্পনাও করা যাইতে পারে না। সুতরাং 'লেখক' অর্থে 'রজ্জু' শব্দের কোন উপপত্তি হয় না। কথিত আছে যে, আচার্য্য ভদ্রবাহু "শ্রুতকেবলিন্" ছিলেন অর্থাৎ সমগ্র জৈনশাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অধিকন্তু তিনি নাকি 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রে'র টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাচীন জৈনশাস্ত্রাদিতে 'রজ্জু' সংজ্ঞা কি অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপেই অবগত ছিলেন। সেই কারণে মনে হয় না যে, তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে এক অসাধারণ এবং অসঙ্গত অর্থে ঐ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা মনে করি যে, তিনি সাধারণ অর্থেই উহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক টীকাকার ভুলক্রমে অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের মতে 'রজ্জুসভা' অর্থ 'ক্ষেত্রপরিমাপকের সভা'। 'ক্ষেত্রের চিত্রাঙ্কনকারী' অর্থে 'লেখক' শব্দ গ্রহণ করিলে টীকাকারের ব্যাখ্যাও সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে, যদিও তাহাতে কতকটা কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু যাকোবি ও বুলারের ব্যাখ্যা কিছুতেই সঙ্গত মনে করা যাইতে পারে না।

৬। *Corpus Inscriptionum Indicarum*, vol. I—Inscriptions of Asoka, new edition by E. Hultzsch, Oxford, 1925; Third Rock-Edicts of Girnar (*line* 2), Shahabazgarhi (*l.* 6), Dhauli (*l.* 1), Kalsi (*l.* 7); Fourth Rock-Edicts of Lauriya-Araraj (*ll.* 1, 2, 4, 5, 6); Fourth Pillar-Edic of Delhi-Topra (*ll.* 2, 4, 8, 9, 12, 13), etc.

ব্যাকরণের মতে 'র'এর স্থলে 'ল' ব্যবহার করা যায়। আবার প্রাচীন কালে 'রজ্জু' শব্দকে দীর্ঘ উকারান্ত করিয়াও লেখা যাইতে পারিত। সুতরাং বস্তুতপক্ষে আমরা একই শব্দ পাইতেছি 'রজ্জুক'। উহার অর্থ 'রজ্জুতত্ত্বজ্ঞ' বা 'রজ্জুধারক', অর্থাৎ 'ক্ষেত্রপরিমাপক'। তাই তাঁহাকে 'রজ্জুগ্রাহক'ও বলা যাইত।[১] যিনি রজ্জু গ্রহণ করেন অর্থাৎ রজ্জু হস্তে যিনি ক্ষেত্রাদির পরিমাণ নির্ণয় করেন, তিনি 'রজ্জুগ্রাহক'।[২] পালি-সাহিত্যে পাওয়া যায় যে, রাজার অমাত্যবর্গের মধ্যে একজন ছিলেন 'রজ্জুগ্রাহকামাত্য'। তিনিই প্রধান ক্ষেত্রপরিমাপক—বর্ত্তমান কালের 'সার্ভেয়ার জেনেরেল'।[৩]

ক্ষেত্রগণিতের প্রাচীনতম হিন্দু নামের পরিকল্পনায় যে ভাব গূঢ় আছে বলিয়া উপরে প্রদর্শিত হইল, হিন্দুস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী অপর জাতির সাহিত্যেও ক্ষেত্রগণিতের নামকরণে তদ্রূপ ভাব নিহিত আছে, দেখা যায়। আরবী ও পারসী ভাষায় ক্ষেত্রগণিতকে 'হন্দস' বা 'ইল্‌ম্ অল্‌ হন্দস' বলা হয়।[৪] আরবগণ পরবর্ত্তী কালে তাহাকে, গ্রীক নামের অনুকরণে 'জুমাত্রীয়' নামেও অভিহিত করিত। কিন্তু আরবী ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিচিত ক্ষেত্রগণিতের নাম 'বাব-অল্‌-মিসাহ্' (Bab-al-Misahah)। উহা আদি আরব গণিতজ্ঞ অল্‌-খোয়ারীজ্‌মী (৮২৫ খ্রীষ্ট সাল) প্রণীত বীজগণিতেরই অধ্যায়বিশেষ। ঐ গ্রন্থে 'মিসাহ্' সংজ্ঞা তিন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—(১) পরিমাপকরণ, (২) পরিমাপফল অর্থাৎ ক্ষেত্র, এবং (৩) পরিমাপকরণবিষয়ক শাস্ত্র বা ক্ষেত্রতত্ত্ব। 'মিসাহ্' শব্দ হিব্রু 'মেষীহ্' (Meshihah) শব্দ হইতে উৎপন্ন। হিব্রু জ্যামিতি 'মিষ্‌নাথ্-হ-মিদ্দোথ্' (Mishnath ha Middoth) গ্রন্থে 'ক্ষেত্র' ও 'খাত' অর্থে 'মেষীহ্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তল্মূদীয়, সিরীয় প্রভৃতি সমস্ত শেমিতিক ভাষাতেই এই 'মেষীহ্' শব্দ পাওয়া যায়। উহার মৌলিক অর্থ 'মানরজ্জু'। হিব্রুগণ উহাকে ক্ষেত্র অর্থেও ব্যবহার করিত।[৫] এইরূপে দেখা যায় যে, এশিয়া মাইনর, আরব ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের প্রাচীন অধিবাসিগণও মানরজ্জু সম্পর্কে ক্ষেত্রগণিতের নামকরণ করিত।

১। কুরুধম্মজাতক, ফৌস্‌বোল সম্পাদিত "জাতক", ২য় খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

২। Cf. Bühler, ZDMG, vol. 47, pp. 466 ff. রজ্জু শব্দের উত্তর স্বার্থে ক প্রত্যয় করিয়া রজ্জুক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শুধু 'দড়ী' অর্থেও রজ্জুক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তিপল্লথমিগজাতক, "জাতক", ১ম খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা; কথাসরিৎসাগর।

শিল্পশাস্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থাদিতে তাঁহাকে 'সূত্রগ্রাহী', কখন বা 'সূত্রধার' বলা হইত। তিনি 'রেখাজ্ঞ' হইতেন। (Binod Bihari Dutt, *Town-Planning in Ancient India*, p. 168).

৩। অশোকের অনুশাসনলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহাকে বিচারকার্য্যও করিতে হইত। ভূমির পরিমাণ, অধিকার ও রাজস্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রজায় প্রজায় ও রাজায় প্রজায় যে বিবাদ বিসম্বাদ হইত, তিনি তাহার বিচারও করিতেন মনে হয়। কিন্তু কুরুধর্ম্মজাতকে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই প্রকার বর্ণনা দেখা যায়—"এই ব্যক্তি একদিন কোন জনপদে ক্ষেত্র মাপিবার সময়ে রজ্জুর এক প্রান্ত ক্ষেত্রস্বামীর এবং এক প্রান্ত নিজের হস্তে রাখিয়াছিলেন। রজ্জুর দণ্ডসংলগ্ন প্রান্ত তাঁহার নিজের হস্তে ছিল—" ইত্যাদি (শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ-কৃত ভাষান্তর)।

৪। *The Encyclopaedia of Islam*, the article on *Handasa* by H. Suter.

৫। Solomon Gandz, "On three interesting terms relating to area", *American Mathematical Monthly*, vol. 34, 1927, pp. 80-86.

অপর পক্ষে প্রাচীন গ্রীক ও মিসরীয়গণ ক্ষেত্রগণিতের নামকরণে সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ক্ষেত্রগণিতের গ্রীক নাম 'গেওমেত্রিয়া' (ইংরেজী উচ্চারণে 'জিওমেট্রি')। উহার মৌলিক অর্থ 'ভূ-পরিমাণবিদ্যা'। গ্রীক ভাষায় 'গে' বা 'গী'র অর্থ 'ভূ,' 'পৃথিবী', আর 'মেত্রেইন্'-এর অর্থ 'পরিমাপ করা'। গ্রীক ভাষায় ক্ষেত্রজ্ঞকে 'গেওমেত্রেস্' বা 'ভূ-পরিমাপক' বলা হয়। প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় ক্ষেত্রজ্ঞকে 'হুনু' (Hunu) বলা হইত।[১] উহার মৌলিক অর্থও 'ভূ-পরিমাপক'।' গ্রীক পণ্ডিত হিরোডোটাস (৪১০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সাল) লিখিয়াছেন যে, আদিতে মিসরদেশ হইতে ক্ষেত্রগণিতশাস্ত্রের চর্চ্চা গ্রীস দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং উহার নাম পরিকল্পনায় গ্রীস ও মিসর দেশে একই তত্ত্ব অনুসৃত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন মিসর দেশে রজ্জুমান ছিল। উহাকে 'খেৎ' (Khet) বলা হইত।[২] কিন্তু ক্ষেত্রগণিতের নামে উহার কোন নিদর্শন ছিল না, ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

এখন প্রশ্ন হইবে যে, রজ্জুমান সম্পর্কে ক্ষেত্রগণিতের নামকরণপ্রথা কি প্রাচীন হিন্দুগণের নিকট হইতে আরব, ইহুদী ও সিরীয়গণ লইয়াছিলেন, না উহাদের কাহারও নিকট হইতে হিন্দুগণ পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীনতম আরবী ক্ষেত্রগণিত ৮২৫ খ্রীষ্ট সালের সমসময়ে রচিত হয়। প্রাচীন হিব্রু জ্যামিতি 'মিষ্‌নাথ্-হ-মিদ্দোথ্'-এর রচনাকাল অনিশ্চিত। উহার সহিত অল্-খোয়ারীজমীর গ্রন্থের অনেকাংশে মিল আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, উভয় গ্রন্থ কাছাকাছি সময়ে লেখা।[৩] অপরে মনে করেন যে, উহা খ্রীষ্টীয় সালের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে লেখা।[৪] অপর পক্ষে হিন্দু আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র, যাহাতে 'শুল্ব' নামের প্রথম উল্লেখ আছে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বহু পূর্ব্বে, খ্রীষ্টীয় সালের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের প্রমাণগুলিও তিন চারি শত খ্রীষ্টপূর্ব্ব সালের। এতদবস্থায় উক্ত নামকরণপ্রথা হিন্দুদের নিকট হইতেই অপর জাতিরা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে। ইহাদের সকলেই অপর কোন জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছিল মনে করিবার কোন প্রমাণ নাই।

ডেমোক্রিটস নামে কোন প্রাচীন ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্ গ্রীক পণ্ডিত একদা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি মিসরীয় 'হার্পেদোনাপ্তাই' হইতেও অধিকতর বিজ্ঞ।[৫] ঐ শব্দ দ্বারা তিনি 'ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্'কেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঐ শব্দের মৌলিক অর্থের প্রতি প্রণিধান করিলে একটা নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'হার্পেদোনাপ্তই' একটা যৌগিক শব্দ। 'হার্পেদোন' ও 'আপ্তেস্' এই দুইটা গ্রীক শব্দের সমাহারে উহা নিষ্পন্ন। 'হার্পেদোন' শব্দের

১। Brugsch: *Hierogl. Demot. Worterbuch*, p. 967; quoted in Gow's *Short History of Greek Mathematics.*

২। মিসর দেশে ১০০ হাতে এক 'খেৎ' হইত। সুতরাং উহা হিন্দু রজ্জুমান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

৩। D. E. Smith, *History of Mathematics*, vol. 1, P. 174.

৪। সোলোমন গান্দ্‌জ্ এই মত পোষণ করেন। ইহার স্বপক্ষে তিনি কোন বিশেষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

৫। Smith, *History of Mathematics*, vol. 1, p. 8.

অর্থ 'রজ্জু' বা 'সূত্র' এবং 'হাপ্টেইন' ধাতুর অর্থ 'আকর্ষণ করা'—'বিস্তৃত করা'। সুতরাং গ্রীক 'হার্পেদোনাপ্তাই' শব্দের মৌলিক অর্থ 'সূত্রাকর্ষক'। অতএব ঐ শব্দটী প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক হইলেও উহার অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব গ্রীক মনোভাবের বহির্ভূত। কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, গ্রীক ভাষায় ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্‌কে 'গেওমেত্রেস্' বা 'ভূ-পরিমাপক' বলে। অপর পক্ষে ঐ শব্দের মূল তত্ত্ব হিন্দুর ভাবধারার অনুরূপ। 'হার্পেদোনাপ্তাই' শব্দ সংস্কৃত 'সমসূত্রনিরঞ্ছক' শব্দের অনুরূপ। শিল্পশাস্ত্রাদিতে ভূ-পরিমাপককে 'সূত্রগ্রাহী' বলা হয়। এই প্রকারে মনে হয় যে, ডেমোক্রিটস কতকাংশে হিন্দু প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সালের সমসাময়িক লোক। প্রবাদ আছে যে, তিনি ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুর বিজ্ঞানভাণ্ডার হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যদি তাহা প্রকৃত হয়, তবে বলিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের চারি শত বছর পূর্ব্বে হিন্দু ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রভাব গ্রীসদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস (৫৪০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সাল) ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র ও ক্ষেত্রতত্ত্ব শাস্ত্রের অংশবিশেষ শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সুতরাং দেখা যায় যে, আদিতে মিসর দেশের ন্যায় হিন্দুস্থানও ক্ষেত্রতত্ত্ববিষয়ে গ্রীসের শিক্ষাগুরু ছিল[১]।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

১। এই বিষয়ে মল্লিখিত Hindu Contributions to Mathematics নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (*Bulletin of the Allahabad University Mathematical Association*, vol. I & II).

✓নাম-সংখ্যা*

("শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী" বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়-লিখিত "আঙ্কিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি[১]। তাহাতে অনেক নূতন কথা শিখিবার আছে। বিগত পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় তিনি "কবি শকাঙ্ক" নামে এই বিষয়ে আরও এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রকার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা তাঁহার মত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতেই আশা করা যায়। "শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী" বিষয়ে আমার লেখা[২] এক সাধারণ প্রবন্ধই যে তাঁহাকে উহার আলোচনায় প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে আমার আরও বেশী আনন্দ।

শ্রীযুক্ত রায় উভয় প্রবন্ধেই আমার লেখার কিছু কিছু দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার কোন কোনটা আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়া লইতেছি। উৎপল ভট্ট[৩] "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে একটা শ্লোক অনুবাদ করিয়াছেন,—"খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রিপাঃ" ইত্যাদি। আমার প্রবন্ধে "রাত্রিপাঃ" স্থানে "রাত্রয়ঃ" পাঠ আছে। শ্রীযুক্ত রায় সত্যই বলিয়াছেন যে, আমার দেওয়া পাঠ ভুল। তিনি শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের[৪] অনুবাদিত পাঠ দেখিয়াছেন। সুধাকর দ্বিবেদী প্রকাশিত উৎপলভট্টের মূল গ্রন্থের[৫] সহিতও আমি মিলাইয়াছি। কিন্তু প্রবন্ধে আমি ভুলে কার্ণসাহেবের ধৃত পাঠ দিয়াছি।[৬] উহাতে "রাত্রয়ঃ" আছে। উভয় পাঠের প্রতিলিপিই আমার দপ্তরে ছিল। কার্য্যকালে তাড়াতাড়িতে ভুল হইয়া গেল। তিনি আমার লেখার অপরাপর যে ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তাহাদের উল্লেখ পরে করা যাইবে। তাহার কোন কোনটা আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। উহার কারণও যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

* ১৩৩৬।১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৬শ ভাগ, ২১৫—২৪৮ পৃষ্ঠা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায়ের প্রবন্ধটি আমার নিকট প্রেরিত হয়। তাহাতেই মুদ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে উহা পাঠ করিবার সুযোগ পাই। তাঁহার মত প্রবীণ ও বিজ্ঞ পণ্ডিতের লেখার সমালোচনা ও ত্রুটি প্রদর্শন করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, উহা জানি। তবুও প্রকৃত তথ্য নিরূপণের সহায়তা করিবার জন্য, পরিষদের সভ্য কোন কোন বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি এ স্থলে তাহা করিতে উদ্যত হইলাম। তাঁহার প্রবন্ধটা সাহিত্যের একাংশে দিক্ দর্শনের যন্ত্র হইবে। সেই যন্ত্রটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ করিতে সত্যপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত মনে করি। অবশ্য সেই জন্য যথোপযুক্ত ক্ষমতা আমার নাই, তাহা বিশেষভাবে অবগত আছি। সামান্য যে সাহায্য করিতে পারিতাম, ততটা করিবার মতন অবসরও বর্ত্তমানে নাই। তবুও যাহা মনে আসিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। তাহাতে অপর শক্তিমান্ ও বিজ্ঞতর ব্যক্তির আলোচনার পরিশ্রম কথঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে।

২। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮-৩০ পৃষ্ঠা।

৩। ইঁহার নাম কেহ লেখেন ভট্টোৎপল, কেহ বা লেখেন উৎপল ভট্ট।

৪। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১৮৯৬ খ্রীষ্ট সাল, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৫। বরাহমিহির-প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা', উৎপল ভট্টের টীকা সহ, সুধাকর দ্বিবেদী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কাশী, ১৮৯৫ খ্রীষ্ট সাল; ২৭ পৃষ্ঠা।

৬। ডক্টর্ কর্ণ (H. Kern) সম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা', কলিকাতা, ১৮৬৫, ভূমিকার ৫০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ যে সকল পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, আমি তাহাদের নাম দিয়াছিলাম "শব্দসংখ্যা"। শ্রীযুক্ত রায় দিয়াছেন "আঙ্কিক শব্দ।" প্রাচীন গণিত টীকাকার মক্কিভট্ট (১২৯৯ শককাল) তাহাদিগকে 'নামসংখ্যা' বলিয়াছেন। এই সংজ্ঞাটিই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। 'এক', 'দুই', 'তিন' প্রভৃতি যেমন ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা-চিহ্নের বা অঙ্কের নাম, সেইরূপ 'ইন্দু' (= ১), 'কর' (= ২) প্রভৃতিও উহাদের নামমাত্র। তাহারা সংখ্যার চিহ্ন বা অঙ্ক নহে। এই তত্ত্বটি 'নামসংখ্যা' সংজ্ঞা দ্বারা যত সহজে পরিস্ফুট হয়, অপরগুলি দ্বারা তত নহে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'এক', 'দুই' প্রভৃতি সাধারণ অঙ্কনামগুলিও কখন কখন এই প্রণালী অনুসারে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তাহাদের এবং পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে এই হিসাবে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 'নামসংখ্যা' সংজ্ঞা তাহাদের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত। তাই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই নামেই আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিব, এবং প্রবন্ধের শিরোনামারূপেও তাহাই ব্যবহার করিলাম। সুপ্রসিদ্ধ গণিতাচার্য্য মহাবীর (প্রায় ৭৭৫ শককাল) উহাদের "সংখ্যা-সংজ্ঞা" বলিয়াছেন[১]। টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা বলিয়াছেন "ভূতসংজ্ঞা"। এই সকল নামও মন্দ নহে।[২]

নামসংখ্যার আলোচনায় প্রধান বিচার্য্য বিষয়,—(১) নামসংখ্যার উৎপত্তিকাল, (২) তাহার কারণ, (৩) স্থানীয়মানের অবতারণাকাল, (৪) বামাগতি (সাধারণরূপে) অবলম্বনের কারণ, (৫) দক্ষিণাগতি (কদাচিৎ) অনুসরণের কাল ও কারণ, (৬) উপযোগিতা, (৭) প্রসার ও প্রতিপত্তি, (৮) প্রতিসংজ্ঞার প্রয়োগেতিহাস, (৯) তাহার উপপত্তি ও মর্ম্মরহস্য ইত্যাদি। আরও একটা বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, একখানি সম্পূর্ণ নিঘণ্টু সঙ্কলন।

ইতিপূর্ব্বে কতিপয় প্রমাণ প্রয়োগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'এক', 'দুই' প্রভৃতি অঙ্কের মূল নামগুলির উল্লেখ দ্বারা তৎসংজ্ঞাবিশিষ্ট বস্তুবিশেষকে নির্দ্দেশ করিবার প্রথা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। ঐ প্রকারের প্রমাণ বেদে আরও পাওয়া যায়। যথা ঋগ্বেদে[৩] আছে,—

"সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে…"

"স্তোতৃবর্গ-পরিবেষ্টিত ও শংসনীয় পিতার (সোমদেবের) উদ্দেশ্যে সপ্ত (অর্থাৎ সপ্তসংখ্যক ছন্দঃ) উচ্চারিত হইতেছে…।" এ স্থলে 'সপ্ত' সংজ্ঞা দ্বারা তৎসংখ্যক বৈদিক ছন্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সায়ন বলেন,—"সপ্তচ্ছন্দাংসি ক্ষরন্তি"। সপ্ত ছন্দের নাম বেদে প্রসিদ্ধ আছে[৪]।

১। মহাবীরাচার্য্য-প্রণীত 'গণিতসারসংগ্রহ' রঙ্গাচার্য্যের সম্পাদনায়, ইংরাজী ভাষান্তর ও টিপ্পনী সহ, ১৯১২ সালে মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। মান্দ্রাজ সরকারের পাণ্ডুলিপিশালা হইতে আমি 'প্রয়োগরচনা' নামে 'মহাভাস্করীয়ে'র এক টীকার প্রতিলিপি আনাইয়াছি। তাহার প্রথমে এই শ্লোক আছে,—

"অক্ষরসংজ্ঞা জ্ঞেয়া কচিৎ কচিদ্ভূতসংজ্ঞিকা জ্ঞেয়া।
সংখ্যাবস্তূনি যথা সুকরাণ্যুপপাদয়িতুং তথা বক্ষ্যে॥"

৩। ১০।১৩।৫।

৪। অথর্ব্ববেদ, ৮।৯।১৭,১৯ দ্রষ্টব্য। প্রসিদ্ধ ছন্দের সংখ্যা কখন কখন তিন (অথর্ব্ববেদ ১৮।১।১৯, বাজসনেয়-সংহিতা ১।২৭) অথবা আট (শতপথব্রাহ্মণ ৮।৩,৩।৬)ও ধরা হইত।

ঐ সূক্তটী আবার অথর্ব্ববেদেও[1] পাওয়া যায়। সে স্থলে সপ্তসংজ্ঞার অর্থ ভিন্নরূপ করা হয়—'সপ্তসংখ্যক নদী'। সায়ন ভাষ্য করিয়াছেন,—"সপ্ত...সপ্তসংখ্যকা বা নদ্যঃ ক্ষরন্তি"। কারণ, 'সপ্ত সিন্ধু'র ক্ষরণের কাহিনীও বেদে[2] আছে। ঋগ্বেদের এক স্থলে আছে[3],—

"ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং"

(অগ্নি) "পবিত্র তিন দ্বারা অর্চ্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছিলেন।" সায়ন বলেন যে, 'পবিত্র তিন' অর্থ 'অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য'। সামবেদে[4] আছে,—

"অয়ং ত্রিঃসপ্ত দুদুহান"

এখানে 'ত্রিঃসপ্ত' সংখ্যা দ্বারা তৎসংখ্যক গরুকে লক্ষণা করা হইয়াছে। অন্যত্র আছে[5]—

"ধনত্রয়ো পুরুষাস্ত্যো বা সহস্রাণি দদ্মহে"

এ স্থলে 'সহস্র' অর্থ 'সহস্রসংখ্যক ধন'। বাংলার লৌকিক ভাষায়ও উহা প্রচলিত আছে,—'হাজার হাজার দিলাম'।

বস্তুবিশেষের নামকে পারিভাষিক করিয়া সংখ্যা জ্ঞাপনের প্রথাটা প্রথম প্রচলিত হয় ব্রাহ্মণ ও সূত্র-গ্রন্থাদির যুগে। কিন্তু স্থানীয়মানের অবতারণা সহকারে তাহাকে সম্যক্‌রূপে প্রণালীবদ্ধ করা হইয়াছিল আরও বহু কাল পরে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন, সেটা হইয়াছিল কোন্ কালে? 'অর্থশাস্ত্রের' বাক্যবিশেষের ব্যাখ্যা হইতে আমি অনুমান করি যে, খ্রীষ্টসালারম্ভের তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কৌটিল্য স্থানীয়মানতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং নামসংখ্যায় তাহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার সমর্থন করিতে, কৌটিল্যের গ্রন্থ হইতে গণনাবিষয়ক নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, আমি প্রদর্শন করিয়াছি যে, সংখ্যা-লিখনের কোন না কোন প্রকার সহজ ও সরল পদ্ধতি জানা, কৌটিল্যের পক্ষে খুবই সম্ভব। এমন কি, তাহা অপরিহার্য্য। শ্রীযুক্ত রায়ও উহা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার উল্লিখিত ব্যাখ্যা তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রতিবাদে তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও নিঃসংশয় নহে। 'নান্দী' শব্দের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। বিশাল এই হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশবিশেষের অর্ব্বাচীন কালের গ্রাম্য ভাষায় কোন শব্দবিশেষ দেখিয়া দুই হাজারাধিক বৎসরেরও প্রাচীন কালে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা করা যে কত দূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

কৌটিল্যের সমকালে বা তাহার স্বল্পকাল পরে যে নামসংখ্যা-প্রণালী এ দেশের পণ্ডিতবর্গের প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ কালে লিখিত 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে'র ন্যায় স্বল্পকলেবর গ্রন্থে প্রায় ২০টি সংজ্ঞা ন্যূনাধিক ৫৩ বারব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। উহাতে আরও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। পিঙ্গল লিখিয়াছেন[6],—

১। ৭।৫৭।২।

২। "সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব॥"—ঋগ্বেদ, ৮।৬৯।১২।

৩। ৩।২৬।৮। ৪। উত্তরার্চ্চিক, ৩।৫।৩। ৫। উত্তরার্চ্চিক, ৭।৩

৬। 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্র', হলায়ুধ ভট্টের টীকা সহ, ১৮৯২ খ্রীষ্ট সালে কলিকাতা হইতে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; ১।১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য।

"অষ্টৌ বসব ইতি"

অর্থাৎ "বসু" সংখ্যা দ্বারা আট সংখ্যা বুঝিতে হইবে। এতদ্দৃষ্টে মনে হয়, তখনকার পণ্ডিতসমাজে সংখ্যা খ্যাপনের দুই বা ততোধিক প্রণালীবিশেষ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটা নামসংখ্যাপ্রণালী। এই সূত্রে পিঙ্গল সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থে ঐ প্রসিদ্ধ প্রণালীক্রমেই সংখ্যা নির্দ্দেশিত হইবে। টীকাকার হলায়ুধ ভট্টও মনে করেন যে, "লৌকিক প্রসিদ্ধকে লক্ষ্য করিয়াই এই সূত্র করা হইয়াছে[১]।" কিন্তু পিঙ্গলের সময়ে নামসংখ্যা স্থানীয়মান সহ ব্যবহৃত হইত কি না, তাহা এখনো সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় নাই। অন্ততঃ পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রে তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহা হইতে ছিল না সিদ্ধান্ত করাও ঠিক হইবে না। এমন কোন বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ পিঙ্গলের ছন্দ সূত্রে নাই, যাহাকে নামসংখ্যায় প্রকাশ করিতে স্থানীয় মানের আবশ্যক হয়। পিঙ্গল যে স্থানীয়মানতত্ত্ব অবগত ছিলেন, তাহার প্রামাণ আমরা অন্যত্র দিয়াছি[২]। 'ছন্দঃসূত্রে'র "ঋতুসমুদ্রঋষয়" (৭।১৬), এই বাক্যে আমরা সাধারণতঃ বামা গতিতে ৭৪৬ সংখ্যা বুঝি। কিন্তু পিঙ্গল লিখিয়াছেন, '৬, ৪ ও ৭' বুঝাইতে। এই প্রকার সমাহার দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পিঙ্গলের সময়ে নামসংখ্যা স্থানীয়মান সহ ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু উহা ঠিক হইবে না[৩]।

অগ্নিপুরাণে যে নামসংখ্যার প্রয়োগ আছে, পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অতি সাধারণ রকমে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে (২০ পৃষ্ঠা)। পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে আধুনিক বিদ্বদ্গুলীর মধ্যে এত মতভেদ আছে যে, তাহাদের উপকরণের প্রমাণে নির্ভর করিয়া নামসংখ্যার পূর্ব্বাপর ইতিহাস সঙ্কলন করিতে আমি সাহস করি নাই। ৪২৭ শককাল ('পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র রচনা-কাল) হইতে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ জ্যোতিষশাস্ত্র হইতেই পাওয়া যায়। উৎপল ভট্টের অনুবাদিত 'মূলপুলিশসিদ্ধান্তে'র শ্লোকটা অভ্রান্ত মানিলে, না মানার কোন সঙ্গত কারণ নাই—আরও দু তিন শত বছরের আগের প্রমাণ হইল। সুতরাং অভাব তাহারও পূর্ব্বেকার ইতিহাসের অকাট্য প্রমাণের। আমার নিজের বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, পুরাণের বচন নামসংখ্যা-প্রণালীর সে কালের ইতিহাসের প্রমাণরূপে নির্ব্বিবাদে আধুনিক বিদ্বৎসমাজে—পাশ্চাত্ত্যভাবে শিক্ষিত সমাজের কথাই বলিতেছি—গৃহীত হইবে কি না, সে সন্দেহ আমার তখনও ছিল, এখনও আছে। যাহা হউক, পুরাণের প্রমাণ সংক্ষেপে এস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল। তাহা অন্ততঃ নামসংখ্যার ইতিহাসের একদিকের প্রমাণ হইবে। অগ্নিপুরাণের[৪] ১২২ ৩, ১৩১, ১৪০-১, ৩২৮-৩৩৫ অধ্যায়ে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে। শেষোক্ত আট অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয় ছন্দঃ।

১। "অত্র শাস্ত্রে বসবঃ ইতি উচ্চমানে অষ্টসংখ্যোপলক্ষিতাঃ গুরুলঘুরূপাঃ বর্ণাঃ গৃহ্যন্তে। লৌকিক-প্রসিদ্ধ্যুপলক্ষণার্থম্ ইদং সূত্রম্। তেন চতুর্ণাং সমুদ্রাঃ পক্ষানাম্ ইন্দ্রিয়াণি ইত্যেবমাদয়ঃ সংজ্ঞাবিশেষাঃ লৌকিকেভ্যঃ।"

২। Bibhutibhusan Datta, "Early literary evidence of the use of the Zero in India," *American Mathematical Monthly*, vol. 33, 1926, pp. 449-454. আরো দ্রষ্টব্য "শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী," ২২-৩ পৃষ্ঠা।

৩। বরাহের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'তে আছে,—"মেষজ্যাঃ স্বরতিথয়ঃ গুণশিবধৃতিভিশ্চ বিংশতিঃ সহিতা" (৪।৬) উহার অর্থ—"মেষের জ্যা —৭, ১৫, ২০ + ৩, ২০ + ১১, ২০ + ১৮।" এই প্রকার সমাহার দেখিয়া বলিতে পারা যায় না যে, বরাহ স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যা ব্যবহার করেন নাই। পিঙ্গলের প্রতিও সেই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

৪। অগ্নিপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৪ সাল।

বস্তুতঃ উহারা পিঙ্গলছন্দঃসূত্রেরই সামান্য ইতরবিশেষ। অপর অধ্যায়গুলি গণিত জ্যোতিষ-বিষয়ক। "ছন্দঃসার" অধ্যায়গুলিতে স্থানীয় মানের পরিচয় নাই। "জ্যোতিঃশাস্ত্রসার" অধ্যায়-গুলিতে আছে, যথা,—'খার্ণব' = ৪০ 'খরস' = ৬০ (১২৩।৩) ; 'বেদাগ্নি' = ৩৪, 'বাণগুণ' = ৩৫ (১৪১।১৪) ইত্যাদি। ওখানে কতকগুলি নূতন সংজ্ঞাও দেখা যায়, (২) যথা, মৃত্যু (১২২।১৪), ঋত্বিগ্ (১৩১।৪, ১৪০।৫, ১৪৯।১০), মৈত্র (১২২।৬) এবং পক্ষ (১৪৯।১১), অপর কোন পুরাণে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে কি না, আমার জানা নাই।

পেশোবার সহরের অদূরবর্ত্তী বক্‌শালী গ্রামে প্রাপ্ত একখানি অতিপ্রাচীন গণিতের পাণ্ডুলিপিতে[১] (বহু অংশে ত্রুটিত) স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ খ্রীষ্ট সালের প্রারম্ভকালে লেখা[২]। অপর পক্ষে রোটাস শিলালিপিতে যোগবিধির নিয়মে নামসংখ্যায় বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখা যায় ; যথা[৩],—

"নবতির্নবমুনীন্দ্রৈর্বাসরাণামধীশৈঃ।
পরিকলয়তি সংখ্যাং বৎসরে সাহশাকে॥"

এ স্থানে, নবতি = ৯০, নব = ৯, মুনি = ৭, ইন্দ্র = ১৪, বাসরাণামধীশঃ = সূর্য্য = ১২। সুতরাং ৯০ + ৯ + ৭ + ১৪ + ১২ অর্থাৎ ১৩২ শকে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। কিন্তু এই প্রকার অপর কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না।

নামসংখ্যা-প্রণালীতে সাধারণতঃ বামাগতি অনুসৃত হইয়া থাকে। সেই জন্য একটা বিধিবাক্যও আছে,—"অঙ্কস্য বামাগতিঃ"। কিন্তু উহার কারণ কি, তাহা এখনও সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন যে, "বড় বড় সংখ্যা শুনিয়া লিখিতে হইলে, বামা-গতিক্রমে লিখিয়া গেলে অঙ্কের স্থানে ভুল হয় না। নানা সংখ্যা পরে পরে লিখিতে হইলে দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাতে ভুল হইতে পারে। চারি লক্ষ বত্রিশ সহস্র লিখিতে হইলে ৩২এর পরে কয়টা শূন্য বসিবে, তাহা ভাবিতে হয়। কিন্তু শূন্য শূন্য শূন্য দুই তিন চারি, বলিয়া গেলে সংখ্যাটি যে-সে নির্ভুল লিখিয়া দিবে।" ওটাকে ত নামসংখ্যার গুণ বলিতে হয়। চারি তিন দুই শূন্য শূন্য শূন্য বলিলেও তেমন নির্ভুল হইত। কিন্তু প্রশ্ন, তাহা না করিয়া বিপরীতক্রমে বলা হয় কেন? তিনি লিখিয়াছেন যে, সংস্কৃতে 'আদি' স্থানের অঙ্ক প্রথমে উল্লিখিত হইয়া থাকে। সেই হেতু নামসংখ্যায়ও ঐ রীতি। "সংস্কৃতে ১৪৪২ অঙ্ক পড়িতে হইলে দ্বিচত্বারিংশ-দধিকচতুর্দ্দশশত বলা হয়। প্রথমে 'আদি' স্থানের অঙ্ক, পরে বামাগতিতে অন্য স্থানের অঙ্ক, অঙ্কস্য বামাগতি। এই দৃষ্টান্তে, যাবতীয় বামাগতি চলিয়া আসিয়া থাকিবে।" (২১৮ পৃষ্ঠা এখানে একটু ভুল আছে। 'অধিক' শব্দ সর্ব্বসময়ে উল্লিখিত হয় না। তখন ১৪৪২কে পড়া হইয়া থাকে—চতুর্দ্দশশতদ্বিচত্বারিংশৎ। এটাই সাধারণ নিয়ম। অন্যত্র[৪] আমরা

১। এই পাণ্ডুলিপি সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়াছে,—G. R. Kaye, *The Bakhshali Manuscript*—A Study in Mediaeval Mathematics—Parts I and II, Calcutta, 1927.

২। R. Hoernle, *Indian Antiquary* xvii (1888), pp. 33—48, 275—9.
Bibhutibhushun Datta, "The Bakhshali Mathematics" *Bull. Cal. Math. Soc.* vol. 21, 1927, pp. 1-60.

৩। "Rohtas rock inscription of the year 132", *Proc. Asiat. Soc. Beng.* June, 1876, p. 111. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট এই শিলালিপির সন্ধান পাইয়াছি। সুতরাং তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

৪। Bibhutibhusan Datta, "The present mode of expressing numbers", *Indian Historical Quarterly*, iii (1927). pp. 530—40.

বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি যে, সংস্কৃত ভাষায়—দুনিয়ার অপরাপর ভাষায়ও—কোন বহু-অঙ্ক-স্থানব্যাপী বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিতে হইলে তৎস্থ উর্দ্ধতন অঙ্কস্থানের নাম প্রথমে করিতে হয়। তাহার নিম্নতন স্থানব্যাপী অঙ্কের উল্লেখ পর পর ক্রমে হইয়া থাকে। কিন্তু চরমে আসিলে কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় হয়—দশকস্থানের পূর্ব্বে একক স্থানের উল্লেখ হয়। এ দেশের প্রাচীন গাণিতিকেরা—গণেশ, নৃসিংহ প্রভৃতি তাহার একটা যুক্তিও দিয়াছেন। কিন্তু নামসংখ্যা-প্রণালীতে নিম্নতম স্থানবর্ত্তী অঙ্কের নামোল্লেখ প্রথমে করিতে হয় কেন? আমি এই পর্য্যন্ত তাহার কোন সদ্যুক্তি নিরূপণ করিতে পারি নাই। প্রাচীন লেখা হইতে এই বিষয়ে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার আলোচনা ভবিষ্যতে করিবার ইচ্ছা আছে। ইতিমধ্যে আরও খুঁজিব ও ভাবিব, কোন আলোর সন্ধান মিলে কি না। নামসংখ্যার প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং তাহাতে দক্ষিণাপত্তির আবির্ভাবকাল বিষয়ে পূর্ব্বপ্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। পরবর্ত্তী কালে সংগৃহীত উপকরণের বলে উহা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। তাহার জন্য ভিন্ন প্রবন্ধ লিখিয়াছি এবং অল্পকাল মধ্যে তাহা সাধারণে প্রকাশ করা যাইবে। সুতরাং এ স্থলে ঐ বিষয়ের আলোচনাও করিব না।

শ্রীযুক্ত রায়ের প্রবন্ধের বিশেষত্ব, আমার বিবেচনায়, (১) নামসংখ্যার কোষ সঙ্কলন, (২) প্রতি সংখ্যার প্রয়োগের ইতিহাসবিনির্ণয় এবং সর্ব্বোপরি (৩) তাহার উপপত্তি বিচার ও মর্ম্মরহস্যোদ্ঘাটন। ইহাদের প্রত্যেক বিষয়েই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বপ্রবন্ধ লিখিবার কালে আমি 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্র,' বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' (৪২৭ শককাল) ও 'বৃহজ্জাতক', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' (৫৫০ শককাল), মহাবীরাচার্য্যের 'গণিতসারসংগ্রহ' (প্রায় ৭৭৫), ভাস্করাচার্য্যের 'লীলাবতী' (১০৭২), 'কবিকল্পলতা'[১] (দ্বাদশ, কি ত্রয়োদশ শকশতক) প্রভৃতি হইতে নাম-সংখ্যার নিঘণ্টু সঙ্কলন করিয়াছিলাম। বেদ ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাদি হইতে এবং শিলালেখ প্রভৃতি হইতেও কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করি। খ্রীষ্টীয় সালের চতুর্থ শতক হইতে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত কি কি সংজ্ঞা ও তাহাদের পর্য্যায় শব্দ সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হইত, তাহারও তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। ঐ প্রকার আলোচনার ফলেই নামসংখ্যার প্রাচীনতা এবং তাহাতে পৌরাণিক প্রভাবের ক্ষীণতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার ফল পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমার সংগ্রহ পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া, আমি নামসংখ্যা-কোষ প্রণয়নে কোন চেষ্টা করি নাই। শ্রীযুক্ত রায়ের সঙ্কলিত কোষ খুব সুন্দর হইয়াছে। তবে উহাও সম্পূর্ণ নহে, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করার ভার যিনি গ্রহণ করিবেন—উহা করা খুবই বাঞ্ছনীয়—তাঁহার সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া নামসংখ্যা-নিঘণ্টু সঙ্কলনের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সঙ্কলিত নিঘণ্টুর[২] উল্লেখ শ্রীযুক্ত রায় করিয়াছেন। খুবই সম্ভব যে, পূর্ব্বে এ দেশে আঙ্কিক কোষ ছিল। কিন্তু তেমন কোন প্রাচীন কোষগ্রন্থের

১। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র সহায়ে, সম্পূর্ণ মূল গ্রন্থ দেখি নাই।

২। "সাঙ্কেতিক শব্দ", 'ভারতবর্ষ' ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩২০—২১ বঙ্গাব্দ, ৭২—২১ পৃষ্ঠা।

সন্ধান আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই। যে দু'চারটার কথা শোনা যায়, তাহারাও বোধ হয়, দু'চার শ' বছরের প্রাচীন নহে।

শব্দসংখ্যা সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা দেখিয়াছি 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে'। উহা বস্তুতই প্রচেষ্টা মাত্র। উহাতে একটার অধিক সংজ্ঞা সংগৃহীত হয় নাই। "অষ্টৌ বসব ইতি" (১। ১৫)। পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রের অগ্নিপুরাণোক্ত সংস্করণে উহার কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া তিন সংজ্ঞার আধার হইয়াছে। অগ্নিপুরাণ বলে[১]—

"বসবোঽষ্টৌ বিজ্ঞেয়া বেদাদিত্যাদিলোকতঃ।"

অর্থাৎ " 'বসু' (সংজ্ঞা) দ্বারা 'আট' বুঝিবে ; 'বেদ', 'আদিত্য' প্রভৃতি দ্বারাও সেইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি অনুযায়ী (সংখ্যা) বুঝিবে।" অগ্নিপুরাণে সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ আরও কতিপয় সংজ্ঞার প্রয়োগ আছে। কিন্তু সেগুলির সংগ্রহ উহার কুত্রাপি নাই। অতঃপর 'সংখ্যা-সংজ্ঞা'র সংগ্রহ দেখা যায় (প্রায় ৭৭৫ শককালে) মহাবীরাচার্য্যের 'গণিতসারসংগ্রহে'।[২] উহাতে ১ হইতে ৯ এবং ০ সংখ্যার কতিপয় সংজ্ঞা সঙ্কলিত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫টা শব্দ আছে। কিন্তু উহাও অপূর্ণ। ঐ নিঘণ্টুর অতিরিক্ত সংজ্ঞা 'গণিতসারসংগ্রহে'ই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ উহাতে দশ বা ততোধিক কোন সংখ্যার সংজ্ঞা নাই। অথচ মহাবীর ঐ প্রকার সংজ্ঞার ব্যবহার করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পার্শী পর্য্যটক অল্‌বিরুণী তাঁহার 'ভারত-বিবরণ' গ্রন্থে নামসংখ্যার একটা নিঘণ্টু দিয়াছেন।[৩] উহাতে ন্যূনাধিক ১১৪ শব্দ আছে। উহাতে পৌরাণিক প্রভাবযুক্ত এবং অন্য উপায়ে প্রাপ্ত কতিপয় সংজ্ঞাও দেখা যায়। যথা,—রবিচন্দ্র (=২), ত্রিকটু (=৩), পাণ্ডব (=৫), রাবণশির (=১০), অক্ষৌহিণী (=১১) ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে, ঐ যুগে নামসংখ্যায় বেদব্যতিরিক্ত প্রভাবের ছায়া পড়িয়াছে। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, ঐ সময়ের অনতিকাল পূর্ব্ব হইতে ঐ ছায়াপাতের আরম্ভ। অল্‌বিরুণী লিখিয়াছেন, "আমি হিন্দুদিগের সম্পর্কে যতটা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাঁহারা সাধারণতঃ পঁচিশের ঊর্দ্ধতন সংখ্যা এই পদ্ধতিতে জ্ঞাপন করেন না।"[৪]

ইহার পরের সংগ্রহ পাওয়া যায় বাগ্‌ভটের অলঙ্কারশাস্ত্রে। এই গ্রন্থ আমি দেখি নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে উহা নাই। জনৈক বন্ধু[৫] তাঁহার গ্রন্থবিশেষের ভূমিকায় নামসংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট উহার রচনা-কালের বিচার-প্রসঙ্গে 'বাগ্‌ভটালঙ্কার' হইতে কয়েকটি কথা অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে বোঝা যায় যে, বাগ্‌ভট নামসংখ্যা-নিঘণ্টু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আলঙ্কারিক বাগ্‌ভট দুইজন। তাঁহাদের একজন অপরের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। অগ্নিপুরাণ, ৩২৮।৩।

২। ১।৫২—৬২।

৩। এই গ্রন্থের আরবী মূল (*Edward Sachau, Alberuni's India*, London, 1887) and ইংরাজী ভাষান্তর (দুই খণ্ডে) টিপ্পনী সহ (Edward C. Sachau, *Alberuni's India*, London, 1888, 2nd edition, 1910) উভয়ই পাওয়া যায়. আমরা ইংরাজী ভাষান্তরের দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ করিতেছি ; ১ম খণ্ড, ১৭৮—৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

৫। বোম্বাই খিলসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরালাল রসিকদাস কাপাদিয়া। তাঁহার গ্রন্থের মুদ্রণ এখনো শেষ হয় নাই।

আমরা প্রথম বাগ্‌ভটের অলঙ্কারশাস্ত্রের কথা বলিতেছি। তিনি শক একাদশ শতকের পূর্ব্বার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'-প্রণেতা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বাগ্‌ভট হইতেও ইনি ভিন্ন ব্যক্তি। 'কবিকল্পলতা' ইহার দু'এক শ' বছরের পরের গ্রন্থ। উহাতে প্রদত্ত নিঘণ্টু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

মান্দ্রাজ সরকারের পাণ্ডুলিপি আগারে 'অঙ্কনিঘণ্টু'র সাতটা পাণ্ডুলিপি আছে।[১] তাহাদের কোন কোনটাতে 'স্থাননিঘণ্টু'ও আছে। 'বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি'র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য বলিলেন যে, তাঁহাদের পুস্তকাগারেও 'সংখ্যাভিধানম্'এর একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। আউফ্‌রেখ্‌ট্‌-এর[২] সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি তালিকাতে স্বামী রামানন্দ তীর্থ-প্রণীত 'অঙ্কসংজ্ঞা' নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ঐ সকল গ্রন্থ কোন্ কালের, জানা নাই। বোম্বাই নগরীতে মুদ্রিত 'অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু' দুইখানা দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই।

আধুনিক কালে নামসংখ্যা-নিঘণ্টু সঙ্কলনের প্রথম চেষ্টা করেন, যত দূর জানা গিয়াছে, শ্লেগেল। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপকের দ্বারা একখানি নিঘণ্টু প্রস্তুত করাইয়া প্রাচ্যভাষাবিষয়ক তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন। উহা মুখ্যতঃ 'সূর্য্য-সিদ্ধান্ত' অবলম্বনে সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ দৃষ্টান্তে তিব্বতীয় পর্য্যটক কোমা ডি কুরূস বিখ্যাত তাঞ্জুর গ্রন্থ অবলম্বনে তিব্বতী ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার একখানি নিঘণ্টু সঙ্কলন করেন।[৩] অপর দিকে রাফেল যবদ্বীপের ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার সংগ্রহ করেন।[৪] ১৮৩৫ খ্রীষ্ট সালে এই তিনটা নিঘণ্টু একখানি ফরাসী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়।[৫] অনুবাদকর্ত্তা তাকে তৎসঙ্গে সংস্কৃত হইতে আরও কতিপয় নূতন সংজ্ঞা সংগ্রহ করিয়া দেন। আমি এই সংগ্রহ দেখিয়াছি। নামসংখ্যা-প্রণালী হিন্দুস্থান হইতেই যবদ্বীপে ও তিব্বতে নীত হয়। সেই হেতু তত্তৎদেশে প্রচলিত অধিকাংশ সংজ্ঞা সংস্কৃতের প্রতিশব্দ মাত্র। কিন্তু উভয় দেশেরই প্রাচীন বিদ্বন্মণ্ডলী দুই চারিটা নূতন নূতন সংজ্ঞাও সৃষ্টি করিয়াছেন, দেখা যায়। ঐগুলির ব্যবহার মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। যথা তিব্বতী ভাষায়,—গণ্ডক = ১, অগ্র = ৩, মূল = ৯ ইত্যাদি। যবদ্বীপের ভাষায়—১ = জনম, বাক্, নাভি, সুত, ইত্যাদি। তিব্বতে গ্রহ (= ৯) ও মুখ্য গ্রহ (= ৭) দুইটা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। দিক্ সংজ্ঞা হিন্দুস্থানে ১০, যাবায় ৪ এবং তিব্বতে ৬ কি ১০ সংখ্যা জ্ঞাপন করে। তিব্বতী প্রতিশব্দ দুইটার রূপ ভিন্ন। অল্‌বিরূণীর তালিকা দৃষ্টে মনে হয়, হিন্দুস্থানে দিক্ = ৪, প্রয়োগও ছিল। যাহা হউক, এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কি যবদ্বীপের, কি তিব্বতের, কোন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী নূতন সংজ্ঞা

১। *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscript Library, Madras, Vol. XXIV—Jyautisa*; Mss. No. 13565, 13567, 13601—3, 13792, 14018.

২। T. Aufrecht, *Catalogus Catalogorum*, Leipzig, 1891.

৩। Vide *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol, 7, Part 2, 1838, p. 147 f; reprinted. *Ibid*, vol. 7, New Series, 1917, Extra Number, p. 35—9.

৪। S. Raffles, *History of Java*, vol. II, App. E.

৫। E. Jaquet, "Mode d'expression symbolique des nombres employe' par les Indiens, les Tibetains, et les Javanais", *Nouveau Journal Asiatique*, t. XVI, (1835), pp. 16—23, 26—35, 40—, 95—116.

চয়নে হিন্দুমনোভাবের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। ঐগুলিও বস্তুতঃ সংস্কৃতসাহিত্য হইতেই চয়িত। ফন্ হুম্বোল্ট্[১] ও তাঁহার এক গ্রন্থে যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষায় প্রচলিত নামসংখ্যার নিঘণ্টু দেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টসালে ঔপ্কে[২] প্রতীচ্য ভূভাগে হিন্দু সংখ্যালিখন-প্রণালীর প্রসার ও প্রতিপত্তিবিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধে অল্‌বিরূণীর সংগৃহীত নিঘণ্টু পুনঃ প্রকাশ করেন। তখনও অল্‌বিরূণীর সমগ্র গ্রন্থের বা তাহার ইংরাজী ভাষান্তরের প্রকাশ হয় নাই। ব্রাউনও[৩] সংস্কৃত নামসংখ্যার একখানি নূতন নিঘণ্টু সঙ্কলন করেন। উহাতে ভুল আছে। ১৮৭৪ সালে বার্ণেল,[৪] মুখ্যতঃ অল্‌বিরূণীর ও ব্রাউনের সংগৃহীত নিঘণ্টু অবলম্বনে একখানি নূতন নিঘণ্টু প্রকাশ করেন। শিলালিপি হইতে কতিপয় নূতন সংজ্ঞাও তিনি সংগ্রহ করিয়া দেন। বার্ণেল মনে করেন যে, অলবিরূণীর তালিকা অভ্রান্ত ; সুতরাং উহার সম্বন্ধে কোন প্রকারের সংশয় হইতে পারে না। আমরা তাহা মানিতে পারি না। অল্‌বিরূণী 'উর্বী' (= ১)কে লিখিয়াছেন 'উর্বরা,' 'সিতরশ্মি' (= ১)কে লিখিয়াছেন 'রশ্মি', 'উদধি' (= ৪)কে লিখিয়াছেন 'দধি'। এইগুলি লেখকদোষও হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার 'সীতা' = ১, 'ধী' = ৮, 'পবন' = ৯ সংজ্ঞার উপপত্তি হয় না।

অতঃপর ১৮৯৬ খ্রীষ্টসালে ব্যূলার নামসংখ্যার একখানি নিঘণ্টু প্রকাশ করেন।[৫] উহার সঙ্কলনে তিনি পিঙ্গলছন্দঃসূত্র, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, অলবিরূণী ও বার্ণেলের তালিকার সাহায্য গ্রহণ করেন। ব্যূলারের নিঘণ্টুর তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ তিনি কোন্ সংজ্ঞা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বার্ণেলের তালিকায়ও উহা আংশিকভাবে দৃষ্ট হয়। তবে তাঁহার মূল সর্ব্বতোভাবে গৌণ। দ্বিতীয়তঃ সংখ্যাবিশেষের জন্য প্রযুক্ত সংজ্ঞা-সমূহের মধ্যে কোনগুলি মূলতঃ (উৎপত্তির দিক্ দিয়া) ভিন্ন, পর্য্যায় শব্দ সহ তাহাদিগকে শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার ফলে সংজ্ঞাবিশেষের সমস্ত পর্য্যায় শব্দ তাঁহাকে উল্লেখ করিতে হয় নাই, 'প্রভৃতি' বলিয়া তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যটা পুরোগামী কোন সংগ্রহে নাই। ব্যূলারের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—উপপত্তি নিরূপণ। অল্‌বিরূণী লিখিয়াছেন[৬], "ব্রহ্মগুপ্ত বলেন,—যদি এক সংখ্যা লিখিতে চাও, সমস্ত একাত্মক বস্তুর উল্লেখ দ্বারা তাহাকে খ্যাপন কর ; যথা,—ভূ, চন্দ্র ; দুই (খ্যাপন কর) প্রত্যেক দ্ব্যাত্মক বস্তু দ্বারা, যথা—শ্বেতকৃষ্ণ ; তিন (খ্যাপন কর) প্রতি ত্র্যাত্মক বস্তু দ্বারা। আকাশ দ্বারা শূন্য, সূর্য্য দ্বারা দ্বাদশ (জ্ঞাপন কর)।" এই কথাটা বস্তুত ব্রহ্মগুপ্তের নহে। তাঁহার কোন গ্রন্থে উহা পাওয়া যায় না। শ্বেতকৃষ্ণ সংজ্ঞাও তিনি ব্যবহার করেন নাই। উহা হয় ত কোন টীকাকারের। অথবা অল্‌বিরূণী তাঁহার অধ্যাপক পণ্ডিতের মুখে উহা শুনিয়া থাকিবেন।

১। W. v. Humboldt, *Kawi-sprache*, Vol. 1, pp. 19—42.

২। F. Woepcke, "Memoire sur la propagation des chiffres indiens," *Journal Asiatique*, Ser. 6, tome 1, 1363, pp. 284—290.

৩। C. P. Brown, *Cyclic Tables*.

৪। A. C. Burnell, *Elements of South-Indian Palæography*, Mangalore, 1874 pp. 57-9.

৫। J. G. Bühler, *Indische Palæographie*, 1896. English translation by J. F. Fleet, Bombay, 1904, $ 35.

৬। *Alberuni's India*, vol. i, p. 177.

পরে তিনি উহাকে ব্রহ্মগুপ্তের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। একের কথা অপরের মুখে বসাইয়া দেওয়ার ভুল অল্‌বিরূণী আরও করিয়াছেন, দেখা যায়। আমি অন্যত্র তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।[১] কিন্তু কথাটা মূলে যাহারই হউক না কেন, উহাতে যে সংখ্যাসংজ্ঞার উৎপত্তির একটা মূলতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। জেকে কোন কোন সংজ্ঞার, মোট অল্প কয়েকটির, উপপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বূলার অনেক সংজ্ঞার উপপত্তি দিয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহার নিঘণ্টু খুবই মূল্যবান্। কিন্তু উহাও সম্পূর্ণ নহে, নির্দ্দোষও নহে;—তাহাতে দুই চারিটা ভুল আছে। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা-প্রণীত 'ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা' গ্রন্থে নামসংখ্যার এক তালিকা আছে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু শ্রীযুক্ত ওঝা বূলারের প্রদর্শিত সুন্দর পন্থাটা অনুসরণ করেন নাই। মহাবীরাচার্য্যের 'গণিতসারসংগ্রহে'র সম্পাদক রঙ্গাচার্য্য পুস্তকশেষে যে নিঘণ্টু দিয়াছেন, তাহাতে প্রতি সংজ্ঞার উৎপত্তি নির্দ্দেশ আছে।[২] শ্রীযুক্ত রায়ের প্রণীত নিঘণ্টু সব দিক্ দিয়াই পুরোগামী সমস্ত নিঘণ্টু হইতে শ্রেষ্ঠ।

নামসংখ্যার প্রয়োগেতিহাস সংগ্রহ করা অতি দুরূহ কাজ। তাহাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। বস্তুতঃ উহা একজনের পরিশ্রমে হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই হেতু শ্রীযুক্ত রায়ের সংগৃহীত ইতিহাসে যে কিছু ভুল আছে, তাহা আশ্চর্য্য মনে করি না। তাঁহার কোন কোন ভুল এ স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত রায় মনে করিয়াছেন যে, 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র কালে (৪২৭ শক) ভ = ২৭ ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। অন্যত্র তিনি আরও বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ঐ সংজ্ঞাটা দশম শতাব্দীর পরকালের। তাঁহার ঐ ধারণা সত্য নহে। আমার প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে (১৫—৬ পৃষ্ঠা), খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতকের ও প্রাচীন কালের 'বেদাঙ্গজ্যোতিষে' এবং খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ঐ প্রকার ব্যবহারের প্রমাণ আছে। এ স্থলে আরও স্পষ্টতঃ উহাদের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছি। 'বেদাঙ্গজ্যোতিষে' আছে,—"বিভজ্য ভসমূহেন"[৩], এ স্থলে 'ভসমূহ'—২৭; "শ্রবিষ্ঠাভ্যো গণাভ্যস্তান"[৪], গণ = ভগণ = ২৭। 'অর্থশাস্ত্রে'[৫] পাই নক্ষত্র = ২৭। 'ভসমূহ' ও 'ভগণের' পরিবর্ত্তে মাত্র 'ভ' বলিলে দোষ নাই। ৫৫০ শককালের 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' (১৬।৩০) এবং ৫৮৭ শককালের 'খণ্ডখাদ্যকে' (৩।৫) স্পষ্টতই আছে, ভ = ২৭।

শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, যুগ = ৪, অঙ্গ = ৬, তর্ক = ৬, মঙ্গল = ৮, গ্রহ = ৯, প্রভৃতি প্রয়োগ দশম শকশতকের পরবর্ত্তী। তাঁহার লেখা দৃষ্টে মনে হইবে যে, বেদ = ৪, বরাহমিহিরের সময়ে প্রচলিত হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। এ সকল কথা ঠিক নহে।

বেদ = ৪, পাওয়া যায়—'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে' (৮।১০) এবং 'অগ্নিপুরাণে' (১২২।৪, ১৫, ১৬ ইত্যাদি)।

১। Bibhutibhusan Datta, "Two Aryabhatas of Albiruni", *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. 17, 1926, pp. 59-74.

২। *Ganita-sara-samgraha*, Appendix I.

৩। যাজুষজ্যোতিষ, ২৭ শ্লোক; আর্চজ্যোতিষ, ৩১। উভয় গ্রন্থই সুধাকর দ্বিবেদীর সম্পাদনায় কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। আর্চ, ৯।

৫। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শ্রীশ্যামশাস্ত্রী সম্পাদিত, ৭৮ পৃষ্ঠা।

যুগ = ৪, ব্যবহার—'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' ও 'গণিতসারসংগ্রহে' (২।৩২) আছে।

অঙ্গ = ৬, পাওয়া যায়—'মহাভাস্করীয়ে' (৭।৬, ২৩, ২৪), 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' (ধ্যানগ্রহোপদেশাধ্যায়, ২৬, ২৮); 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদতন্ত্রে'; 'গণিতসারসংগ্রহে' ও অল্‌বিরূণীর তালিকায়।

তর্ক = ৬, 'গণিতসারসংগ্রহে' আছে।

মঙ্গল = ৮, পাওয়া যায়—অল্‌বিরূণীর তালিকায় এবং প্রাচীন চম্পারাজ্যে প্রাপ্ত শিলালিপিতে,[১] যথা,—শককাল "শশিরূপমঙ্গল" = ৮১১ (৩২ নং শিলালিপি), "গগনদ্বিমঙ্গল" = ৮২০ (৩৯ নং), ইত্যাদি[২]। অবশ্য এইগুলি শ্রীযুক্ত রায়ের মতে "আঙ্কিক সংজ্ঞা" নহে, "কবিসাঙ্কেতিক" মাত্র।

গ্রহ = ৯, ব্যবহার আছে—'গণিতসারসংগ্রহে' (১।৬১) ও 'অগ্নিপুরাণে' (১৩১।৪, ১৪০।৪, ইত্যাদি)। শ্রীযুক্ত রায় অনুমান করেন, এই সংজ্ঞা কবিভাষায় প্রথম আসিয়াছিল, পরে জ্যোতিষগ্রন্থে প্রবেশ করে। এ স্থলে প্রদত্ত প্রমাণে নিশ্চিত হইবে যে, ঐ অনুমান বাস্তবিক নহে।

অঙ্ক সংজ্ঞা শ্রীযুক্ত রায় 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় পান নাই। কিন্তু উহা অষ্টাদশ অধ্যায়ের, ৩৫ শ্লোকে আছে। ঐ সংজ্ঞাটি আরও কত প্রাচীন, তাহাও যথাসম্ভব নিরূপিত হওয়া উচিত। উহার সঙ্গে হিন্দুগণিতের ইতিহাসের একাংশের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। তাহা প্রথম প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। অঙ্ক সংজ্ঞার আবির্ভাবকাল নির্দ্ধারিত হইলে হিন্দু দশমিক সংখ্যাপ্রণালীর আবিষ্কারকালের অধস্তন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত রায় 'গণিতসারসংগ্রহে' হরিনেত্র (= ৩) সংজ্ঞা পাইয়াছেন। আমরা পাই নাই। নেত্র = ৩, ব্যবহারের দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দশ শকশতকের পূর্ব্বে তিনি পান নাই। চম্পালিপিতে আছে—শককাল "বিবরহরাক্ষাদ্রি" = ৭৩৯ (২৬ নং),"পক্ষপশুপতিনয়নমঙ্গল" = ৮৩২ (৪০ নং; আরও দ্রষ্টব্য ৪১ নম্বর)। 'গণিতসারসংগ্রহে' আছে হরনেত্র = ৩। উহা হইতে কালক্রমে নেত্র = ৩, ব্যবহার হইল। শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, "ভূতসংজ্ঞা বরাহে পাই, পরে গণিতশাস্ত্রে চলে নাই। বোধ হয়, পঞ্চশর পর্য্যায় পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল" (২৩০পৃষ্ঠা)। এই কারণেই কি তাঁহার কোনও কোষে ঐ সংজ্ঞার উল্লেখ নাই? যাহা হউক, ভূত = ৫, প্রয়োগ বরাহমিহিরের বহু পূর্ব্বে 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্র' (৭।৩০, ৮।১১) এবং পরবর্ত্তী কালের 'গণিতসারসংগ্রহে'ও আছে।

শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, "বরাহ ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের অতিরিক্ত সংজ্ঞা ব্রহ্মগুপ্তে নাই। ভাস্করাচার্য্য দেখা হইল না; বোধ হয়, তাহাতেও নূতন সংজ্ঞা নাই।" (২২৩ পৃষ্ঠা)। প্রায় ঐ প্রকার মোটামুটি একটা কথা প্রথম প্রবন্ধে আমিও বলিয়াছি, "যদিও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা বরাহের ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন পর্য্যায় শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন, নব নব তত্ত্বের বিচার দ্বারা বা অপর যুক্তিযুক্ত উপায়ে নূতন শব্দসংখ্যার উদ্ভাবনায় কোন চেষ্টা করেন নাই।

১। R. C. Mazumdar, *Ancient Indian Colonies in the Far East*, *vol. 1*, *Champa* Lahore, 1927. এই গ্রন্থে প্রদত্ত নম্বর অনুসারে শিলালিপি নির্দ্দেশিত হইল।

২। আরো দ্রষ্টব্য ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪ নম্বর শিলালিপি।

...সুতরাং মূল বিষয় এক রকম পরিবর্ত্তনহীন অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে" (১৯ পৃষ্ঠা)। খ্রীষ্টীয় সালের দশম শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষ-গ্রন্থকারদিগের কথাই তখন আমার মনে ছিল। সে যাহাই হউক, ঐ প্রকার মন্তব্য একেবারে নিঃসত্ত্ব না হইলেও, সর্ব্বাংশে বাস্তবিক নহে। সুতরাং দোষ বেশী কম, উভয়েরই আছে। কারণ, বরাহের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'তে নাই, এমন কতিপয় সংজ্ঞা ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' আছে। তাহাদের সংখ্যা স্বল্প বটে, তবুও আছে। যেমন,—অঙ্গ=৬ (ধ্যান ২৬, ২৮), অতিধৃতি=১৯ (২.৮, ১৯ ইত্যাদি), গজ=৮ (ধ্যান ২৬, ৪৯, ৫১, ৫৪), গো=৯ (১।১৮, ২৬), চক্রাংশ=৩৬০ (২।৪৯, ৫২), তত্ত্ব=২৫ (১০।২, ধ্যান ৩৭), ভ=২৭ (১৬।৩০), ভাংশ=৩৬০ (২।১৪, ১৫) ভুজঙ্গ=৮ (ধ্যান ৫১, ৫২), শক=১১ (ধ্যান ৫১)। ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যকে' আর একটা নূতন সংজ্ঞা আছে,—তান=৪৯ (১।১০)। প্রচলিত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে' ব্যবহৃত নামসংখ্যার নিঘণ্টু আমার নাই। শ্রীযুক্ত রায়ের নিঘণ্টু হইতে দেখি যে, অঙ্গ, চক্রাংশ,তান, ভাংশ ও শক ব্যতিরিক্ত অপর সমস্ত সংজ্ঞা তাহাতে আছে। আবার দুই চারিটা এমন সংজ্ঞা আছে, যাহা 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় পাওয়া যায়, কিন্তু 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' নাই। যেমন,—অঙ্ঘ্রি=৪ (১।১৮), অতিদ্বাদশ=১৩ (৪।৯), ইন্দ্র=১৪ (৯।১৬), উৎকৃতি=২৬, নরক=৯ (৪।৬), ভূপ=১৬ (৪।১০) ও স্বর্গতি=৯ (২।৮)। এতন্মধ্যে ইন্দ্র সংজ্ঞা ব্যতীত অপরগুলি প্রচলিত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে' নাই।

ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থ না দেখিয়া, তাহাতে নূতন কোন সংজ্ঞা আছে, কি নাই, অনুমান করা শ্রীযুক্ত রায়ের পক্ষে ঠিক হয় নাই। তাঁহার অনুমান কতটা ভুল, তাহা আমিও এখন দেখাইতে পারি না, স্বীকার করি। কারণ, ভাস্করের সমস্ত গ্রন্থ হইতে সংখ্যাসংজ্ঞার নিঘণ্টু আমি পূর্ব্বে সঙ্কলন করি নাই। তবে এই প্রমাণ জানি যে, 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' ও 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে' নাই, এমন সংজ্ঞা ভাস্করাচার্য্য ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার 'লীলাবতী'তে পাওয়া যায়,—যুগ=৩, ভ=২৭; 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র 'মধ্যমাধিকারে' আছে, অঙ্গ=৬, আকৃতি=২২, ক্রম=৩, গর্ভ=১১, যুগ=৪ এবং 'স্পষ্টাধিকারে' আছে, পূর্ণ=০, ভাংশ=৩৬০, প্রভৃতি। গর্ভ সংজ্ঞা আমি অপর কুত্রাপি দেখি নাই। শ্রীযুক্ত রায়ের সংগ্রহেও নাই, উহার উপপত্তি কি? তিনি পূর্ণ সংজ্ঞা 'সিদ্ধান্তদর্পণে' পাইয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য উহার বহুল উপযোগ করিয়াছেন। মুনীশ্বর বলেন যে, ত্রিসংখ্যক বামনচরণ হইতে ক্রম সংজ্ঞার উপপত্তি।[১] 'মহাভাস্করীয়ে' (৭।৫, ১১) আছে, বিষ্ণুক্রম=৩।

শ্রীযুক্ত রায় সংখ্যাসংজ্ঞাগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—গণিতে ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও কবিসাঙ্কেতিক ভাষায় প্রযুক্ত সংজ্ঞা। এটা তিনি খুবই ভাল করিয়াছেন। বরাহের 'বৃহজ্জাতকে' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় ব্যবহৃত সংখ্যাসংজ্ঞায় যে ভেদ আছে, তাহা প্রথম প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ প্রকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিয়া কোন শ্রেণীর লোকের কোন সংজ্ঞার কি অর্থ গ্রহণ করা উচিত, তাহা সহজে বোঝা যাইবে। সেই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত রায় সংখ্যাসংজ্ঞার দুইখানা পৃথক্ কোষ লিখিয়াছেন,—"আঙ্কিক শব্দকোষ" ও "কবি

১। সিদ্ধান্তশিরোমণি, মধ্যমাধিকার, ভগণাধ্যায় (মরীচি)

সাঙ্কেতিক শব্দকোষ।" শেষেরটাতে অপরটার অতিরিক্ত সংজ্ঞাগুলি স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞা বিশ্লেষণে ভুল আছে। যেহেতু, তিনি এই সংজ্ঞাগুলিকে গণিতে প্রযুক্ত হয় না মনে করেন,—অঙ্গ (=৬), কাল (=৩,৬), কোশ (=৬), গতি (=৪), দ্বীপ (=৭), পুর (=৩), প্রাণ (=৫), ভুবন (=৩,৭, ১৪), মাতৃকা (=১৬), মাস (=১২), রত্ন (=৯), লব্ধক (=৯), লোক (=৩১, ১৪), বর্ণ (=৪), বায়ু (=৭)। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন যে, "'পুর' আঙ্কিক নয়, যদিও কবিভাষায় কখন কখনও তিন বুঝাইত।" (প্রবাসী, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)। ঐ সকল সংজ্ঞার মধ্যে কাল, কোশ, প্রাণ, মাস ও বায়ু ব্যতীত অপরগুলি 'গণিতসারসংগ্রহে' প্রদত্ত নিঘণ্টুতে পাওয়া যায়। তবে তথায় তাহাদের কোন কোনও সংজ্ঞার পারিভাষিকত্বে কথঞ্চিৎ ভেদ আছে। যেমন মহাবীরের মতে ভুবন=৩; মাতৃকা=৭; লোক=৩, রত্ন=৩,৯ এবং বর্ণ=৬। তথায় 'লব্ধকে'র পরিবর্ত্তে 'লব্ধ' ও 'লব্ধি' আছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অঙ্গ সংজ্ঞা 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে,' 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ তন্ত্রে' ও 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে আছে। লোক=৩, ব্যবহার 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র (১২৮) উপর পৃথূদক স্বামীর (৭৬৬ শককাল) কৃত টীকায় ও অলবিরুণীর তালিকায় আছে। মাস ও কোশ সংজ্ঞার গণিতে প্রয়োগ আমিও এই পর্য্যন্ত পাই নাই। প্রাণ এবং বায়ু সংজ্ঞাও বস্তুত আঙ্কিক (পরে দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, এই বিভাগ আরো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত রায় মনে করেন যে, মাস ও কোশ সংজ্ঞা পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শেষোক্ত সংজ্ঞাটি নাকি শকদ্বাদশ শতকের। মাস=১২, 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে' (৭।১২) আছে। অলবিরুণীর তালিকায় পাওয়া যায়, মাস=১২, মাসার্দ্ধ=৬। ঋগ্বেদে যে বৎসরকে কখন কখনও 'দ্বাদশ' বলা হইত, তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে কথিত হইয়াছে। 'জৈমিনী ব্রাহ্মণে'ও সেই প্রয়োগ দেখা যায়,—"দ্বাদশস্তু মাসা......" (৩৷৬৮)। তাহার কারণ, বর্ষ দ্বাদশমাসাত্মক। সুতরাং বিপরীত ক্রমে মাস=১২, ব্যবহার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সংজ্ঞাটি আরো সাধারণভাবে নামসংখ্যায় ব্যবহৃত হয় না কেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কোশ=৬, ব্যবহার চম্পালিপিতে আছে; যথা—"কোশখভূধর"=১০৬ ও "কোশনবর্ত্তু"=৬৯৬ (২২ নং), "কোশাগমুনি"=৭৭৬ শককাল (৩০ নং)।

প্রথম প্রবন্ধে কতিপয় সংজ্ঞার উপপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, "তাহাদের ও অপরাপরগুলির বিশদ ও পূর্ণ আলোচনা বিজ্ঞতর ব্যক্তির শক্তিসাপেক্ষ।" তবুও ধৃষ্টতা করিতে গিয়া ভুল করিয়াছিলাম। আমার সেই আলোচনার একটা উদ্দেশ্য ছিল, পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করা। তাহা সফল হইয়াছে এবং তাহাতেই আমার আনন্দ। শ্রীযুক্ত রায় খুব কৃতিত্বের সহিত ঐ আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। অক্ষ=৫, ব্যবহারের উপপত্তি বৈদিক অক্ষক্রীড়া হইতে মনে করিয়া, উহার আলোচনায় কতকটা কল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় সত্যই বলিয়াছেন যে, উহাতে আমি "দূরবিভ্রষ্ট" হইয়াছি। আমিও পরে, তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের আগে, বুঝিয়াছিলাম যে, অক্ষ=ইন্দ্রিয়=৫, বলিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, আমার প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি ঐ সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর অক্ষক্রীড়ার "চমৎকার ইতিহাস......উদ্ঘাটন" করিয়াছেন। উহা তাঁহার মত পণ্ডিতের

পক্ষেই সম্ভব। মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র রচনাকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে মতবিরোধ আছে। মাণিক গাঙ্গুলী নিজেই স্বীয় গ্রন্থের রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু নামসংখ্যায় ও রহস্যপূর্ণ করিয়া। মুখ্যতঃ নামসংখ্যার ঐ রহস্যভেদ করিতে গিয়াই মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবলমাত্র নামসংখ্যার ইতিহাসের খাতিরে, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলাম যে, ঐ স্থলে সিদ্ধ=৮, ও যোগ=৮, মনে করা যাইতে পারে। এবং কি প্রকারে এই দুইটি সংজ্ঞার উপপত্তি করা যাইতে পারে, তাহারও প্রকট ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রায় উহাকে "অপব্যাখ্যা" মনে করেন। তাহার প্রতিবাদ ও খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"সিদ্ধি=৮, স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইতে সিদ্ধ=৮ অভ্যুপগম স্বীকার করিলে আঙ্কিক শব্দের পারিভাষিকত্ব লুপ্ত হয়। যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া যোগ=৮, ধরিলে আঙ্কিক শব্দের মূলোচ্ছেদ হয়। দেহ নবদ্বার; তা বলিয়া দেহ=৯ হইতে পারে না।"[১] আমি এই মন্তব্যের সার্থকতা দেখি না। নামসংখ্যা-প্রণালীতে সাধারণত যোগ=৮, সিদ্ধ=৮, ব্যবহার পাওয়া যায় না, জানি।[২] কিন্তু অসাধারণ উপলক্ষের কথাই বলিতেছিলাম। আমার লেখায় তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। অসাধারণ কালে অসাধারণ কারণে অসাধারণ ব্যাখ্যা করিতে হয় না কি?[৩] ব্রাহ্মণগ্রন্থাদিতে এবং পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থেও বৈদিক ছন্দের নামগুলি সংখ্যা-সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যথা,—গায়ত্রী=৮,২৫; জগতী=১২,১৮; বিরাট্=৫,১০, ইত্যাদি। ঐ সকল সংজ্ঞার উপপত্তি সমগ্র ছন্দের বা তাহার পাদবিশেষের অক্ষর-সংখ্যা হইতে, সকলেই ইহা জানেন। শ্রীযুক্ত রায়ও স্বীকার করেন যে, সংখ্যা-সংজ্ঞার একবিধ মূল তত্ত্ব এই,—"কোন পদার্থের যত ভাগ আছে, সে পদার্থের নাম দ্বারা তত সংখ্যা বুঝায়।" (২২৬ পৃষ্ঠা)। সুতরাং যোগ=৮, ধরিলে দোষ কি? মহাবীরাচার্য্যের মতে তনু=৮, লব্ধি ও লব্ধ=৯। তনু (ও কায়) সংজ্ঞা চম্পালিপিতেও পাওয়া যায়।[৪] শিবের তনু অষ্টোপাদানে গঠিত।[৫] তাই তনু=৮। জৈন মতে লব্ধব্য বস্তু নয়টা।[৬] তাই লব্ধি, লব্ধ=৯। সেই প্রকারে বলা যায় না কি, সিদ্ধ=৮, যোগ=৮? শঙ্কু সাধারণত বার আঙ্গুল পরিমিত হইয়া থাকে বলিয়া বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত[৭] সংজ্ঞা করিয়াছেন, শঙ্কু=১২। মুনীশ্বর লিখিয়াছেন যে, "কৃতযুগে ধর্ম্মের চারি পাদ ছিল বলিয়া

১। 'প্রবাসী', ১৩৩৬, পৌষ, ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

২। অসমিয়া ভাষায় কাশিনাথ-প্রণীত 'ধীরমোহিনী অঙ্কার্য্যা' নামে একখানি প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন গণিত গ্রন্থ আছে। তাহাতে দেখা যায়, সিদ্ধ=৪ ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩২৯, ১ পৃষ্ঠা)।

৩। 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র রচনাকাল নিরূপণে সেইরূপ অসাধারণ কারণ ঘটিয়াছিল কি না, তাহা গণিতৈতিহাসিক অপেক্ষা সাহিত্যৈতিহাসিকেরই অধিক বিবেচ্য। অবশ্য গণিতৈতিহাসিক তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করিবেন না। স্বীয় শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যথাসম্ভব তাঁহার সহায় হইবেন।

৪। ৩৭, ৩৯, ৪৪, ৪৫ নম্বর শিলালিপি দ্রষ্টব্য।

৫। পরে দেখ।

৬। যথা,—অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, ক্ষায়িকসম্যক্ত, ক্ষায়িকচারিত্র, অনন্তদান, অনন্তলাভ, অনন্তভোগ, অনন্তোপভোগ ও অনন্তবীর্য্য।

৭। খণ্ডখাদ্যক, ৩।১৪।

লক্ষণা প্রয়োগে বলা হয়, কৃত = ৪।"[1] এই প্রকারের দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রায়ও এক স্থলে অসাধারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাশীরাম দাস মহাভারতের আদি-পর্ব্বের সমাপ্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—[2]

"শকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে।
রুক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥"

শ্রীযুক্ত রায়ের মতে রুক্মিণীনন্দন = কাম = ৫; কারণ, "কামের পঞ্চ শর।" কাম সংজ্ঞা কুত্রাপি পাই নাই; তাঁহার কোষেও নাই। একমাত্র পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে (৬।৫) দেখিয়াছি, কামশর = ৫। এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত রায়ের উক্ত প্রতিবাদকে আমরা নিঃসার মনে করি।[3]

বস্তুত কোন সংখ্যা-সংজ্ঞার উপপত্তি নিরূপণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। যে কালে, যে স্থলে সংজ্ঞাটির প্রথম সৃষ্টি হয়, সেই কাল ও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিলে, তৎকালীন সভ্যতার বিষয় সম্যক্ অবগত হইতে না পারিলে, বিশেষত সংজ্ঞাস্রষ্টার তৎকালীন মনোভাব কল্পনা করিতে না পারিলে, সংজ্ঞার উপপত্তি নিরূপণ হইতে পারে না। বৈদিক ও পৌরাণিক মনোবৃত্তির যুগে নির্ব্বাচিত সংজ্ঞা যে ভিন্ন, একই সংজ্ঞাবিশেষের পারিভাষিক অর্থ যে বিভিন্ন কালে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি যে, সংখ্যা-সংজ্ঞার মধ্যে হিন্দুর জাতি ও দেশের বহু প্রাচীন কাহিনী ও সভ্যতার ইতিহাস নিহিত আছে। "তাহাদের উপপত্তি সন্ধান করিতে গেলে...ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার কোন কোন লুপ্ত তত্ত্বও ব্যক্ত হইয়া পড়িবে মনে হয়।" শ্রীযুক্ত রায়ও স্বীকার করেন যে, "সেগুলি ঐতিহাসিক বীজপুট।"

শ্রুতিতে কখন কখন অপরূপ উপপত্তি নির্দ্দেশিত হইত দেখা যায়। যেমন একুশ সংখ্যার আদিত্য[4] সংজ্ঞা,—

"একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যঃ"

"এই হেতু ঐ আদিত্য একবিংশ।" শ্রুতি নিজেই আবার সেই হেতুটা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন,—

"দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ"—

১। "কৃতযুগে ধর্ম্মস্য চতুষ্পাদত্বাৎ তৎপদেন লক্ষণয়া চতুঃসংখ্যা"—সিদ্ধান্তশিরোমণি, মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ২৮-৯ শ্লোকের টীকা, মরীচি।

২। শ্রীযুক্ত রায়ের প্রবন্ধে ধৃত, 'প্রবাসী', ১৩৩৬, পৌষ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

৩। শ্রীযুক্ত রায় পরে বিবদমান বিষয়ে তাঁহার মত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি লেখককে পত্রে জানাইয়াছেন, "যোগ = ৮, হইতে পারে। কারণ, যোগের প্রত্যেক অঙ্গকে যোগ বলা যায়, কিন্তু ব্যবহার নাই, সিদ্ধি = ৮, হইতে সিদ্ধ = ৮, হইতে পারে না। কারণ, অষ্টসিদ্ধির এক এক বিষয়ে সিদ্ধ যোগী ছিলেন কি?" এ স্থলে আরো একটা কথা বলা উচিত। 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র রচনাকাল সম্বন্ধে যে তিনি আমার ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমার কিছু বলার নাই। কারণ, উহা নিরূপণের উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমার লক্ষ্য গণিতের ইতিহাস নির্ণয়। সেই সম্বন্ধে কেহ যদি সাধারণবিধিবহির্ভূত অদ্ভুত কথা বলেন, তাহাতে সংশয় করা গণিতৈতিহাসিকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্তও। পক্ষান্তরে নানা নিঃসন্দিগ্ধ ও অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে উক্তিবিশেষের সমর্থন করিতে পারিলে সকলে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

৪। এই শ্রুতির মূল অনুসন্ধানে কোন প্রয়াস করি নাই। আচার্য্য শঙ্কর ইহার অনুবাদ করিয়াছেন (পরে দ্রষ্টব্য)।

অর্থাৎ "দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, এই তিন লোক এবং ঐ আদিত্য—এইরূপে আদিত্য একবিংশ।" ঐতরেয় আরণ্যকে[১] পঁচিশ সংখ্যার 'পুরুষ' সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষো দশ হস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশ পাদ্যা দ্বা ঊরূ দ্বৌ বাহূ আত্মৈব পঞ্চবিংশস্তমিমমাত্মানং পঞ্চবিংশং সংস্কুরুতে।"

অর্থাৎ 'পুরুষ পঞ্চবিংশ, তাহার দশ হস্তাঙ্গুল, দশ পাদাঙ্গুল, দুই উরু, দুই বাহু ও এক আত্মা; একুনে পঁচিশ। সেই হেতু পুরুষকে পঞ্চবিংশ বলা হয়।" আধুনিক কালে প্রচলিত সংখ্যা-সংজ্ঞার মূল নির্ণয় কেহ ঐ প্রকারে করেন না। কেহ করিলে বিদ্বৎসমাজ তাহা গ্রহণ করিবেন না। অধিকন্তু ব্যাখ্যাতা উপহাসাস্পদ হইবেন। অথচ বৈদিক যুগের লোকে ঐ প্রকার তত্ত্বাবলম্বনে সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করিত এবং সেই ব্যাখ্যা পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃতও হইত। ঐ প্রকারের উপপত্তি নির্ণয়ে যে একটা মহাদোষ আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। তখন সংজ্ঞাবিশেষের উপপত্তি নিরূপণ করা মহা দুরূহ, কখন বা অসম্ভব হইবে। আচার্য্য শঙ্কর সত্যই বলিয়াছেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অর্থবাদের অপেক্ষা করিয়াই লোকে ঐ প্রকার উপপত্তি নির্ণয় করিতে পারিয়াছিল।[২] পরবর্ত্তী কালে শ্রুতির ঐ সকল অংশ অপ্রসিদ্ধ হইয়া পরে। তাই নামসংখ্যায় আদিত্য = ২১, পুরুষ = ২৫, সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এখন আদিত্য = ১২, ব্যবহারই সুপ্রচলিত; পুরুষ সংজ্ঞা লুপ্ত।

অঙ্কের "শূন্য" (০)কে নামসংখ্যায় বিন্দু, আকাশ, খ ইত্যাদি বলা হয়। বেশীর ভাগ সংজ্ঞা আকাশের পর্য্যায় শব্দ। ঐ সংজ্ঞার এবং 'শূন্য' নামের উপপত্তি কি? শ্রীযুক্ত রায় লিখিয়াছেন, "বিন্দু, যেমন জলবিন্দু, অতি ক্ষুদ্র, নিরবয়ব; এত ক্ষুদ্র যে, শূন্য মনে হয়। ইহা হইতে বিন্দুর সংজ্ঞা, শূন্য! যদি শূন্য, তাহা হইলে অভাব, অতএব আকাশ,..." (২২৮ পৃষ্ঠা)। অতএব দেখা যায় যে, তিনি ০, এই অঙ্কচিহ্নের 'বিন্দু' নামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞাত ইতিহাসের সাক্ষী তাহার সমর্থন করে না। শূন্য নাম পাওয়া যায় 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে' (৮।২৯,৩০), বকশালী পাণ্ডুলিপিতে, 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় (৪।৭, ১১ ইত্যাদি) ও পরবর্ত্তী গ্রন্থে। খ সংজ্ঞা (ও তাহার পর্য্যায়) পাওয়া যায়, অগ্নিপুরাণ (১২৩।৩), 'মূল-পুলিশসিদ্ধান্ত' (উৎপলভট্ট ধৃত বচন), পঞ্চসিদ্ধান্তিকা (৩।২,১৭, ইত্যাদি) প্রভৃতিতে। কিন্তু বিন্দু সংজ্ঞা প্রথম দেখিয়াছি, পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় (৩।৭,৯)।[৩] সুতরাং দেখা যায় যে, শূন্য সংজ্ঞা প্রাচীন।[৪] আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'অমরকোষের' মতে শূন্য ও বিন্দু শব্দ সমানার্থক নহে। উহা প্রথম দেখিয়াছি, হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি'তে, শক একাদশ শতকে।

১। ১।১।২।৮ ; ১।১।৪।২০। এই দৃষ্টান্তটির সন্ধান আমার সহোদর শ্রীমান্ বিনোদবিহারী দত্ত দিয়াছে। সে বলে যে, ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত শ্রুতি ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে আরো আছে।

২। "প্রসিদ্ধা চার্থবাদান্তরাপেক্ষ্য অর্থবাদান্তরা প্রবৃত্তিঃ 'একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যঃ' ইত্যেবমাদিষু। কথং হীহৈকবিংশত্যাস্যাভিধীয়তে অনপেক্ষ্যমানোঽর্থবাদান্তরে 'দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ' ইত্যেতস্মিন্।"—শারীরকভাষ্য, ৩।৩।২৬।

৩। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র এই দুইটি শ্লোক ভ্রমপূর্ণ বলিয়া থিবো এবং দ্বিবেদী তাহার কোন অর্থ করেন নাই। কিন্তু সমগ্র শ্লোকের অর্থ নির্গত করিতে পারা না গেলেও উহাতে যে বিন্দু = ০, সংজ্ঞার ব্যবহার আছে, তাহাতে সংশয় নাই। শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার নির্ঘণ্টতে (যেটা পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে সঙ্কলিত) বিন্দু সংজ্ঞা ধরেন নাই। যাহা হউক, এই প্রমাণ পরিত্যক্ত হইলে বিন্দুসংজ্ঞা আরো পরবর্ত্তী কালের হইয়া পড়ে।

৪। অবশ্য খ ও বিন্দু শব্দ বেদে বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উভয় শব্দই প্রাচীন। কিন্তু তাহাদের গণিতসম্পর্কে ব্যবহারের কথাই আমরা বলিতেছি।

অবশ্য তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে শূন্যকে বিন্দু বলা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উহাকে "আবেকস" নামে গণনা-যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ প্রকার যন্ত্র প্রাচীন চীনে, মিশরে, গ্রীস ও রোম দেশে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল।[১] চীনে এখনও দেখা যায়। প্রাচীন হিন্দুস্থানে কোন প্রকারের গণনা-যন্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ফ্লীট[২] একদা একটা প্রমাণাবিষ্কারের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা যে তাঁহার ভুল, তাহা আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি।[৩] সুতরাং পাশ্চাত্য মত ভিত্তিহীন বলিয়া পরিত্যাজ্য। শূন্য নামের মূল কি, তাহা নির্ণীত হওয়া অত্যাবশ্যক। 'আকাশ' ও তৎপর্য্যায় শব্দ কেন 'শূন্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তৎসম্বন্ধে মুনীশ্বর বলেন,"আকাশস্য মহত্ত্বেনেয়ত্তাভাবাৎ তদ্বাচকশব্দানাং সঙ্কেতেন বা স্থানাভাবদ্যোতকশূন্যাভিধেয়ত্বাৎ "।[৪]

বরাহের বৃহজ্জাতকের[৫] মতে খ = ১০। এই প্রয়োগের উপপত্তি কি? 'দীপিকা' নামক ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থে[৬] দেখা যায়—"খম্ লগ্নাৎ দশমরাশিঃ"। কিন্তু বৃহজ্জাতকে এই প্রকারের কোন কথা পাই নাই। টীকাকার উৎপল ভট্টও বলেন নাই।[৭] তাঁহারা মাত্র বলিয়াছেন, খ = আকাশ.[৮] দীপিকাকার অর্ব্বাচীন লোক। বরাহের ব্যবহার দেখিয়া তিনি ঐ সংজ্ঞা করিয়া থাকিবেন। বরাহের পূর্ব্বে গর্গও প্রয়োগ করিয়াছেন,[৯] খ = ১০।

শূন্যের আর একটা সংজ্ঞা পূর্ণ। শ্রীযুক্ত রায় বলেন, "বোধ হয়, বৃত্তাকার বিন্দুচিহ্ন দেখিয়া এই নাম।" আমার মনে হইয়াছিল, আকাশের পূর্ণতা গুণ হইতে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি। আকাশ অনন্ত বলিয়া যেমন অনন্ত = আকাশ = ০, সেইরূপ আকাশ পূর্ণতার প্রতীক বলিয়া পূর্ণ = আকাশ = ০। ইহাতে শুক্লযজুর্ব্বেদের শান্তিপাঠের কথা মনে পড়ে,—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

শ্রুতিতে বহু স্থানে পূর্ণস্বভাব ব্রহ্ম আকাশ নামেও অভিহিত হইয়াছেন।[১০] অমরসিংহ ও হেমচন্দ্রের মতে শূন্যের এক নাম তুচ্ছ। ইহার সঙ্গে ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্তে'র[১১] এই ঋক্ তুলনীয়—"তুচ্ছেনাভ্বাপিহিতং" ইত্যাদি।

১। D. E. Smith, *History of Mathematics*, vol. ii, Boston, 1925, pp. 156 ff.

২। J. F. Feet, "The use of the abacus in India", *Journ. Roy. Asiat. Soc.*, 1911.

৩। Bibhutibhusan Datta, "Early literary evidence of the use of the zero in India," *Amer. Math. Monthly*, vol. 33, 1926, pp. 449—454.

৪। মুনীশ্বরকৃত 'মরীচি', মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ১৮ শ্লোক। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র গ্রহগণিত ভাগের মধ্যমাধিকার, মুনীশ্বরের 'মরীচি' ও নৃসিংহের 'বাসনাবার্ত্তিক' সহ পণ্ডিত মুরলীধর ঝার সম্পাদনায়, বাণী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খ্রীষ্ট সাল।

৫। বরাহমিহিরের 'বৃহজ্জাতক' উৎপল ভট্টের টীকা সহ, রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে কলিকাতা, ১৩০০ বঙ্গাব্দে; ১।১৭; ১১।৬,১৭,১৮,২৩,৬,৭; প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৬। এই গ্রন্থ আমি দেখি নাই। অনুবাদিত বাক্যটি 'শব্দকল্পদ্রুমে' পাইয়াছি। ('খম্' শব্দ দেখ)।

৭। দ্রষ্টব্য বৃহজ্জাতক ১।২০ টীকা।

৮। 'বৃহজ্জাতক' ১।১৭ (টীকা) ও ২।৬ দ্রষ্টব্য।

৯। 'বৃহজ্জাতকে'র (১।১৭) টীকায় উৎপল ভট্ট ধৃত বচন দ্রষ্টব্য।

১০। "এষ আকাশ"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। 'বেদান্তদর্শনে' উহা বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, (১।১।২২, ১।৩।৪১ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১১। ১০।১২৯।

গো = ৯, সংজ্ঞার উৎপত্তি সুধাকর দ্বিবেদী করিয়াছেন পুরাণের নন্দিনী প্রভৃতি নয়টি গাভী হইতে। নন্দিনীবংশ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীযুক্ত রায় ঐ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অপর কোন প্রকৃষ্ট উপায় না দেখিয়া তিনি মনে করেন, গো = স্বর্গ = ৯। "গো অর্থে স্বর্গ ধরিতে হইতেছে। দেখা যাইতেছে, গো সংজ্ঞা বরাহের স্বর্গতি।" জৈন আগমশাস্ত্রের সংস্কৃত টীকায় কতিপয় স্থলে, 'গমন করে বলিয়াই গো', এই নিরুক্তি দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, গো = গ্রহ = ৯। বৃলার[1] ও সেই উপপত্তি ধরিয়াছেন দেখিতেছি। মুনীশ্বর বলেন যে, 'নবখণ্ডাত্মক ভূমি' হইতেই গো সংজ্ঞার উৎপত্তি।[2] ভূপ (= ১৬) সংজ্ঞার উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীযুক্ত রায় দুইটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন,—বিষ্ণুপুরাণোক্ত ষোল শকরাজার কাহিনী এবং মহাভারতোক্ত 'ষোড়শরাজিক' উপাখ্যান। তিনি প্রথমটা স্বীকার করিয়াছেন, বৃলার করিয়াছেন শেষেরটাকে। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র মতে শক = ১১; উহাতে ভূপ সংজ্ঞা পাই নাই। অতএব ষোল শকরাজকাহিনী হইতে ভূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি কি না, বিবেচ্য। একাদশ শক সংজ্ঞার উপপত্তি কি?

পবন (পর্য্যায় অনিল, বায়ু, সমীরণ, ইত্যাদি) সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, দ্বিবেদী তাহা দেখাইয়াছেন।[3] ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে সাতটি পবন প্রসিদ্ধ; যথা,—আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ ও পরাবহ। তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভমণ্ডল ঘুরিতেছে, ভভ্রমবাদী প্রাচীনেরা মনে করিতেন। সেই হিসাবে পবন = ৭। উৎপল ভট্ট অনুবাদিত কতিপয় জ্যোতিষবচনে উহা পাওয়া যায়।[4] প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ুর নিরুক্তিতে অপরে ধরিয়াছেন, পবন = ৫। ইহার দৃষ্টান্ত আছে বরাহের 'বৃহজ্জাতকে', শ্রীপতির 'সিদ্ধান্তশেখরে' (১।২৭) ও ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে।[5] কাহারও কাহারও মতে আবার মরুৎ = ৪৯। কারণ, পুরাণে উনপঞ্চাশ মরুতের কাহিনী আছে। দুর্গাপূজায় 'সপ্তসপ্তমরুদ্গণ'কে অর্ঘ্য দিতে হয়। অলবিরূণীর তালিকায় দেখা যায়, পবন = ৯। উহা ভুল। কারণ, তাহার উপপত্তিও হয় না। অপরন্তু কোন প্রয়োগও দেখা যায় না।

বৃলার লিখিয়াছেন যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকার মতে নরক = ৪০। উহা সত্য নহে। মূলে আছে, "পঞ্চনরকং শতার্দ্ধং ত্রিসমেতং" ইত্যাদি।[6] ঐ স্থলে 'পঞ্চনরকং' অর্থ পঞ্চচত্বারিংশৎ করিতেই হইবে, নতুবা গণনায় মিলিবে না। 'শতার্দ্ধং ত্রিসমেতং' অর্থ 'তিনোত্তর পঞ্চাশ' দেখিয়া বৃলার ভ্রমে পড়িয়াছেন; মনে করিয়াছেন, 'পঞ্চনরকং' অর্থও 'পঞ্চোত্তর নরক।' তাহাতে নরক = ৪০, হয়। কিন্তু দ্বিবেদী ও শ্রীযুক্ত রায় ঐ বাক্যের অর্থ 'পঞ্চগুণ নরক' করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের মতে নরক = ৯। এই ব্যাখ্যাই সমীচীন ও প্রকৃত, নরক = ৪০, ব্যাখ্যা যে ভুল, তাহা প্রমাণ করা যায়। বরাহ কোথাও স্পষ্টোল্লেখ ব্যতীত যোগবিধি মতে

১। নামসংখ্যানিবণ্ট দ্রষ্টব্য।
২। সিদ্ধান্তশিরোমণি, মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ২৮—৯ শ্লোকের টীকা (মরীচি)।
৩। 'বৃহৎসংহিতা', ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা।
৪। বৃহৎসংহিতা, ২ অধ্যায় টীকা (২৫ ২৭, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
৫। গণিতাধ্যায়, ভগ্রহযুত্যধিকার, ২য় শ্লোক।
৬। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ৪।৬

নামসংখ্যা ব্যবহার করেন নাই। গুণবিধির অবলম্বন সময় সময় করিয়াছেন বটে।[১] তারপর বরাহের স্বর্গতি সংজ্ঞার সঙ্গে নরক সংজ্ঞার সম্পর্ক আছে। স্বর্গতির বিপরীত দুর্গতি বা নরক। বরাহের মতে স্বর্গতি = ৯, সুতরাং নরক = ৯। এই দুইটা সংজ্ঞার উৎপত্তি কোথায়? শ্রীযুক্ত রায়ও খুঁজিয়া পান নাই। স্বর্গের সংখ্যা সম্বন্ধে শ্রুতিতে ও পুরাণে বহু প্রকারের মত দৃষ্ট হয়। তবে তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক মত পাওয়া যায়,[২]—

"নব স্বর্গলোকাঃ"

"স্বর্গলোক নয়টি।" উহা হইতে স্বর্গ = ৯, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে পারে। বিপরীত ক্রমে নরক = ৯, ব্যবহারের উৎপত্তি। "হইতে পারে" বলিতেছি; কারণ, ঐ সকল ব্রাহ্মণে ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। তথায় দশ, একাদশ বা সহস্র সংখ্যক স্বর্গের রূপক কল্পনাও আছে।[৩] সেগুলি স্বীকৃত হয় নাই কেন, জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিব?

'শ্রুতবোধ' নামে এক ছন্দোগ্রন্থে দুইটা নূতন সংজ্ঞা পাওয়া যায়,[৪] গিরীন্দ্র = ৮, ফণভৃৎকুল = ৯। গিরীন্দ্র বলিতে গিরিরাজ হিমালয়কেই বুঝায়। ঐ স্থলে উহা গিরি সংজ্ঞার উপলক্ষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই হিসাবে গিরীন্দ্র = ৭, হওয়া উচিত ছিল। কারণ, কুলাচল সাতটি। আরো বিশেষ কথা যে, হিমালয় সপ্ত কুলাচলের বাহিরে। সুতরাং তাহাকে কুলাচলের উপলক্ষণ করা আশ্চর্য্য। তবে পরবর্ত্তী কালে অষ্ট কুলাচলের প্রসঙ্গও শোনা যায়। আচার্য্য শঙ্করের 'মোহমুদ্গরে' আছে,—"অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ।" তখন হিমালয়কে কুলাচলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু উহা হইতেই গিরীন্দ্র = ৮ ব্যবহারের উৎপত্তি বলিতে হইবে। বস্তুতঃ 'শ্রুতবোধের'[৫] মতে গিরি = ৮। 'ফণভৃৎকুল' অর্থ 'সর্পকুল'। সুতরাং উহা আট সংখ্যা-জ্ঞাপক হওয়া উচিত ছিল। কারণ, সর্পবংশের প্রধান অনন্তাদি আটটি। নাগপঞ্চমী পূজাতে অনন্তাদি অষ্ট নাগের পূজা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নাম সংখ্যায় নাগ = ৮, সাধারণতই বুঝাইয়া থাকে। 'শ্রুতবোধে'র প্রয়োগ অসাধারণ। অপর কোন গ্রন্থে ঐ প্রকার প্রয়োগ পাই নাই। উহারও উপপত্তি হইতে পারে। প্রায় পুরাণের মতে প্রধান নাগ আটটি হইলেও বরাহপুরাণের মতে নয়টি।[৬] মনিয়র উইলিয়মস্

১। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় আছে, "নবষট্কঃ" = ৯ × ৬; "ষট্কাষ্টকঃ" = ৬ × ৮; "দ্বিত্রিভূতাঃ" = ২ (৩ × ৫), ইত্যাদি।

২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।২।২।১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪।১৬

৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।৯।৪।৬; ৩।১২।৫।৭-৮; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।১৭, দ্রষ্টব্য। আরো দ্রষ্টব্য শতপথব্রাহ্মণ ১৩।১।৩।১; গোপথ ব্রাহ্মণ ৬।২ প্রভৃতি।

৪। ৩৮ শ্লোক। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইহাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৫। ৩৫ শ্লোক।

৬। "অনন্তং বাসুকিঞ্চৈব কম্বলঞ্চ মহাবলম্।
কর্কোটকঞ্চ রাজেন্দ্র পদ্মঞ্চান্যং সরীসৃপম্॥
মহাপদ্মং তথা শঙ্খং কুলিকঞ্চাপরাজিতম্।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ প্রধানাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
—বরাহপুরাণ [শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত]।

লিখিয়াছেন,১ 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে'র মতে নাগ = ৭। শ্রীযুক্ত রায়ের প্রদত্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের নিঘণ্টুতে ঐ ব্যবহার নাই। অপর কোথাও নাগ সংজ্ঞার ঐ প্রয়োগ দেখি নাই। মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ ভুল করিয়া থাকিবেন।

চম্পালিপিতে কতকগুলি নূতন সংজ্ঞা আছে ;- আত্মা = ৯, আনন্দ = ৬, কায় = ৮, কুচ = ২, তনু = ৮, অঙ্গ = ৮, বেলা = ২, হস্ত = ২। নদী বা সমুদ্রের বেলাভূমি দুইটি। সেই হেতু বেলা = ২। আত্মা = ৯, প্রয়োগের উপপত্তি কি, বুঝি না। হয় ত চম্পালিপিতে ঐ সংজ্ঞার ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আত্মা = ৫, হইবে। পঞ্চাত্মা সাধারণের পরিচিত। তনু সংজ্ঞার উৎপত্তি শিবের তনুর আট উপাদান হইতে,—পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র এবং যজমান। অমর কবি কালিদাসের অমর নাটক শকুন্তলার মঙ্গলাচরণের কথা মনে পড়ে,—

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

সেই হেতু শিবের অপর নাম অষ্টমূর্ত্তি, অষ্টধর। কায় সংজ্ঞার উৎপত্তিও তাহাই, কায় = তনু। অঙ্গ সংজ্ঞা নামসংখ্যায় সাধারণতঃ ৬ জ্ঞাপন করে,—বেদের ষড়ঙ্গ হইতে তাহার উৎপত্তি। অঙ্গ = ৮, ব্যবহারের উৎপত্তি হইতে পারে,—(১) আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ হইতে, (২) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বা প্রণামের অষ্টাঙ্গ হইতে,২ (৩) যোগের অষ্টাঙ্গ হইতে,৩ (৪) অর্ঘ্যের অষ্টাঙ্গ হইতে,৪ অথবা (৫) তনু শব্দের পর্য্যায় হিসাবে। আনন্দ সংজ্ঞার উৎপত্তি রস সংজ্ঞার৫

১। M. Monier-Williams, *Sanskrit-English Dictionary*, New edition, revised and improved by E. Leumann and C. Cappeller, Oxford, 1899 ; নাগ ও ফণভৃৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।

২। প্রণামের অষ্টাঙ্গ—পাদ, জানু, বক্ষ, হস্ত, শির, বাক্য, দৃষ্টি ও মন।

৩। যোগের অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

৪। অর্ঘ্যের অষ্টাঙ্গ—দুই প্রকার ; তন্ত্রমতে—জল, দুধ, দধি, ঘৃত, কুশাগ্র, তণ্ডুল, যব ও শ্বেতসর্ষপ ; কাশীখণ্ডের মতে—জল, দুধ, দধি, ঘৃত, মধু, কুশাগ্র, রক্তকরবী ও রক্ত চন্দন। শব্দকল্পদ্রুম দেখ।

৫। পূর্ব্বপ্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' হইতে দুই ছত্র কবিতার অনুবাদ ছিল,—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
এই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা॥"

ইহাতে পাওয়া যায় যে, ১৬৭৪ শককালে 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয়। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে মুদ্রাকরের প্রমাদে ১৭৭৪ শক মুদ্রিত হয়। তাহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত রায় মনে করিয়াছেন যে, রসসংজ্ঞা সাধারণত ৬ বা ৯ সংখ্যা খ্যাপনার্থ ব্যবহৃত হইলেও, আমি ভিন্নোপায়ে পরিজ্ঞাত 'অন্নদামঙ্গলে'র রচনাকালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কথঞ্চিৎ জোর করিয়া উপপত্তিহীন হইলেও রস = ৭, ধরিয়াছি। [প্রবাসী ৩৪৭—৮ পৃষ্ঠা]। ঐ দোষ আমি করি নাই। আমার প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিতে ১৬৭৪ই ছিল ও আছে। মুদ্রিত প্রবন্ধে মুদ্রাকরের দোষে ১৭৭৪ হইয়াছে।

পর্য্যায় হিসাবে। আনন্দ = রস = ৬। শ্রুতিতেও পরব্রহ্ম কখন রস, আবার আনন্দ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন,—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"।[১]

'তিনিই [ব্রহ্ম] রস। সেই রসকে লাভ করিয়াই ইনি [জীব] আনন্দিত হন। যদি সেই আকাশ ও আনন্দ না থাকিতেন, তবে কে-ই বা জীবিত থাকিত, কে-ই বা প্রাণকার্য্য করিত?'

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

১। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ৭ শ্রুতি।

জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা *

১৩৩৫ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৮-৩০ পৃষ্ঠা) আমরা নামসংখ্যা-প্রণালী বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সময় পর্য্যন্ত নামসংখ্যার উৎপত্তি, প্রয়োগ ও ক্রমপরিণতির সমগ্র ইতিহাস যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছিল। ১৩৩৬ সালের 'পত্রিকা'য় অপর এক প্রবন্ধে ঐ বিষয়ের পুনরালোচনা করি। তাহাতে মুখ্যতঃ নামসংখ্যা নিঘণ্টু সঙ্কলনের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস এবং কতকগুলি সংজ্ঞার উপপত্তি ও প্রয়োগেতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, প্রথম প্রবন্ধের দু'একটি স্থল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্রকলেবর প্রবন্ধের অবতারণা।

অর্দ্ধমাগধী সাহিত্য

প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন অর্দ্ধমাগধী সাহিত্যে নামসংখ্যার ব্যবহার নাই। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত 'বৃহদ্‌গচ্ছের গুর্ব্বাবলী' হইতে নামসংখ্যা প্রয়োগের একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করা গিয়াছিল যে, "এই প্রকার প্রমাণও অতীব বিরল।" এই সকল কথার সংশোধন আবশ্যক। জৈন আগম গ্রন্থাদিতে (৫০০—৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সাল) নামসংখ্যা প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাই নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে রচিত 'অনুযোগদ্বার-সূত্রে' একমাত্র রূপ(= ১) সংজ্ঞার প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়।[১] কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জিনভদ্রগণি নামসংখ্যার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—"পণ সত্তগ তিগ পণ তিগ দুগ চউট্‌ঠিক্কো"[২] = ১৮৪২৩৫৩৭৫ ; "সুন্নিংদিয় দুগ পংচয় ইক্কগ তিগ"[৩] = ৩১৫২৫০ ; ইত্যাদি। আচার্য্য নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "বার খং ছক্কং"[৪] = ৬০১২ ; "পণ্ণাসমেকদালং ণব ছপ্পণ্ণাসসুণ্ণণবসদরী"[৫] = ৭৯০৫৬৯৪১৫০ ; "ছাদালসুণ্ণসত্তয়বাবণ্ণং"[৬] = ৫২৭০৪৬ ইত্যাদি[৭]।

* ১৩৩৭, ৭ই আষাঢ় তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। 'অনুযোগদ্বারসূত্র,' হেমচন্দ্র সূরি কৃত টীকা সহ, ১৯৮০ বিক্রমসম্বতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ; ১৪৬ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২। জিনভদ্রগণি প্রণীত 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস' মলয়গিরি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৭ বিক্রমসম্বতে ভাবনগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ; ১।৮৫ দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ, ১।৩৯১

৪। নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'গোম্মটসার', কেশববর্ণী কৃত 'জীবতত্ত্বপ্রদীপিকা', অভয়চন্দ্র কৃত 'মন্দপ্রবোধিকা' এবং টোডরমলজি কৃত হিন্দিভাষা টীকা সহ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ; জীবকাণ্ড, ১২৫ গাথা।

৫। ত্রিলোকসার, ৩১৩ গাথা। [পঞ্চাশদেকচত্বারিংশন্নবষট্‌পঞ্চাশচ্ছূন্যং নবসপ্ততিঃ] নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'ত্রিলোকসার' মাধবচন্দ্র ত্রৈবিদ্যদেব কৃত ব্যাখ্যা সহিত, ১৯৭৫ বিক্রমসম্বতে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা ; [ষট্‌চত্বারিংশচ্ছূন্যসপ্তকদ্বিপঞ্চাশৎ]

৭। ত্রিলোকসার, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯৩ গাথা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন জৈন গাথাসাহিত্যেও নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়; যথা—"পণসুন্নং চউরাসীয়"=৮৪০০০০০৯।

"ছত্তিন্নি তিন্নি সুন্নং পংচেব য ণব য তিন্নি চত্তারি।
পংচেব তিন্নি ণব পংচ সত্ত তিন্নেব তিন্নেব॥
চউ ছ দ্দো চউ এক্কো পণ দো ছক্কেক্কসো য অট্ঠেব।
দো দো নব সত্তেব য অংকট্ঠানা পরাহুত্তা॥"

অর্থাৎ ৭৯,২২৮,১৬২,৫১৪,২৬৪,৩৩৭,৫৯৩,৫৪৩, ৯৫০,৩৩৬। এই সকল গাথা যে কত কালের প্রাচীন, তাহা নিরূপণ করিতে পারি নাই। কোন কোন জৈন গাথা অতি প্রাচীন কালের। এমন কি, কোন কোন আগমগ্রন্থেও গাথার অনুবাদ আছে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা প্রথম দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাইয়াছি, অভয়দেব সূরির (১০৫০ খ্রীষ্টসাল) টীকাতে[১] এবং অপরটা হেমচন্দ্র সূরির (১০৮৯-১১৭৩ খ্রীষ্টসাল) টীকা গ্রন্থে।[২] গুণচন্দ্রগণি "নংদসিহিরুদ্দ" (=১১৩৯) বিক্রমসম্বতে আপনার 'মহাবীরচরিয়ম্' রচনা করেন।[৩] বাদিরাজসূরি "শাকাব্দে নগবাধিরন্ধ্র (৯৪৭) গণনে সংবৎসরে" 'পার্শ্বনাথচরিয়ম্' রচনা সমাপ্ত করেন।

মধ্যযুগের জৈন সংস্কৃত সাহিত্য

মধ্যযুগের জৈনগণ সংস্কৃত ভাষায় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ—মৌলিক ও টীকা, উভয় প্রকারেরই—রচনা করিতেন। ঐ সকল গ্রন্থে নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। জৈনাচার্য্য জিনসেন তৎকৃত 'নেমিপুরাণ' বা 'জৈন হরিবংশ পুরাণে' তাহার বহুল উপযোগ করিয়াছেন। একটা প্রমাণ দিতেছি,—

"স্থানক্রমাত্রিকং দ্বে চ ষট্ চত্বারি নব দ্বিকং"[৪]

ঐ স্থলে উদ্দিষ্ট সংখ্যা ২৯৪৬২৩। জিনসেন ৭০৫ শকে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। পার্শ্বদেবগণি "গ্রহরসরুদ্র" (=১১৬৯) বিক্রমসম্বতে 'ন্যায়প্রবেশপঞ্জিকা' রচনা করেন[৫]; শ্রীচন্দ্রসূরি "করনয়নসূর্য্য" (=১২২২) সম্বতে 'শ্রাবকপ্রতিক্রমণসূত্রবৃত্তি' প্রণয়ন করেন[৬]; রত্নপ্রভাসূরি "বসুলোকার্ক" (=১২৩৮) সম্বতে 'উপদেশমালাবৃত্তি' রচনা করেন।[৭] বোম্বাই প্রদেশে প্রাপ্তব্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিবিষয়ক পিটার্সনের পুস্তকে এই প্রকারের অনেক দৃষ্টান্ত

১। স্থানাঙ্গসূত্র, অভয়দেবসূরি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৫ বিক্রমসম্বতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত; ৯৫ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। অনুযোগদ্বারসূত্র, ১৪২ সূত্রের টীকা।

৩। C. D. Dalal & L. B. Gandhi, *A Catalogue of Manuscripts in the Jaina Bhandars at Jesalmere*, Baroda, 1923, p. 45.

৪। নেমিপুরাণ, ৫ম সর্গ, ৫৫০ (?) শ্লোক। বঙ্গদেশীয় এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ৭৫ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে।

৫। *Dalal & Gandhi, op. cit.*, p. 30.

৬। *Ibid.*, p. 21.

৭। *Ibid.*, p. 40.

আছে।[১] প্রসিদ্ধ জৈন টীকাকার মলয়গিরি 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস' ও 'সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি'র উপর তৎকৃত টীকাতে নামসংখ্যার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন।[২] তিনি দ্বাদশ খ্রীষ্টশতকের শেষ ভাগে গুজরাটরাজ কুমারপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শান্তিচন্দ্রগণি নামে অপর এক জৈন টীকাকারও কতিপয় স্থলে নামসংখ্যার উপযোগ করিয়াছেন[৩]। তিনি ১৫৯৫ খ্রীষ্টসালে জীবিত ছিলেন।

দক্ষিণাগতি

প্রথম প্রবন্ধে অকাট্য প্রমাণ সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নামসংখ্যা সহায়ে বিজ্ঞাপিত সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে সাধারণতঃ বামাগতি অবলম্বনীয় হইলেও কখনো কখনো দক্ষিণাগতিও অনুসরণ করিতে হয়। তাহাতে উদ্ধৃত প্রমাণদৃষ্টে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীন নহে; হয় ত পঞ্চদশ খ্রীষ্টশতকের পূর্ব্বকালের নহে। ঐ সময়ে আমিও ঐরূপ মনে করিতাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের ধারণাও তাহা দেখিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, "অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীনত্বের বিরোধী।"[৪] দক্ষিণাগতি কত কালের, ইহা স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রকারান্তরে বোঝা যায় যে, উহা ১৪০৩ খ্রীষ্ট সালের অর্ব্বাচীন বলিয়া তাঁহার ধারণা। যাহা হউক, আমাদের ঐ ধারণা ভুল। কারণ, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতকে মলয়গিরি, দশম শতকে নেমিচন্দ্র, অষ্টম শতকে জিনসেন এবং ষষ্ঠ শতকে জিনভদ্রগণি দক্ষিণাগতির অনুসরণ করিয়াছেন দেখা যায়। বস্তুতঃ 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস' ও 'সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি'র টীকার কুত্রাপি মলয়গিরি বামাগতি অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার মতে "অষ্টকঃ পঞ্চকঃ সপ্তকঃ সপ্তকঃ শূন্যং দ্বিকঃ চতুষ্কঃ ত্রিকঃ সপ্তকঃ পঞ্চকঃ"[৫] = ৮৫৭৭০২৪৩৭৫; "ত্রিকঃ চতুষ্কঃ ত্রিকঃ শূন্যং সপ্তকো নবকঃ ত্রিকঃ শূন্যং এককঃ সপ্তকঃ ষট্কঃ"[৬] = ৩৪৩০৭৯৩০১৭৬; "এককো দ্বিকোঽষ্টকস্ত্রিকঃ ষট্কোঽষ্টকো নবকঃ"[৭] = ১২৮৩৬৮৯, ইত্যাদি। নেমিচন্দ্র, জিনসেন এবং জিনভদ্রগণির গ্রন্থে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়েরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নেমিচন্দ্র লিখিয়াছেন,[৮]—

১। Peterson, *Fourth Report on the Search of Sanskrit MSS. in the Bombay Presidency.* "শরঋতুদর্চিঃ শশাঙ্ক" = ১৩৬৫ (p. 67); "দ্ব্যঙ্কমনু" = ১৪৯২ (p. 83); "বানাষ্টবিশ্বদেব" = ১০৮৫, "বসুবস্বাশা" = ১০৮৮, "বসুবস্বর্ক" = ১২৮৮ (p. 92), ইত্যাদি।

২। 'বৃহৎক্ষেত্রসমাস টীকা', ১।৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২-৪৫; ৫।৫-৬, ইত্যাদি। 'সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি' মলয়গিরি কৃত টীকা সহ ১৯৭৫ বিক্রমসম্বতে শ্রীআগমোদয় সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ২০,২৩ ও ১০০ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। 'জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি', শান্তিচন্দ্রগণি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৬ বিক্রমসম্বতে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত; ১০৩ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪। 'প্রবাসী', ১৩৩৬ সাল, পৌষ, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১।৩৬ (টীকা)।

ঐ, ১।৩৮ (টীকা)।

সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, ২০ সূত্র (টীকা)।

গোম্মটসার, ৩৫৪ গাথা;

[একাষ্টচচ চ ষট্সপ্তকং চ চ চ শূন্যসপ্তত্রিকসপ্ত।
শূন্যং নব পঞ্চ পঞ্চ চ একং ষট্কেকশ্চ পঞ্চকংচ ॥]

"এক্কট্‌ঠ চ চ য ছস্‌সত্তয়ং চ চ য সুণ্ণ সত্ততিয়সত্তা।
সুণ্ণং ণব পণ পংচ য এক্কং ছক্কেক্কগো য পণগং চ॥"

অর্থাৎ ১৮৪,৪৬৭,৪৪০,৭৩৭,০৯৫,৫১৬,১১৫।

"বিধুণিধিণগণবরবিণভণিধিণয়ণবলদ্ধিণিধিখরাহত্থি।
ইগিতীসসুণ্ণসহিয়া জংবুএ লদ্ধসিদ্ধত্থা॥"[1]

এ স্থলে কথিত সংখ্যা ১৯৭৯১২০৯২৯৯৯৬৮০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০। বিশেষ দ্রষ্টব্য, বল = ৯, ঋদ্ধি = ৯, খর = ৬। বামাগতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত নেমিচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে আমরা পূর্ব্বেই অনুবাদ করিয়াছি। এই প্রকার আরও দেওয়া যাইতে পারে।[2] জিনসেন বলেন,—

"একমষ্টৌচ চত্বারি চতুঃ ষট্‌সপ্তভিশ্চতুঃ।
চতুঃশূন্যংচ সপ্তত্রিসপ্তশূন্যং নবাপি চ॥
পঞ্চপঞ্চৈকং ষট্‌ চ তথৈকং পঞ্চ তত্ত্বতঃ।
সমস্তশ্রুতবর্ণানাং প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতং॥"[3]

অর্থাৎ ১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫। জিনভদ্রগণির মতে "দুবীস চোয়াল সুণ্ণট্‌ঠ"[4] = ২২৪৪০০০০০০০০০; "ইগবন্না চউবীসং অট্‌ঠ সুণ্ণ"[5] = ৫১২৪০০০০০০০০০; "বত্তীসং দো সুণ্ণা চউরো সুণ্ণট্‌ঠ"[6] = ৩২০০৪০০০০০০০০০; ইত্যাদি। বামাগতির দুইটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 'বৃহৎক্ষেত্রসমাসে'র অপর কুত্রাপি নামসংখ্যায় বামাগতি অনুসৃত হয় নাই। সর্ব্বত্রই দক্ষিণা গতি। কেহ শঙ্কা করিতে পারেন, ঐ দুই স্থলেও দক্ষিণাগতি অনুসরণ করা যাইতে পারে না কি? না, সেই উপায় নাই। তথায় বামাগতি ধরিতেই হইবে, তাহার অকাট্য কারণ আছে। একটার প্রমাণ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। বস্তুতঃ ঐ সকল গণিত বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। জৈনশাস্ত্র মতে ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের আকৃতি একটা বৃত্তাংশের ন্যায়।

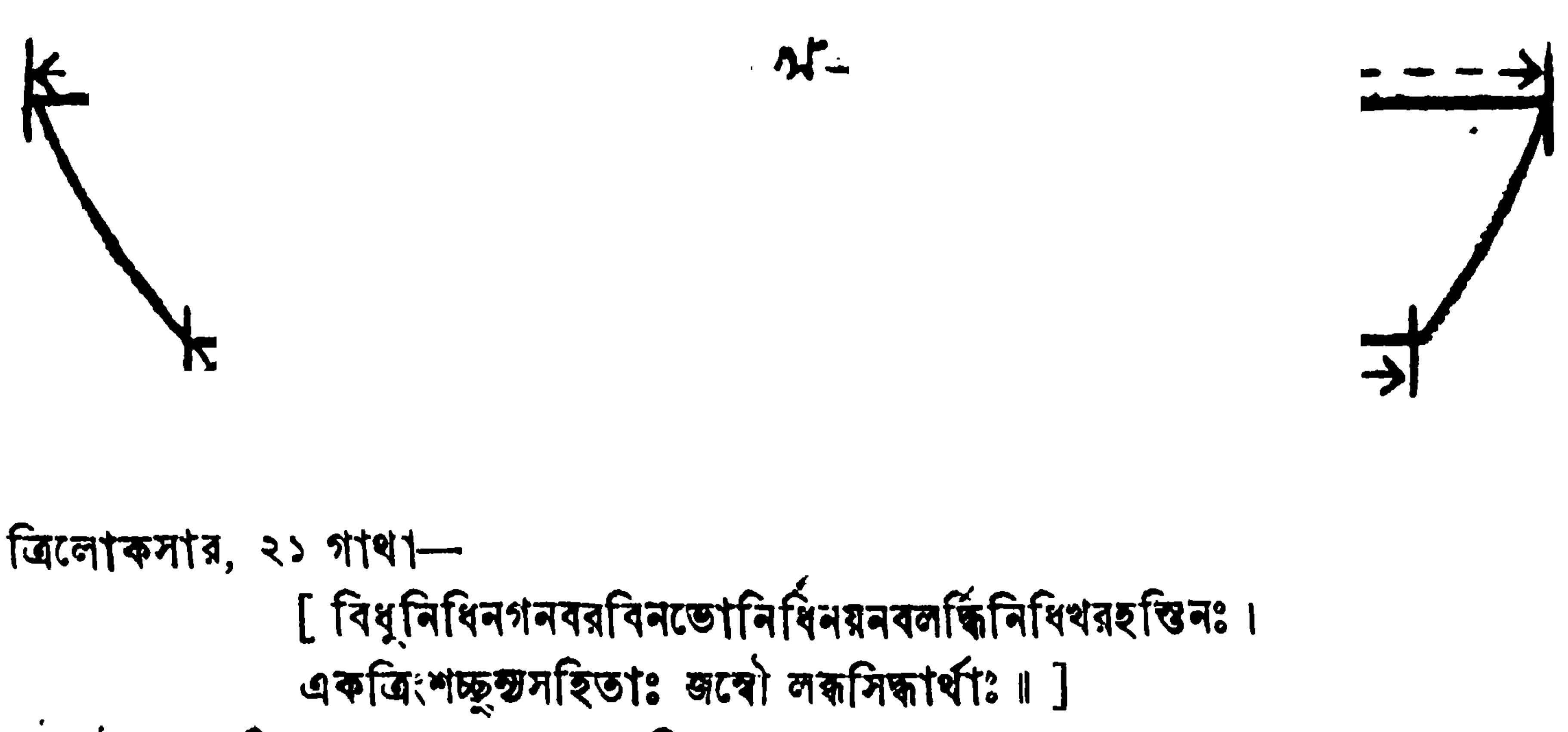

১। ত্রিলোকসার, ২১ গাথা—
[বিধুনিধিনগনবরবিনভোনিধিনয়নবলর্দ্ধিনিধিখরহস্তিনঃ।
একত্রিংশচ্ছুন্যসহিতাঃ জম্বৌ লব্ধসিদ্ধার্থাঃ॥]
২। গোম্মটসার, জীবকাণ্ড, ৬২৫ গাথা; ত্রিলোকসার, গাথা ২৫, ২৮, ৭৫০।
৩। নেমিপুরাণ, ১০ম সর্গ ৩৯-৪০ শ্লোক; পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপির ১৩৩ম পত্রের ২য় পৃষ্ঠা।
৪। বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১৬৯,
৫। ঐ, ১৭০
৬। ঐ, ১৭১

তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তারের পরিমাণ এই দেওয়া আছে,[১]—

$\text{ক}^{\text{২}} = \text{৪১৪৯০০৯৭৫০০}$ বর্গকলা।

$\text{খ}^{\text{২}} = \text{৭৫৬০০০০০০০০}$ বর্গকলা।

$\text{ব} = \text{৪৫২৫}$ কলা।

ঐ প্রকার বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল গণনা করিবার জন্য জিনভদ্রগণি এই নিয়ম দিয়াছেন[২]—

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \sqrt{\frac{\text{ক}^{\text{২}} + \text{খ}^{\text{২}}}{\text{২}}} \times \text{ব}$$

উত্তরার্দ্ধ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রফল গণনা করিতে হইলে, এই নিয়মে তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারের প্রমাণাঙ্ক প্রয়োগ করিতে হইবে। অধুনা

$$\sqrt{\frac{\text{ক}^{\text{২}} + \text{খ}^{\text{২}}}{\text{২}}} = \sqrt{\text{৫৮৫৪৫০৪৮৭৫০}} \text{ কলা,}$$

$$\text{২৪১৯৬০}\ \frac{\text{৪০৭১৫০}}{\text{৪৮৩৯২০}} \text{ কলা,}$$

$$\text{২৪১৯৬০}\ \frac{\text{৪০৭১৫}}{\text{৪৮৩৯২}} \text{ কলা,}$$

এই বৃহৎ ভগ্নাংশকে জিনভদ্রগণি এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন[৩]—

"কল লখ্ক দুগং ইয়াল সহস্সা ণব সয়া সঠহিয়া।
স্থন্নমবণেউ অংসং চউ স্থন্নগ সত্ত এগ পণ॥
ছেউ চউ অট্ঠ তিগ ণব দুগা য বাহে স উত্তরদ্ধস্স।'

এ স্থলে অঙ্কপাতে সর্ব্বত্র দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। উত্তরার্দ্ধ ভারতবর্ষের

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \text{২৪১৯৬০}\ \frac{\text{৪০৭১৫}}{\text{৪৮৩৯২}} \times \text{৪৫২৫} \text{ বর্গকলা,}$$

$$= \text{২৪১৯৬০} \times \text{৪৫২৫} + \frac{\text{৪০৭১৫} \times \text{৪৫২৫}}{\text{৪৮৩৯২}} \text{ বর্গকলা,}$$

$$= \text{১০৯৪৮৬৯০০০} + \frac{\text{১৮৪২৩৫৩৭৫}}{\text{৪৮৩৯২}} \text{ বর্গকলা,}$$

এই ভগ্নাংশে লবের উল্লেখ করিতে গিয়া জিনভদ্রগণি বলিয়াছেন[৪],—

"পণসত্তগ তিগ পণ তিগ দুগ চউট্ঠিক্কো।"

সুতরাং ইহাতে যে বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকিতে

১। "... ... সত্তাণউই সহস্স পংচসয়া।
অউণাপন্নং কোড়ি ইগয়ালীসং চ কোড়িসয়া॥" ৬৮
"পণসয়রী ছচ্চ অট্ঠস্থন্নাইং", ৬৯
—বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১ম অধ্যায়।

২। ১।৬৬

৩। বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১।৮৩-৪।

৪। ঐ, ১।৮৫।

পারে না। জিনভদ্রগণির ব্যবহৃত বামাগতির অপর দৃষ্টান্তও এই প্রকার নিঃসংশয়। তাহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই।

দক্ষিণাগতির এতদপেক্ষাও প্রাচীন একটা দৃষ্টান্ত আছে। একটা বৃহৎ সংখ্যার—কত বৃহৎ, অধুনা বলা যায় না; কারণ, মূলের কতকাংশ ত্রুটিত হইয়া গিয়াছে—উল্লেখ করিতে 'বখ্‌শালী গণিত'কর্ত্তা বলিয়াছেন[১],—

"ষড়্‌বিংশশ্চ ত্রিপঞ্চাশ একোনত্রিংশ এব চ।
দ্বায় (ষ্টি) ষড়্‌বিংশ চতুশ্চত্বারিংশ সপ্ততি॥
চতুঃষষ্টি ন(ব)····· ·········ংশানন্তরম্‌।
ত্রিরশীতি একবিংশ অষ্ট············পকং॥"

ঐ গ্রন্থে ইহাকে অঙ্কেও প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা,—

"২৬৫৩২৯৬২২৬৪৪৭০৬৪৯৯৪······৪৩২১৮"

সুতরাং এ স্থলে যে দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাত করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'বখ্‌শালী গণিত' খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট সালের প্রারম্ভে, অথবা তাহার অনতিকাল পরে রচিত হইয়াছিল।[২] পরবর্ত্তী কালেও দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শান্তিচন্দ্রগণি (১৫৯৫) একমাত্র ঐ ক্রমেই সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অসমীয়া ভাষার এক গণিতগ্রন্থে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়ই যথেচ্ছভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।[৩]

বিষম সংশয়

এইরূপে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে নামসংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয়ই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে এক বিষম সংশয় উপজাত হয়। সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যবিশেষকে অঙ্কে পাত করিতে কোন্‌ গতি অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের উপায় কি? সংস্কৃত সাহিত্যে একটা বিধি পাওয়া যায়,

১। *The Bakhshali Manuscript—A Study in Mediaeval Mathematics, Parts I and II*, edited by G. R. Kaye, Calcutta, 1927, ৫৮ পত্র, প্রথম দিক্‌।

২। Bibhutibhusan Datta, "The Bakhshali Mathematics," *Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. 21, pp, 1-60. বিশেষভাবে ৫৫-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। কাঞ্চিনাথ প্রণীত "ধীরমোহিনী অঙ্কার্য্যা", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১৩২৯, ১-৮ পৃষ্ঠা। কাঞ্চিনাথের ব্যবহৃত নামসংখ্যা কতকটা কৌতুককর। তিনি লিখিয়াছেন,—

"মুনি অম্বর পাখা পাখা।
বাণ চন্দ্র দিব লেখা॥
ঘোড়া ছিত দিবা বাম।"

অর্থাৎ ১৫২২০৭ × ৭৩ = ১১,১১১,১১১।

"নবগ্রহ অষ্টবসু সপ্তসাগর ষড়্‌রস বাণ বেদ রাম করৌ নবান্তক অঙ্ক ইহাকে জান,"

অর্থাৎ ৯৮৭৬৫৪৩২।

"সসি রামবাণ অষ্টবসু সুন্য কর বেদ।
সড়রস নবগ্রহ শসি কর জান॥"

১৫৮০২৪৬৯১২।

"অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" বা "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"। কিন্তু এই বিধি যে সর্ব্ব ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে, তাহা পূর্ব্বে উপস্থাপিত প্রমাণ হইতেই নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ গূঢ় ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, নামসংখ্যা প্রণালীতে দক্ষিণাগতি ব্যবহারের যত প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রায় সমস্তই প্রাকৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে, অথবা প্রাকৃত গ্রন্থের সংস্কৃতে রচিত টীকা হইতে, অথবা জৈনাচার্য্যদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে। সেই হেতু সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত সংখ্যা-বাক্যে না হয় বামাগতিবিধিই মানা যাইবে। কিন্তু অন্যত্র কি কর্ত্তব্য ? মলয়গিরি ও শান্তিচন্দ্রগণি নামসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কচিহ্ন দ্বারাও উদ্দিষ্ট সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের লেখাতে সংশয়ের স্থান নাই।

কোন কোন স্থলে ভিন্নোপায়ে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কোন্ গতি অনুসর্ত্তব্য। যথা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বের কাশীরাম দাসকৃত ভাষান্তরের সমাপ্তি-কাল— "চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়" (=১৫২৬) ; যোধরাজের 'হাম্মির রসো'র রচনাকাল "চন্দ্রনাগবসুপঞ্চ" (=১৭৮৫) সম্বৎ; জয়বিজয়গণি-প্রণীত 'সম্মেতশিখররাসে'র রচনাকাল "শশিরসস্বরপতি" (=১৬১৪) বিক্রমসম্বৎ; এবং প্রীতিবিমল সূরি-প্রণীত 'চম্পকশ্রেষ্ঠকথা'র রচনাকাল "শশিরসবাণাগ্নি" (=১৬৫৩) সম্বৎ। বর্ত্তমানে প্রচলিত শক ও সম্বৎকাল জানি বলিয়াই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এ সকল স্থলে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে, বামাগতি নহে। কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা এখানে বিভ্রাটে পড়িবেন। নেমিচন্দ্রের গ্রন্থে আছে, 'খ বার ইগিদালং''[১] (=৪১১২০), "গয়ণতিদুগতেবণ্ণং"[২] (=৫৩২৩০)। এ সকল স্থলে যে বামাগতিক্রমে অঙ্কপাত করিতে হইবে, তাহা নিঃসংশয়। কারণ, অঙ্কের বামে শূন্য থাকিতে পারে না। সেই কারণেই তৎপ্রদত্ত অপর এক দৃষ্টান্তে দক্ষিণাগতি ধরিতে হইবে। যথা,—"সত্তরসং বাণউদী ণভণবসুণ্ণং"[৩] (=১৭৯২০৯০)। তাঁহার অপর কয়েকটি দৃষ্টান্ত অন্য রকমে যাচাই করা যায়। তিনি জম্বূদ্বীপের পরিধির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,[৪]—

"জোয়ণসগদুদু ছক্কিগি তিদয়ং" ইত্যাদি ;

এবং তাহার ক্ষেত্রফলের পরিমাণ[৫]—

"পণ্ণাসমেকদালং ণব ছপ্পণ্ণাসসুণ্ণণবসদরী।" ইত্যাদি।

জম্বূদ্বীপের পরিধি ও ক্ষেত্রফল গণনা করিবার নিয়ম তিনি দিয়াছেন। সেই নিয়মে গণনা করিয়াই নিরূপণ করা যায় যে, এ সকল স্থলে বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। জিনভদ্রগণি সর্ব্বত্র দক্ষিণাগতি ধরিলেও দুই স্থলে যে বামাগতি ধরিয়াছেন, তাহাও

১। ত্রিলোকসার, ৩৪৭ গাথা ; [খ দ্বাদশ একচত্বারিংশৎ]
২। ঐ ; [গগনত্রিদ্বিকত্রিপঞ্চাশৎ]
৩। ঐ, ৭৫০ গাথা ; [সপ্তদশ দ্বানবতিঃ নভোনবশূন্যং]
৪। ঐ, ৩১২ গাথা ; [যোজনানাং সপ্তদ্বিদ্বি ষড়েকং ত্রয়ং]
৫। ঐ, ৩১৩ গাথা ; [পঞ্চাশদেকচত্বারিংশন্নবষট্ পঞ্চাশচ্ছূন্যং নবসপ্ততিঃ]

অঙ্কগণনা দ্বারা বুঝিতে পারি। কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও আছে, যে সকল স্থলে সংশয় নিরসনের কোন সহজ উপায় নাই।

কবি চণ্ডিদাসের একটা পদে নাকি আছে[১]—

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥"

বিধু=১, নেত্র=৩, পঞ্চবাণ=৫×৫=২৫। দক্ষিণাগতিতে হয় ১৩২৫। এখানে বামাগতি হইতেই পারে না। কিন্তু 'নবহুঁ নবহুঁ রস'=৯৯৬, না ৬৯৯? 'শোভনস্তুতি' টীকাকার জয়বিজয়গণি আপনার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,[২]—

শ্রীবিজয়সেনস্থরীশ্বরস্য রাজ্যে স্বযৌবরাজ্যে তু।
শ্রীবিজয়দেবস্থরেরিন্দুরসাব্ধীন্দুমিতবর্ষে॥

এ স্থলে 'ইন্দুরসাব্ধীন্দু'=১৬৭১, না ১৭৬১? শ্রীযুক্ত হীরালাল রসিকদাস কাপডিয়া বিশেষ বিচার সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দক্ষিণাগতিক্রমে ১৬৭১ সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

স্পষ্ট নির্দ্দেশ

কোন কোন স্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় যে, অঙ্কপাতে কোন্ গতি অনুসরণ করিতে হইবে। যথা,—

"শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে"

কবি স্পষ্টতঃ বলিয়া দিলেন, দক্ষিণাগতি। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' গ্রন্থে আছে,—

"শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।"

চন্দ্রকলা=১৬, রাম=৩, করতল=২; দক্ষিণাগতিতে উদ্দিষ্ট শক ১৬৩২। অবশ্য বামাগতি যে হইতে পারে না, তাহা প্রচলিত শককাল হইতে বোঝা যায়। তথাপিও কবি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন,—'বাম হল্য বিধিকান্ত…' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন,[৩] "অঙ্কের বামাগতি, এই বিধি। কিন্তু এখানে সে বিধিরূপ কান্ত বাম কি না বক্র হইয়া

১। প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৭৭৪ পৃষ্ঠা।

২। এইটি এবং অপর কতিপয় দৃষ্টান্তের সন্ধান আমি বোম্বাই নগরীবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল রসিকদাস কাপডিয়ার নিকট পাইয়াছি। তিনি 'শোভনস্তুতি'র এক সংস্করণ মুদ্রিত করিতেছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ সাধারণে প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার অংশবিশেষ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

৩। প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

অনলে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ দক্ষিণাগতি ধরিবে।" হেমচন্দ্র সূরি ধৃত প্রাচীন গাথার শেষ চরণ[১]—

"অংকট্ঠানা পরাহুত্তা"

'পরাহুত্তা' অর্থ 'পরাঙ্মুখে' অর্থাৎ 'বিপরীতক্রমে'। সুতরাং ওখানে বামাগতি ধরিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহা বলা উচিত যে, ঐ নির্দ্দেশের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ঐ বৃহৎ রাশিটা ২৯৬ এর সমতুল্য, ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং গণনা দ্বারা নির্ণয় করা যায় যে, কোন্ গতি ধরিতে হইবে। কিন্তু গণনাটা সহজ নহে। তাই গাথাকর্ত্তা পাঠককে সংশয়ে না রাখিয়া স্পষ্ট বলিয়া গেলেন যে, বামাগতি ধরিতে হইবে। সেইরূপ 'নেমিপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত প্রথম বচনটিতে স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ আছে যে, স্থানক্রমে, অর্থাৎ একক, দশক, শতকাদি স্থান যেই ক্রমে বিন্যস্ত আছে, সেই বামাগতিক্রমে অঙ্ক বিন্যাস করিয়া সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে।

অনুমান

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহের বর্ণনাভঙ্গি হইতে এই অনুমান হয় যে, বাঙ্গলা, তথা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত নামসংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি সাধারণ বিধি, দক্ষিণাগতি অসাধারণ বিধি। নতুবা দক্ষিণাগতিক্রমে নামসংখ্যা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোক্তাকে স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দেশ করিতে হইত না যে, তিনি তাহাই করিয়াছেন। সেইরূপে অনুমান হয় যে, প্রাকৃত সাহিত্যের নামসংখ্যা-প্রণালীতে দক্ষিণাগতি সাধারণ বিধি, বামাগতি অসাধারণ। জিনভদ্রগণির ব্যবহৃত দৃষ্টান্তসমূহ এই অনুমানের অনুকূল হইবে। যদিও তাঁহার রচনাতে নামসংখ্যা-প্রণালীর বহুল উপযোগ হইয়াছে, মাত্র দুই স্থলে ব্যতীত, অপর সর্ব্বত্রই দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাত করিতে হয়। অপর পক্ষে সংস্কৃত-সাহিত্যের জ্যোতিষাদি গ্রন্থে নামসংখ্যা-প্রণালী ব্যবহারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাচীন কাল, অন্ততঃ চতুর্থ খ্রীষ্ট শতক, হইতে পাওয়া গেলেও একমাত্র বক্শালী গণিতের একটি স্থল ব্যতীত, অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থে দক্ষিণাগতি অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দশম শতকের নেমিচন্দ্রের প্রযুক্ত দৃষ্টান্তসমূহ কিয়ৎপরিমাণে এই অনুমানের প্রতিকূলতা করিবে। তিনি দক্ষিণাগতির প্রয়োগ বেশী করিলেও বামাগতির প্রয়োগ নেহাৎ কম করেন নাই। আমরা পূর্ব্বে জিনসেনের রচনা হইতে দুইটা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথমটাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, বামাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় স্থলে নামসংখ্যা-প্রণালী মতে সংখ্যা উল্লেখের পরেই শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি প্রভৃতি স্থাননামের উল্লেখ সহকারে সেই সংখ্যাটি পুনঃ কথিত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে যে দক্ষিণাগতি অনুসর্ত্তব্য, তাহাও প্রকারান্তরে নির্দ্দেশিত হইয়া গেল। এইরূপে জিন-

১। এই চরণ সম্বন্ধে পাঠভেদ দেখা যায়। 'পঞ্চসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে ধৃত এই গাথার শেষ চরণের পাঠ, "অংকট্ঠানা ইগুণতীসং" ('অভিধানরাজেন্দ্র', ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । আমরা হেমচন্দ্র সূরি ধৃত পাঠই স্বীকার করিয়াছি।

সেনের লেখা হইতে জানা যায় না যে, তাঁহার সময়ে জৈন সাহিত্যে কোন্ গতিক্রমে নামসংখ্যা সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইত। ঐ কালের অপর কোন জৈন গ্রন্থে নামসংখ্যা-প্রণালী ব্যবহার হইয়াছে কি না, আমি জানি না। প্রাকৃত ভাষায় আদিতে কেবল-মাত্র দক্ষিণাগতিই অনুসৃত হইত, পরে হয় ত সংস্কৃতসাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া, তাহাতে বামাগতিক্রমেও নামসংখ্যা প্রযুক্ত হইতে লাগিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে কি না, দেখিতে হইবে। যাহা হউক, এই বিষয়টা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সুধীবর্গের নিকট অনুরোধ করিতেছি।

নামসংখ্যা-প্রণালীর উৎপত্তি — হেমচন্দ্রের মত

নামসংখ্যা প্রণালীর উৎপত্তির বিশিষ্ট কারণ কি, তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। প্রথম প্রবন্ধে উহার কতকগুলি বিশেষ উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছিল; যথা—ছন্দোবন্ধনসৌকর্য্য, অঙ্কের বিশুদ্ধি রক্ষা, ইত্যাদি। তাহা হইতে অনুমান হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ ঐ সকল কারণে, তাহারো পূর্ব্বে হয় ত বা সাঙ্কেতিক ও অঙ্কগুপ্তি কারণে উহার উৎপত্তি, অন্ততঃ বিস্তৃত প্রচলন হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জৈন লেখক হেমচন্দ্র সূরি ঐ বিষয়ে একটা মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। একটা বৃহৎ রাশির উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি টিপ্পনী করিয়াছেন, "এই রাশিকে কোটি-কোট্যাদি প্রকারে বলিতে কেহই সমর্থ নহেন; তাই এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্কমান সংগ্রহার্থ গাথাদ্বয়ের (উল্লেখ করা হইল)"।[১] ইহাকে আরো একটু খুলিয়া বলিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বৈদিকযুগ হইতে ন্যূনাধিক আঠারটা অঙ্কস্থান সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এবং উহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম বা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃত সাহিত্যের অঙ্কস্থানের নামকরণ-রীতি কথঞ্চিৎ ভিন্ন। জৈন মহাবীরাচার্য্যের (৮৫০ খ্রীষ্ট সাল) 'গণিতসারসংগ্রহে' চব্বিশটা অঙ্কস্থানের উল্লেখ আছে।[২] তাহাদের সকলের পৃথক্ নাম আছে বটে, কিন্তু ঐ নামকরণ-প্রণালীতে মোট পনরটি পৃথক্ সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই হেতু কোন কোন অঙ্কস্থানের নাম অপর দুই স্থানের নামের সমাহারে গঠিত হইয়াছে। যথা,—'দশ সহস্র' (= অযুত), 'দশ লক্ষ' (= নিযুত) ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যের নামকরণ-পদ্ধতি ভিন্ন[৩]। হেমচন্দ্র তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতিতে পাঁচটা পৃথক্ সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়;—একক, দশক, শতক, সহস্র, কোটি। কখন কখন একটা ষষ্ঠ সংজ্ঞাও ধরা হইত,—লক্ষ। ইহাদের বিভিন্ন সমাহার দ্বারা পনরটি অঙ্কস্থানের নাম সাধারণতঃ করা হয়। ততোধিক অঙ্কস্থানের নাম রাখিতে গেলে নামগুলি যে শুধু ভারী হইবে, তাহা নহে; তাহাদের ব্যবহারেও ভ্রম হইবার

১। "অয়ং চ রাশিঃ কোটিকোট্যাদিপ্রকারেণ কেনাপ্যভিধাতুং ন শক্যতে। অতঃ পর্য্যন্তাদারভ্যাঙ্কমান-সংগ্রহার্থং গাথাদ্বয়ং।" অনুযোগদ্বারসূত্র, ১৪২ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। গণিতসারসংগ্রহ, ১। ৬৩-৬৮।

৩। Bibhutibhusan Datta, "The Jaina School of Mathematics," *Bull. Cal Math Soc.*, Vol, 21, 1929, pp. 115—145. বিশেষ দ্রষ্টব্য ১৩৯—১৪০ পৃষ্ঠা।

সম্ভাবনা থাকে। হেমচন্দ্রের বক্তব্য রাশিটা ঊনত্রিশ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ দ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না। এই প্রকারে নিরুপায় হইয়াই হেমচন্দ্র সেই রাশির অন্তর্ভুক্ত অঙ্কগুলির নামোল্লেখ ক্রমান্বয়ে করিয়াছেন। ইহা বলা উচিত যে, এই কৌশল তিনি নিজে উদ্ভাবন করেন নাই; উহা বহু প্রাচীন। ঐ গাথাতেই তাহার প্রমাণ আছে। হেমচন্দ্র গাথায় অবলম্বিত কৌশলটা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। উদ্ধৃত গাথা দুইটি যে গাথা-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে আরো সাতটা রাশির বর্ণনা আছে। উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট। সেগুলি অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যেইটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেইটি বিশ অঙ্কস্থান-ব্যাপী। তাহার উল্লেখে গাথাকর্ত্তাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে।—

"লক্খং কোড়াকোড়ি চউরাসীয়ং ভবে সহস্সাইং।
চত্তারি অ সত্তট্ঠা হুংতি সয়া কোড়ীকোড়ীণং॥
চউয়ালং লক্খাইং কোড়ীণং সও চেব য সহস্সা।
তিন্নি চ সয়া চ সত্তরি কোড়ীণং হুংতি নায়ব্বা॥
পংচাণউই লক্খা এগাবন্নং ভবে সহস্সাইং।
ছস্সোলসোত্তরসয়া এসো ছট্ঠৈা হবই বগ্গো॥

বর্ণিত সংখ্যাটি এই—১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৬। এই প্রকারে বেগ ও কষ্ট পাইয়া প্রাচীন গাথাকার এতদপেক্ষাও অনেক বড় সংখ্যাটিকে এই রীতিতে বর্ণনা করিবার প্রচেষ্টা আর করিলেন না। তাহার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিলেন। সেই পদ্ধতিটা যে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ, তাহা বর্ণনা দেখিলেই উপলব্ধি হইবে।

এইরূপে দেখা যায় যে, অতি বৃহৎ রাশি,—এত বৃহৎ যে, অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ সহকারে তাহাদিগকে বলা সহজ নহে, সম্ভবও নহে—বর্ণনা করিবার জন্যই যেন নামসংখ্যা-প্রণালীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাই হেমচন্দ্রের অভিমত। প্রাচীন গাথার বর্ণনাভঙ্গীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি স্বমতকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপর এক জৈন লেখকও সেই কথাই বলিয়াছেন,—"এই রাশি ঊনত্রিশ অঙ্কস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে বলিয়া কোটিকোট্যাদি প্রকারে তাহাকে বলিতে কেহ সমর্থ নহে। সেই হেতু এক প্রান্তস্থিত অঙ্কস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অঙ্কস্থানের সংগ্রহ পূর্ব্বপুরুষ প্রণীত গাথাদ্বয় দ্বারা হইল।"[১] যাহা হউক, পরবর্ত্তী কালে বোধ হয়, বিশেষত উপযোগিতার কারণে, ছোট সংখ্যা জ্ঞাপন করিতেও ঐ নূতন পদ্ধতিটা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল। নেমিচন্দ্র লিখিয়াছেন[২]—

১। "অয়ং চ রাশিরেকোনত্রিংশদঙ্কস্থানেন কোটিকোট্যাদিপ্রকারেণাভিধাতুং কথমপি শক্যতে। ততঃ পর্য্যন্তবর্ত্তিনোঽঙ্কস্থানাদারভ্যাঙ্কস্থানসংগ্রহমাত্রং পূর্ব্বপুরুষপ্রণীতেন গাথাদ্বয়েনাভিধীয়তে।" পঞ্চসংগ্রহ (অভিধান-রাজেন্দ্র ধৃত, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩১ পৃষ্ঠা)।

২। ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা।

[ষট্চত্বারিংশচ্ছূন্যসপ্তকদ্বিপঞ্চাশৎ ভবন্তি মেরুপ্রভৃতীনাম্।
পঞ্চানাং পরিধয়ঃ ক্রমেণ অঙ্কক্রমেণৈব॥]

উদ্দিষ্ট সংখ্যা—৫২৭০৪৬।

"ছাদালম্বুন্নসত্তয়াবাবন্নং হোংতি মেরুপহুদীণং।
পংচণ্ণং পরিধীত্ত কমেণ অংকক্কমেণেব॥"

"অঙ্কক্রমে" রাশি বর্ণনাই নামসংখ্যার মূল মর্ম্ম। এই প্রকারে বর্ণনার কারণ বোধ হয় উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা উপরের আলোচনাতে কি কি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় প্রাকৃত সাহিত্যেও নামসংখ্যা-প্রণালী প্রচলিত আছে।

২। বামাগতি ও দক্ষিণাগতি, উভয় ক্রমই প্রাচীন কাল হইতে নামসংখ্যা-প্রণালীতে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

৩। আদিতে সংস্কৃত সাহিত্যে বামাগতি এবং প্রাকৃত সাহিত্যে দক্ষিণাগতি প্রয়োগ সাধারণ ছিল, বোধ হয়।

৪। কোন বৃহৎ রাশিকে সহজে ব্যক্ত করিবার জন্যই বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত নামসংখ্যা পরে সুপ্রণালীবদ্ধ হওয়া সম্ভব।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন*

সর্ব্বজন-পরিচিত পদকল্পতরু গ্রন্থের চতুর্থ শাখার ছাব্বিশ পল্লবে এই কয়টী পদ আছে,—

১

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতিগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাসগুণ শুনইতে বাঢ়ল রাগ॥
দুহুঁ উতকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহিঁ দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁগুণ দুহুঁ জন গায়ত দুহুঁ হিয়ে দুঁহু রহুঁ জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নামশ্রবণে তহিঁ জানল রূপনরায়ণ গোই॥

২

সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি বটতলে সুরধুনিতীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মীলল পুলক কলেবর গীর॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল দুহুঁক অবশ-প্রতিকার॥ ধ্রু॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ নিভৃতে অলাপই পুছত মধুর-রস কী।
রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত রস হৈতে রসিক কহী॥
রসিকা হইতে রসিক কিয়ে হোয়ত রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি কিয়ে কাহে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুনতহি রূপনরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ লছিমাপদ করি ধ্যান॥

৩

রসের কারণ রসিকা রসিক কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থূলত পুরুষে কাম সূক্ষ্মগতি স্থূলত প্রকৃতে রতি।
দুহুঁক ঘটনে যে রস হোয়ত এবে তাহা নাহি গতি॥
দুহুঁক যোটন বিনহি কখন না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যে কিছু হোয়ত রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ অধিক রস যে পিয়ে।
রতিসুখকালে অধিক সুখহি তা নাকি পুরুষে পায়ে॥

* ১৩৩৭, ৭ই ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দুহুঁক নয়নে নিকসয়ে বাণ বাণ সে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন তবে কৈছে নিকসয়॥
কাম দাবানল রতি যে শীতল সলিল প্রণয়পাত্র।
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয় পচনে পীরিতি মাত্র॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া যবে ভেল দ্রবময়।
সেই যে বস্তু বিলাসে উপজে তাহাকে রস যে কয়॥
ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥

মিলন বর্ণনার পদ এই তিনটী। অতঃপর চণ্ডীদাস ভণিতার আরও কয়েকটী পদ আছে। একটী পদ গুরুতর হেঁয়ালি। এই পদগুলি আমাদের অদ্যকার আলোচ্য নহে।

উপরে উদ্ধৃত ঐ তিনটী পদকে ভিত্তি করিয়া এ দেশে এইরূপ একটা মত প্রচলিত হইয়াছে যে, যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পরস্পরে মিলিয়া এইরূপ আলাপচারী করিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি প্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি থাকিলে শিবসিংহকে চাই, অতএব উক্ত রূপনারায়ণ শিবসিংহে রূপান্তরিত হইয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্ গলগণ্ডে বিস্ফোটক,—উদ্ধৃত পদ তিনটী হইতে মিথিলার বিদ্যাপতির একটা নূতন উপাধিই জুটিয়া গিয়াছে—"কবিরঞ্জন"! এই মতের আদি এবং অকৃত্রিম উদ্ভাবয়িতা কে, জানি না। তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

পদ কয়টির ভাবার্থ এই যে, চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি দুই জনে দুই জনের গুণ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন বিদ্যাপতি রূপনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীদাসও রওয়ানা হইলেন—বোধ হয়, সঙ্গে কেহ ছিলেন না। ঠিক একই রাস্তা ধরিয়া দুই জনেই চলিতেছিলেন, রাস্তার মাঝখানে মিলন হইয়া গেল, দুই জনে দুই জনের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচিত হইলেন। রূপনারায়ণ তখন বোধ হয়, আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন পরস্পরের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং দুই জনে ঘন ঘন অবশ হইতে লাগিলেন, তখন রূপনারায়ণ আসিয়া সাম্‌লাইতে লাগিলেন। 'দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার। সঙ্গহি রূপনরায়ণ কেবল দুহুঁক অবশ প্রতীকার'। চণ্ডীদাস প্রশ্ন করিলেন, বিদ্যাপতি উত্তর দিলেন; অতঃপর আনন্দে অধীর হইয়া চণ্ডীদাস রূপনারায়ণের সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন। ইত্যাদি।

মিলন হইয়াছিল সুরধুনীতীরে, বটতলায়, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়। যাঁহারা মিথিলা এবং নান্নুরের কথা বলেন, তাঁহারা এই সমস্যার মীমাংসা করেন এই বলিয়া যে, বিদ্যাপতি জলপথে নৌকায় আসিতেছিলেন, চণ্ডীদাস সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে আগাইয়া আনিতে গিয়াছিলেন। এক সময় আমরাও এই ভাবেই এই কবিতাগুলির সমাধান করিতাম। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে সাবেক সমস্ত সিদ্ধান্তই বদল করিতে হইয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ সিদ্ধান্ত করেন যে, বিদ্যাপতি পুরীধাম যাইবার

পথে ছাতনায় চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছিলেন। প্রবাসী পত্রে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

কবিতা পড়িয়া মনে হয়, ইহার রচয়িতা, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই স্বদেশবাসী। বোধ হয়, বিদ্যাপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং তাঁহারই নিকট প্রতিবাসী। প্রথমে বিদ্যাপতিরই যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন,—

"সঙ্গহি রূপ-নরায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল।"

বলেন নাই যে, বিদ্যাপতি আসিতেছেন বা আসিলেন, বলিয়াছেন—"চলিয়া গেলেন"; যেন কবির নিকট হইতে বা তাঁহারই বাসগ্রামের দিক্ হইতে যাত্রা করিলেন। তাহার পর লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস তখন থাকিতে না পারিয়া দর্শনের জন্য চলিলেন। কবিতা পড়িয়া আরও মনে হয়, এ কবিতা মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সময়ে লেখা নহে, ভাষার দিক্ দিয়াও নহে, ভাবের দিক্ দিয়াও নহে। ভাষা যেমন মৈথিল নয়, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বাঙ্গালা নয়, এ রসতত্ত্বও তেমনি বিদ্যাপতির বা চণ্ডীদাসের নয়। কবিতায় যে ভাবে রসিক রসিকা, প্রকৃতি পুরুষ ও পিরীতের তত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে, তাহাতে সহজিয়া ভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। এই ধরণের বিলাস, বস্তু, লোভ ইত্যাদি সে কালে ছিল কি না, তর্কের বিষয়।

বিদ্যাপতির পরিচয়

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ সবও বোধ হয়, অবান্তর কথা—এহো বাহ্য। মূল লক্ষ্য বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। সুতরাং আগে কহিতে হইলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথাই বলিতে হইবে। প্রথমে বিদ্যাপতির কথাই আলোচনা করি—এ বিদ্যাপতি কোন্ বিদ্যাপতি? মিথিলার বিদ্যাপতির ত "কবিরঞ্জন" উপাধি ছিল না। অন্ততঃ মিথিলায় এরূপ কোন জনশ্রুতি নাই, মিথিলার কোন তালপত্রে, কোন পুথিতে, কোন দানপত্রে, এমন কি, সুদূর নেপালেরও কোন গ্রন্থাদিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি বিদ্যাপতির পদ এবং উপাধি সংগ্রহে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখেন নাই, প্রীতির আধিক্যবশতঃ চম্পতি, ভূপতি আদিকেও উপাধির পর্য্যায়ে আনিয়া মিথিলার বিদ্যাপতির স্কন্ধে বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপাইয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মিথিলার পদাবলীতে এই কয়টী উপাধি পাওয়া যায়—কবিকণ্ঠহার, কবিশেখর, দশাবধান, অভিনব-জয়দেব ও পঞ্চানন। * * * * * এই কয়েকটী উপাধি ব্যতীত বঙ্গদেশের বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা মোট সাতটী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে এবং তৎসম্বন্ধে যে কয়েকটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিদ্যাপতিকে কবিরঞ্জন বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির একটী প্রসিদ্ধ পদ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী নামক সংগ্রহগ্রন্থে কবিরঞ্জনের ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়।" (বিদ্যাপতির ভূমিকা, ॥/০—॥৵০)।

বঙ্গদেশে যে বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়, তিনি যে মিথিলা ভিন্ন অন্য

দেশের হইতে পারেন, নগেনবাবু সে সন্দেহ করেন নাই। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জনের যে সাতটী পদ আছে, নগেনবাবু তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া মাত্র তিনটী পদ তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতি গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আর চারিটি পদ একেবারে পরিষ্কার বাঙ্গালায় লেখা বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথচ কোন মন্তব্য লেখেন নাই। মিথিলার কবি কি করিয়া বাঙ্গালা পদ লিখিলেন, এত বড় একটী সমস্যাও তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জন ভণিতার কয়টী পদই আছে। তার মধ্যে ঐ প্রসিদ্ধ পদটী তিনি কোন্ তালপাতায় পাইয়াছেন, ভূমিকায় বা পদের নীচে পাদটীকায় নগেনবাবু তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই। অপিচ বিদ্যাপতির ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—(ভূমিকায় ১।•) "পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন সম্বন্ধে যে কয়েকটী পদ আছে, তাহার ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং ঘটনা কাল্পনিক বিবেচনা হয়। * * * বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন কবিকল্পনা অনুমান হয়।" ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেল না, ঘটনা কাল্পনিক বিবেচত হইল, মিলন কবিকল্পনা অনুমিত হইল, তথাপি কবিরঞ্জন উপাধিটা থাকিয়া গেল। ঘটনাটা কেবল কাল্পনিকই নয়- কবিকল্পনা; সত্য মাত্র উপাধিটা!

মিথিলার বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি ছিল না বটে, তবে মিলনটা কবিকল্পনা নয়। বাঙ্গালায় একজন বিদ্যাপতি ছিলেন, তাঁর কবিরঞ্জন উপাধি ছিল এবং তাঁহারই সঙ্গে অর্ব্বাচীন একজন চণ্ডীদাসের মিলন ঘটিয়াছিল, কবিতায় সেই কথাই লেখা আছে।

এই বিদ্যাপতির নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীখণ্ডের অপর একজন কবি "রসকল্পবল্লী"-প্রণেতা রামগোপাল দাস "রঘুনন্দনশাখা-নির্ণয়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীতে ত্রিভুবন ভাসি ॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনাপদ করিলেন দড় ॥
পদং যথা। শ্যাম গৌরবরণ একদেহ ইত্যাদি ॥
গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ।
রূপেষু নিভৎ সিতপঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্বকলানিধানঃ ॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি ॥

এই উচ্চ প্রশংসা—ইহার সবটাই কিছু অতিশয়োক্তি নহে। শ্রীখণ্ডে কবিরঞ্জন নামে একজন কবি ছিলেন, বিদ্যাপতি তাঁহার উপাধি ছিল, উপরের কবিতা হইতে এইরূপই অনুমিত হয়। ইনি যে বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত কবিতায় তাহারও ইঙ্গিত আছে। ভণিতার গোলমালে ইঁহার অনেক পদ মিথিলার বিদ্যাপতির নামে চলিয়া

গিয়াছে। ইঁহার কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলিও অনেকে বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া দিয়াছেন। 'শ্যাম-গৌরবরণ একদেহ' পদটী পদকল্পতরু গ্রন্থে রায় শেখরের (কবিশেখর) ভণিতায় আছে। কিন্তু এখানে পদকল্পতরু অপেক্ষা "শাখানির্ণয়" গ্রন্থের সাক্ষ্য অধিক বিশ্বাস্য। কারণ, রামগোপাল দাস প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আর পদকল্পতরু বোধ হয়, পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সংকলিত হইয়াছিল। বিশেষ রামগোপাল দাস মহাশয় এই পদটীর প্রথম কলি লিখিয়া পদটীকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা পদটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম।

শ্যাম-গৌরবরণ একদেহ। পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ ॥
সৌরভে আগর মূরতি রসসার। পাকল ভেল জম্বু ফল সহকার ॥
গোপজনম পুন দ্বিজ অবতার। নিগম না জানয়ে নিগূঢ় অবতার ॥
প্রকট করিল হরিনাম বাখান। নারি পুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন ॥
ত্রিপুরাচরণকমলমধু পান। সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান ॥

রামগোপাল দাসের পুত্রের নাম পীতাম্বর দাস। রামগোপাল "বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে"—১৫৮৫ শকাব্দায় রসকল্পবল্লী গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। পীতাম্বর তাহারই একাংশের বিস্তৃতি হিসাবে রসমঞ্জরী রচনা করিয়াছিলেন।

রসকল্পবল্লী গ্রন্থ অষ্টম কোরকে।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে ॥
তাহার করচা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন ॥
সেই অষ্ট দলের মঞ্জরী কথোক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি গ্রন্থ জানাইল ॥

এই রসমঞ্জরী গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভণিতার কয়েকটী পদ পাওয়া যায়। এই কবিরঞ্জন যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। পীতাম্বর বিদ্যাপতি ভণিতার যে পদগুলি তুলিয়াছেন, সেগুলি মিথিলার বিদ্যাপতির। বোধ হয়, এই পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্যই তিনি বিদ্যাপতি ভণিতা দেওয়া শ্রীখণ্ডের কবির কোনও পদ না তুলিয়া, তাঁহার কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলিই তুলিয়াছেন। এক গ্রামে বাড়ী, তার উপর পিতার ঐ প্রশংসা ; সুতরাং পীতাম্বর যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের পদই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে ? আর মিথিলার বিদ্যাপতির যখন কবিরঞ্জন উপাধিই ছিল না, এবং রসমঞ্জরীর পদগুলিও মিথিলায় বা নেপালে পাওয়া যায় নাই, তখন এই অযথা পক্ষপাতিত্বে বিতণ্ডার প্রশ্রয় দিয়া লাভ কি ? 'চরণনখ রমণীরঞ্জন ছাঁদ' পদটী ভাল বলিয়াই যে শ্রীখণ্ডের কবির হইতে পারে না, এমন কি কথা আছে ? শ্রীখণ্ডেরই রঘুনন্দনের শিষ্য শেখর রায় নামক আর একজন বাঙ্গালী কবির অনেক পদ নগেন বাবু বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে "কাজরুরুচিহর রয়নি বিশালা", "গগনে অব ঘন মেহ দারুণ সঘন দামিনি ঝলকই" প্রভৃতি পদ নিঃসংশয়িতরূপে রায় শেখরের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এবং এ কথা বলিতে লজ্জা নাই যে, এই সমস্ত

পদ বিদ্যাপতির পদ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। "গগনে অব ঘন" পদটী ত বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদের সঙ্গে তুলিত হইবার যোগ্য।

"সখি রে হমারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর ॥"

এই পদ কীর্ত্তনানন্দে এবং অনেক হস্তলিখিত পুথিতে শেখরের ভণিতায় পাওয়া যায়। এ পদ মিথিলায় বা নেপালে পাওয়া যায় নাই। কে জোর করিয়া বলিতে পারেন, এ পদ রায় শেখরের নহে? এক আধটা মৈথিল শব্দ থাকিলেই মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। ব্রজবুলি ত মৈথিল, বাঙ্গালা এবং হিন্দী মিলাইয়া তৈরী একটা কৃত্রিম ভাষা।

পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতার এই কয়টী পদ আছে,—

১। আর কবে হবে মোর শুভখন দিন　　(বাঙ্গালা)
২। কি কহব রে সখি আজুক বিচার　　(ব্রজবুলী)
৩। কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ　　(ঐ)
৪। পুরুষ রতন হেরি মন ভেল ভোর　　(ঐ)
৫। উদসল কুন্তল ভারা　　(ঐ)
৬। কি কব রাইয়ের গুণের কথা　　(বাঙ্গালা)
৭। আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যাওব　　(„)

পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ভণিতার নিম্নলিখিত পদগুলি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির রচিত। দুই তিন রকম উপাধি বা নাম থাকিলে অনেক সময় ছন্দের অনুরোধে বা মিলের অনুরোধে ভণিতায় সেগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবির ইচ্ছা অনুসারেও হইয়া থাকে, অন্য কারণও থাকিতে পারে।

১। শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি।—(পদসংখ্যা ২১৫)

খাঁটী বাঙ্গালা পদ; ইহাকে মৈথিল, এমন কি, ব্রজবুলিতেও অনুবাদ করা চলে না।

২। আজি কেনে তোমা এমন দেখি　　(পদকল্পতরুর পদ-সংখ্যা ২২৬)
৩। একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়　　(ঐ ২৩৮)
৪। জটিলা শাশ ফুকারি উঁহি বোলত　　(ঐ ৩৯৯)
৫। কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি　　(ঐ ৫১১)
৬। কত কত অনুনয় করু বর নাহ　　(ঐ ৫১২)
৭। তুঁহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ　　(ঐ ৫২১)
৮। আছিলুঁ হাম অতি মানিনী হোই　　(ঐ ৬১২)
৯। বড়ই চতুর মোর কান　　(ঐ ৬১৩)
১০। কহ কহ সুন্দরি রজনিবিলাস　　(ঐ ৬৬৬)
১১। তুঁহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর　　(ঐ ৯১১)

১২। কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয় (ঐ ১৬০৩)
১৩। যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি (ঐ ১৬৮০)
১৪। এ ধনি মানিনি কঠিনপরানী (ঐ ২০৪৬)
১৫। এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি (ঐ ২৫২৫)

পদকল্পতরুর "হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেল।" ১৬৭২) এই পদের ভণিতায় আছে,—"ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই। কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥" ভণিতায় এই যে দূতীপনা, ইহা কি মিথিলার বিদ্যাপতির? নগেনবাবুর "সখি মোর পিয়া" (৬১৫নং) পদেও ঠিক এইরূপ ভণিতা আছে। নগেনবাবুর "মাধব কি কহব সে বিপরীতে" (পদ ১১০) এই পদের ভণিতা—"কবি বিদ্যাপতি মনে অভিলাষত কাহা চলহ তছু পাশে," ইহা কোন্ বিদ্যাপতির পদ? পদকল্পতরুর—"এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণী" (২০৪৬) এই পদের ভণিতায় পাই,—

"অব যদি না মিলহ মাধব সাথ
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত"

ইহা যদি শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতির না হয়, তাহা হইলে ত নাচার। এই যে পদকর্তার সখীভাব, ইহা ত মিথিলার নয়।

পদকল্পতরুতে ১০৭৮ সংখ্যক পদ "উদসল কুন্তলভারা"—এই পদটী কবিরঞ্জনের ভণিতায় পাই। এই পদ যে কবির লেখা, ২০৭৯ "বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল" বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এই পদটিও সেই কবির লেখা, একই রসের পদ। ভণিতায় আছে,—"বিদ্যাপতিপতি ও রসগাহক", এখানে বিদ্যাপতিপতি যে শিবসিংহ হইতে পারেন না, তাহা সহজবুদ্ধিতে বুঝা যায়। মনিবকে এই ভাবে পতি বলিয়া বিদ্যাপতি কোন পদেই ভণিতা দেন নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইষ্টদেবকে পতি সম্বোধন করিয়াছেন। তুলনা করুন,—"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।"— (নরোত্তম ঠাকুর)। তুলনা করুন—"শ্রীরঘুনন্দন পতি, তাহা বিনু নাহি গতি, যার গুণে ভবভয় নাই।"— (রায়শেখর, পদসংখ্যা ২৩৭২)। সুতরাং এখানে বিদ্যাপতি-পতি বলিতে যে, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরকে বুঝাইতেছে এবং "উদসল কুন্তলভারা" পদের রচয়িতা কবিরঞ্জনই এই বিদ্যাপতি, পদ দুইটির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

কবিরঞ্জন ও বিদ্যাপতি ভণিতার দুইটি পদের ভাব, ভাষা, রস এবং ভণিতায় মিলের পরিচয় দিলাম। এইবার বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্জন ভণিতার পদ দুইটি তুলিয়া, এইরূপ ভাব, ভাষা ও রসের ঐক্য দেখাইতেছি। দুইটি পদই পদকল্পতরু হইতে সংগৃহীত।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম। কহয়ে রজনিবিলাসকাম॥
সে যে সুবদনি সুন্দরী রাই। আবেশে হিয়ার মাঝারে লাই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ। রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই। সো সব সপন হোয়ল মোই॥

কিবা সে বচন অমিয়া-মীঠ। ভাঙ্গুর ভঙ্গিম কুটিল দীঠ॥
সে ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে। বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥—(১১০৩)।

কি কব রাইএর গুণের কথা। সব গুণে তারে গড়িল ধাতা॥
এ রাসবিলাস করিল যত। এক মুখে তাহা কহিব কত॥
কিবা সে মধুর নটন গান। অমিয়া অধিক করিলুঁ পান॥
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে দরশন লাগি পরাণ কান্দে॥
শুনহে পরাণবল্লভ সখা। সে ধনি পুন কি পাইব দেখা॥
নয়নবাণে সে হানল যবে। বিভোর হইয়া রহিনু তবে॥
চুম্বন করল যখন ধনি। অথির তবহুঁ কছু না জানি॥
দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান। বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ॥—(১১০৪)

সুবলাদি সখা, ললিতাদি সখী এবং জটিলা কুটিলা প্রভৃতির উল্লেখ মিথিলা বা নেপালের কোনও পদে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পদে কিন্তু ইহাঁরা অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রথম পদে সুবলকে যাহা বলা হইল, দ্বিতীয় পদে তাহারই পরের কথা বলা হইয়াছে। যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব রাধা-তত্ত্বেরই নিজস্ব কথা। কোনও নায়িকা এ কথা বলিলে প্রাচীন রসশাস্ত্র হইতে তাহাকে চিনিয়া লওয়া কিছুই কঠিন হইত না। কিন্তু এখানে কবি, নায়কের মুখে যে কথাগুলি দিয়াছেন, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সে নায়কের কোনও নাম দেওয়া আছে কি না, সন্দেহ। তাই কবিরঞ্জন নিজেই তাহাকে "বিপরীত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে দিক্ দিয়াই দেখি, পদ দুইটি একজনেরই লেখা এবং তিনি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি। আর একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যাপতি-পরিচয়ের উপসংহার করিতেছি। পদটী নগেনবাবুর সম্পাদিত বিদ্যাপতি হইতেই উদ্ধৃত করিলাম।

আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাও।
আর দূর দেশে হাম পিয়া না পাঠাও॥
শীতের ওড়ন পিয়া গিরিষের বা।
বরিখের ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নিধন বলিয়া পিয়ার না কলুঁ যতন।
এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নাগর সঙ্গে কর রস পরিহারি॥—(বিদ্যাপতি ৪০০ পৃঃ, ৮২৪ পদ)।

নগেনবাবু পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—"এই পদের ভাষা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির লেখা এই বাঙ্গালা পদটীকে তিনি মৈথিলভাষায় রূপান্তরিত করিতে গিয়া, অবশেষে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চণ্ডীদাস-পরিচয়

কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সঙ্গে যে চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল, তিনি যে নান্নুরের প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস নহেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য দীন চণ্ডীদাস। ইঁহার রচিত নরোত্তম-বন্দনার পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

জয় নরোত্তম গুণধাম।
দীন দয়াময় অধম দুর্গত পতিতে করুণাবান॥
সখা রামচন্দ্র সনে আলাপন নিশি দিশি রস ভোর।
মো হেন পাতকী তারণ কারণ গুণে ভুবন উজোর॥
নব তাল মান কীর্ত্তন সৃজন প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ।
অতুল ঐশ্বর্য্য লোষ্ট্রের সমান ত্যজনে না সহে ব্যাজ॥
নরোত্তম রে বাপ রে ডাকে ন্যাসিমণি পুন প্রভু আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস কহ কত দিনে পদযুগ হবে লাভ॥

নরোত্তম-শাখা-গণায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়। "জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে। পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥" কোনও কোনও পুথিতে 'মণ্ডিত' স্থলে 'পণ্ডিত' পাঠও আছে। দীনে দয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই স্বাভাবিক গুণ, এ পক্ষে কবি চণ্ডীদাসের বোধ হয়, আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। দীনে অত্যন্ত দয়াবান্ ছিলেন; তাই বোধ হয়, নিজেও "দীন চণ্ডীদাস" এই নাম ব্যবহার করিতেন। স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস' প্রায় ইঁহারই রচিত পদাবলীতে পূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ইঁহার রচিত পদের যে খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাহার অনেক পদের মিল আছে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের প্রথমেই যে পূর্ব্বরাগ ও নবোঢ়ামিলনের বর্ণনা পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি তাহার পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহার রচিত ব্রজবুলির পদও পাওয়া যায়। সিউড়ীর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের লাইব্রেরীতে ২২০৫ সংখ্যক পুথিতে চণ্ডীদাস ভণিতার দুইটি ব্রজবুলির পদ আছে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসেও একটী আছে—"ঘনশ্যামশরীর কলারসধীর যমুনাক তীর বিহার বনি"।—পদসংখ্যা ১৩১। ইনি কবিরঞ্জনের সঙ্গে যে রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে তাহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়।

রূপনারায়ণের পরিচয়

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে পাওয়া গেল। বাকী রহিলেন রূপনারায়ণ। এই রূপনারায়ণ যে মিথিলার শিবসিংহ রূপনারায়ণ নহেন, প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য ছিলেন—পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহ। রূপনারায়ণ তাঁহারই সভাপণ্ডিত। ইনিও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেম-বিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসও শ্রীখণ্ডের অধিবাসী।

তিনি লিখিয়াছেন যে, আসামের এগারসিন্দুর অঞ্চলে রূপনারায়ণের নিবাস ছিল। তিনি নানা স্থানে অধ্যয়নাদি শেষ করিয়া, বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নিকট বিচারে পরাস্ত হন এবং কিছু দিন তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করেন। পরে ঘুরিতে ঘুরিতে পা'কপাড়ায় আসিয়া নরসিংহ রাজার সভাপণ্ডিতের পদে বৃত হন। নিত্যানন্দদাস বলিতেছেন,—

নরোত্তমের গণ রাজা নরসিংহ রায়।
অতি দৃঢ় দেশে পক্কপল্লী বাস হয়॥

"গঙ্গাতীরে নগরী সেই অতি মনোরম।" গঙ্গাতীরে পক্কপল্লী কোথায়, কেহ সন্ধান করিয়া দিলে বাধিত হইব। রূপনারায়ণকে নিত্যানন্দদাস নিজে দেখিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি যে রূপনারায়ণের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন, প্রেমবিলাসে তাহা লিখিতেও বিস্মৃত হন নাই—

কোন কোন যোগ তাহা হৈতে শিক্ষা কৈল।
যোগগুরু করি আমি তাহারে মানিল॥

এই কবিতা দুই ছত্র হইতে সে সময়ের আর এক দিকের অবস্থাও বেশ পরিষ্কার হইয়া যায় যে, মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে তখন নানা রকম যোগযাগের অনুষ্ঠানাদিও প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি, ইঁহারা সম-সাময়িক এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্দ ছিল। দেখিতেছি, ইঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যেও সে সৌহৃদ্যের অসদ্ভাব ছিল না। সুতরাং কবিরঞ্জনের সঙ্গে রূপনারায়ণের সম্প্রীতির কথা কবিকল্পনা নয়। এই রূপনারায়ণ শিবসিংহ হইলে রাজা বা যুবরাজ যে অবস্থাতেই আসুন, তিনি কখনও একাকী আসিতেন না। শিবসিংহের সময়ে নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহেরও সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, মিথিলার বিদ্যাপতি ও শিবসিংহ কখনও বীরভূমে আসেন নাই এবং তাঁহাদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। কবিরঞ্জনের ও রূপনারায়ণ পণ্ডিতের সঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের মিলন ঘটিয়াছিল।

মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে খেতুরীতে মহোৎসব হয়। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহোৎসবে অনেক কবি ও পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, এবং ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত গ্রন্থে কবি রায়শেখর, কবিরঞ্জন, তরুণীরমণ, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতির নাম না পাওয়ায় মনে হয়, এই উৎসবের পূর্ব্বেই তাঁহারা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। খেতুরীর মহোৎসবের প্রায় ৮০।৯০ বৎসর পরে রসমঞ্জরী সংকলিত হয়। তাহারও ১০০ বৎসর পরে বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরু সংকলন করেন। বৈষ্ণবদাস ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, আমি কীর্ত্তনীয়াদের মুখে শুনিয়া অনেক গান সংগ্রহ করিয়াছি। পীতাম্বর দাসের সময়েই লোকে পদকর্ত্তার নাম ভুলিয়া গিয়াছিল, তিনি রসমঞ্জরীতে কয়েকটা ভণিতাহীন পদ কস্যচিৎ বলিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবদাসের সময় ত আরও গোলমাল হইবার কথা।

গোবিন্দদাস ভণিতা দিয়াছেন,—"রাজা নরসিংহ রূপ নরায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান।"

এই নরসিংহ ও রূপনারায়ণের নাম দিয়া শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন যে পদ লেখেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই সময় পদের ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম জুড়িয়া দেওয়া একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

রায় সন্তোষ, বসন্ত, বল্লভ, হরিনারায়ণ প্রভৃতি অনেকের নাম এই ভাবে জুড়িয়া দেওয়া আছে। পাককূটের (শিখরভূমির) রাজা হরিনারায়ণকে লইয়া নগেনবাবু ত মিথিলায় পাড়ি জমাইয়াছেন। কে জানে, এমনি কেহ নরসিংহকে সরাইয়া শিবসিংহকে বসাইয়া দেন নাই? কবিরাজ গোবিন্দদাস এবং কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি প্রায় সম-সাময়িক, উভয়েই শ্রীখণ্ডের লোক। এখন বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদ দেখিয়া সন্দেহ হইবে, পাদপূরণের কথা হয় ত অনুমানমাত্র। এক শত বৎসরের পরবর্ত্তী লোকে এই যুগ্ম ভণিতার মীমাংসা করিতে না পারিয়া একটা আন্দাজ করিয়া লইয়াছেন। হয় ত এইরূপ ভণিতাও বন্ধুত্বের নিদর্শন, অথবা শ্রদ্ধা নিবেদন। কবি দামোদরের সঙ্গে কবিরঞ্জনের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বাস্তবিক এ সব সমস্যায় পণ্ডিতদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

লছিমা, না ত্রিপুরা?

গোলযোগের এইখানেই শেষ হইল না। মিলনের তিনটী পদের মধ্যে দ্বিতীয় পদের শেষ চরণে আছে,—"কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ লছিমা-পদ করি ধ্যান।" লছিমা থাকিলেই মিথিলাকে রাখিতে হইবে। লছিমাকে লক্ষ্মী করিবার উপায় নাই, ব্রজরসের কথা যে! কিন্তু ত্রিপুরা যে লছিমা হইয়া গিয়াছেন, এত দিন তাহা কাহার নজরে পড়ে নাই। "শ্যাম-গৌরবরণ একদেহ" পদে এই ত্রিপুরার উল্লেখ দেখিয়াছি। আবার এই পদে পাইলাম; আরও কত পদে যে এমনি রূপান্তর ঘটিয়াছে, কে জানে? এখন প্রশ্ন উঠিবে, এই ত্রিপুরা কে? শ্রীখণ্ডে গিয়া এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই নাই। লছিমার ন্যায় ইনিও কি কবির তথাকথিত মানসী ছিলেন? মানবী না হইয়া যদি দেবী হন, তবে ত সমস্যা আরও জটিল হইল। ত্রিপুরা নিশ্চয়ই শাক্তের দেবী, বৈষ্ণবের দেবীর ত্রিপুরা নাম মনে করিতে পারিতেছি না। এই ত্রিপুরার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কিছু নূতন সংবাদ পাইয়াছি। সে কথা বলিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া রাখি।

বৈষ্ণবী দীক্ষায় গুরুমন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে প্রথমেই তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণতঃ ইহা 'হরিনাম গ্রহণ' নামে পরিচিত। এই নামের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা এইরূপ,—"অস্য শ্রীহরিনামমন্ত্রস্য (মতান্তরে শ্রীতারকব্রহ্মনামমন্ত্রস্য) শ্রীবাসুদেবঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীত্রিপুরা দেবতা মম মহাবিদ্যাসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ (ওঁ) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" ইত্যাদি। এইবার "ত্রিপুরাচরণ-কমলমধুপান" স্মরণ কবিবার পূর্ব্বে পদের আর একটি কলি স্মরণ করুন,—"প্রকট করিল হরিনাম বাখান"। হরিনামকে মন্ত্র বলিতে হইলে 'ত্রিপুরা'র কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। ত্রিপুরাসুন্দরীর গায়ত্রীর সঙ্গে কামবীজ যুক্ত রহিয়াছে,—"ঐং ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ।" ত্রিপুরা দেবীর সঙ্গে বৈষ্ণব-সাধনার কোনও যোগ আছে কি না, রহস্যজ্ঞগণ বলিতে পারেন।

কবিরঞ্জন কি এই ত্রিপুরাদেবীকে উদ্দেশ করিয়াই "ত্রিপুরাচরণ-কমল-মধুপান" লিখিয়াছেন ? দেবী যোগমায়া বৈষ্ণবগণের নিত্য উপাস্যা। সেই ভাবে তারকব্রহ্ম মন্ত্রের দেবতারূপিণী ত্রিপুরাদেবীও উপাস্যা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কামবীজ সাধনের সিদ্ধিদাত্রী এই দেবীকে জানিবার জন্য কোন্ বৈষ্ণব সাধক না ব্যাকুল হইবেন ?

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অন্যান্য নূতন তথ্য

অনুসন্ধানে অপর যাহা কিছু জানিয়াছি, তাহা এই,—বীরভূম জেলায় লুপ লাইনে রেলওয়ে ষ্টেশন বোলপুরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে রূপপুর গ্রাম। এই গ্রামে কবি বিদ্যাপতির সমাধি আছে। গ্রামের ঈশান কোণে 'বড় বাগান' নামে একটি আমবাগান, পূর্ব্বে সেইখানেই রাজবাড়ী ছিল। রাজবাড়ীর দক্ষিণে বিদ্যাপতিপুকুর। ঐ পুষ্করিণী-গর্ভেই কবি সমাধিস্থ হন। পুষ্করিণীটি প্রথম সংস্কারের পর মালিকের জাতি অনুসারে 'পোদ্দার পুকুর' নামে খ্যাত হয়। দ্বিতীয় বার পঙ্কোদ্ধারের পর এখন আবার 'কোঁড়াপুকুর' নামে পরিচিত। কয়েক জন ধাঙ্গড় সম্প্রতি এই পুষ্করিণী দখল করিতেছে। সমাধির ইষ্টকস্তূপাদির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। রাজবাড়ীর উত্তরে খানিকটা পতিত জায়গাকে লোকে 'বিদ্যাপতির ডাঙ্গা' বলিত। এখন সেখানে ধানের জমি হইয়াছে। লোকে বলে—বিদ্যাপতির মাঠ। জমির পরিমাণ ৭৷৷৹ বিঘা, জমা ৭৷৷৹ টাকা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এই জমি ভোগ করিতেছেন। রাজবাড়ীর ঈশান কোণে প্রায় পোয়াখানেক দূরে উত্তরবাহিনী কাঁদায়ের তীরে শ্মশানে কালীদেবী আছেন ; নাম "অন্ধতুলা কালী"। রাজপুরোহিত আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ এই কালীর সেবাইৎ ছিলেন। ঐ বংশের দৌহিত্র উক্ত মুখোপাধ্যায় এখন সেবাপূজা করেন। গৃহে একটি তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রে দেবীর নিত্য পূজা হয়। কেহ বলেন—ত্রিপুরাযন্ত্র, কেহ বলেন—ভুবনেশ্বরীযন্ত্র। কার্ত্তিকী অমাবস্যায় রাত্রে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে ও যন্ত্রে পূজা করিতে হয়। তৎপরদিন প্রাতে শ্মশানে গিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা দেওয়ার পর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। উভয় স্থানেই ছাগবলির বিধি আছে। পূর্ব্বে যখন বীরভূমে মুসলমান রাজার অধিকার ছিল, সেই সময়কার রাজদত্ত দুইখানি সনন্দে দেবীর নাম পাওয়া যায়। প্রতিলিপি দিলাম।

প্রথম সনন্দ

অন্ধতুলা কালী

পং সেনভোম রূপপুর

শ্রীগদাধর আচার্য্য জাহির করিলেক নিজ গ্রামে আমাদিগের পৌত্রিক আড়ুল পুষ্করিণি ৯৷৷৹ নয় বিঘা দশ কাঠা লাখেরাজ হরিরামপুর সামীল ৺ মাতার বসতবাটি···পতিত ছয় বিঘা দেবত্তর এই সকল জায়গা সরকারের তালুক মহরতের চিঠাতে আমাদের নামে মজুরা হইবেক-তহশিল জবদ করিতে চাহে ইহাতে জানান হইল আচার্য্য মজকুর ছাড় পাইবে। ১১৬৭ সাল ১১ ফাল্গুন।

দ্বিতীয় সনন্দ

অন্ধকালী

ইং য়ানন্দী হাজরা থিকদার ও শ্যামদাস কারকুন পং সেনভোম……তাং রূপপুরের যুগল দাঁ ও গোপীমণ্ডল জাহীর করিলেক জে হরিরামপুরে শ্রীশ্রী৺ আছেন সেবা পূজার কারণ নাগাদী সন ১১৬৭ সালের পতিত জমি কৃষ্ণবাটীতে ৫ পাঁচ বিঘা ও তাং রূপপুরের ৫ পাঁচ বিঘা একুন ১০ দষ বিঘা জমীন দেবত্তর হুকুম হয় তবে আবাদ করিয়া ৺ সেবা পূজা করি ইহার জেমত হুকুম হয় য়তো…এতমাম দরুণ কৃষ্ণবাটীতে ৫ পাঁচ বিঘা ও তাং রূপপুরে ৫ পাঁচ বিঘা একুন ১০ দষ বিঘা জমীন নাগাদী সন ১১৬৭ সালের ৺ সেবাপূজার কারণ দেবত্তর হুকুম করিল নিসাদা করিয়া দিহ আবাদ করিয়া ৺ সেবা পূজা কৃয়া করে ইতি সন ১১৭৫ সাল ১৭ মাঘ।

সূর্য্যের তুলা রাশিতে স্থিতিকাল সাধারণতঃ সৌর কার্ত্তিক নামে পরিচিত। তুলার অমাবস্যায় কালীপূজা অনেক স্থানেই হয়। কিন্তু অন্ধতুলার অর্থ কি? ছাড়পত্রেও লেখা অন্ধতুলা, লোকেও বলে অন্ধতুলা। কি জন্য কালীর এই নামকরণ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।

প্রবাদ আছে, রূপনারায়ণ রাজার নাম অনুসারে রূপপুর গ্রাম। বিদ্যাপতি এই রাজার সভাকবি ছিলেন। অনেকে আবার শিবসিংহের সঙ্গে এই প্রবাদ জড়াইয়া বলিলেন, রূপনারায়ণ শিবসিংহের পুত্র। শিবসিংহের অপর দুই পুত্রের নাম নরনারায়ণ এবং বিজয়নারায়ণ। এই অন্ধতুলা কালী শিবসিংহ বা রূপনারায়ণ রাজার কুলদেবী। গ্রামের পূর্ব্বে 'রাজার পুকুর' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধারকালে একটি বাসুদেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটির পূজা হয়, রূপপুরের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ অধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে; তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহযুগলের সঙ্গে ইনিও পূজা পাইতেছেন। এই মূর্ত্তিও শিবসিংহ বা রূপনারায়ণ রাজার পূজিত বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজরাণী যেখানে ষষ্ঠী পূজা করিতেন, সেই পুষ্করিণীকে লোকে এখনও 'ষাটপুকুর' বলে।

রাজা রাণীর প্রবাদের স্বরূপ নির্ণয় করা শক্ত। হয় ত বিদ্যাপতিকে পাইয়া প্রবাদের রসনায় শিবসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হয় ত এমনও হইতে পারে, পণ্ডিত রূপনারায়ণের এখানে একটী আশ্রম ছিল। তিনি নানারূপ যোগযাগ জানিতেন। শ্রীখণ্ডের নাতিদূরবর্ত্তী পশ্চিমে স্থানটীকে নির্জ্জন দেখিয়া রূপনারায়ণ হয় ত যোগ সাধনের জন্য এখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। কিম্বা রূপনারায়ণকে এই স্থান কেহ ব্রহ্মোত্তর দান করায় বন্ধু বিদ্যাপতিকে লইয়া তিনি এখানে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতেন। অথবা সত্যই রূপনারায়ণ নামক কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি—তিনি শাক্ত ছিলেন, বিদ্যাপতির কবিত্বে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে রূপপুরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে জনশ্রুতির যোগসূত্রে শিবসিংহ আসিয়া জড়িত হইয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ণব অনুমান করেন, এইখানেই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল। উভয় কবি

মিলিয়া বন্ধুর নামে এই স্থানের নাম রাখেন—রূপনারায়ণপুর, সংক্ষেপে এখন রূপপুর হইয়াছে। সুরধুনীতীরে বটতলার কথায় তাঁহারা বলেন, যেখানে বৈষ্ণব, সেইখানেই সুরধুনী। কবি, মিলনের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য সুরধুনীতীরের কথা লিখিয়াছেন, ইহা বলায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন। রূপপুরের প্রবাদ, গ্রামের প্রবীণ অধিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনিলাম। সনন্দ আদি সংগ্রহ কার্য্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাঠক মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

রূপপুরের অন্ধতুলা বিদ্যাপতির পদে ত্রিপুরা হইয়াছেন কি না, জানি না। তবে দীন চণ্ডীদাসের পদেও মাঝে মাঝে বাসলীর উল্লেখ দেখিয়া ছাতনার কথা মনে হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় প্রভৃতি ছাতনা হইতে একখানা বাসলীমাহাত্ম্যের পুথি বাহির করিয়াছিলেন। পুথিখানি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, যদিও বাঙ্গালা কবিতায় লেখা বাসলীমাহাত্ম্যের পুথির সঙ্গে তাহার মিল নাই, তথাপি তাহার মধ্যে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস, দুই ভাইয়ের নাম আছে বলিয়া কথাটা বলিতেছি। পুথির কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়, দেবীদাসের ভাই চণ্ডীদাস কবি ছিলেন এবং ছাতনায় রাজার আশ্রয়ে তিনি বাস করিতেন। ছাতনার বাসলী দ্বিভুজা, খড়্গখর্পর-ধারিণী, পদতলে অসুর দলন করিতেছেন। দেবীদাস এই দেবীর পূজা করিলেও নাকি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। বিষ্ণুপুরের রাজারা বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ছাতনার রাজারাও এই ধর্ম্মের অনুরক্ত হন। বিষ্ণুপুরের মত বৈষ্ণব না হইলেও তাঁহারা পদাবলী লিখিতেন। এই সে দিনও রাজা লছমীনারায়ণ পদ লিখিয়া গিয়াছেন; সে পুথি আমার নিকট আছে। হইতে পারে, নরোত্তমশিষ্য দীন চণ্ডীদাসের প্রভাবও ইহার অন্যতম কারণ। নান্নুরের বাসলী বাগীশ্বরী, তাঁহার বাম ঊর্দ্ধ হাতে পুস্তক, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হাতে জপমালা, অপর দুইটী হাতে বীণা। ইনিই প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের উপাস্যা ছিলেন। সে চণ্ডীদাস যেমন উপাস্যা দেবীর নামে পদে ভণিতা দিতেন 'বাসলী আদেশে,' ছাতনার চণ্ডীদাসও তেমনি আশ্রয়দাতা রাজার প্রীতি সম্পাদন জন্য ভণিতা দিতেন, 'বাসলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে'। রাজা লছমীনারায়ণ দিব্য সখীভাবে মধুররসের পদ লিখিয়াছেন। এ দিকে সনন্দ দিতে গিয়া প্রথমেই লিখিয়াছেন, 'শ্রীবাশুলীদেবীচরণশরণ' ইত্যাদি। কই, রাধাকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গদেবের নাম ত করেন নাই। ছাতনায় দীন চণ্ডীদাস থাকিলে তাঁহারই সঙ্গে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের মিলন হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শ্রীখণ্ড ও ছাতনার দূরত্ব অল্প হইবে না, সে কালে পথও যথেষ্ট দুর্গম ছিল।

প্রথমে যে পদ তিনটী উদ্ধৃত করিয়াছি, পদকল্পতরুতে ঐ তিনটী পদ ছাড়া আরও একটী পদ ঐ পরিচ্ছেদেই আছে—ঐ পদ তিনটীর পূর্ব্বেই আছে। তাহাতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সহচরগণের নাম আছে—রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ এবং শিবসিংহ। পদে আছে—"নিজ নিজ সহচর রসিক ভকতবর তা সনে কতর বিচার"। তাহার পরেই এই নামগুলি আছে। ইঁহারা সকলেই যদি মিথিলার লোক হন এবং বিদ্যাপতির পক্ষের লোক হন, তবে নিজ নিজ সহচর বলার সার্থকতা কি? আর এক

পক্ষের লোকের নামাবলী লিখিবারই বা কারণ কি ? বিদ্যাপতির সঙ্গে গেলেন—"কেবল রূপনারায়ণ"। তবে ইঁহারা কে এবং কেন ইঁহাদের নাম কবিতায় স্থান পাইল ? এ সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই। রূপনারায়ণ বিজয়নারায়ণ যদি বিদ্যাপতির দলে থাকেন, তবে বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহকে চণ্ডীদাসের দলে রাখিতে হয়। অথবা প্রথমোক্ত দুই জনকে বিদ্যাপতির দলে রাখিয়া, শেষের দুই জনকে চণ্ডীদাসের দলে দিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কোন সামঞ্জস্য হয় না। বাস্তবিক এ কবিতাটী গোঁজামিল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেক দিনের ঘটনা, কবিতা-লেখকের স্মরণে না থাকা স্বাভাবিক। আশা করি, বিশেষজ্ঞগণ সমস্ত বিষয়টী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' সম্বন্ধে বক্তব্য

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, বীরভূম প্রদেশেও 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী কবিরঞ্জন নামক পদকর্ত্তার উদ্ভব হইয়াছিল। তথায় প্রবাদ আছে যে, এই 'বিদ্যাপতি' উপাধি-ধারী কবিরঞ্জনই 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাঙ্গালা পদসমূহের এবং 'চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন-ছান্দ' ইত্যাদি ইত্যাদি কোন কোন ব্রজবুলী পদের রচয়িতা। এরূপও নাকি প্রবাদ যে, এই বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জনের সহিতই গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাসের মিলন ও রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণবাবু রামগোপাল দাসকৃত 'রঘুনন্দ-শাখা-নির্ণয়' নামক অপ্রকাশিত পুঁথিতে নিম্ন-লিখিত উক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। যথা,—

"কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা-পদ করিলেন দড়॥

পদং যথা—

"শ্যাম গৌর বরণ এক দেহ" ইত্যাদি।
গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি-কালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভৎর্সিত-পঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব-কলা-প্রবীণঃ॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে দুর্গতি॥"

এই বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, ইঁহার নাম 'রঞ্জন' বা 'কবিরঞ্জন' ছিল; 'বিদ্যাপতি' ছিল 'ইঁহার উপাধি। ইনি কখনও 'কবিরঞ্জন' ও কখনও বিদ্যাপতি' ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনন্দন শ্রীমহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এই কবিরঞ্জনের সহিত মহাপ্রভুরও আন্দাজ এক শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বড়ু চণ্ডীদাসের সম্মিলন ঘটিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এ জন্যই হরেকৃষ্ণবাবু অনুমান করেন যে, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা নরোত্তম ঠাকুরের ভক্ত দীন চণ্ডীদাসের সহিত সম্ভবতঃ এই কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সম্মিলন ঘটিয়া থাকিবে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলনের কাহিনী অসম্ভব, সুতরাং অবিশ্বাস্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বড়ুচণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সেই মিলন-কাহিনী অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য মনে না করিলেও, তিনি বড়ুচণ্ডীদাসের উক্ত কাব্যে তাঁহার সহজিয়া ভাবের কোন পরিচয় পান নাই। পক্ষান্তরে দীন চণ্ডীদাস যে একজন সহজিয়া ভাবাপন্ন পদকর্ত্তা ছিলেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত বড়ুচণ্ডীদাসের গঙ্গাতীরে সম্মিলন ও সহজিয়া রস-তত্ত্বের আলোচনার যথার্থতার সম্বন্ধে সন্দেহের বিশিষ্ট কারণ আছে। হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত পরবর্ত্তী বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে সে সন্দেহের অবকাশ নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তীর বিরুদ্ধে পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬শ পল্লবের অন্তর্গত কয়েকটী পদে দলিল-প্রমাণ রহিয়াছে। ২৬শ পল্লবের ২৩৮৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

রূপ নরায়ণ বিজয় নরায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি তুহুঁক করু বর্ণন
তছু পদ-কমলক ভৃঙ্গ ॥

২৩৯৩ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

"পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥"

বিদ্যাপতি যদি রঘুনন্দন-ভক্ত কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি হইবেন, তাহা হইলে উদ্ধৃত ভণিতায় 'রূপনরায়ণ', 'বিজয়নরায়ণ' ও 'শিবসিংহ'—মৈথিল রাজগণের ও 'লছিমা' দেবীরপ্রসঙ্গ আসিল কি প্রকারে? এই পদগুলিকে অমূলক ও কৃত্রিম মনে করিবার কোনও কারণ আছে কি? এই প্রাচীন পদগুলি—যাহা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণবদাসের মত একজন পণ্ডিত ও গবেষক দ্বারা বহু চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়া পদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে—শুধু লোকের মুখে প্রচারিত কিংবদন্তী বা কল্পনার বলে অগ্রাহ্য করা যায় কি? আশা করি, হরেকৃষ্ণ বাবু এই বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

হরেকৃষ্ণ বাবু আরও লিখিয়াছেন,—"কবিরঞ্জন ভণিতার যত পদ পদকল্পতরুতে আছে,

সব এই কবির। কোনটাই বিদ্যাপতির নয়। বাঙ্গালা-পদ কিরূপে বিদ্যাপতির হইবে ?

* * * *

ঐ যে 'উদসল কুন্তল-ভারা'—এ পদের ভাষা যাহাই হউক, পদটী শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের। একই পুথিতে কবিরঞ্জন ভণিতার পদ ভাগাভাগি হইবে না। কারণ, বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি ছিল কি না, সন্দেহজনক।

"রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদ—"চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন ছান্দ,—এই পদ এই কবিরঞ্জনের। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর রসমঞ্জরীতে পিতার প্রশংসিত এই কবির পদই তুলিয়াছেন। ঐ পদে 'কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি। প্রেম অমিয়া-রসে লুবধ মুরারি॥' এই ভণিতাই ঠিক।"

"একই পুথিতে কবিরঞ্জন ভণিতার পদ ভাগাভাগি হইবে না"—আমরা হরেকৃষ্ণবাবুর এই কথার কোন যুক্তি বুঝিলাম না। পদকল্পতরু গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভণিতার ৭টী ব্রজবুলী পদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা কবিরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের বিষয় অবগত না থাকায়, ঐ পদগুলির সমস্তই বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছি (ভূমিকায় ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। হরেকৃষ্ণবাবু পদকল্পতরুর ৪৫২ সংখ্যক "চরণ-নখ রমণি-রঞ্জনছান্দ" ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত পদে রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জনের ভণিতা দেখিয়া, উহা খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচিত বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। পদকল্পতরুর কোন পুথিতেই ঐ পদে কবিরঞ্জনের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। এ পদটায় রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জন ভণিতা থাকিলেও সেই কবিরঞ্জন যে খণ্ডবাসী কবিরঞ্জন ছাড়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতি হইতে পারেন না, সে সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণবাবু কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। এ পদটার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভণিতার যে ৭টী পদ আছে, তাহা হরেকৃষ্ণ বাবু রসমঞ্জরীতে পাইয়াছেন কি ? যদি না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোন্ প্রমাণের বা অনুমানের বলে সেগুলিকে খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচিত মনে করেন ?

পদকল্পতরুর পূর্ব্বোক্ত ২৩৮৮ ও ২৩৯৩ সংখ্যক পদ দেখিয়াও হরেকৃষ্ণ বাবু কি জন্য মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন নামে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। কবিরঞ্জন ভণিতার অন্ততঃ উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর ৫টী পদের রচয়িতাও যে তিনি ছাড়া অন্য কেহ নহেন—এরূপ একটা অপ্রামাণিক ব্যাপক উক্তির আমরা সমর্থন করিতে পারি না। 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাঙ্গালা পদগুলির রচনা সাধারণ; উহাতে কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতির রচনার লক্ষণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদগুলির মধ্যে ১০৪ ও ১৭৬০ সংখ্যক বাঙ্গালা পদদ্বয় ব্যতীত বাকি ৫টী ব্রজবুলীর পদ বিদ্যাপতির কবিতার সৌসাদৃশ্যযুক্ত। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে সুমীমাংসার পক্ষে হরেকৃষ্ণবাবুর মত "পদের ভাষা যাহাই হউক" বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারি না। আমরা পদকল্পতরুর কবিরঞ্জন ভণিতার পদগুলির পুনরালোচনা করিয়া দৃঢ়তা সহকারেই বলিতে ইচ্ছা করি

যে, ভাষা-গত ও ভাব গত প্রমাণ অনুসারে ১১০৪ ও ১৭৬০ সংখ্যক পদদ্বয় ছাড়া বাকী পদগুলি কবিরঞ্জন উপাধিধারী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই প্রতীত হয়। বাঙ্গালা পদদ্বয় খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একই পুথিতে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদে বৈষ্ণবদাস ভাগাভাগি করিয়াছেন এবং মৈথিল কবিরঞ্জনের পার্শ্বে বাঙ্গালী কবিরঞ্জনকে স্থান দিয়া তিনি সুবিবেচনা ও নিরপেক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন। হরেকৃষ্ণবাবুর মতের সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, বিদ্যাপতি ভণিতার বাঙ্গালা পদগুলির রচয়িতা উড়িষ্যাবাসী চম্পতি না হইয়া, খণ্ডবাসী বিদ্যাপতি হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। আমরা হরেকৃষ্ণবাবুর এই প্রশংসনীয় গবেষণার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুর আলোচ্য প্রবন্ধ না দেখিয়া উহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে এখানে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রীয়ারসন্ সাহেব মহোদয় বঙ্গীয় সংস্করণের 'বিদ্যাপতি'-ভণিতার অধিকাংশ পদ নকল বিদ্যাপতি (Pseudo-Vidyapati) কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনিও এক স্থলে পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২৬শ পল্লবের পূর্ব্বোক্ত ২৩৮৩ সংখ্যক 'বিদ্যাপতি'-ভনিতার পদের অকৃত্রিমতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ পদটিকে অমূলক ও কৃত্রিম বলিয়া উড়াইয়া না দিতে পারিলে, 'কবিরঞ্জন' যে মৈথিল বিদ্যাপতির অন্যতম নামান্তর বা উপাধি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এতদ্ভিন্ন 'কবিরঞ্জন' ভণিতার ১০৭৮ সংখ্যক পূর্ব্বোক্ত "উদসল কুন্তল ভারা" ইত্যাদি পদের "প্রিয়তম কর তহি দেবা। সরসিজ মাঝে জনু রহল চকেবা॥" শ্লোকটীর ভাষাই উহার রচয়িতার মৈথিলত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। ঐ শ্লোকের 'দেবা' শব্দটী মৈথিল ব্যাকরণ অনুসারে—"দেব" Act of giving অর্থে নিষ্পন্ন হইয়াছে।* বাঙ্গালায় এরূপ প্রয়োগ না থাকায় স্বয়ং রাধামোহন ঠাকুর উহাকে সংস্কৃতের ক্রীড়ার্থক 'দিব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন মনে করিয়া 'ক্রীড়ন' অর্থ লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উহা 'অর্পণ' অর্থে 'দা' ধাতুর পদ বটে। অর্থ—Act of giving বা অর্পণ। ক্রীড়ন অর্থে সংস্কৃতে 'দেবন' বা 'দেব ' পদ সিদ্ধ হইতে পারিলেও, মৈথিল বা বাঙ্গালায় সেরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না; সেরূপ অর্থও এখানে খুব সঙ্গত নহে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর ভূমিকার ১৵০ পৃষ্ঠার কৌতুকজনক সেই সুন্দর শিক্ষাপূর্ণ গল্পের বর্ণিত বহুমূল্য হারের সাঙ্কেতিক কল্ খোলা হইতেই যেমন উহার প্রকৃত মালিকের পরিচয় হইয়াছিল, এখানেও তেমনি 'দেবা' শব্দের অনন্য-ভাষা-সাধারণ 'অর্পণ' অর্থে একান্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর প্রয়োগ দ্বারা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, আলোচ্য শ্লোকের ভাষা খাঁটি মৈথিলী। তবে স্বয়ং রাধামোহন ঠাকুরের ন্যায় সুপণ্ডিত পদকর্ত্তা যে, 'দেবা' শব্দের অর্থ করিতে ভ্রান্ত হইয়াছেন, শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের মৈথিল ভাষায়

---

*গ্রীয়ারসন মহোদয়ের A Chrestomathy of the Maithili Languageনামক গ্রন্থের Vocabulary দ্রষ্টব্য।

অসামান্য অভিজ্ঞতা হেতু তিনি সেই বিদেশী ভাষায়ই এরূপ পদ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যদি কেহ এরূপ তর্ক তোলেন, তাহা হইলে আমরা কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন যে কেবল বাঙ্গালা ও তথাকথিত ব্রজবুলিতে নহে—খাঁটী মৈথিল রীতিসিদ্ধ ভাষায় পদ-রচনা করিতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, এরূপ পদকে মৈথিল কবির রচনা বলিয়াই স্বীকার করিব। বলা বাহুল্য যে কবিরঞ্জন ভণিতার এ রকম একটা পদও যদি মৈথিল কবির রচিত বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে ২৩৯৩ সংখ্যক পদের উল্লিখিত কবিরঞ্জন যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ উপাধি-বিশেষ, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

বড়ু চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির রচিত সহজিয়া ভাবের খাঁটি পদ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই সত্য; কিন্তু উহা হইতেই তাঁহারা সহজিয়া মতাবলম্বী ছিলেন না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। "আপন ভজনকথা না কহিবে যথা তথা" এই স্বাভাবিক ও সমীচীন যুক্তি অনুসারে তাঁহারা সহজিয়া ভাবের কোন পদ রচনা না করিয়া থাকিলেও কিংবদন্তী মূলে পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের নাম দিয়া এ সকল পদ রচিত হইতে কি বাধা আছে? বস্তুতঃ হরেকৃষ্ণবাবুর মত অনুসারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধ্যে যে সম্মিলন ঘটিয়াছিল, উহা প্রকৃত পক্ষে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের মধ্যে সংঘটিত মিলন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, ঐ বিবরণ যে, কেবল পদকল্পতরুর পূর্ব্বোক্ত পদাবলীর প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে; উহা অনেক পরিমাণে একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে কেন না, তর্ক স্থলে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিকে দীন চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী এবং পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের আন্দাজ এক শত কি সোয়া শত বৎসরের আগের লোক বলিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্ঘটিত সম্মিলনে সেরূপ কোন অসাধারণ বিশেষত্ব না থাকায় উহার সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচারিত হওয়া এবং এত অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকৃত ঘটনার বিবরণে এরূপ বিকৃতি ঘটিয়া মাত্র এক শত, কি সোয়া শত বৎসরের পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের মনেও সেই মিলন সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা কোন মতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। যেখানে প্রচলিত প্রাচীন মতে সেরূপ কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না, সেখানে নানারূপে অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত একটা নূতন মত খাড়া করিতে যাওয়া নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। শ্রীখণ্ড হইতে কিছু দিন পূর্ব্বে "রঘুনন্দনশাখা-নির্ণয়" নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে, উহার সাহায্যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় উহা বিদ্যাপতির রচিত কতকগুলি অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত করিয়া হরেকৃষ্ণবাবু আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এ জন্য ধন্যবাদের পাত্র হইলেও সত্যের অনুরোধে দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, উল্লিখিত নানা কারণেই আমরা তাঁহার এই অভিনব মতের প্রতিবাদ না করিয়া পারিতেছি না।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তব্য

পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্-এ মহাশয় যখন পদকল্পতরুর ভূমিকা লিখিতেছিলেন, সেই সময় দুই এক জন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সে সম্বন্ধে আমার মতামত তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দীন চণ্ডীদাস ও কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির কথা ছিল। আমি লিখিয়াছিলাম যে, পদকল্পতরু গ্রন্থে যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলনের পদ আছে তাহা দীন চণ্ডীদাস কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির মিলনের পদ—প্রসিদ্ধ বড়ু চণ্ডীদাস ও মিথিলার বিদ্যাপতির নহে। রায় মহাশয় আমার এ মত গ্রহণ করেন নাই। পদকল্পতরুর ভূমিকায় তিনি এ মতের প্রতিবাদে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রধান কথা, পদের ভাষা মৈথিল। "উদসল কুন্তলভারা" পদের "প্রিয়তম কর তহিঁ দেবা" এই যে, 'দেবা' অর্থে অর্পণ, ইহা বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের মতে এ প্রমাণ ঘাতসহ নহে। কারণ বাঙ্গালায় যদিই না থাকে হিন্দীতে প্রচুর আছে। এ জন্য মিথিলায় ছুটাছুটীর দরকার হইবে না। একটা উদাহরণ দিতেছি।

তুলসীদাস-কৃত রামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড, কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার সংস্করণ ১০১ দোহার পরে ২১১ পৃষ্ঠায় আছে,—

অব কছু নাথ ন চাহিয় মোরে।
দীন দয়াল অনুগ্রহ তোরে॥
ফিরতী বার মোহি জোই দেবা।
সো প্রসাদ মৈ সির ধরি লেবা॥

দেবা = অন্তঃস্থ ব, উচ্চারণে বাঙ্গালার "ওয়া"। "উদসল কুন্তলভারা" "পদের দেবাতেও অন্তঃস্থ ব, অর্থ একই রূপ। উপরি উক্ত দোহার তৃতীয় ও চতুর্থ কলির অর্থ "আবার যা দিলে, সেই প্রসাদ শিরে ধরিয়া নিলাম।" ব্রজবুলির পদে এরূপ প্রয়োগ থাকিলে তাহাকে মিথিলায় লইবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত। আমরা ভাষাতত্ত্ব জানি না, কিন্তু মৈথিলে এরূপ প্রয়োগ কত জায়গায় আছে, দুই একটা উদাহরণ পাইলে পণ্ডিতদের বুঝিবার সুবিহইত।

রায় মহাশয় 'উদসল কুন্তলভারা' পদের টীকায় "কুচকুম্ভ পালটল বয়না" প্রভৃতি কলির অর্থ লিখিয়াছেন,—"কুচকুম্ভ ও বদন বিবর্ত্তিত হইল। মদন কুচরূপ কুম্ভ দ্বারা অমৃত রস ঢালিল। প্রিয়তমের কর তাহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, যেন সরসিজযুগলের মাঝে চক্রবাকযুগল রহিয়াছে।" প, ক, ত, ৩য় শাখা ১৫শ পল্লব ২৩৫ পৃঃ।

আমাদের মতে "কুচকুম্ভ ও বদন" অর্থ ঠিক নহে। বোধ হয় এইরূপ অর্থ হইবে—(বৈপরীত্য হেতু) কুচকুম্ভ নিম্নমুখ হইল, যেন মদন অমৃত রস ঢালিল। (প্লাবনের আশঙ্কায় কুম্ভের মুখ আচ্ছাদন জন্য) প্রিয়তম তাহাতে কর দিলেন, যেন পদ্মের মাঝে চক্রবাক রহিল।

দ্বিতীয় কথা, রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ, শিবসিংহ। জিজ্ঞাসা করি, মিথিলার এই সব রাজাদের নাম কবিদ্বয়ের মিলনের মধ্যে আসে কোথা হইতে? এই ত দেখিলাম, শিবসিংহ অর্থাৎ মাত্র রূপনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাপতি চলিয়া

আসিয়াছেন। এখানে দেখিতেছি, রূপনারায়ণ ও শিবসিংহ পৃথক্ ব্যক্তি। তারপর বৈদ্যনাথ ও বিজয়নারায়ণ কে? ইহাদের মধ্যে কার পদকমলের ভৃঙ্গ কে এই মিলন বর্ণনা করিতেছেন? গোবিন্দদাসের পদে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ আছেন; ইহারাও কি মিথিলার? ত্রিপুরা যে লছিমা হইয়াছেন, তাহা মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

রায় মহাশয় পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিলেন না। গোপাল দাসের রসকল্পবল্লীর মধ্যেও 'চরণ-নখ রমণী-রঞ্জন ছান্দ' পদটী কবিরঞ্জন ঠাকুরের বলিয়া লিখিত আছে। শ্রীখণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে দামোদর কবিবর, চিরঞ্জীব ও সুলোচনের সঙ্গে তিনি কবিরঞ্জনের নাম করিয়াছেন। পৌণে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত রসকল্পবল্লী ও রসমঞ্জরীর প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার শত বৎসর পরে সংকলিত পদকল্পতরুর প্রমাণ বলবৎ মনে করা নিতান্তই জেদের কাজ। আগে প্রমাণিত করিতে হইবে যে, মিথিলার বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' উপাধি ছিল, তার পরে অন্য কথা।

মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—এস, কে, দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ষট্‌ত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে সপ্তত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

এই কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াই পরিষদের একটি গভীরতম শোকের বিষয় উল্লেখ করিতে হইতেছে। বঙ্গের অদ্বিতীয় দানবীর, যাবতীয় সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, বহু জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়দাতা ও পরমাত্মীয় বান্ধব মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমন-সংবাদ অতীব শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিজ্ঞাপন করিতেছি। বঙ্গদেশে ও বঙ্গদেশের বাহিরে তাঁহার মুক্তহস্ততার বহু জাজ্বল্যমান নিদর্শন রহিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তিকথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি ভূমি দান করিয়া পরিষদের অস্তিত্বকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ভূমি দান না করিলে পরিষদের চিত্রশালা "রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন" প্রতিষ্ঠার কল্পনা সফল হইত কি না সন্দেহ। তিনি নানাপ্রকারে পরিষৎকে সাহায্য করিয়া বিপন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। মহারাজ 'রমেশ-ভবনের' এবং 'কাশীরাম দাস স্মৃতি-সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে পরিষদের বহু অধিবেশনে নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষেও তিনি স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পরিষৎ এই নব গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই তাঁহার আলেখ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিষদ্‌ মন্দিরই তাঁহার স্মৃতিমন্দির। তথাপি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই আশ্রয়দাতা অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্মৃতি রক্ষার অন্য উপায় নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

পরিষদের তিন জন বান্ধবের মধ্যে মহারাজের বিয়োগের পর অপর দুই জন বান্ধব রহিয়াছেন—(১) মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এবং (২) মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষারম্ভে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

(ক) বিশিষ্ট——৯
(খ) আজীবন—— ৫
(গ) অধ্যাপক —— ৫
(ঘ) মৌলভী—— ০
(ঙ) সহায়ক—— ২৩
(চ) সাধারণ——১০০৩
কলিকাতা—৪২৬
মফস্বল—৫৭৭
১০০৩
মোট————১০৪৫

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন মহোদয় পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, বঙ্গের অন্যতম প্রবীণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির স্তম্ভস্বরূপ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে। এই হেতু পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় ৯ রহিয়া গিয়াছে।

(খ) আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

(গ) বর্ষারম্ভে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে নিম্নোক্ত ৫ জন নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা ১০ হইয়াছে। নূতন অধ্যাপক-সদস্যগণ—

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী
২। " " সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ
৩। " " হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
৪। " " অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী
৫। " " কালীপদ তর্কাচার্য্য

(ঘ) আলোচ্য বর্ষে কেহ মৌলভী-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ২৩ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার নাম সদস্যতালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। "বাঙ্গালার নবাবী আমলের ইতিহাস" ও অন্যান্য গ্রন্থপ্রণেতা সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং "চাকমা জাতির ইতিহাস"-প্রণেতা ও বহু প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রাহক সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ এবং শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ২৩ হইয়াছে।

(চ) সাধারণ-সদস্য—(১) কলিকাতার ৪২৬ জন সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ৫ জনের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং ২ জন মফস্বলে গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩৮ জন নূতন সাধারণ-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বসদস্য ৭ জন পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৪৬৪ হইয়াছে।

(২) মফস্বলবাসী ৫৭৭ জন সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ২ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে গিয়াছেন এবং ২০ জন মফস্বলবাসী নূতন সাধারণ-সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বসদস্য ৬ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৫৯৭ হইয়াছে।

কলিকাতা ও মফস্বলের সদস্যগণের (৪৬৪+৫৯৭=১০৬১) মধ্যে শতাধিক সদস্য সদস্যপদে থাকিতে বা অক্ষমতাবশতঃ চাঁদা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের সহিত পত্রব্যবহার করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ৮১ জন নূতন সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র ৫৮ জন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, ২২ জনের নিকট হইতে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই, ১ জন সদস্য হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। যাঁহারা এখনও প্রবেশিকাদি পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে সত্বরে সদস্যপদ গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে পরিষদের সদস্যসংখ্যা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক) বিশিষ্ট——৯
(খ) আজীবন——৫
(গ) অধ্যাপক——১০
(ঘ) মৌলভী——০
(ঙ) সহায়ক——২৩
(চ) সাধারণ—১০৬১
কলিকাতা—৪৬৪
মফস্বল——৫৯৭

১০৬১

———

১১০৮

পরলোকগত বান্ধব ও সদস্যগণ

বান্ধব—১। মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই
বিশিষ্ট-সদস্য—২। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্
সহায়ক-সদস্য—৩। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৪। সতীশচন্দ্র ঘোষ

সাধারণ-সদস্য—৫। উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য

৬। গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী

৭। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

৮। চারুচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল

৯। নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল

১০। নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

১১। বৈদ্যনাথ সাহা এম এ

১২। মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

১৩। ডাঃ যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম এ, ডি এল্

১৪। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ

১৫। শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৬। সিদ্ধেশ্বর ঘোষ

১৭। সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ

পরলোকগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণ

নিম্নোক্ত পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ সকলেই এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন :

১। অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর

২। অমূনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

৩। অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৪। দেবকুমার রায় চৌধুরী

৫। পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ

৬। বরদাকান্ত মজুমদার

৭। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ব্যারিষ্টার

৮। ললিতমোহন ঘোষাল

৯। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ

পরিষৎ এই সকল সদস্য ও সাহিত্যিক বন্ধুগণের পরলোকগমনে সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

অধিবেশনাদি

(ক) বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ জ্যৈষ্ঠ পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ২ জন সদস্যের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর সভাপতি মহাশয় 'বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম' বিষয়ে তাঁহার অভি-

ভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইবার পর ৩৬শ বর্ষের বজেট বিজ্ঞাপিত হয় এবং ৩৬শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল।

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন—৯ই আষাঢ়, রবিবার। সভাপতি—স্যর শ্রীযুক্ত দেব-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন এম এ, এল এল ডি, সি আই ই। প্রবন্ধ—বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গল, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্ এ।

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১৭এ শ্রাবণ, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। প্রবন্ধ—কবিরাজ গোবিন্দদাস, লেখক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

৩-৪। তৃতীয় এবং চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৩ই আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ। প্রবন্ধ—(ক) ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূর ভট্ট, লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ; (খ) নিমাইসন্ন্যাসের পালা; লেখক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২২এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ। প্রবন্ধ—স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি; লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

৬। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৯এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার রায় এম এ। প্রবন্ধ—নেপালে ভাষা-নাটক; লেখক অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম এ, ডি লিট।

৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২৬এ মাঘ, রবিবার। সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি। প্রবন্ধ—আঙ্কিক শব্দ; লেখক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ।

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১১ই ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (এডিন), এফ আর এস ই। প্রবন্ধ—কালিদাসের রাম-গিরি কোথায়? লেখক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন।

৯। নবম মাসিক অধিবেশন—২রা চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। প্রবন্ধ—রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন; লেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

১০। দশম মাসিক অধিবেশন—১৬ই চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (এডিন), এফ আর এস ই। প্রবন্ধ—(ক) কীর্ত্তনওয়ালা ও মহাজনপদাবলী এবং (খ) শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের ছড়া, লেখক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(গ) বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে উনিশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—৮ই বৈশাখ, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম এ। আলোচ্য বিষয়,৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়-রচিত শোক-সঙ্গীত গান করেন। শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং রায় শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ৮০৲ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হয়।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৩এ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার। ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় ও সভাপতি মহাশয় ৺রামেন্দ্রবাবুর বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ, পি-এচ ডি মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় ৺ত্রিবেদী মহাশয়-লিখিত "প্রকৃতির পূজা" পাঠ করেন।

৩। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব। প্রাতে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে প্রার্থনা ও কবির এবং কবিপত্নীর সমাধিস্তম্ভ পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়। অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবির জন্মদিনে সাগরদাঁড়িতে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিলেন এবং রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, স্বর্গীয় ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথাক্রমে "নীলধ্বজের প্রতি জনার উক্তি" ও মেঘনাদ-বধের অংশবিশেষ আবৃত্তি করিলেন। সভাপতি মহাশয় হেমচন্দ্রের রচিত "স্বর্গারোহণ" পাঠ করিলেন।

৪। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—৮ই শ্রাবণ, বুধবার। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস স্মরণার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি পরিষদের জন্মের ও গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাদের কবিতা পাঠ করেন। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় "প্যারীচাঁদ মিত্র" এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ মহাশয়া-প্রদত্ত দোয়াত কলম রাখিবার আধার এবং শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া-প্রদত্ত দুইখানি পুস্তক দান বিজ্ঞাপিত হয়। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় অস্থ বিশেষ ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য ১০৲ হিসাবে ২০৲ দান করেন। প্রতি বৎসরে এই দিনে উৎসব করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।

৫। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার। আলোচ্য বিষয়—৺অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ। সভাপতি—মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্ব স্ব রচিত শোককবিতা পাঠ করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, এবং শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় মৃত মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পাঠ করেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং সভাপতি মহাশয় ৺অমৃত বাবুর বিষয়ে আলোচনা করেন।

৬। ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২৫এ শ্রাবণ, শনিবার। সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। আলোচ্য বিষয়—"সংস্কৃতসাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৭। সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—৯ই ভাদ্র, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি। বিষয়—জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ। প্রবন্ধপাঠক সভাপতি মহাশয়।

৮। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, শনিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ। বিষয়—নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব বিষয়ে প্রবন্ধ। লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

৯। নবম বিশেষ অধিবেশন—২০এ আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, বিষয়—সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা। বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

১০। দশম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশের জন্য আহূত। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম এ, এম ডি, পি-এচ ডি। সভাপতি মহাশয় তাঁহার লিখিত ও মুদ্রিত "মণীন্দ্র-বিয়োগে" প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ তাঁহার "মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র", শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ মহাশয়া-লিখিত "মহারাজ মণীন্দ্রস্মৃতি", শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় "দাতাকর্ণ মণীন্দ্রচন্দ্র" এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত "দীনবন্ধু মণীন্দ্রচন্দ্র" নামক কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী,

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন।

১১। একাদশ বিশেষ অধিবেশন—২১এ অগ্রহায়ণ, শনিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা। বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

১২। দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন—২৮এ অগ্রহায়ণ, শনিবার। সভাপতি—রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ. দস্তেইন (Rev. A. Dontain)। বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা। বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

১৩। ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন—২৫এ মাঘ, শনিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), এফ আর এস ই, বিষয়—"শব্দ-চয়ন" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ, লেখক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪। চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। বিষয়—"সংস্কৃতসাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা, বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

১৫। পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন—৭ই ফাল্গুন, বুধবার। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম এ। বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা, বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

১৬। ষোড়শ বিশেষ অধিবেশন—১৩ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ। বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে চতুর্থ বক্তৃতা, বক্তা—অধিবেশনের সভাপতি।

১৭। সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন—২৪এ ফাল্গুন, শনিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর। আলোচ্য বিষয়—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৮। অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন—১৫ই চৈত্র, শনিবার। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। "নাম-সংখ্যা"—শব্দ-সংখ্যা-লিখন-প্রণালীবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ, লেখক—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি।

১৯। ঊনবিংশ বিশেষ অধিবেশন—২৩এ চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। বিষয়—"শিশু ও প্রসূতির অকালমৃত্যু" বিষয়ে প্রবন্ধ, লেখক—শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট্, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্নি

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন এম্ এ,এল এল ডি, সি আই ই

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

ডাঃ স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

৺মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের পরলোকগমনের পর তাঁহার স্থলে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর এম এ, এম ডি, পি-এচ ডি

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এ ডিন), এফ আর এস ই

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড্ এস্

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, এড্ভোকেট

গ্রন্থাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে তাঁহার স্থলে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয় পরিচালনের যাবতীয় ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের উপর মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা এবং শাখা-পরিষৎ ও স্মৃতিরক্ষার কার্য্যভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর আয়-বিভাগের ও ছাপাখানা-সমিতির কার্য্যভার এবং

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিবার কার্য্যভার ছিল এবং তিনি আয়-ব্যয়-সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পরিচালনের ভার অর্পিত ছিল। পত্রিকার বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ হইল।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় চিত্রশালার যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন। চিত্রশালার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল। তিনি চিত্রশালা-সমিতিরও আহ্বানকারী ছিলেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয় পরিষদের পুস্তকালয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পুস্তকালয়-সমিতির এবং বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সম্পাদক ছিলেন। পুস্তকালয়ের ও বিজ্ঞান-শাখার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় কতিপয় উৎসাহী ছাত্রকে বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়াছেন। ছাত্রশাখার কার্য্যবিবরণে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিষদের অর্থাদি ডাকঘরে ও ব্যাঙ্কে রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া তাহা নির্ভুল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হিসাব পরীক্ষান্তে শ্রীযুক্ত অনাথবাবু ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আলোচনা করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ভোট-পরীক্ষকগণ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

(ক) মূল-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ

১। অধ্যাপক ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, পি-এচ ডি; ২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্; ৫। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়; ৬। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ; ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস; ৮। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি; ৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল; ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি; ১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন এল এ এম এস; ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ; ১৩। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল; ১৪। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ; ১৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ১৭। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; ১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ, ১৯। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এ (লণ্ডন); ২০। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ

২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী; ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ; ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; ২৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি এচ ডি; ২৫। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; ২৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১১টি সাধারণ ও দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য কতিপয় গৃহীত মন্তব্যের মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

(ক) সমিতি গঠন—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়-ব্যয়-সমিতি, ৬। চিত্রশালা-সমিতি, ৭। পুস্তকালয়-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। পুরস্কার-প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সমিতি, ১০। পুরস্কার ও পদকদানের রীতি আলোচনা সমিতি, ১১। অমৃতলাল বসু স্মৃতি-সমিতি, ১২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি, ১৩। পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসে উৎসব সম্পর্কীয় সমিতি, ১৪। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১৫। কাশীরাম দাস স্মৃতি-সমিতি (পুনর্গঠন) এবং ১৬। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আলোচনা-সমিতি।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গঠিত কোন কোন শাখা-সমিতির কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এ জন্য সেগুলির এবং উল্লিখিত ১৬টি শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক সমিতিতে এবং কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে যথাক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এবং পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(গ) নিখিল-বঙ্গ-গ্রন্থাগার-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন এবং প্রদর্শনী পরিষদ্ মন্দিরে এবং রমেশ-ভবনে হইতে পারিবে।

(ঘ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে সাহিত্যিক প্রদর্শনীতে পরিষদের প্রাচীন পুথি, প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক এবং প্রাচীন চিত্রাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

(ঙ) কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পরিষদ্গ্রন্থাবলী ও পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

(চ) পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের চাঁদা আদায়কারিগণের ৫০৲ জামিন হইবে ও তাহা ব্যাঙ্কে জমা করিতে হইবে।

(ছ) স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের সংগৃহীত বৈদিক সাহিত্যের ২১খানি প্রাচীন পুথি ৭৫৲ টাকায় খরিদ করা হইয়াছে।

(জ) পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের বিশেষ অধিবেশনে পাঠের জন্য স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি-লিখিত "প্যারীচাঁদ মিত্র" নামক পুস্তিকাটি প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে এবং সভাস্থলে কয়েক সংখ্যা বিতরিত হইয়াছে। এক আনা মূল্যে উহা বিক্রীত হইতেছে।

(ঝ) কমলা বুক ডিপো ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী পরিষদ্গ্রন্থ বিক্রয়ের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

অধিবেশন-সংখ্যা—

(ক)	সাহিত্য-শাখা	১১
(খ)	ইতিহাস-শাখা	৫
(গ)	দর্শন-শাখা	১
(ঘ)	বিজ্ঞান-শাখা	৪

এই সকল শাখায় মনোনীত প্রবন্ধাদি—

(ক) সাহিত্য-শাখা

১। কবিরাজ গোবিন্দদাস—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

২। ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

৩। নিমাইসন্ন্যাসের পালা— „ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪। স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট।

৫। শব্দ-চয়ন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬। রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

এতদ্ব্যতীত এই শাখা ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ, কালিকামঙ্গল, রামদাস আদক-লিখিত অনাদিমঙ্গল প্রকাশের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থের ভূমিকাদি কি ভাবে হইবে, তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-লিখিত কতকগুলি পালা ও পদসংগ্রহ অধিবেশনে পাঠের জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় কর্তৃক হিন্দী কবি 'সুরদাস' বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা এই শাখা হইতে হইয়াছে।

(খ) ইতিহাস-শাখা

১। মুরশিদাবাদ ঝিল্লিগ্রামে প্রাপ্ত হুসেন সাহের শিলা-লেখ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ।

২। কালিদাসের রামগিরি কোথায়?—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন।

৩। জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখা।

(গ) দর্শন-শাখা

এই শাখায় কোন প্রবন্ধ সংগৃহীত হয় নাই, কিংবা দর্শন-শাস্ত্র বিষয়ে কোনরূপ আলোচনাও হয় নাই।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

১। জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি।

২। আঙ্কিক শব্দ—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ।

৩। নাম-সংখ্যা—ডক্‌টর্ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি।

এতদ্ব্যতীত এই শাখার অধীনে জ্যোতিষ-শাখা পুনর্গঠিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে সভ্যগণের নাম প্রদত্ত হইল। জ্যোতিষ-শাখার একটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ "নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব" বিষয়ে ও শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় "শিশু ও প্রসূতির অকালমৃত্যু" বিষয়ে পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

বিজ্ঞান-শাখার অধীনে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিভাষা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-সমিতি ও রসায়ন-সমিতি ব্যতীত অন্য কোন সমিতির অধিবেশন হয় নাই। এই হেতু পরিভাষার কার্য্যের বিলম্ব হইতেছে।

এই সকল শাখার ও সমিতির সভ্যগণের ও আহ্বানকারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক) **কালিকামঙ্গল**—বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখরকৃত। কবিশেখর ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই কালিকামঙ্গল রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সহিত উপাখ্যানাংশে এক হইলেও ইহাতে গ্রাম্যতা দোষ বা অশ্লীলতাপূর্ণ বর্ণনা নাই। এই গ্রন্থের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ। মূলগ্রন্থের নকল প্রস্তুত হইয়াছে।

(খ) **অনাদি-মঙ্গল**—রামদাস আদক-রচিত। এই গ্রন্থে ধর্ম্মপূজা ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা পরিষৎ বহু পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। সম্পাদকের পরলোকপ্রাপ্তির পর ইহার মুদ্রণ স্থগিত রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় গ্রন্থের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

(গ) **মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস**—মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়ের সম্পাদকতায় এবং ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ঘ) **কোচবিহারের ইতিহাস**—কোচবিহার রাজদরবারের অন্যতম সদস্য প্রবীণ সাহিত্যিক খান্ চৌধুরী শ্রীযুক্ত আমানত উল্লা আহমদ মহাশয়-সম্পাদিত নূতন সংস্করণ। এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয় কোচবিহার রাজসরকার হইতে নির্ব্বাহিত হইবে।

(ঙ) **গৌরপদতরঙ্গিণী**—জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত। এই গ্রন্থ পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর অন্যতম গ্রন্থ। বহুদিন হইল এই গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়াছে। দেশে ইহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী বলিয়া পরিষৎ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গৃহীত গ্রন্থপ্রকাশের প্রস্তাব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে।

(ক) **প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-কোষ**—আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি হইতে পুথির তালিকা সংগ্রহের কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় নাই।

(খ) **হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনলেখমালা**—এই গ্রন্থের জন্য এ পর্য্যন্ত ৩২টি প্রবন্ধ সংগৃহীত ও মনোনীত হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

(গ) **ময়ূরভট্টের শ্রীধর্ম্মপুরাণ**—গ্রন্থের মূল ১৯ ফর্ম্মা এবং পরিশিষ্ট ২ ফর্ম্মা মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা ও পরিশিষ্টের কতকাংশ এখনও বাকী রহিয়াছে।

(ঘ) **চণ্ডীদাসের পদাবলী**—গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহার কতকাংশ প্রেসে দেওয়া হইয়াছে। কি রীতিতে সম্পাদন ও মুদ্রণকার্য্য চলিবে, তাহা সম্পাদক-সঙ্ঘের নানা অধিবেশনে মোটামুটিভাবে স্থিরীকৃত ও গৃহীত হইয়া গিয়াছে। তবে সম্পাদক-সঙ্ঘের সভ্যগণের কাহারও কাহারও অনুপস্থিতি ও অসুস্থতা এবং কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতি নিবন্ধন মুদ্রণকার্য্য আশানুরূপ দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতেছে না। আশা করা যায় যে, আগামী বর্ষে এই কার্য্য অনেকটা সম্পন্ন হইবে।

(ঙ) **রামচরিত**—গ্রন্থসম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

(চ) **প্রাদেশিক-শব্দ-সংগ্রহ**—সম্পাদক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পাণ্ডুলিপি আকারে প্রাপ্ত প্রাদেশিক শব্দগুলির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।

(ছ) **শ্রীশ্রীপদকল্পতরু**—আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ খণ্ডের ২৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৩৯ ফর্ম্মা ছাপা হইল। ইহাতে পদসূচী, পদকর্ত্তৃসূচী এবং সম্পাদকের বৃহৎ ভূমিকা শেষ হইয়াছে। এক্ষণে অর্থসম্বলিত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের সূচী মুদ্রিত হইতেছে। আনুমানিক আরও ১০।১১ ফর্ম্মা ছাপা হইলেই গ্রন্থ শেষ হয়। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় এ জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন।

(জ) **শ্রীশ্রীসংকীর্ত্তনামৃত**—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে সকল প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এবং যেগুলি তিনি পরে পরিষৎকে দান করিয়া গিয়াছেন,) তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি প্রকাশের আন্তরিক বাসনা তাঁহার ছিল। পরিষৎ সেই মহাত্মার বাসনা পূরণের জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ

করিলেন। গ্রন্থে পদসূচী ও সম্পাদক মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত নিবেদন সহ পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাস-রচিত ও সংগৃহীত মহাজনপদাবলী প্রকাশিত হইল।

(ঝ) ন্যায়দর্শন—এই গ্রন্থের শেষ অর্থাৎ পঞ্চম খণ্ড গ্রন্থ-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের ভূমিকা ও সূচী সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিপুল শ্রমসাধ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পরিষৎ বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের একটা দিকের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য পরিষৎ গ্রন্থসম্পাদক মহাশয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাবলী মুদ্রণের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে ষট্‌ত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধের ও লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ গ্রহণ বিষয়ে কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'শব্দ-চয়ন' প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকা-প্রবন্ধাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য

১। ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

২। নিমাইসন্ন্যাসের পালা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩। নেপালে ভাষা-নাটক—ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম এ, ডি লিট্।

৪। "নেপালে ভাষা-নাটক" সম্বন্ধে মন্তব্য—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

৫। কবিরাজ গোবিন্দদাস—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ।

৬। কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ।

৭। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৮। রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

(খ) ভাষাতত্ত্ব

১। শব্দ-চয়ন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) ইতিহাস

১। বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম (সভাপতির অভিভাষণ)—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

(ঘ) বিজ্ঞান

১। অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী— ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্‌সি।
২। আঙ্কিক শব্দ—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ।
৩। ঋগ্‌বেদের অশ্বদেবতা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ
এম ডি, এম এস্‌সি, এফ জেড্‌ এস।

Kern Institute হইতে প্রকাশিত Annual Bibliography of Indian Archaeologyতে পরিষৎ-পত্রিকার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের সারমর্ম্ম পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৩ ফর্ম্মা ব্যতীত পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৭½ ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গত বৎসরের নির্দ্ধারণ অনুসারে পরিষদের অন্যতম ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত "নিমাইসন্ন্যাসের পালা" নামক সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতির পরিচালনে পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল।

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল

আলোচ্য বর্ষে লালগোলার মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের স্থাপিত 'লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী তহবিলের' অর্থ হইতে 'সংকীর্ত্তনামৃত' গ্রন্থ (মূল, পদসূচী ও সম্পাদকের নিবেদন সমেত) প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণও এই তহবিলের অর্থে মুদ্রিত হইতেছে।

চিত্রশালা ও পুথিশালা

(ক) চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

মূর্ত্তি—১। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব (প্রস্তর)মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তিটী মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ঝিল্লি-খাসপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। উক্ত গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ এই মূর্ত্তিসংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

২। তারা (পিত্তল)মূর্ত্তি—প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ।

৩। বজ্রপাণি বোধিসত্ত্ব (পিত্তল)মূর্ত্তি—প্রদাতা—ঐ।

শিলালিপি—মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খাসপুরের নিকটবর্ত্তী ঝিল্লি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন অধিকারী, শ্রীযুক্ত গুরুপদ অধিকারী ও শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত অধিকারী মহাশয়গণ ৯১১ হিজরীতে উৎকীর্ণ বাদশাহ হুসেন শাহের একটি প্রস্তরলিপি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উক্ত খাসপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সাহায্যে এই প্রস্তরলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই লিপির চিত্র ও পাঠ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তাম্রশাসন—পরিষদের ছাত্রসভ্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রশাসন দান করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের চিত্র ও পাঠ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

মুদ্রা—রৌপ্যমুদ্রা (জয়পুর রাজ্যের) ৩টি। প্রদাতা – শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মজুমদার।

তাম্রমুদ্রা—(নেপাল সরকারের)। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দাস।

এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর সপ্তপুষ্করিণীর অন্যতম জমিদার ও পরিষদের হিতৈষী প্রবীণ সদস্য রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর একটি মেহগনি কাষ্ঠের সুদৃশ্য মুদ্রাধার (coin cabinet) দান করিয়াছেন

ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজার ট্রোভ মুদ্রা পাইবার জন্য পরিষৎ হইতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এই আবেদনের কোন মীমাংসা হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশনের নিকট গত ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের দরুণ ২৪০০৲ এবং আলোচ্য বর্ষের জন্য চিত্রশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২৪০০৲ দান পাওয়া গিয়াছে। এই দান প্রাপ্তিতে চিত্রশালার এবং পুথিশালার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনের এবং এই দুই বিভাগের আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহের ও নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী এবং একজন ফরাশ নিযুক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত আসবাব প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুমূর্ত্তি ও সুপ্রাচীন ইষ্টকাদি রাখিবার জন্য দুইটি বড় শো-কেস্ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(খ) পূর্ব্ববৎসরে ক্রীত শো-কেস্ প্রভৃতির মেরামত ও পরিবর্ত্তনাদি করা হইয়াছে।

(গ) রমেশ-ভবনের দক্ষিণ দিকের বারান্দার জন্য তিনটি লোহার ফটক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(ঘ) প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতির ফটো-এল্‌বাম্ এবং বিভিন্ন মিউজিয়ামের মুদ্রার তালিকাপুস্তক খরিদ করা হইয়াছে।

(ঙ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তির পাদপীঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহাতে মূর্ত্তি প্রভৃতির নাম লেখা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছে, রমেশ-ভবনের অসমাপ্ত চুনার পাথরের কাজগুলি সমাপ্ত করিতে হইবে। তজ্জন্য আনুমানিক ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। রমেশ-ভবনের সিঁড়ি মোজেক্ প্রস্তরে প্রস্তুত করা হইবে, স্থির হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ইণ্ডো-গ্রীক মুদ্রাগুলির বিস্তৃত বিবরণ সমেত তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। অন্যান্য মুদ্রার তালিকাও প্রস্তুত হইতেছে। মুদ্রাগুলি মুদ্রাধারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত চিত্রশালার তালিকায় উল্লিখিত দ্রব্যাদি ব্যতীত নূতন সংগৃহীত প্রস্তরমূর্ত্তি, ইষ্টক প্রভৃতির তালিকা আলোচ্য বর্ষেও প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই।

চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় অস্থায়িভাবে যে সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি গত বর্ষে পরিষদের চিত্রশালায় রাখিয়াছিলেন, সেগুলি তিনি স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছেন।

গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত যে সাহিত্যিক দ্রব্য-সম্ভারের প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালার কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল।

চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় বর্ষের শেষভাগে ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মানী, কায়রো, আমেরিকা, ইটালি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাদেশিক চিত্রশালাগুলি দেখিয়া আসিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালার কার্য্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দ্দেশমত সম্পন্ন হইয়াছিল।

চিত্রশালার পক্ষে একটি আনন্দের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট চিত্রশালার নির্ম্মাণকার্য্যে ১৬০০০৲ সাহায্য করিবার যে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এবং গত দুই বৎসর এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণে যাহার কথা প্রকাশ করা হইতেছিল, সেই ১৬০০০৲ দান আলোচ্য বর্ষে গবর্মেণ্টের বর্ত্তমান বর্ষের বজেটভুক্ত হইয়া মঞ্জুর হইয়াছে ও তাহা শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমরা এ জন্য গবর্মেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

(খ) পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষেও ১৩৩১ বঙ্গাব্দের পর হইতে প্রাপ্ত পুথিগুলির তালিকা প্রস্তুত হয় নাই। উক্ত বঙ্গাব্দের শেষে পুথিশালায় ৪৬৯৪ খানি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্ষমধ্যে স্বর্গীয় পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের পুথিসংগ্রহ হইতে ৭৫৲ মূল্যে একুশখানি পুথি খরিদ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সহায়ক-সদস্য লালগোলানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন এবং গড়বেতা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি পুথি দান করিয়াছেন। পুথিশালার ২৪৬০ খানি পুথি ঝাড়িয়া মুছিয়া ও রৌদ্রে দিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাহাতে পোকা না ধরে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৮০ খানি পুথি নূতন খেরো দিয়া বাঁধা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোন পুথির তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের পুস্তক-পত্রিকাদি খরিদ করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষেও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য করপোরেশনের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে যথাসময়ে পুস্তক পত্রিকা খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয়-বিবরণ যথারীতি করপোরেশনে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। করপোরেশনের কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি মহাশয়দ্বয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৬০৮ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৯২ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১১৬ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে

গ্রন্থাগারে মোট ৩০৮২৯ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পুস্তকাগারে ২১৯০ খানি বাঁধান মাসিক পত্রিকা আছে। বর্ষারম্ভে গ্রন্থাগারে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক)	পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত	১৮১৪২
(খ)	বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(গ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার	২২৬০
(ঘ)	রমেশচন্দ্র দত্ত "	৭৩২
(ঙ)	সাহিত্য-সম্ভার "	২৫৪০
(চ)	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-গ্রন্থাগার	২০০৫
(ছ)	" সত্যচরণ মিত্র "	৯১৭
		৩০,১৪২

বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তকসংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত সংগৃহীত	৩০১৪২
বর্ত্তমান বর্ষে ক্রীত ও উপহৃত	৬০৮
বর্ত্তমান বর্ষের পুস্তকাকারে বাঁধান মাসিক পত্রিকা	৭৯
মোট—	৩০,৮২৯

গ্রন্থাগারের উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধির জন্য যে সকল হিতৈষী সদস্য, গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ পুস্তকাদি উপহার দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন এবং আশা করেন যে, ভবিষ্যতেও পরিষদের উন্নতিকল্পে তাঁহারা এইরূপ সহায়তা করিবেন।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া তাঁহার জননীর স্মৃতির উদ্দেশে "শৈল-স্মৃতি-সংগ্রহ" নামে দুইটি আলমারী সমেত ১০২ খানি পুস্তক ও ৪৬ খানি বাঁধান মাসিক পত্রিকা উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় ২০ খানি পুস্তক ও ৩০ খানি বাঁধান মাসিক পত্রিকা "শৈল-স্মৃতি-সংগ্রহে" দান করিয়াছেন। পরিষদের পরমহিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণী মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ১৬৩ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে ২৫১ খানি পুস্তক ও অনেকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রকাশিত ৫ খানি পুস্তক পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলীর সহিত বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার Smithsonian Institution তাঁহাদের প্রকাশিত ২৪ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকা নিয়মিত ভাবে পাঠাইতেছেন,—

(ক) আমেরিকার Smithsonian Institution, (খ) আমেরিকার Anthropological Association, (গ) বোষ্টনের Museum of Fine Arts, (ঘ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (ঙ) লণ্ডনের বিশ্ব-বিদ্যালয়, (চ) নাগরীপ্রচারিণী সভা, কাশী; (ছ) গুজরাট

পুরাতত্ত্ব-মন্দির, (জ) Andhra Historical Society, (ঝ) বাঙ্গালোরের Mythic Society এবং (ঞ) আসাম সাহিত্য-সভা। উপহারদাতৃগণকে পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাময়িক পত্রিকার শ্রেণীভেদে নিম্নসংখ্যক পত্রিকাগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যথারীতি পাওয়া গিয়াছে।—

দৈনিক	১০
সাপ্তাহিক	৩০
পাক্ষিক	৫
মাসিক	৬৬
দ্বৈমাসিক	৪
ত্রৈমাসিক	১১
	১২৬

এতদ্ভিন্ন ২৬টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল সাময়িক পত্রের মধ্যে Statesman, Englishman, Basumati, দৈনিক বসুমতী এবং মাসিক পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, Modern Review ক্রয় করা হইয়াছে। Calcutta Municipal Gazetteখানি বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ক্রয় করা হইতেছে। সাময়িক পত্রের তালিকার ৫ম খণ্ড, ১ম ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। গ্রন্থাগার পরিচালনের ব্যবস্থা ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ, একজন কর্ম্মচারী নিয়োগ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি আলমারী প্রস্তুত করন এবং নূতন পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব সমিতিকর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিষদের সমুদায় বাঙ্গালা গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা বর্ত্তমান বর্ষের শেষে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ষমধ্যে সদস্যগণ বাড়ীতে পুস্তক পাঠার্থ ৩৭৭৯ বার পুস্তকাদি আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন পাঠক নির্দ্ধারিত সময়ে পাঠাগারে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্য নিয়মিত আসিয়াছিলেন। কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও ছাত্র তাঁহাদের গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য এবং প্রয়োজনীয় প্রাচীন পুস্তক-পত্রিকা পাঠার্থ লইয়াছিলেন। সদস্যগণ প্রতিদিন ৫½টা হইতে ৭½টা পর্য্যন্ত পুস্তক আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত ছুটীর দিন ও প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ যথানিয়মে ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষদের পাঠাগার উন্মুক্ত ছিল।

স্মৃতি-রক্ষা

(ক) চিত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিম্নোক্ত সাহিত্যিকের স্মৃতিরক্ষা করা হইয়াছে।—

(১) ভোলানাথ চন্দ্র—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র এম এ, বি এল্ মহাশয় তাঁহার পিতামহের এই তৈলচিত্রখানি প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গত ১১ই ফাল্গুন মাসিক অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ভার পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(১) মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

(২) অমৃতলাল বসু।

(৩) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

(৪) কালীপ্রসাদ ঘোষ।

(৫) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্বর্গীয় মহারাজের ও স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয়ের স্মৃতি কি ভাবে রক্ষিত হইবে, তাহার উপায় এখনও নির্দ্ধারণ করেন নাই। স্বর্গীয় অমৃত বাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহার পিতার একখানি চিত্র পরিষৎকে দান করিবেন।

(গ) পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গৃহীত সঙ্কল্প সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ কার্য্য হইয়াছে,—

১। কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৩৪১৮/৯, আলোচ্য বর্ষের আয় ১৭৲ এবং ব্যয় ॥৬ বাদে উদ্বৃত্ত—৩৫৮।/৩। এই সমিতির সভাপতি স্বর্গীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভবনে সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছিল। কবিবরের জন্মভূমিতে তাঁহার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় এই অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। কোনও প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয় নাই।

২। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৭৫১৮/০, আলোচ্য বর্ষের আয় ৩৯৮৯। "কবি হেমচন্দ্র" গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে ৬৫।৶৬ এবং "হেমচন্দ্রের কাব্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একটি স্বর্ণ-পদক দেওয়া হয়, তজ্জন্য ৩২৶০ ব্যয় হয়। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৯৩।৶৩ উদ্বৃত্ত আছে।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ২৭/০। আলোচ্য বর্ষে কোনই আয় হয় নাই, কিন্তু কবিবরের বার্ষিক স্মৃতিসভার আয়োজন করিতে ২০৮/৩ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে ৬৶৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৪। অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ২৭১৲, আলোচ্য বর্ষের আয় ১০৲, কোন ব্যয় হয় নাই। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—২৮১৲।

৫। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ২১৬৭।৯, আলোচ্য বর্ষের আয় ১০৭৶০ এবং "শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়কে ১০০৲ পুরস্কার দেওয়া হয় এবং তদানুষঙ্গিক ব্যয় ।০ হয়। বর্ষশেষে এই তহবিলে ২১৭৪।/৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৬। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৬৫।০, আলোচ্য বর্ষে কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। এ বিষয়ে পূর্ব্বে এই মর্ম্মে সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল যে, এই তহবিলে আরও ৩৪৸০ সংগ্রহ করিয়া মোট ১০০৲ টাকার সুদ হইতে স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে পদকাদি দিবার ব্যবস্থা হইবে।

৭। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল—১০০৲। এই তহবিলের কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় মৃত মহাত্মার এক তৈল-চিত্র প্রস্তুত করিতেছেন। উহা তিনি পরিষৎকে দান করিবেন। চিত্র প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে।

৮। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল—১৪৫৲ গত বর্ষে উদ্বৃত্ত ছিল। এই টাকায় আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুসারে দুইটি পুস্তকাধার তৈয়ারী হইয়াছে। উহাতে কবির গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

৯। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ৩/৬, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৭০৲। এই অর্থ দ্বারা চিত্রকরের প্রাপ্য ৭০৲ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩/৬ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্বনির্দ্দেশ অনুসারে পরিষদের সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়াছে।

১০। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত কিছুই ছিল না। আলোচ্য বর্ষে ২৲ আয় হইয়াছে। দেশবন্ধুর একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, উহা বর্ত্তমান বর্ষেই প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই জন্য কতিপয় বন্ধু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

১১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি—আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছে যে, ঢাকার 'বান্ধব'-সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, প্রতিশ্রুত বার্ষিক সাহায্য ৫০৲ টাকার পরিবর্ত্তে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। অদ্য তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

১২। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহের পর উদ্বৃত্ত ১৲ সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়াছে।

১৩। যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ – শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় ইঁহার একখানি তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঘ) স্মৃতিরক্ষার পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাগুলি ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবিগণের স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। পরিষৎ এই জন্য দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

১। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, ২। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ৩। নীলরতন মুখোপাধ্যায়, ৪। হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, ৫। প্রাণনাথ দত্ত, ৬। চারুচন্দ্র ঘোষ, ৭। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, ৮। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ৯। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ১০। ললিতচন্দ্র মিত্র, ১১। স্যর আশুতোষ চৌধুরী, ১২। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ১৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। মহারাজ জগদিন্দ্র-নাথ রায়, ১৬। দামোদর মুখোপাধ্যায়, ১৭। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১৮। চণ্ডীচরণ সেন, ১৯। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ২০। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২১। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২২। বাণীনাথ নন্দী এবং ২৩। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে পদক ও পুরস্কারের জন্য কোনও প্রবন্ধ নির্ব্বাচন হয় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষৎ হইতে যে ভাবে পদকাদি দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতঃপর চলিবে কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির অধিবেশন এখনও হয় নাই।

ছাত্র-সভ্য

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে নির্ব্বাচিত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে ২।১ জন ব্যতীত অন্য কোন ছাত্র কোন কাজ করিতেছেন কি না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে ৫ পাঁচ জন নূতন ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ শক্তিপুর হইতে একখানি নবাবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন সংগ্রহ করিয়া উপহার দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নদীয়া ও যশোহর জেলার সন্ধিস্থল হইতে নানা কীর্ত্তন গান, পালা, ছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার অন্যতম সংগ্রহ "নিমাই-সন্ন্যাসের পালা" পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় এই ছাত্র-সভ্যকে উৎসাহিত করিবার জন্য এবং অনুসন্ধানের জন্য নানা স্থানে যাতায়াতের পাথেয়স্বরূপ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের 'রামচরিতের' অনুবাদ প্রকাশ বিষয়ে উহার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কাজ করিতেছেন। আশা করা যায়, অপরাপর ছাত্রসভ্যগণ এই ভাবে কার্য্য করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসভ্যগণের একটি অধিবেশন হইয়াছিল।

নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পরিষদের কতকগুলি নিয়মের পরিবর্ত্তন এবং নূতন নিয়ম গঠন হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই সকল নিয়মাবলী প্রদত্ত হইল।

বিশেষ বিশেষ দান

সদস্যগণের দেয় চাঁদা আদায় ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দান পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত করিবার সাহায্য।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুতের জন্য সাহায্য।

(গ) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে স্থাপিত ভাণ্ডারে দান।

(ঘ) মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের শোক-সভার অনুষ্ঠানে সাহায্য।

পরিশিষ্টে চাঁদাদাতৃগণের নাম ও দানের পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, বি এল মহাশয় তাঁহার রচিত "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" গ্রন্থের ২০৯ খণ্ড পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা পরিষদের সাধারণ তহবিল পুষ্ট হয়, ইহাই দাতার অভিপ্রায়।

বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট

গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১২০০৲ পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গবর্মেণ্টের স্কুল ও কলেজে বিতরণের জন্য ২০২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা গবর্মেণ্ট খরিদ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য গবর্মেণ্টের প্রতিশ্রুত দান ১৬০০০৲ টাকা বর্ত্তমান বর্ষের বজেটে মঞ্জুর হইয়াছে। এই জন্য পরিষৎ গবর্মেণ্টের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন

পরিষদের পুস্তকালয়ের পুস্তকাদি খরিদ করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে ৬৫০৲ দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালার জন্য কলিকাতা করপোরেশনের দান ২৪০০৲ আলোচ্য বর্ষের প্রথমেই পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্ত্তমান বর্ষের দরুণ এই বাবদ দান ২৪০০৲ বর্ষের শেষভাগে পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থ প্রাপ্তিতে যে চিত্রশালার বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই সকল আর্থিক সাহায্য ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ও রমেশ-ভবনের ভূমির ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। এ বিষয়ে সর্ত্ত এই যে, পরিষদের ও চিত্রশালার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে করপোরেশনের এক বা একাধিক কাউন্সিলারকে করপোরেশনের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। করপোরেশনের এই উদারতাপূর্ণ সাহায্যের জন্য পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

পরিষদের আলোচ্য বর্ষের আয়ব্যয়-বিবরণ বিস্তৃতভাবে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। ইহাতে সাধারণ, গচ্ছিত ও স্থায়ী তহবিল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাণ্ডারের হিসাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। অধুনা পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সকল বিভাগের কার্য্য রীতিমত ভাবে পরিচালন করিতে হইলে উপযুক্ত অর্থব্যয় প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, পরিষদের তহবিলে সেরূপ অর্থের স্বচ্ছলতা নাই। পক্ষান্তরে সে সকল কাজই পরিষদের অবশ্য কর্ত্তব্য—পরিষৎ সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জন্মলাভ করিয়াছে। পরিষৎকে যদি বাঁচিতেই হয়, তবে তাহার উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না, সুদিনের প্রতীক্ষায় তাহাকে অভাবের সহিত লড়াই করিয়া চলিতেই হইবে। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট, কলিকাতা করপোরেশন, লালগোলার মহারাজ বাহাদুর প্রভৃতির প্রদত্ত দানে পরিষদের বহু অতিপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা পরিষৎ মুক্তকণ্ঠে চিরদিন স্বীকার করিবে। কিন্তু সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদাই ইহার জীবন রক্ষার মুখ্য উপায়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সদস্যগণের নিকট হইতে রীতিমত চাঁদা পাওয়া যাইতেছে না। ইহার হেতু কি, তাহা বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক লক্ষ্য করা প্রয়োজন হইয়াছে। পরিষৎকে বাঁচিতে হইবে এবং এই জন্য ইহার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিদ্বারা আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। সদস্যগণই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের কর্ম্মপরিচালকগণের সাহায্য করুন—আয়ের অনুপাতে ইহার ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া ইহার শক্তিকে সংহত করা হইবে না। আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয় সমিতির ৭ সাতটি অধিবেশন হইয়াছিল।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় দুঃস্থ সাহিত্যিকদিগের পরিবারকে ও সাহিত্যিকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ২১০০৲ কোম্পানীর কাগজ দান করেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যে,এই ভাণ্ডারে তিনি আরও কিছু টাকা দিবেন। তদনুসারে তিনি আলোচ্য বৎসরে ৩।।০ সুদের ৮৪০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। গত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় মহানুভব সদস্য তাঁহাদের রচিত পুস্তকও এই ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। সেই সকল পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করিবে, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। আলোচ্য বর্ষে উক্ত কোম্পানীর কাগজে, সুদে ও পুস্তক বিক্রয় করিয়া সর্ব্বসমেত ৮৭৮৩।/৩ আয় হইয়াছিল। তাহা হইতে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে মাসিক ৬৲ হিসাবে, ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পত্নী মহাশয়াকে মাসিক ১০৲ হিসাবে এবং চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ মহাশয়কে মাসিক ৬৲ হিসাবে সাহায্য দিয়া বর্ষমধ্যে ২২৪৸৶ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে এই ভাণ্ডারে ১০৯২৩।/০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

স্বর্গীয় অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ১০০০৲ টাকা গত বর্ষের শেষে সুদ সমেত ১৩১৭।০ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৪৸০ সুদ পাওয়ায় বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৩৮২৲ জমা হইল। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষেও এই তহবিলের অর্থের দ্বারা কোন কার্য্য করিতে পারা যায় নাই। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধপূর্ব্বযুগের ভারতের ইতিহাস" রচনার যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না, তদ্বিষয়ে সভাপতি মহাশয়ের সহিত ইতিহাস-শাখার আলোচনা করিবার কথা ছিল। এ সম্বন্ধে কোন কাজ হয় নাই।

শাখা-পরিষৎ

পরিষদের ১৫টি শাখার মধ্যে আলোচ্য বর্ষে দিল্লী, কাশী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ত্রিপুরা, ভাগলপুর, কালনা, বর্দ্ধমান ও উত্তরপাড়া-শাখার কোনই কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই। রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, মীরাট, গৌহাটী, কটক ও নদীয়া শাখার কার্য্যবিবরণ হইতে জানা যায় যে, সেই সকল স্থানে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চার জন্য শাখার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে। তন্মধ্যে রঙ্গপুর ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ প্রতি বৎসর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে যে সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন করিয়া থাকেন, তাহা সকল শাখারই অনুকরণীয়। আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুরে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে দুই দিনে শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মিলন হয় এবং মেদিনীপুরে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে দুই দিনে শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধাদি পাঠ ও পুরস্কার বিতরণাদি হইয়াছিল। পরিশিষ্টে সংক্ষেপে শাখাগুলির কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইল। মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসবে মূল-পরিষৎ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

আসবাব প্রভৃতি

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত আসবাব প্রস্তুত এবং সংগৃহীত হইয়াছে,—

(ক) চিত্রশালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ও ইষ্টকাদি রাখিবার জন্য বড় বড় ওয়াল্‌কেস্ দুইটি।

(খ) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের জন্য এক জোড়া টেবিল।

(গ) একখানি ব্ল্যাক বোর্ড ও একটি ছোট নোটিস্ বোর্ড।

(ঘ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিষদ্ মন্দিরের সজ্জার জন্য কতকগুলি 'এরিকা পাম' গাছ দান করিয়াছেন।

(ঙ) পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত উক্ত আসবাবগুলি ব্যতীত পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া তাঁহার প্রদত্ত শৈলস্মৃতি-সংগ্রহের পুস্তক রাখিবার জন্য দুইটি সুদৃশ্য আলমারী দান করিয়াছেন।

(চ) শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ মহাশয়া মস্যাধার রাখিবার জন্য একখানি মোরাদাবাদী থালা দান করিয়াছেন।

মন্দির ব্যবহার

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আলো ও পাখার খরচ লইয়া পরিষদের দ্বিতলের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল;—১। আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘ, ২। উদয়-সঙ্ঘ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ১৯।২০।২১এ মাঘ সরস্বতী পূজার অবকাশে কলিকাতার দক্ষিণে ভবানীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মিলনের নির্ব্বাচিত মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া সম্মিলনের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। ইতিহাস-শাখায় কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, দর্শন-শাখায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ এবং বিজ্ঞান-শাখায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মূল সভানেত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী হইয়াছিলেন। সম্মিলনে গৃহীত মন্তব্যগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজেষ্টারী করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অধিবেশন কোথায় বসিবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

উপসংহার

দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর অতীত হইল। বৎসরের পর বৎসর পরিষদের কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সদস্য-সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি হইতেছে না ও সাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। পরিষৎ দেশবাসীর *নিজহস্তে প্রতিষ্ঠিত ও নিজযত্নে সংবর্দ্ধিত। উপযুক্ত সাহায্য অভাবে যদি ইহার কার্য্য* সঙ্কুচিত হয় ও ইহা যথাযথ প্রসার লাভ না করে, তজ্জন্য দেশবাসী দায়ী। নিবিষ্ট অনুসন্ধানের দ্বারা দেশের অতীত ইতিহাস গঠনের যে সকল লুপ্তপ্রায় উপাদান এখনও চারি দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেগুলি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত একত্র সংগৃহীত ও গ্রথিত করিয়া অতীত গৌরবের

সৌধ পুনর্নির্ম্মাণ উদ্দেশ্যে এবং আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবার শক্তিসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনা করিয়া, ইহার রক্ষা ও উন্নতির ভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমরা যেন সে কর্ত্তব্য ভুলিয়া উদাসীন হইয়া না বসিয়া থাকি। এই মহৎ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য যে ত্যাগ ও যে প্রচেষ্টার আবশ্যক, তাহাতে যেন আমরা পরাঙ্মুখ না হই ও প্রতিষ্ঠাতাদের সাধনার পথের অনুবর্ত্তী হইয়া যেন আমরা পরবর্ত্তিগণের জন্য উন্নততর ও অধিকতর শক্তিমান্ পরিষৎ গড়িয়া তুলিতে পারি।

বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যবিবরণ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমরা আমাদের সাহায্যকারী ও সহকর্ম্মিগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের চিত্রশালায় যে সকল দুর্মূল্য উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে ও ক্রমশঃ হইতেছে, তাহার সংরক্ষণের জন্য পরিষদের চিত্রশালা "রমেশ-ভবন"গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও ডাইরেক্টর মহোদয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এককালীন ১৬০০০৲ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অর্থের দ্বারা পরিষৎ রমেশ-ভবনের অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে আশা করেন। এই দানের জন্য পরিষৎ শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত খাজা নাজিমুদ্দিন ও ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। চিত্রশালার জন্য কলিকাতা করপোরেশন বাৎসরিক ২৪০০৲ বৃত্তি প্রদানে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মূল্যবান্ উপাদানগুলি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট পুস্তক প্রকাশ হিসাবে বার্ষিক ৩৬০০৲ টাকা ব্যয়ের করারে বার্ষিক ১২০০৲ দিয়া থাকেন। পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এতদপেক্ষা অধিক সাহায্য প্রত্যাশা করেন। পরিষৎ বহুতর মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখনও যে পরিমাণ উপাদান আছে, তাহা অর্থাভাবে প্রকাশ হইতেছে না। বঙ্গের ভাষা ও ইতিহাসের যাহাতে উপযুক্ত অনুশীলন ও প্রচার হয়, তদুদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা আপাততঃ গ্রন্থাদি প্রচার-বিভাগের জন্য বার্ষিক অন্ততঃ ৩৬০০৲ দান আমরা প্রত্যাশা করি।

যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্ম্মিগণ পরিষদের কার্য্য পরিচালনে আলোচ্য বৎসরে সহায়তা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট ঋণী। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ সেবা না পাইলে পরিষদের কার্য্য পরিচালনা সম্ভবপর হইত না। কর্ম্মাধ্যক্ষদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত পাঁচ বৎসরকাল তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া অক্লান্তভাবে পরিষদের উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিয়াছেন। বার্দ্ধক্য বা শারীরিক অপটুতা তাঁহার ধ্যান ও কর্ম্মকে কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্ম্মিগণ তাঁহার আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পরিষদের নিয়মানুসারে তাঁহাকে আমরা পুনর্ব্বার আমাদের নেতাস্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমরা আশা করি যে, তিনি যেন এখনও বহু বৎসর তাঁহার অক্লান্ত ধ্যান ও চেষ্টা দ্বারা পরিষৎকে অনুপ্রাণিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থলে যাঁহাকে আমরা আজ নেতারূপে পাইতেছি, তিনি আজীবন যেরূপ স্নেহ ও সাধনা দ্বারা পরিষৎকে শক্তিমান্ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার

নেতৃত্বে সে শক্তির ক্রমশঃ প্রসার ও বৃদ্ধি হইয়া পরিষৎ আমাদের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা,
বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, ৩২এ জ্যৈষ্ঠ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি।

দৈনিক—১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। দৈনিক বসুমতী *, ৩। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, ৪। বঙ্গবাণী, ৫। Advance *, ৬। Amrita Bazar Patrika, ৭। The Bengalee, ৮। The Englishman*, ৯। Basumati *, ১০। Liberty, ১১। The Statesman। *

সাপ্তাহিক—১২। এডুকেশন গেজেট, ১৩। খাদেম, ১৪। খুলনাবাসী, ১৫। গৌড়ীয়, ১৬। চারু-মিহির, ১৭। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ১৮। ঢাকা-প্রকাশ, ১৯। নবশক্তি, ২০। পল্লীবাসী, ২১। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২২। বঙ্গবাসী, ২৩। বঙ্গরত্ন, ২৪। বসুমতী, ২৫। বীরভূম-বার্ত্তা, ২৬। মুক্তি, ২৭। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২৮। মোহাম্মদী, ২৯। শক্তি, ৩০। সময়, ৩১। সঞ্জীবনী, ৩২। স্বরাজ, ৩৩। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ৩৪। হিতবাদী, ৩৫। হিন্দু, ৩৬। Calcutta Municipal Gazette *, ৩৭। Indian Messenger, ৩৮। Mussalman, ৩৯। Navavidhan, ৪০। Welfare, ৪১। Young India,* '

পাক্ষিক—৪২। তত্ত্ব-কৌমুদী, ৪৩। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৪৪। সম্মিলনী, ৪৫। স্বায়ত্ত-শাসন, ৪৬। হিন্দু-মিশন।

মাসিক—৪৭। অর্চ্চনা, ৪৮। আর্য্যদর্পণ, ৪৯। আর্থিক উন্নতি, ৫০। উপাসনা, ৫১। উৎসব, ৫২। উদ্বোধন, ৫৩। কল্যাণ (হিন্দী), ৫৪। কংসবণিক্ পত্রিকা, ৫৫। কায়স্থ পত্রিকা, ৫৬। কায়স্থ-সমাজ, ৫৭। কালি-কলম, ৫৮। কৃষিসম্পদ, ৫৯। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ৬০। গৌড়প্রভা, ৬১। চিকিৎসা-প্রকাশ, ৬২। জন্মভূমি, ৬৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৬৪। তন্ত্র ও তন্ত্রী, ৬৫। তাম্বুলি পত্রিকা, ৬৬। তেলি-বান্ধব, ৬৭। পঞ্চপুষ্প, ৬৮। প্রজাপতি, ৬৯। প্রবর্ত্তক, ৭০। প্রবাসী, ৭১। বঙ্গলক্ষ্মী, ৭২। বিশ্ববাণী, ৭৩। বিশাল ভারত (হিন্দী), ৭৪। বিচিত্রা, ৭৫। বৈশ্যশক্তি, ৭৬। ব্রহ্মবাদী, ৭৭। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৭৮। ভক্তি, ৭৯। ভাণ্ডার, ৮০। ভারতবর্ষ, ৮১। মাতৃমন্দির, ৮২। মাধবী, ৮৩। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৮৪। মাসিক বসুমতী, ৮৫। মাহিষ্য-সমাজ, ৮৬। মিথিলা (হিন্দী), ৮৭। মোদক হিতৈষিণী,

৮৮। যোগীসখা, ৮৯। রামধনু, ৯০। শনিবারের চিঠি, ৯১। শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ, ৯২। শান্তিপুর, ৯৩। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৯৪। সন্দেশ পত্রিকা, ৯৫। সাহিত্য-সংবাদ, ৯৬। সুবর্ণ-বণিক্ সমাচার, ৯৭। স্বদেশী বাজার, ৯৮। সৌরভ, ৯৯। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১০০। স্বাস্থ্য-সমাচার, ১০১। হিন্দী প্রচারক (হিন্দি), ১০২। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ১০৩। American Anthropologist, ১০৪। Journal of Ayurveda. ১০৫। Calcutta Medical Journal, ১০৬। Calcutta Review, ১০৭। Commercial India, ১০৮। Health and Happiness ১০৯। Industry, ১১০। Indian Medical Record.

দ্বি-মাসিক—১১১। Indian Journal of Medicine, ১১২। Museum of Fine Arts Bulletin, ১১৩। গ্রামের ডাক, ১১৪। প্রকৃতি।

ত্রৈ-মাসিক—১১৫। আসাম-সাহিত্য-সভা পত্রিকা, ১১৬। নাগরী-প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ১১৭। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী), ১১৮। প্রতিভা, ১১৯। রবি, ১২০। Indian Historical Quarterly, ১২১। Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society, ১২২। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২৩। Muslim Review, ১২৪। Rupam, ১২৫। Vishvabharati Quarterly, ১২৬। Modern Review*, ১২৭। Indian Antiquary *.

শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ,—আহ্বানকারী।

(খ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য বি এ, সভাপতি।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট, ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ

লাহা এম এ, বি এল্, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, বি এল, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ —আহ্বানকারী।

(গ) দর্শন-শাখা

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, পি-এচ্ ডি,—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম এ, বি এল্, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পি-এচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, রায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে বাহাদুর এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, এম এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ,—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এস-সি,—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ্ জি এস্, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, এফ জেড্ এস্, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম বি, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার, ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু এম এ, বি এল, পি এচ-ডি শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ—আহ্বানকারী।

(ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র বসু, ...বদাস সাঙ্খ্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরে... বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত —আহ্বানকারী।

(চ) ছাপা...-সমিতি

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ...তিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি-এস্, শ্রীযুক্ত ...শচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-চন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—আহ্বানকারী।

(ছ) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ, এটর্ণি, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম এল সি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি, শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ, ডি এল, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ—আহ্বানকারী।

(জ) চিত্রশালা-সমিতি

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল্, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস্-সি, এম ডি, এফ্ জেড্ এস্, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার শাখা-সমিতি

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ।

(১) রসায়ন-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এস্-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মজুমদার এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ডি এস-সি, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত উমাপতি বাজপেয়ী এম এ।

(২) পদার্থ-তত্ত্ব, গণিত ও জ্যোতিষ

ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, ডি এস-সি শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি, এস-সি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস- এম ডি, এফ্ জেড এস্, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহ এ।

(৩) উদ্ভিদ্-তত্ত্ব-সমিতি

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম এ, শ্রীযুক্ত অলক সেন এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অমৃতোষ দাশগুপ্ত এম এ।

(৪) প্রাণিতত্ত্ব-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন্), এফ আর ই এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বি কে দাস ডি এস-সি।

(৫) ভূতত্ত্ব-সমিতি

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেনগুপ্ত এম এস-সি, শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস এম এস্-সি।

(ঝ) হরপ্রসাদসংবর্দ্ধন গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস্-সি, এম ডি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি—আহ্বানকারী।

(ঞ) পুরস্কার-প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, এবং পরিষদের সম্পাদক।

(ট) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এবং সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ (আহ্বানকারী)।

(ঠ) প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ (গ্রাম্য শব্দ-কোষ) সমিতি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, (আহ্বানকারী)।

(ড) কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-ব্যবস্থা ও কার্য্য-নির্দ্দেশ সমিতি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, পরিষদের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(ট) বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পরিদর্শন-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, পরিষদের সম্পাদক এবং বিভাগীয় কার্য্যাধ্যক্ষগণ।

(ণ) জ্যোতিষ-সমিতি

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)।

(ত) চণ্ডীদাস-সম্পাদক-সঙ্ঘ

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

(থ) প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-কোষ-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ (আহ্বানকারী)।

(দ) পুরস্কার ও পদকদানের রীতি আলোচনা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, পরিষদের সম্পাদক—(আহ্বানকারী)।

(ধ) অমৃতলাল বসু স্মৃতি-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম এ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (আহ্বানকারী)।

(ন) কাশীরাম দাস স্মৃতি-সমিতির অতিরিক্ত সভ্যগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র, শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় এম বি, শ্রীযুক্ত রায় চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ কুণ্ডু বি এ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ (আহ্বানকারী)।

(প) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব সম্পর্কীয় সমিতি

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

(ফ) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আলোচনা-সমিতি

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং পরিষদের সম্পাদক।

(ব) ভোট-পরীক্ষকগণ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম এ।

পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলী

১৪ (ক) নিয়মের "কোনও মাসিক" কথারপর "বা বার্ষিক" বসিবে।

১৫শ নিয়ম এইরূপ হইবে—"প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে মাসিক অন্যূন ১৲ অথবা বার্ষিক অন্যূন ১২৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে এবং মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক ৬৲ টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

৩৩ (ক) নিয়মের "লিখিত" কথা বাদ দেওয়া হউক। "তৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের" পর "এবং তৎসঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত কার্য্যাধ্যক্ষের নাম" বসিবে।

৩৩ (খ) "সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত" এই কথার পর "এবং ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত" বসিবে।

৩৪শ নিয়মের "সভাপতি ও সহকারী সভাপতি" এই কথার পর "এবং কোষাধ্যক্ষ" বসিবে।

৩৬ (ক) নিয়মের "প্রতি সদস্যের নিকট" এই কথার পর "টিকিটবিহীন নির্ব্বাচন-পত্র মুদ্রিত খামসমেত" এই কথা বসিবে।

৫৫শ নিয়মের "গৃহনির্ম্মাণ তহবিল" এই কথার পর "বিশিষ্ট ধনভাণ্ডার, দেনা-পাওনার তালিকা ও আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ" যোগ হইবে।

৯৯ নিয়মের শেষে বসিবে—"এবং তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত মন্তব্য প্রত্যাহৃত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না" যোগ হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের

ঊনবিংশ অধিবেশনে (ভবানীপুরে) গৃহীত মন্তব্য

প্রথম প্রস্তাব—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সাহায্য করিতে সমস্ত ভারতবাসী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী এবং স্বর্গীয় মহাত্মার গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও প্রচারণ (circulating) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং ইংরেজি স্কুল ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত-সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি উচ্চ, কি নিম্ন, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত করা আবশ্যক।

(ক) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(খ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থপ্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী, পার্শী ও ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঙ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

উপরি-উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক।

(চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বঙ্গভাষায় পঠন, পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা কর্ত্তৃক গত ৮ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা হউক।

চতুর্থ প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষি-কথা, ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি, বিভিন্ন জাতির আচার-

ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব—

বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—

সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং বিষয়ান্তরের আলোচনাকারীদিগের আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতি বর্ষে বাঙ্গালার সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, আচার, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা অথবা অন্য ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের এক একটি তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক। সম্ভবপর হইলে এই তালিকা প্রতি বৎসর সম্মিলনে উপস্থাপিত করা হইবে। পরিচালন-সমিতি এই কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়া দিবেন। এই সমিতির সভ্যগণের মধ্যে এক বা অধিক ব্যক্তিকে এক এক বিষয়ের তালিকা সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক।

সপ্তম প্রস্তাব—

পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক। (পরিশিষ্ট কার্য্যালয়ে দ্রষ্টব্য)।

অষ্টম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে রেজিষ্টারী করিবার জন্য সত্বর ব্যবস্থা করা হউক এবং তদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন (Memorandum of Association) গৃহীত হউক।

মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন

(১) এই সম্মিলন "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন" নামে অভিহিত হইবে।

(২) কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে,—

(ক) সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়।

(খ) বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা।

(গ) বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয়।

(ঘ) বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে প্রতি বৎসর যে সমস্ত নূতন তথ্য বাহির হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত-সার সঙ্কলন ও প্রকাশ করা।

(ঙ) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-বিভাগে প্রকাশিত বিবিধ মূল তথ্যের সংক্ষিপ্ত-সার সঙ্কলন ও প্রকাশ।

(চ) দুঃস্থ সাহিত্যিকগণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য অর্থসংগ্রহ করা ও তাহা বিতরণ করা।

(ছ) জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার।

(৪) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অর্থ এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান গ্রহণ, ক্রয় বিক্রয়, দায় সংযোগ ও হস্তান্তরাদি করিতে পারিবেন ;

(৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পরিচালনের জন্য নিয়মাবলী গঠন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিতে পারিবেন।

(৬) ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত আছেন। (পরিশিষ্ট কার্য্যালয়ে দ্রষ্টব্য)।

নবম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারী করিবার উদ্দেশ্যে মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশনের সঙ্গে আপাততঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নিম্নোক্ত নিয়মাবলী রেজিষ্টারী অফিসে প্রেরিত হউক এবং অপরাপর নিয়মাবলী গঠনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক।

নিয়মাবলী—

(১) নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন,

(ক) বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি।

(খ) যে সকল সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(২) উক্ত (ক) ও (খ) শ্রেণীর সদস্যগণ বার্ষিক ২৲ দুই টাকা হিসাবে চাঁদা না দিলে তাঁহারা সদস্যের কোন অধিকার পাইবেন না।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য (ক) "সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি" এবং (খ) "সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি" নামে দুইটি সমিতি গঠিত হইবে।

(ক) সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি অনধিক ১৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং এই সমিতি নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবে,—বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত ১০০ জন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির যে সকল সভ্য সম্মিলনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে লইয়া। সম্মিলনের মূল সভাপতি এই সমিতির সভাপতি হইবেন।

(খ) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ২৫ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে,—যথা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ১ জন, সম্পাদক ১ জন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ১১ এগার জন এবং সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি হইতে ১১ জন। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক দুই জন থাকিবেন, যথা—১ জন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক এবং সম্মিলনের শেষ বৈঠকে নির্ব্বাচিত সম্পাদক ১ জন।

(৪) এই সম্মিলনের অধিবেশন প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। সাধারণতঃ কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনেই স্থির করিতে হইবে। কোন বৎসর কোন স্থান স্থিরীকৃত না হইলে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি সম্মিলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) যে বৎসর যে স্থানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই স্থানের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ পূর্ব্ব-সম্মিলনের অধিবেশনের পর সম্মিলনসম্বন্ধীয় স্থানীয় সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবেন।

(৬) অন্যূন দুই দিন সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি প্রয়োজন হয় এবং সময়ের সুবিধা থাকে, তবে দুই দিনের অধিক দিনও অধিবেশন হইতে পারিবে; তবে তাহা প্রথম হইতে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

(৭) কার্য্যের সুবিধার্থ এই সম্মিলনের কার্য্য আলোচ্য বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত ৫ ভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে।

(ক) সাহিত্য-শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি)।

(খ) দর্শন-শাখা।

(গ) ইতিহাস-শাখা (ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব, প্রত্ন-তত্ত্ব প্রভৃতি)।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি)।

(ঙ) চিকিৎসা-বিদ্যা।

(চ) অর্থনীতি-শাখা।

(ছ) সুকুমার শিল্প ও কলাবিদ্যা-শাখা।

(৮) আবশ্যক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি একযোগে এই সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু সে সমস্ত অব্যবহিত পরবর্ত্তী সম্মিলনের অধিবেশনে অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে।

(৯) কোন ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে এই সম্মিলনে আলোচনা হইবে না।

নিয়মাবলী-গঠন-সমিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

" যতীন্দ্রনাথ বসু

আবশ্যক হইলে এই সমিতি আরও পাঁচ জন অতিরিক্ত সভ্য এই সমিতিতে লইতে পারিবেন।

শাখা-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা

২৫শে বর্ষের কার্য্য-বিবরণ

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সদস্য-সংখ্যা—বিশিষ্ট—৩, অধ্যাপক—৫, সহায়ক—২, সাধারণ—১০২, ছাত্র—২৭, মোট—১৪০।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাধারণ—৭, সাংবৎসরিক—১।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখকগণ,—

১। নারীশিক্ষা-সমস্যা——শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দেবী।

২। দার্শনিকের লক্ষ্যপথ—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

৩। প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগচী বি এ।

৪। তত্ত্ববিদ্যায় পতঞ্জলি—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

৫। ভট্ট কুমারিল ও তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৬। দার্শনিক চার্ব্বাক—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

শাখার আজীবন-সদস্য মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে এবং নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ও বরেণ্য সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল—, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার রায় চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও নগেন্দ্রনাথ সেন।

শাখার ২৪শ ও ২৫শ সাংবৎসরিক অধিবেশন ২৯এ ও ৩০এ চৈত্র সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এক প্রীতি-সম্মিলন হইয়াছিল।

চিত্রশালায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৫শ ভাগ চারি সংখ্যা এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সচিত্র কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্য-বিবরণের সম্পূর্ণ ব্যয় শাখার সভাপতি মহাশয় বহন করিয়াছেন।

শাখার সংগৃহীত প্রাচীন পুথির তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

চিত্রশালা পরিদর্শন—প্রত্ন-পূর্ত্তবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মৌলভী আবদুল হালিম, রাজসাহী বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এচ্ নেলসন্, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়াছেন।

পরিষৎ মন্দিরের ও তৎসংলগ্ন এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিভাগীয় কমিশনার ১৫০৲ পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় সঙ্গীতের জন্য কুমারী শ্রীমতী উমা গুপ্তাকে একটি পদক দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রঙ্গপুর জেলা বোর্ড এই শাখাকে মাসিক ২৫৲ হিসাবে আলোচ্য বর্ষে ৩০০৲ সাহায্য করিয়াছেন। আয়-ব্যয়—আয় ৬৩৬।৵০, গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ১৫৫৩৵১০, মোট আয় ২১৮৯।৩, ব্যয়—৫৫৮৬৵০, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১৬৩০।৷৶৩।

গৌহাটী-শাখা

একবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

সম্পাদক— „ „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬। পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ,—

১। আহোম ইতিহাসের শেষ অধ্যায়—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার এম্ এ।

২। ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সে কাল ও এ কাল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ।

৩। রেডিয়াম—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সরকার এম্ এ।

৪। প্রাচীন হিন্দুর গতিবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন (সহকারী সম্পাদক)।

৫। জন্মান্তরবাদ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার এম্ এ।

৬। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সন্দেশ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী, এম্ এ।

৭। প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ্-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৮। আলোক-বৈচিত্র্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এস্-সি।

৯। গো-সম্পদ্—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন জি বি সি ভি।

১০। বিজ্ঞানে সাম্যবাদ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

১১। অদৃষ্টের উপসংহার—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

এতদ্ব্যতীত মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অমৃতলাল বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরসীবালা বসু, দেবকুমার রায় চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র ঘোষ, বরদাকান্ত মজুমদার ও নিশিকান্ত বসু রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

নদীয়া-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্।

অধিবেশন-সংখ্যা—৫। পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ,—

১। হিন্দুনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এম্. এ বি।

২। কবীন্দ্রের অভিমান—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল।

এক অধিবেশনে 'বসন্ত উৎসব' উপলক্ষে গান, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ হয়।

অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয় এবং প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি হয়।

মধুসূদনের মৃত্যু-দিবসে বিশেষ অধিবেশন হয়—এই অধিবেশনে গান, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ হয়।

মেদিনীপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল, এম্ আর্ এস্।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১২৬।

অধিবেশন-সংখ্যা—৩২।

শাখার মাসিক অধিবেশনাদিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি শাখা-পরিষদের মুখপত্র "মাধবী" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদির নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

১। ফ্রয়েডের মূলতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় এম এ, বি এল।

২। বিদায় অভিশাপ (সমালোচনা)—ঐ।

৩। কবি হরিবোল দাসের কবির গান (সংগ্রহ)—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।

৪। মেদিনীপুরে গাজন—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

৫। মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ—শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য।

৬। শারদীয় সঙ্গীত সাহিত্য—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।

৭। দশ মহাবিদ্যা—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল।

৮। বাংলা বর্ণমালা—ঐ।

৯। অধ্যাস—ঐ।

১০। পাণিনির কাল-নির্ণয়—ঐ।

১১। পাওয়া (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

১২। চির নূতন—„　　ঐ।

১৩। কর্ণগড়—　„　　শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল।

বালক-বালিকাগণকে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করিবার জন্য এ বৎসর পাঁচটি রৌপ্য-পদক দানের ঘোষণা শাখা-পরিষৎ হইতে করা হইয়াছে।

প্রথম—স্বর্গকেন্দ্র বুদ্ধ রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত সুদর্শন মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়—বিপদনাশিনী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্।

তৃতীয়—শশিপ্রভা রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি বি এল্।

চতুর্থ—সৌদামিনী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেতুয়া।

পঞ্চম—জ্ঞানদাময়ী রৌপ্য-পদক—দাতা শ্রীযুক্ত আতঙ্কভঞ্জন কর্ম্মকার বি এল্।

শাখা-পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বার-এ্যাট্-ল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আয়-ব্যয়—আয় ২৮৩৵২॥, ব্যয় ২২৮৸/১৫, উদ্বৃত্ত—৫৪।৭॥০।

মীরাট-শাখা

সভাপতি—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ্ ডি, ডি লিট্।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র পাল বি এ, এফ আই এস্ সি।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬, এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হয়। এতদ্ব্যতীত তিনটি বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, শরচ্চন্দ্র-জন্মোৎসব এবং বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়।

আয়-ব্যয়—আয়—৭৪।৵০, ব্যয়—৬৬৷৹, উদ্বৃত্ত ৭৮৵০।

কটক-শাখা

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু।

ব্যবস্থাপক— „ ললিতকুমার দাশগুপ্ত এম এ, বি এল।

„ সতীশচন্দ্র বসু।

সদস্য-সংখ্যা—চিরমিত্র—৩, সাধারণ-সদস্য—১২, মহিলা-সদস্য—৮, ছাত্র-সভ্য—২৫, বালক-সদস্য—৩০।

একমাত্র 'পরিষৎ-পোষ্টা' যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অধিবেশনাদি—আলোচনা-সভা—৫, বিশেষ—৩, শোক-সভা—১, হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠের সভা—৪, কার্য্যনির্ব্বাহক পঞ্চকের অধিবেশন—৭। আলোচনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখকগণ,—

১। প্রাচীন উৎকলে নিরাকারবাদ—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস।

২। ভারতের সমস্যা ও তাহার প্রতিকার—শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন।

৩। সর্দ্দা আইন ও ভারতীয় স্ত্রী-সমাজ (বক্তৃতা)—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন জোয়ার্দ্দার এম এ, বি এল।

৪। 'কিরণময়ী' চরিত্রে সাধারণ ধারণার ভুল—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫। বঙ্কিম-সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ দিক্—শ্রীযুক্ত সলিল মুখোপাধ্যায়।

এতদ্ব্যতীত 'পরিষৎ-পোষ্টার' মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য শোক-সভা, শিশুদিগের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য এবং দোল-পূর্ণিমার দিন পূর্ণিমা-সম্মেলন এবং একটি প্রীতি-সম্মেলন হয়।

শাখা-পরিষদের গ্রন্থাগারই কটকের সাধারণ-পাঠাগার। অর্থাভাবে ইহার বিশেষ পুষ্টি হইতেছে না।

চাঁদা ও দান প্রাপ্তিতে ৪০০৲ আয় হইয়াছিল এবং উহা সমস্তই ব্যয় হইয়াছে।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থায়ী তহবিল ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ
(আয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট আয়
১	চাঁদা	৫৭১৭৲	...	...	৫৭১৭৲
২	প্রবেশিকা	৫৮৲	...	...	৫৮৲
৩	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৬১৫৸৶৬	...	১৯৮৷৵০	৮১৪৷৴৬
৪	পত্রিকা বিক্রয়	৭৩৭৷৵	...	...	৭৩৭৷৵০
৫	বিজ্ঞাপনের আয়	১৯৩৲	...	...	১৯৩৲
৬	সুদ আদায়	১৮৴০	২৩৬৶০	১১১১৷৴০	১৩৬৫৷৷৴০
৭	স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি ...	২৩৬৶০	...	...	২৩৬৶০
৮	বার্ষিক সাহায্য প্রাপ্তি	৬৬৩৯৷৶৩	...	...	৬৬৩৯৷৶৩
৯	এককালীন দান	৯৲	...	৮৪০০৲	৮৪০৯৲
১০	স্মৃতিরক্ষার আয়	...	...	৭২৲	৭২৲
১১	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫৫৷৶০	...	...	৫৫৷৶০
১২	বিবিধ আয়	৪৮১৵৬	...	...	৪৮১৵৬
১৩	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১৫৲	...	...	১৫৲
১৪	হাওলাত আদায়	২৭৬৷৷০	...	...	২৭৬৷৷০
১৫	আমানত জমা	২০৯৵০	...	...	২০৯৵০
১৬	পরিষৎপ্রতিষ্ঠা উৎসব তহবিল ...	২০৲	...	...	২০৲
১৭	হাওলাত জমা	...	...	২০০৵০	২০০৵০
		১৫২৮১৷৩	২৩৬৶০	৯৯৮১৸৴০	২৫৪৯৯৷৷৩

(ব্যয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট ব্য
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৩৩৬৮৶৩	...	৬৪৩॥৵৬	৩৯৮০॥/৷
২	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৩৩১৵৩	...	...	১৩৩১৵৩
৩	পুস্তকালয়	১৬২২৸০	...	...	১৬২২৸০
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা	২৪৮৩/৯	...	...	২৪৮৩/৯
৫	বিবিধ মুদ্রণ	১০৭/০	...	...	১০৭/০
৬	ডাকমাশুল	৬৬৯॥৵৬	...	...	৬৬৯॥৵
৭	গৃহ মেরামত	৬১৸৶০	...	...	৬১৸৶
৮	ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল ...	১৬০/০	...	...	১৬০/০
৯	„ „ „ মেরামত বিল	১৫৫৲	...	...	১৫৫৲
১০	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৪৩৲	...	...	৪৩৲
১১	„ ছাতা	৩৸০	...	...	৩৸০
১২	দপ্তর সরঞ্জামী	৮৭।৵০	...	...	৮৭।৵
১৩	নূতন আসবাব খরিদ ও আসবাব মেরামত ...	৬৭॥৶০	...	...	৬৭॥৶
১৪	গাড়ী ভাড়া	৬৬৵৩	...	...	৬৬৵৷
১৫	স্মৃতিরক্ষার খরচ	২৸৯	...	২৫৮।৶৩	২৬১।০
১৬	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৪৮॥৶৬	...	...	৪৮॥৶
১৭	পদক ও পুরস্কার	৮॥০	...	১৩২।৶০	১৪০৸৶
১৮	বেতন	৩০৭৬৲	...	...	৩০৭৬৲
১৯	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৭৭৵০	...	...	৩৭৭৵০
২০	„ „ গাড়ীভাড়া	৩২॥৵৩	...	...	৩২॥৵
২১	বিবিধ ব্যয়	১১০/০	...	...	১১০/০
২২	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয় ...	৪৩।৶৯	...	...	৪৩।৶৯
২৩	আমানত শোধ	১০০॥০	...	...	১০০॥০
২৪	হাওলাত দাদন	৩২০৵০	...	...	৩২০৵০
২৫	হাওলাত শোধ	২৯৲	...	২৩৫॥০	২৬৫॥০
২৬	গচ্ছিত তহবিল খাতে খরচ	১২।৶০	...	...	১২।৶
২৭	স্থায়ী তহবিলের দান	...	২৩৬৶০	...	২৩৬৶০
২৮	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডারে ব্যয় ...	...	...	২২৪৻৬	২২৪ ৻
		১৪৩৫৭ ৻৩	২৩৬৶০	১৪৯৫/৩	১৬০৮৮।'

কৈফিয়ৎ—১৩৩৬

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	বর্ত্তমান বর্ষের মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: কোম্পানী কাগজ মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: ব্যাঙ্কে মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: ডাকঘরে মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: কার্য্যালয়ে মজুত	মোট
১	সাধারণ তহবিল	২৫৪৮৶৭	১৫২৮১।৩	১৫৫৩৬৶১০	১৪৩৫৭৻৩	১১৭৯৶৭	•	৬৬২৴০	৭৯৲	৪৩৮৵৭	১১৭৯৶৭
২	স্থায়ী তহবিল	৫৬৩৫।৵৯	২৩৬৶০	৫৮৭১॥৴৯	২৩৬৶০	৫৬৩৫।৵৯	৫৬৩৫৲	•	।৵৯	•	৫৬৩৫।৵৯
৩	গচ্ছিত তহবিল	২১৭৭৮॥৵৯	৯৯৮:৵০	৩১৭৬০।৶৯	১৪৯৫৴৩	৩০২৬৫।৵৬	২৯৩৬৫৲	৯০০।৵৬	•	•	৩০২৬৫।৵৬
	মোট	২৭৬৬৯৴১	২৫৪৯৯।০	৫৩১৬৮।৴৪	১৬০৮৮।৬	৩৭০৮০৻১০	৩৫০০০৲	১৫৬২।৶৬	৭৯।৵৯	৪৩৮৵৭	৩৭০৮০৻১০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি,
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
২১।২।৩৭

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।
৩২।২।৩৭

পরীক্ষান্তে হিসাব নির্ভুল
প্রতিপন্ন করিলাম।
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

শ্রীগণপতি সরকার
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসুধাংশুকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩৭

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৬

আয়		ব্যয়	
১। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাহায্য—	১২০০৲	গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যয়—	৩৯৮০৷৴৯
২। গচ্ছিত তহবিল হইতে ও সাধারণ-তহবিল হইতে জমা—	২৭৮০৷৴৯		
	৩৯৮০৷৴৯		

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
২১।২।৩১

শ্রীযতীনাথ বসু
সম্পাদক।
শ্রীগণপতি সরকার
কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩১

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী তহবিল, ১৩৩৬

আয়		ব্যয়	
১। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১৫৯৷৴০	১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যয়	৫৭৭৸৶০
২। কোম্পানী কাগজের সুদ আদায়	৪৫৫৲	২। হাওলাত শোধ	২৩৬৷০
৩। হাওলাত জমা	২০০৶০		৮১৪৷৶০
	৮১৪৷৶০		

কৈ :—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১৩০০০৲
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	৮১৪৷৶০
	১৩৮১৪৷৶০
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	৮১৪৷৶০
	১৩০০০৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।
৩২।২।৩১

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির
অধিবেশনের সভাপতি।
২১।২।৩১

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।
শ্রীগণপতি সরকার—কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ } সহকারী সম্পাদক।
শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩১

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের

(ক) হাওলাত দাদনের হিসাব

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদন	১১,০১৩।/০
১৩৩৬ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদন	৩২০৵০
	১১,৩৩৩৶০
বাদ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের হাওলাত আদায়	২৭৬৷০
	১১,০৫৬৸৶০

জায়—

রমেশভবন-সমিতি	১০,৪৩৯৸৶০
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—	১৬০৸৵০
লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী তহবিল	২০০৵০
শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী	১০৲
" নিবারণচন্দ্র সুর	১০৬৲
ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের সিকিউরিটী	৪০৲
৫। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	১০০৲
	১১০৫৬৸৶০

(খ) আমানত জমার হিসাব

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আমানত জমা	১৩১।০
১৩৩৬ " " "	২০৯৵০
	৩৪০।৵০
বাদ " শোধ—	১০০৷০
	২৩৯৸৵০

জায়-

১।	পাঁচুরাম বারি	৫০৲
২।	প্রবোষ্টাইন কোং, লণ্ডন	৫০৲
৩।	পুস্তক বিক্রয় বাবদ	১৸৵০
৪।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সমাধি সংরক্ষণ বাবদ	১৫৲
৫।	পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আদান-প্রদান বাবদ	৩৲
৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী-গ্রাহক	১১৲
৭।	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দাস	৪০৲
৮।	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস	১০৲
৯।	ছাত্রসঙ্ঘের গচ্ছিত	৯৲
১০।	শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সাহা	৫০৲
		২৩৯৸৵০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
৩২।২।৩৭

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির
অধিবেশনের সভাপতি।
২১।২।৩৭

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।
শ্রীগণপতি সরকার—কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩৭

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বিশেষ বিশেষ দানের তালিকা

১। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত জন্য দান ৭০৲

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর		১০৲
শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ		১০৲
"	এ এন্ চৌধুরী	১০৲
"	হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	৫৲
"	অতুলচন্দ্র গুপ্ত	৫৲
"	বিচারপতি ডক্টর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
"	বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র	৫৲
"	ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫৲
"	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲
"	বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	২৲
"	উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
"	অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲
"	ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়	২৲
"	ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৲
"	গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৲
"	মন্মথমোহন বসু	১৲
		৭০৲

২। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত জন্য দান ২৲

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ২৲

৩। ছাত্র-সভ্যের অনুসন্ধান কার্য্যের পাথেয় বাবদ দান

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় ৯৲

৪। মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের শোকসভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান ৩০৲

ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর ৩০৲

পরিষৎপ্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত— ১০৲

" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ১০৲

১৩১৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক
শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক ৪।২।৩৭

স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	কোং কাগজ মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: ব্যাঙ্কে মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: ডাকঘরে মজুত	কার্য্যালয়ে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১	স্থায়ী-তহবিল ...	৯৬৩৫|৵৯	২৩৬৶০	৯৮৭১|/৯	২৩৬৶০	৯৬৩৫|৵৯	৫৬৩৫৲	...	।৶৯	...	৪০০০৲
২	লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল ...	১৩০০০৲	৮১৪|৶০	১৩৮১৪|৶০	৮১৪|৶০	১৩০০০৲	১৩০০০৲	...	...	...	...
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৭৫১৮/০	৩৯৬৯	৭৯১|/৯	৯৭৬৵৬	৬৯৩৬|৶৩	৬৪০৲	৫৩|৶৩	...	...	...
৪	অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল ...	২৭১৲	১০৲	২৮১৲	...	২৮১৲	২৭৫৲	৬৲	...	...	...
৫	মাইকেল মধুসূদন বার্ষিক স্মৃতি-তহবিল ...	২৭/০	...	২৭/০	২০৬/৩	৬৶৯	...	৬৶৯	...	...	...
৬	ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান-তহবিল ..	১৩১৭|০	৬৪৬০	১৩৮২৲	...	১৩৮২৲	১২৭৫৲	১০৭৲	...	...	...
৭	কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল ...	৩৪১৮/৯	১৭৲	৩৫৮৬/৯	।৬	৩৫৮|/৩	৩৫০৲	৮|/৩	...	...	...
৮	বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিল ...	১০৫০৻৬	৬১৬৶০	১১১১৬৶৬	...	১১১১৬৶৬	১০০০৲	১১১৬৶৬	...	...	...
৯	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল ...	২১৬৭|৯	১০৭|/০	২২৭৪|/৯	১০০|০	২১৭৪|/৯	২১২৫৲	৪৯|/৯	...	...	...
১০	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার ...	২৩৬৪|৩	৮৭৮৩|/০	১১১৪৭|/৬	২২৪৻৬	০৯২৩|/০	১০৭০০৲	২২৩|/০	...	...	...
১১	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৬৫|০	...	৬৫|০	...	৬৫|০	...	৬৫|০	...	...	...
১২	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল ...	১৮৲	...	১৮৲	১৮৲	...	...	...	...	...	...
১৩	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল ...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	...	...	...
১৪	সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিল ...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	...	...
১৫	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল	১৪৫৲	...	৪৫৲	১৪৫৲	...	...	...	...	...	...
১৬	স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৩/৬	৭০৲	৭৩/৬	৭৩/৬	...	...	...	...	...	...
১৭	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-তহবিল ...	...	২৲	২৲	...	২৲	...	২৲	...	...	...
১৮	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী স্মৃতি-তহবিল ...	১৲	...	১৲	১৲	...	..	...	...	...	...
১৯	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	১৲	...	১৲	...	১৲	...	১৲	...	...	...
২০	মহাভারত আদিপর্ব্ব তহবিল ...	।৶০	১১|০	২১৲	...	২১৲	...	২১৲	...	...	...
		৩১৪১১/৬	১০২১৮৲	৪১৬৩২/৬	১৭৩|৩	৩১১০৬/৩	২৭০০০৲	৯০০|৶৯	।৶৯	...	৪০০০৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি,
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি। ২১।২।১৩৩৭

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ৩২।২।৩৭

[illegible]নাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীগণপতি সরকার
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ, প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসুধাকুমার পাল, হিসাব-রক্ষক।
৫।২।৩৭

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬০০০৲
২।	প্রবেশিকা	৭৫৲
৩।	সাধারণ ও গচ্ছিত তহবিলের পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৭৫০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭২৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	২০০৲
৬।	সাধারণ, স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের সুদ আদায়	১৩১৫০৲
৭।	বার্ষিক সাহায্য	৪২৫০৲
৮।	এককালীন দান	১৭০০০৲
	(ক) সাধারণ দান	১০০০৲
	(খ) চিত্রশালার জন্য গবর্ণমেণ্টের দান	১৬০০০৲
৯।	স্মৃতি-রক্ষার আয়	২০০৲
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲
১১।	বিবিধ আয়	৫০৲
১২।	হাওলাত আদায়	৪১৬৲
১৩।	সংবর্দ্ধনার ও উৎসবের চাঁদা আদায়	৭৫৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৫।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
১৬।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১১৭৯৲
		৩২৪৭০৲

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১২০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৪০০৲
৪।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	২৪১৪৲
৫।	বিবিধ মুদ্রণ	১০০৲
৬।	ডাকমাশুল	৫৫০৲
৭।	বাড়ী মেরামত, জল, ড্রেন পাইখানা ও প্রাচীর	১৬০০৲
৮।	আলোক ও পাখা	১৭৫৲
৯।	ঐ মেরামত	১২৫৲
১০।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৬০৲
১১।	ভৃত্যদিগের পোষাকাদি	৩০৲
১২।	দপ্তর সরঞ্জামী	৮৫৲
১৩।	নূতন আসবাব খরিদ ও আসবাব মেরামত	৫০৲
১৪।	গাড়ী ভাড়া	৭০৲
১৫।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৫০৲
১৬।	স্মৃতি-রক্ষার ব্যয়	২০০৲
১৭।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৫০৲
১৮।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৫০৲
১৯।	হাওলাত শোধ	১১২০০৲
২০।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
২১।	বেতন	২৫৮০৲
২২।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৪২৫৲
২৩।	সংবর্দ্ধনা ও উৎসবের ব্যয়	৭৫৲
২৪।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৩০০৲
২৫।	বিবিধ ব্যয়	১০০৲
২৬।	ঋণশোধ	৫৫৬০৲
		৩২০৯৯৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত,
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি,
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি
২।২।৩৭

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণের মন্তব্য

(১)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৬ সালের হিসাব এবং আয় ও সম্পত্তির তালিকার সম্বন্ধে মন্তব্য।

চাঁদা

সদস্যগণের দেয় চাঁদা যাহার জন্য বিল হইয়াছে		১৩,৮১৯।০
ঐ	বিল বাহির হয় নাই	১৫৫২৲
	মোট	১৫,৩৭১।০
১৩৩৬ সালের আদায়		৫,৭৭৫৲
	বাকী	৯,৫৮৬।০

বাকী চাঁদার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। অনেক সদস্যের নিকট চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা অল্প বলিয়া তাঁহাদের কাহারও এক বৎসর, কাহারও দুই বৎসর এবং তদপেক্ষা অধিক সময়ের জন্য বিল বাহির করা হয় নাই। কিন্তু যতক্ষণ তাঁহাদের নাম পরিষদের খাতায় আছে, ততক্ষণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা পরিষদের হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন। সেই জন্য ঐসকল সদস্যের দেয় চাঁদার পরিমাণ পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহাতে চাঁদার হিসাব ক্রমশঃই জটিল হইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পরিষদের সদস্য দুই ভাগে বিভক্ত—কলিকাতাবাসী এবং মফস্বলবাসী, এবং সেই জন্য দুইখানি স্বতন্ত্র খাতায় তাঁহাদের নাম এবং চাঁদার হিসাব আছে। কলিকাতাবাসী সদস্যের চাঁদার হার ১২৲ এবং মফস্বলবাসী সদস্যের চাঁদার হার ৬৲। পরিষদের ১৪ সংখ্যক নিয়মে এই দুই প্রকার সদস্যের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে এবং ইহা ঠিকমত প্রতিপালনের উপর পরিষদের আয় নির্ভর করিতেছে।

সংজ্ঞা—যাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতায় অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা-শ্রেণীভুক্ত ও যাঁহারা মফস্বলে বাস করেন, তাঁহারা মফস্বল-শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

মফস্বল-সদস্যের খাতা পরীক্ষার সময় দেখা গেল যে, অনেক সদস্যের চাঁদা কলিকাতাবাসী সদস্যের ন্যায় বিলের দ্বারা আদায় হয় এবং খাতায় তাঁহাদের কলিকাতার ঠিকানা লিখিত আছে। এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত করায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করেন যে, যে সকল সদস্যের নাম মফস্বলের খাতায় আছে এবং যাঁহারা ৬৲ টাকা চাঁদা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মফস্বলের ঠিকানা থাকিবে। তাঁহাদের চাঁদা আদায়াদির জন্য তাঁহাদের নির্দ্দেশ মত তাঁহাদের স্থায়ী মফস্বলের ঠিকানা ব্যতীত অন্যস্থানের বা কলিকাতার ঠিকানা থাকিবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এই ব্যবস্থায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মফস্বলে বাসস্থান থাকিলেই ঐ সদস্য মফস্বলবাসী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। পরিষদের নিয়মে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, তাহার অর্থ এইরূপ কি না, তাহা বিবেচ্য। পরিষদের আয়ের প্রধান উপকরণ সদস্যগণের চাঁদা এবং সেই চাঁদার হার সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে তাহা ঠিকভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এইজন্য মফস্বল-সদস্যের তালিকা নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আমি এই বিষয়ে পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পরিষদের সম্পত্তির তালিকা

পরিষদের সর্ব্ববিধ সম্পত্তির একটি তালিকা (ষ্টক বহি) থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার মন্তব্যে যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ইতি—

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০।২।৩৭ আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

(২)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় পরীক্ষিত হইয়া নির্ভুলভাবে হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পরীক্ষান্তে দেখা হইয়াছে।

এই বৎসরে পরিষদের তিনটি তহবিলের তিনখানি ক্যাশ বইয়ের তিনখানি পৃথক্ পৃথক্ খতিয়ান (Cash Abstract) প্রস্তুত হওয়ায় পরিষদের তিনটী তহবিলের হিসাব পরীক্ষা করিতে আদৌ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

তিনটী তহবিলের নাম—(১) সাধারণ তহবিল, (২) স্থায়ী তহবিল, (৩) গচ্ছিত তহবিল।

চাঁদা—৫৭১৭৲ টাকা।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে পরিষদে মোট ১০৭৪ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে সহরে ৪৭১ ও মফস্বলে ৬০৩ জন মাত্র সদস্য। কিন্তু গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে চাঁদা আদায় অত্যন্ত অল্প হইয়াছে এবং বকেয়া চাঁদার (outstandings) পরিমাণ অনেক বেশী হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য—১২৯০৲ টাকা।

গ্রন্থ-প্রকাশের সহায়তা করিবার জন্য মাননীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর পরিষদে ১২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশের খরচ নির্ব্বাহার্থ এই বৎসর পরিষদে গ্রন্থ-প্রকাশ খাতে মোট ৩৯৮০৷৷/৯ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে। আমি এই টাকার হিসাব আনুষঙ্গিক বিল ও নথি-পত্রাদির সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

হাওলাত জমা—

হাওলাত জমা টাকার মধ্যে এই বৎসরে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ২৯৲ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। এখনও হাওলাত জমা হিসাবের খাতে ৭৫৯৲ টাকা দেখান আছে। ঐ টাকা পরিষদের দেনা (Liabilities)। হাওলাত জমার হিসাবের খাতায় যে সমুদয় সভ্যমহোদয়ের নাম দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই পরিষদের প্রাণস্বরূপ ও উন্নতিসাধক। ইঁহাদিগের নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত হাওলাত জমার টাকা পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়া পরিষৎকে ঋণমুক্ত করেন।

হাওলাত দাদন—

শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর—হাওলাত দাদন ১০৬৲ টাকা। পরিষদের হাওলাত দাদনের তালিকায় নিবারণচন্দ্রের নামে ১০৬৲ টাকা দেনার কথা লেখা আছে। নিবারণচন্দ্র

তিন বৎসরের উপর পরিষৎ হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং যাইবার সময় তাহার দেনার জন্য তাহার দেশের বসতবাটীর পাট্টা জামীনস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি ঐ ১০৬৲ টাকার কোনরূপ বন্দোবস্ত হইল না। একই ব্যক্তির নামে একই টাকা ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি প্রায় তিন বৎসরকাল দেনার তালিকায় থাকা আমার মতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। আশা করি, মাননীয় সম্পাদক মহাশয় এই বিষয়ে একটি বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। বেতন খাতায় নিবারণের নাম ও বেতন বাবদে তাহার টাকা পাওনা আছে দেখিয়াছি। ঐ টাকা তাহাকে দেওয়া হইবে না, ইহার কথা আমি জানি। আশা করি, মাননীয় সম্পাদক মহাশয় বেতন খাতায় নিবারণের নাম ও তাহার পাওনা টাকা কাটিয়া দিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া দিবেন এবং ১০৬৲ টাকা সম্বন্ধে শীঘ্র মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন।

উদ্বৃত্ত আয়—কোং ৩৭০৮০৻১০ টাকা

(Closing Balance)

এই বৎসরে পরিষদের তিনটী তহবিলের মোট উদ্বৃত্ত জমা কোং ৩৭০৮০৻১০ টাকার মধ্যে

সাধারণ তহবিলে কোং—			১১৭৯৶৭ টাকা
স্থায়ী	„	„	৫৬৩৫।৵৯ „
গচ্ছিত	„	„	৩০২৬৫।৵৬ „

আছে এবং মোট উদ্বৃত্ত জমা ৩৭০৮০৻১০ টাকা—

ব্যাঙ্কে	মজুত—কোং—		১৫৬২।৶৬
ডাকঘরে	„	„	৭৯।৵৯
কার্য্যালয়ে	„	„	৪৩৸৵৭
কোম্পানী কাগজে	„	„	৩৫০০০৲
			৩৭০৮০৻১০

দেখান আছে। ব্যাঙ্কে মজুত টাকা কোং—১৫৬২।৶৬ টাকা। ইহা ক্যাশ বইয়ে ব্যাঙ্কে মজুত খাতে উদ্বৃত্ত জমা হিসাবে দেখান আছে। ডাকঘরে মজুত টাকার সহিত সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে দেখান টাকার মিল আছে। কার্য্যালয়ে মজুত জমা টাকা আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখান আছে এবং উক্ত হিসাবে পরিষদের সুযোগ্য মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর আছে।

কোম্পানী-কাগজে মজুত ৩৫০০০৲ টাকা। এই টাকা কোম্পানী-কাগজের Face Value। গত বৎসর কোম্পানী-কাগজে মোট ২৬৬০০৲ টাকা মজুত ছিল। এই বৎসরে দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে মাননীয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ৮৪০০৲ টাকা Face Valueর কোম্পানী-কাগজ প্রদান করিয়াছেন। ১৯১৫১৭ নম্বরের Face Valueর ৫০০৲ টাকার কাগজ বদলাইয়া ২৩৭৬০৩ নম্বরের Face Value ঐ টাকার একখানি কাগজ আনা হইয়াছে (Renew)। আমি কোম্পানী-কাগজ সমুদয় পরীক্ষা করিয়াছি। ব্যাঙ্কে,

ডাকঘরে, কার্য্যালয়ে মজুত জমার টাকাকে নগদ টাকা বলিয়া গণ্য করা যায় (Cash at Bank, Cash in hand)। কিন্তু কোম্পানী-কাগজে মজুত জমার টাকাকে নগদ টাকা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। এই টাকা রেওয়ায় (Balance Sheetএ) গৃহ-আসবাবাদির ন্যায় assets বলা যাইতে পারে। আবশ্যক হইলে যেমন ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে ও কার্য্যালয়ে মজুত সমুদয় টাকা খরচ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কোম্পানী-কাগজ ভাঙ্গাইয়া সমুদয় টাকা পাওয়া যায় না। আমার মতে, যদি এই বৎসরের হিসাবে আয়-ব্যয়-বিবরণে উদ্বৃত্ত জমা এবং আয়, মোট যত টাকা আয় হইবে, তাহা হইতে নগদ টাকা যাহা খরচ হইয়াছে এবং কোম্পানী-কাগজ খরিদ খাতে ব্যয় ৩৫০০০৲ টাকা, এই উভয় খরচের সমষ্টি বাদ দিয়া মোট উদ্বৃত্ত জমার টাকা (Closing Balance) ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে, কার্য্যালয়ে মজুত এবং পরিষৎ সাধারণ-তহবিলে হাওলাত দাদনে দেখাইলে হিসাবের কোন ভুল থাকিবে না এবং ১৩৩৭ সালের ক্যাশে কেবল মাত্র নগদ মজুত জমা দেখাইয়া দিতে হইবে এবং ১৩৩৭ সালের আয় ব্যয়-বিবরণে কোম্পানী-কাগজে মজুত ৩৫০০০৲ টাকা এবং ঐ সালের আয় এই মোট আয় হইতে কোম্পানী-কাগজ খরিদ খাতে ব্যয় ৩৫০০০৲ টাকা এবং ঐ সালের অন্যান্য খাতে খরচ এই উভয় ব্যয়ের সমষ্টি বাদ দিয়া মোট উদ্বৃত্ত জমা দেখাইতে হইবে।

মন্তব্য

আমি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনটি তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক নথি-পত্রাদি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া যে সমুদয় বিষয় আবশ্যক মনে করিয়াছি তৎসম্বন্ধে যৎসামান্য মন্তব্য (touching remarks) প্রকাশ করিয়াছি এবং কোন কোন স্থলে পরীক্ষকগণের কর্ত্তব্যানুসারে আমার অভিমত (suggestions) প্রকাশ করিয়াছি। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি পরিষদের বিষয়ের উপর অনধিকার চর্চ্চা (unauthorised comments) করিয়াছি। গতবারে পরিষদের হিসাব পরীক্ষার মন্তব্যে আমি রেওয়া (Balance Sheet) প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলাম; যখন রেওয়া প্রস্তুত হইবার কোন আশু সম্ভাবনা নাই, তখন পরিষদে একখানি ষ্টক্ বহি (Stock Book) প্রস্তুত হইয়া উহাতে পরিষদের গৃহ ও সমুদয় আসবাবাদির নাম ও তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য, এমন কি মিউজিয়মের সমুদয় দ্রব্যাদির কথাও উহাতে লিখিয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ পরিষদের কর্ম্মচারী বদল হইলে কার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। যদিও পরিষদে রেওয়া প্রস্তুত হয় নাই, তথাপি আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ভুলভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা আমি জানাইয়াছি। পরীক্ষার সময়ে যাঁহারা আমাকে তাঁহাদিগের সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পরিষদের অন্যতর আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য্যে আমি যৎসামান্য সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছি জানিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত। বঙ্গের গৌরবস্তম্ভ, বাঙ্গালাজাতির

চির আদরের বস্তু, বঙ্গভাষার আবাসভূমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষকপদে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করায় আমি বিশেষ গৌরবান্বিত। বিদ্যোৎসাহী মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষারূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার বহিতে সক্ষম হইয়াছি জানিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। অদ্য আমি পরীক্ষার কার্য্য আমার সাধ্যমতভাবে সম্পন্ন করিয়া মাননীয় সুদক্ষ সভাপতি, সম্পাদক মহাশয় ও উৎসাহী সভ্যগণের নিকট উপনীত হইয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি—

৩।২।১৩৩৭

বিনীত

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের

কার্য্যবিবরণ

চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ২৭এ মে ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়ের অভিভাষণ, ৩। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, (খ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে (গ) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ ও (ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণের চিত্র। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত ও কান্দী হইতে সংগৃহীত নরসিংহমূর্ত্তি, ৫। পুরস্কার-প্রবন্ধ পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপন, ৬। চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৭। পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৮। পঞ্চত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৯। পঞ্চত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ১০। সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ১১। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ১২। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নদীয়ার মাননীয় মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহারাজের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার উপসংহার পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, পরিষদের সভাপতি মহাশয় ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু পরিষদের উন্নতির জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষদের বিশিষ্ট ভাণ্ডারগুলির দেনা শোধ হইয়াছে। উপরন্তু রমেশ-ভবনকে ১০ হাজার টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে উপযুক্ত অর্থবল ও কর্ম্মী পাইলে পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সাধন জন্য সম্ভব হইবে। রমেশ-ভবন হইতে এই টাকা পাওয়া

গেলে অনেক কাজ করিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু সময়কে সময় জ্ঞান না করিয়া— তাঁহার কলেজের অধ্যাপনা শেষ করিয়া বাকী সময়টুকু পরিষদের সেবায় নিয়োগ করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই কার্য্যবিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু যথোচিত পরিশ্রম করিয়া পরিষৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তিনি শুধু পণ্ডিত নন, তিনি কর্ম্মী ও অক্লান্ত সেবক।

অতঃপর চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং আয়ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে নিম্নলিখিত ৬ জন ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের জন্য পরিষদের সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ
" ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
" চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
" নুর মহম্মদ

এবং নিম্নলিখিত তিন জন নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র
" সত্যচরণ মিত্র তত্ত্বরত্ন
" বরেন্দ্রনাথ দত্ত

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত নিম্নলিখিত সদস্যগণ পঞ্চত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
" স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
" কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি
" মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
" স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়
" পঞ্চানন তর্করত্ন
" বিধুশেখর শাস্ত্রী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদকগণ—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

" জিতেন্দ্রনাথ বসু

" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

" একেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

সমর্থক— " সুকুমাররঞ্জন দাশ

পত্রিকাধ্যক্ষ—কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক— " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সমর্থক— " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

সমর্থক— " মন্মথমোহন বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

সমর্থক— " নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সমর্থক— " বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

আয়ব্যয়পরীক্ষক—(১) শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর

(২) " অনাথনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সমর্থক— " একেন্দ্রনাথ ঘোষ

৭। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে (ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক এবং (খ) শাখা-পরিষৎসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

(ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
" বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়
" সুকুমাররঞ্জন দাশ
" ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" মন্মথমোহন বসু
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" বাণীনাথ নন্দী
" বিনয়চন্দ্র সেন
" অমলচন্দ্র হোম
" ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
" নিবারণচন্দ্র রায়
" দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

(খ) শাখা-পরিষৎসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
" নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
" মহেন্দ্রনাথ দাস
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

৮। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করিলেন,—

(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—তৈলচিত্র
(খ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—তৈলচিত্র
(গ) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—ব্রোমাইড্
(ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—ব্রোমাইড

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য পরিষদে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় প্রথম মহিলা সাহিত্যিকের চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল।

সভাপতি মহাশয় এই সকল সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। বিশেষতঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডারের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থে ব্রোমাইড্ চিত্র দুইখানি প্রস্তুত হইয়াছে।

৯। সম্পাদক মহাশয় কান্দীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত উগ্রনরসিংহমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে পরিষদের ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে; তিনি এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন। এক্ষণে সদস্য না থাকিয়াও তিনি পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যে সকল অমূল্য মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন, তাহা পরিষদের সকল হিতৈষী সদস্যেরই অনুকরণীয়।

১০। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের পূর্ব্বে বলিলেন যে, আজ আমি এইবার চতুর্থ বারের জন্য সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইলাম। আমার এই বার্দ্ধক্যের প্রতি আপনারা যখন কোনমতেই দৃষ্টি দিলেন না, তখন এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার যখন ঘাড়ে লইলাম, তখন যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিব না। পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণে আপনারা দেখিলেন যে, কত পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে টাকা সংগ্রহ করিয়া দেনা মিটাইতে ও বাড়ী মেরামত করিতে হইয়াছে। যাঁহারা টাকা দিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। যাঁহারা কলিকাতা করপোরেশন হইতে টাকা পাইবার জন্য আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। যাঁহারা পরিষদের হিতৈষীদের নিকট গিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ধন্যবাদ দিতেছি। গত বৎসর এই হল হইতে মাসিক অধিবেশন শেষ করিয়া যখন নীচে নামিয়া যাই, তখন ভাবিতে পারি নাই যে, এই হল মেরামত করিয়া আবার আমরা এখানে সভাধিবেশন করিতে পারিব। ভগবানের কৃপায় ও করপোরেশনের দয়াতে তাহা সম্ভব হইয়াছে। এখনও আমাদের বিস্তর বাজার-দেনা রহিয়াছে। রমেশ-ভবনের দেনার জন্য কণ্ট্রাক্টারগণ বিশেষ তাগাদা করিতেছেন। এক বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা না পাইলে তাঁহারা অন্য পন্থা অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে? তারপর যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ বিগত বর্ষে পরিষদের কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে এ বৎসর যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলেন না, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। তিনি নয় বৎসর কাল সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক থাকিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত, পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। যাঁহারা এ বৎসর নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে আসিলেন, তাঁহাদিগকে আগ্রহের সহিত আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক। আজ আমরা যে পাখার নীচে বসিয়া আছি, তাহা শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বলিতেছেন যে, তিনি আর পাঁচখানা পাখা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

অতঃপর তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ ৩৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একখানি পাখা দান করিবেন।

তৎপর তিনি জানাইলেন যে, "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি" বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে 'কালীকৃষ্ণ সুবর্ণপদক' দেওয়া হইবে। এই জন্য যে সকল প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে, পরিষদের সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের পরীক্ষক হইবেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, তিনি যে পরিশ্রম করিয়া পরিষৎকে সেবা করিয়াছেন এবং এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনার যে নূতন ধারা বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয় ও তাঁহার নেতৃত্বে সেই পথ অবলম্বন করা আমাদেরও উচিত মনে হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায় — সভাপতি।

৬।৪।৩৫

পরিশিষ্ট

ক—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) শ্লোকমালা, অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার, (২) দেশের ডাক, (৩) বেকার সমস্যা, (৪) মেয়ো গীতা, (৫) পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামানন্দ, (৬) তরুণ বাংলা, (৭) পুরাতনী, (৮) ভারতের শিক্ষা, (৯) মনুষ্যত্ব লাভ, (১০) গাহর্স্থ্যম্, (১১) গীতায় মুক্তিবাদ, (১২) বিদ্রোহী আয়র্লণ্ড, (১৩) শতাব্দীর সূর্য্য, (১৪) কল্যাণী, (১৫) আত্মপ্রতিষ্ঠা। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত—(১৬) মানব। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—(১৭) পারিবারিক চিকিৎসা, (১৮) বাঙ্গালীর খাদ্য, (১৯) নেশা। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস—(২০) ভাগ্য-বিপর্য্যয় কাব্য, (২১) ঢাকুর বা বারেন্দ্র কায়স্থতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—(২২) সাত লহরী। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র—(২৩) বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩২১—২৩ ও ১৩২৫—৩৫); শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল—(২৫) জীবন-সঙ্গীত। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—(২৬) সাধন-সঙ্গীত (রামপ্রসাদ, ১ম)। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ—(২৭) বীক; শ্রীযুক্ত এস সি মুখোপাধ্যায়—(২৮) Decline and Fall of the Hindus; The Secretary, Smithsonian Institution—(২৯) Drawings by A. DeBatz in Louisiana, 1732—35, (৩০) Religion in Szechuan in China, (৩১) The Aboriginal Population of America, North of Mexico, (৩২) Fossil Footprints from the Grand Canyon: Third Contribution. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩৩) Miss Mayo's Mother India—A Rejoinder (K. Nataranjan), (৩৪) The Rubaiyat Omar Khayyam by Edward Fitzgerald, (৩৫) A Son of Mother India Answers, (৩৬) Mother (Aurobindo Ghosh), (৩৭) Unhappy India, (৩৮) The Philosophy of the Upanisads, (৩৯) Hindu View of Life. The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch,—(৪০) Bas-reliefs of Badami (Memoirs of the Archaeological Survey of India No 25), (৪১) The Bakhshali Manuscript (New Imperial Series, Vol. XLIII,

Parts I & II), (৪২) The Chalukyan Architecture of the Kanarese Districts (New Imperial Series, Vol. XLII). The Director of Industries, Bengal—(৪৩) The Bleaching of Hosiery. The Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৪৪) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Twenty-Eighth Session, 1928, vol. xxviii, No I, (৪৫) Do. Vol. XXVIII No 2. শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস—(৪৬) A History of Bengali Literature, (৪৭) Rabindranath : His Mind and Art and other Essays. শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—(৪৮) Deshbandhu Chitta Ranjan, vol, I, (৪৯) The Origin and Development of Numerals. শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—(৫০) The Development of Jaina Painting.

খ—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, সি আই ই,—মেম্বার, ইণ্ডিয়া কাউন্সিল, লণ্ডন, চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সান্যাল চৌধুরী, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদহ পুলিশ কোর্ট, ২ জাননগর দ্বিতীয় লেন, বেনিয়াপুকুর, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত হরিচরণ লাহিড়ী, সাঁত্রাগাছি, চৌধুরী পাড়া, পোঃ আঃ বেতড়, হাওড়া, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, স—ঐ, সদ—৪। শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি, মীরাট শাখা-পরিষদের সভাপতি, মীরাট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, স—ঐ, সদ ৫। শ্রীযুক্ত কালীসাধন প্রামাণিক, ১১৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চম্পটি, ১ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—৭। শ্রীযুক্ত আবদুল মজিদ চৌধুরী এম এ, অধ্যাপক—ইসলামিয়া কলেজ, ৩০বি, ৩০সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি, স—ঐ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ঢোল, বনহুগলী, আলমবাজার, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুক্ত কমলকুমার ভড়, ২০ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, সদ—১০। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বি এ, প্রধান সংস্কৃতশিক্ষক, সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয়, ৬২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিরঞ্জন দত্ত, ৬।৫এ, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, স—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তী এম এ, হেড মাষ্টার, ডায়মণ্ড হারবার এইচ, ই স্কুল। প্রঃ-শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, "হারাণ-কুটীর', রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা। ৪। শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস চট্টোপাধ্যায়, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, স—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২ রামাপুরা, কাশী।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-সভা

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ৬ই জুন ১৯২৮, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় স্বরচিত "এস ঋত্বিক্ এস সুন্দর" ইতি রামেন্দ্র-স্তোত্র গান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়-লিখিত 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর', শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়-লিখিত 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' এবং শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়-রচিত "রামেন্দ্রস্মৃতি-তর্পণ" নামক কবিতাগুলি পঠিত হইল।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় "রামেন্দ্রসুন্দর' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ দুইটি পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধপাঠকদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক দুই জনেই মনোজ্ঞভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনকথা অতি সংক্ষেপ সুন্দরভাবে বলিয়াছেন, উভয়েই তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন দিক্ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই পরিষৎই তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ—তাঁহার নাম বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলনের তিনি অন্যতম নেতৃস্থানীয়, এ কথা সকলেরই জানা উচিত। তিনি না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার প্রবেশাধিকার ও এত প্রসার হইত কি না সন্দেহ। অনেকেই বাঙ্গালা প্রচলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হইলেও এই বাঙ্গালাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলনের বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ ছিল। আমরা উভয়ে গবর্ণমেন্টের নিকট যে মন্তব্য দিয়াছিলাম, তাহা মঞ্জুর হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের নাম, কার্য্য ও চরিত্র সুন্দর ছিল। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লোক আমি জীবনে আর দেখি নাই।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর মহা পণ্ডিত ছিলেন, বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন,—তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা আমার মত অশিক্ষিতের উচিত নহে। অমূল্যবাবু ও হেমবাবু তাঁহাদের প্রবন্ধে সুন্দরভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক কথাই বলেছেন। আমার বক্তব্য এই যে, আজকাল যে অনুন্নত জাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হচ্ছে, রামেন্দ্রবাবু সে কাজ অনেক আগেই আরম্ভ করেছিলেন। তিনি অনুন্নত জাতি কথাটার ব্যাপক অর্থ ধরে কাজ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তিনি এই আমার মত বিদ্বৎসমাজে অনুন্নতকে আদর করতেন ও হৃদয় থেকে আসন পেতে দিতেন। তিনি এত বিজ্ঞান

পড়েও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, ভক্তিরসে তাঁর হৃদয় ভরপূর ছিল। মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ও বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন—কিন্তু তাঁর ভেতরে এত রস দেখতে পেতাম না। হেমবাবু একটী বড় কথা বলেছেন। রামেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালা ভাষার উপর এত ভক্তি ও নির্ভরতা ছিল যে, তিনি বলতেন, বাঙ্গালা ভাষাকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে—এর মধ্যে এমন সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা থাকবে, যা পড়বার জন্য বিদেশীকে বাঙ্গালা পড়তেই হবে। এ ভাব যত দিন বঙ্গসাহিত্যে না আসবে, তত দিন আমরা জগতে দাঁড়াতে পারব না। ঠিকই বলেছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলা পড়তে স্যর উইলিয়াম জোন্সকে সংস্কৃত শিখতে হয়েছিল। এখন বাঙ্গলার অনেক উন্নতি হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের, তথা বাঙ্গালার অনেক ভাল ভাল লেখা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হবে। রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রগণের উপর অপার আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন—তিনি স্নেহপরায়ণ ও আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সিম্প্যাথি না থাকলে প্রেম হয় না। তিনি তাঁহার জীবনে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের মেধা, চরিত্র, আগ্রহ, উৎসাহ, সকলই সুন্দর ছিল—তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন বলিয়া। তিনি বাঙ্গালা দেশকে গড়ে তোলবার জন্য তাঁর জীবন ব্যয় করেছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে গবর্ণমেণ্টের অনেক বড় বড় চাকরী পেতে পারতেন। তা না করে, বে-সরকারী রিপণ কলেজে থাকিয়া বাঙ্গালার যুবকসম্প্রদায়ের ভিতর বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগ জন্মাবার চেষ্টা করে গিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ ও ক্ষেত্রনাথ—এই ত্রয়ীর সমাবেশে বঙ্গদেশে বে-সরকারী কলেজগুলির মধ্যে রিপণ কলেজ শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। কি ভাবে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তা তাঁরা দেখিয়ে গিয়েছেন—ভারতীয় চিন্তার প্রথম ও শেষ কথা বুঝতে ও বুঝাতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। ইংরেজির মোহে প্রলোভিত হয়ে তাঁরা দেশীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গালাতেই তিনি পড়াতেন—বিজ্ঞানের জটিল কথাগুলি কি সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় বোঝাতেন—তা যাঁরা তাঁর চরণপ্রান্তে বসে না শুনেছেন, তাঁরা জানেন না। এই পরিষদ্ তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি ও ব্যোমকেশ যেন দু'টি ভাই। কত বাধা, কত বিঘ্ন কাটিয়ে তাঁরা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই পরিষদের সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। তিনি ছিলেন সম্পাদক—আমি ছিলাম তাঁর সহকারী। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পরিকল্পনা ও এই পরিষৎ বঙ্গদেশে কি ভাবে দেশবাসীর একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হবে, তা তাঁর কাছে যা শুনেছি, তাতে হৃদয় পুলকিত হয়। বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে যাতে চিনতে পারে, তার জন্য তিনি অনেক উপায় করে গিয়েছেন। তাঁর অনেক লেখার ভিতরই তার পরিচয় আপনারা পাবেন। তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই কথা বলিয়া তিনি ঐ পুস্তিকার অংশবিশেষ পাঠ করিলেন।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—রামেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্য, চরিত্র, কর্ম্ম-

কুশলতা প্রভৃতি বিষয়ের অনেক কথাই আজ প্রবন্ধ দুইটি হইতে আপনারা জানিতে পারিলেন। তিনি পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থা। পরিষদের যাহা কিছু উন্নতি ও প্রসার, তাহার সকলের মূলেই তিনি ছিলেন। পরিষদের চারিটি পায়ার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর, ব্যোমকেশ মুস্তফী ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণ আজ স্বর্গগত—একমাত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুই বর্ত্তমান। আমাদের উৎসাহ উদ্যম থাকিলেও তাহা খড়ের আগুনের মত। পরিষদের দ্বারা দেশের যদি কিছু কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া থাকে, তবে তাহার মূলে রামেন্দ্রবাবু। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষার প্রবেশাধিকারের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রবাবু অন্যতম প্রধান। বাঙ্গালায় শিক্ষা দিলে বাঙ্গালী ছাত্র যে বেশী শিখিতে পারে, তাহা তিনি রিপণ কলেজে দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালার প্রসার ও প্রচলন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। তিনি কত কার্য্য করিতেন, তাহা শুনিলে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নানা শাখা-সমিতিতে, পরীক্ষার বোর্ডে, রিপণ কলেজে, পরিষদে তিনি নিয়তই একটা না একটা কাজে লিপ্ত থাকিতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক Extension Lecture হইয়া থাকে—সবই ইংরেজিতে বক্তৃতা হয়। স্যর দেবপ্রসাদ তাঁকে বেদ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় যদি তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়, তবেই তিনি তাঁর আহ্বানমত বক্তৃতা করিবেন। স্যর দেবপ্রসাদ এই প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। তার ফলে বেদের যে অপূর্ব্ব বক্তৃতা তিনি দিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। দেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি, দেশের আচার ব্যবহার, এ সকলেরই প্রতি তাঁর অসাধারণ প্রেম ছিল, তিনি কখনই আচারে ব্যবহারে পোষাকে দেশীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই। পরিষৎ প্রতি বৎসরই তাঁর স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। যদি তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইতে আমরা না সমবেত হই, তবে আমাদের দ্বারা কোন্ বড় কাজ সম্ভব হবে, তাহা জানি না। আপনারা আজ তাঁর স্মৃতির পূজায় যোগদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানিবেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি উৎসব

১৫ই আষাঢ় ১৩৩৫, ১৯এ জুন ১৯২৮, শুক্রবার।

প্রাতে ৮টার সময় গোরস্থানে প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-মহাশয়ের নেতৃত্বে কবিবরের পত্র-পুষ্প-শোভিত সমাধির সম্মুখে কবি ও কবি-পত্নীর উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয় এবং সমাধির উপর মাল্য অর্পিত হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী এবং সভাপতি মহাশয় কবিবরের নানা গুণাবলীর আলোচনা করেন।

অপরাহ্ণ ৬।।০ টায় বিশেষ অধিবেশন

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গীয় নাট্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, নাট্যাচার্য্য গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয়-রচিত "কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে" শীর্ষক গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমাদের অমর কবি মধুসূদন আজ ৫৫ বৎসর হইল, দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৮২৪ খৃঃ সাগরদাঁড়ীতে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশপ্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ২০।২২ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ গমন করেন, সেখানে তিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। পরে Atheniun কাগজের সহকারী সম্পাদক ও শেষে সম্পাদক হন। সেখানে এক কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তৎপরে তিনি ইউরোপ যান এবং ১৮৫৬ খৃঃ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ও হাইকোর্টে চাকরী করেন। তিনি প্রথমে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধে রত্নাবলীর অনুবাদ করেন। বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না; কেউ কেউ বলতেন, বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি ইংরেজিতে Captive Lady এবং Vision of the Path নামে দুটি কবিতা লেখেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরক্ত হন, এবং তখন হইতেই তিনি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে সুরু করিলেন। ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ৮।১০ খানি বই লিখেছিলেন। তাঁহার "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" প্রকাশিত হইলে দেশে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল—নানা লোকে, কাগজে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেন। তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান। উদ্দাম ছন্দে, অতুলনীয় ভাষায়, অনির্ব্বচনীয় ভাবে এবং সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে 'মেঘনাদ' সত্যই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কাব্য।

জাতি গঠন হিসাবে কবির স্থান সর্ব্বোচ্চে বলিতে পারা যায়। তিনি যে ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে। এই কাব্যেরও তীব্র ভাষায় অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। ক্রমে এই বিরুদ্ধভাব দূরীভূত হয়। তিনি নিজ জীবনেই দেখিয়া গিয়াছেন যে, দেশবাসী তাঁহার এই গ্রন্থের কত সমাদর করিয়াছে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এই বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। সে যুগে বাঙ্গালী ইংরেজী শিক্ষার মোহে পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করিতেন, আর সংস্কৃত অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ছাড়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না। মধুসূদন তাঁহার অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভা দ্বারা দেশবাসীর চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার মধ্যে যে সব রত্নরাজি আছে, তাহার আলোচনা করিলে বঙ্গভাষা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত হইতে পারে।

তৎপরে কবির পরলোকগমনের পর কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ যে অতুল্য ভাষায় কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন। এবং কবি তাঁহার প্রথম জীবনে বঙ্গভাষার প্রতি উপেক্ষা ও উদাসীনতা দেখাইয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি নিজে অনুতপ্ত হইয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন. তাহাও পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়-লিখিত "মধুসূদনের কাব্যে বৈষ্ণব কবিদিগের প্রভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধলেখক ও পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া কবির উদ্দেশে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, "কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে। তাঁর অত বড় বাড়ী নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব পুরীতে পর্য্যবসিত। একদিন ছিল, যখন সেই বাড়ী, সেই গ্রাম, সেই কপোতাক্ষী সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন ছিল। সে স্থানটি যে প্রকৃতই কাব্যের উৎস, তাহা এখনও দেখিলে মনে হয়। তিনি এ স্থানকে কত ভালবাসিতেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়—সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও জন্মভূমি ও জননীকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁর মা ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন—তাঁর কাছ হতেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের সকল কথা শুনিতেন। আর আজ সে স্থানের কথা মনে হলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মনে হয়, এই কি সেই কবির জন্মভূমি! এখানেই কি তিনি মাতৃস্নেহ-ধারায় পুষ্ট হয়ে উত্তর কালে মাতৃজাতির মহিমা তাঁর নানা কাব্যে শতমুখে কীর্ত্তন করে ধন্য হয়েছেন, আর বাঙ্গালীকে ধন্য করেছেন? তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেও তাঁর মাকে ও জন্মভূমিকে ভোলেন নাই। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর অনিষ্ট কিছু হয় নি—খৃষ্টানরা তাঁর জন্য অনেক করেছেন। তিনি Captive Lady লিখিবার পর Drinkwater Bethune সাহেব তাঁকে লেখেন যে, তোমার নিজের মাতৃভাষায় কাব্য লেখ—গৌরবের মুকুটমণি তোমারই প্রাপ্য হবে। সেই হতে তিনি অমর ছন্দে বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সাগরদাঁড়ীতে কবির জন্মভূমিকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য আজ আপনারা কি কিছুই করবেন না? আমাদের এই দুরপনেয় কলঙ্করেখা কি আপনারা মুছাইবেন না? আসুন, সকলে মিলে চেষ্টা করি, যাতে তাঁর জন্মভূমিতে আগামী মাঘ মাসে

তাঁর জন্মতিথিতে কবির স্মৃতি স্থাপন করতে পারি। মনে রাখবেন, আগামী মাঘ মাসে সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করতে চাই।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর বক্তৃতার পর আর কিছু বলিয়া, তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব আপনাদের মন হতে মুছে দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা সকলে যাঁর যা সাধ্য, চাঁদা দিয়ে কবির জন্মভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করুন। যদি একজন বিদেশী এসে জানতে চান যে, কৈ তোমাদের বড় কবির জন্মস্থান—তাঁর স্মৃতি এখানে কি ভাবে রেখেছ? আমরা কি দেখাব? আমাদের এ দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করতেই হবে। আমার অনুরোধে, তিনি এই কাজের ভার লইয়া—সম্পাদকরূপে এ কাজে ব্রতী হউন। আমি তাঁহাকে এই কাজ করবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

অতঃপর কবিপত্নী হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনীর ও সাগরদাঁড়ীর স্মৃতিস্তম্ভের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়াকে এই দুইটা কাজের জন্য অগ্রণী হইতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে তিনি সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর বঙ্গীয় নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের এক অংশ অভিনয় করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় পরিষদের পক্ষে এই নাট্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ ও সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　　　শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৬ই শ্রাবণ ১৩৩৫, ২২এ জুলাই ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। শোক-প্রকাশ—(ক) মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (খ) শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, (গ) রায় নলিনীনাথ শেঠ বাহাদুর এবং (ঘ) সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৪। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-প্রদত্ত দশভুজামূর্ত্তি, ৬। প্রবন্ধপাঠ—(ক) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়-লিখিত "গাজী সাহেবের গান" এবং (খ) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয়-লিখিত "শব্দ-সংখ্যা-লিখন-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ, ৭। বিবিধ।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকা-

নাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর তাঁহারা পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ–পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগুলি পরিষদে উপহার দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এবং এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত পরিষদের সদস্যগণের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। (১) মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (২) রায় নলিনীনাথ শেঠ বাহাদুর, (৩) শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং (৪) সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয় তাঁহার স্বগ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জাড়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দান করিয়া বলিলেন যে, এই ক্ষুদ্র ধাতুময়ী মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব এই যে, ইহা নিখুঁৎ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। এখানে দুর্গা, সিংহের পরিবর্ত্তে মহিষের উপর দক্ষিণ চরণ ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মানা। এক ব্রাহ্মণ এই মূর্ত্তিটি সেবা করিতে অক্ষম হইয়া ইহা জলে ফেলিয়া দেন। এই মূর্ত্তি দানের জন্য শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কবাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের লিখিত "গাজী সাহেবের গান" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু বলিলেন যে, প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় তাঁহার "শব্দ-সংখ্যা-লিখন-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, এরূপ প্রবন্ধ বহু দিন পরিষদে পঠিত হয় নাই। আমি পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" ও "বঙ্গভাষা" নামক মাসিক পত্রে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই আলোচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সভাপতি মহাশয় উভয় প্রবন্ধের লেখক মহাশয়গণকে এবং ১ম প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিভূতি বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমিও শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর সহিত একমত। তিনি প্রবন্ধে কৌটিল্যের দশমিক গণিত সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—সে সম্বন্ধে অন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা পরিষদের পক্ষেও তাঁহাকে এই প্রবন্ধ লিখিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

তৎপরে তিনি বলিলেন যে, আগামী ১২ই ও ১৩ই শ্রাবণ রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইবে। আপনারা পরিষদের প্রতিনিধিরূপে এই অধিবেশনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। রঙ্গপুর হইতে এই বিষয়ে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু রায়, ১৬ রাজাবাগান জংশন রোড, ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, সাব ডেপুটী, ঘাটাল, মেদিনীপুর, ৩। শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী দেবী এষ্টেটের নায়েব, কৃষ্ণনগর, নাঙ্গুলপাড়া, ভায়া খানাকুল, হুগলী। ৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, বৈরাগীর হাট, জলপাইগুড়ি, ৫। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণজ্যোতিস্তীর্থ, বড়বেলতা, পোড়াবাড়ী, টাঙ্গাইল, ৬। শ্রীযুক্ত নন্দলাল কড়ুরি, ৫৪।৭ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক,—(১) হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ, (২) প্রীতিকুসুমাঞ্জলি, (৩) নারীর স্বর্গ, (৪) গীতার কথা, শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ২য় খণ্ড, (৫) বিধবা বিবাহ, (৬) অবতার-তত্ত্ব, (৭) পর্দ্দানশীন। শ্রীমতী পরিমল দেবী—(৮) পরিমল। ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৯) ধনদৌলতের রূপান্তর। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—(১০) অবতারতত্ত্ব। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—(১১) রামায়ণের কথা ও অনুপূর্ব্বা বিবাহ। কুমার শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র দেববর্ম্মা ঠাকুর—(১২) দেশীয় রাজা। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার—(১৩) প্রচার, ১ম বর্ষ, ১২৯১-৯২, (১৪) শিবপুর কলেজ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা হইতে ২য় বর্ষ ৮।৯ সংখ্যা, (১৫) উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ, (১৬) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত, (১৭) বিধবা বিবাহের নিষেধক, (১৮) অদ্ভুত রামায়ণ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক—(১৯) সোণার বাংলা, ১ম বর্ষ, (২০) ঐ, ২য় বর্ষ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দে—(২১) ফাঁকা আওয়াজ। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সান্যাল—(২২) আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহার-বিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ—(২৩) সনেট, (২৪) সেবিকা। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—(২৫) সচিত্র নবযুগের কর্ম্মবীর।

Smithsonian Institution—২৫ (ক) World Weather Records, ২৬। Fossil Foot-prints from the Grand Canyon: Second Contribution, ২৭। Explorations and Field Works of the Smithsonian Instt.

1927, ২৮। Aboriginal Wooden Objects from Southern Florida, ২৯। Drawings by John Webber of Natives of the Northwest Coast of America 1778, ৩০। List of Paintings, Pastels, Drawings, Prints and Copper Plates by and attributed to American and European Artists together with a list of Original Whistleriana in the Peer Gallery of Art; Secretary, Indian Historical Records Commission—৩১। Bengal and Madras Papers, Vol. I (1670—88), ৩২। Do, Vol. II (1688—1759), ৩৩। Do, Vol. III (1757—85); Secretary, Sir Gooroodas Institution—৩৪। Remeniscences, Speeches and Writings of Sir Gooroodas Banerjee; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটর—৩৫। Life and Times of C. R. Das, ৩৬। Jamsetji Nusserwanji Tata; শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী—৩৭। Nyayapravesa of Acharya Dinnaga, Part II (Tibetan Text). Pandit Gattulalji Samstha—৩৮। Srimad Brahmasutranubhyashyam (4th Pada of Adhyaya 3rd); Bengal Agricultural Intelligence Club—৩৯। The Proceedings and Transactions of the Bengal Agricultural Intelligence Club, Dacca. 1923—24; Government of Bengal—৪০। Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, ৪১। Report on the Administration of Bengal, 1926—27. Government of India—৪২। Memoirs of the Archæological Survey of India [Pallava Architecture, Pt. II]. No. 33, ৪৩। Statements Showing Progress of the Co-operative Movements in India, 1926—27, ৪৪। Epigraphia Indica, Vol. XIX, pt II, ৪৫। Do, pt. III, ৪৬। Do, pt. IV, ৪৭। Records of the Geological Survey of India, Vol. I—XI, pt. I. University of Calcutta—৪৮। Calcutta University Calendar, 1928, ৪৯—৫৬—Journal of the Department of Science, Vols. I to VIII, ৫৭—৬৫।—Manu-Smriti, Vols. I to IX, parts I and II, ৬৬।—Index to Do. Vols. I and II, ৬৭। Notes, Part I, Textual, ৬৮। Do. Part II, Explanatory, ৬৯। An English Tibetan Dictionary, ৭০। A Grammar of the Tibetan Language, ৭১। She-Rab Dong-Bu or Prajna Danda, ৭২। Sabdasakti-Prakasika, Pt. I, ৭৩। A Historical Study of the Terms Hinayana and Mahayana and the Origin of Mahayana Buddhism, ৭৪—৭৯। Asamiya Sahityar Chaneki, Vols. II, pts. I to IV and Vols. III, parts I and II, ৮০। Ancient Romic Chronology, ৮১। The first Outlines of a Systematic Anthropology of Asia, ৮২। The Hos of Saraikella, pt. II, ৮৩। Sources of Law and Society in Ancient

India, ৮৪। Hegelianism and Human Personality, ৮৫। The Aborigines of the Highlands of Central India, ৮৬। Kamala Lectures—1925 (Indian Ideals in Education), ৮৭। Do. for 1927 (The Rights and Duties of the Indian Citizen), ৮৮। The Surgical Instruments of the Hindus, Vol. I, ৮৯। Do, Vol. II, ৯০। History of Indian Medicine, Vol. I, ৯১। Do. Vol. II, ৯২। Rigveda Hymns, ৯৩। Socrates (in Bengali), Vol. I, ৯৪। Do. Vol. II, ৯৫। Fellowship Lectures, Vol. I, ৯৬। Do. Vol. II, part, ৯৭। Do. Vol. III, ৯৮। Do. Vol. IX, ৯৯। Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I, Do, Vol. II, (Padavalis and Biographies of Caitanya Deva), ১০০। Catalogue of Books in the Calcutta University Library, Social Science, Pt. I, ১০১। Do. Pt. II, ১০২। Do. English Literature, ১০৩। Do. History, Vol. II, ১০৪। Do. Pischel Collection. Government of India—১০৫। Memoirs of the Arhæological Survey of India [A New Inscription of Darius from Hamadan], No. 34.

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২০এ শ্রাবণ ১৩৩৫, ৫ই আগষ্ট ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—'অপ্রকাশিত গীতি-সাহিত্যের কয়েকটি নমুনা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—রায় ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ, ডি লিট।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ, ডি লিট 'অপ্রকাশিত গীতি-সাহিত্যের কয়েকটি নমুনা' বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, ময়মনসিংহবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় তাঁহার জন্য ময়মনসিংহ জেলার অপ্রকাশিত গীতি-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি অদ্য সেই সকল গীতি-সাহিত্য হইতে কয়েকটি নমুনা পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং সেগুলির রচনা-লালিত্য ও ভাব-মাধুর্য্য বিষয়ে ব্যাখ্যা করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বক্তা এই সকল গীতি-সাহিত্য যে সুন্দর ও মনোজ্ঞ ভাষায় ব্যাখ্যা করিলেন,

তাহার পর বক্তৃতা করিয়া সে ভাব হৃদয় হইতে মুছিয়া দেওয়া উচিত নহে। তিনি এই সকল গ্রাম্য কবিতার প্রতি কত শ্রদ্ধাবান্, তাহা তাঁহার এই ব্যাখ্যা হইতে বেশ বুঝা যাইবে এবং তিনি এতটা শ্রদ্ধাবান্ না হইলে আমরা এই অপূর্ব্বই পল্লী-গীতিকা শুনিয়া সেগুলির প্রতি এত আকৃষ্ট হইতাম না। তাঁহার বিশ্লেষণের ক্ষমতা অপূর্ব্ব। তিনি একাধারে ভাবুক, ঐতিহাসিক, কবি, জ্ঞানী, দার্শনিক, পল্লীর ভাবে অনুপ্রাণিত এবং এই জন্যই তিনি সব চেয়ে শ্রদ্ধাভাজন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, দীনেশ বাবুর বক্তৃতার পর আর বক্তৃতা করা উচিত নহে। তিনি যে সরল ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার ছাপ হৃদয়মধ্যে পড়িয়াছে। বক্তৃতা দ্বারা তাহা নষ্ট করা উচিত নহে। এই সকল পল্লী-গীতিকা হইতে তিনি দেখাইয়াছেন, ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে দেশের পল্লী-জীবন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আশা ভরসা, আচার ব্যবহার, সামাজিক লোকাচার, কেমন মধুর ছিল। তিনি যে আজ ৩।৪টি পালা শুনাইলেন, তাহা হইতে ২।৩টি নূতন চিন্তার উদয় হইল। সামাজিক আচার ব্যবহার প্রসঙ্গে, বিবাহ বিষয়ে তখন স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনতা ছিল। ১৫।১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালিকার বিবাহের কথা লোকের মনে উঠিত না—গৌরীদান প্রথা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। এই যুগেও বালিকারা প্রাচীন কালের দময়ন্তী প্রভৃতির ন্যায় স্বয়ম্বরা হইতেন। এই পালাগুলি তখনকার দিনে জনশিক্ষার কত উপযোগী ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরিতাপের বিষয়, এখন সে সব পালা গান উঠিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর চেষ্টায় ও স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সেগুলির উদ্ধারের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আর একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।। তখনকার দিনে হিন্দুমুসলমানে কিরূপ গলাগলি ভাব ছিল। আজকালকার মত গলা কাটাকাটি ছিল না—তাহা এই সকল গীতিকা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য রাজনীতির চর্চ্চার ফলে আমরা ভাই ভাই পৃথক্ হইবার পথ খুঁজিতেছি।

তৎপরে তিনি বক্তাকে পরিষদের পক্ষে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া আরও এ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অদ্যকার সভায় উপস্থিত ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বেকার দুঃসময়ের দিনে মহারাজকুমারের নিকট বিশেষরূপ সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই বঙ্গভাষার সেবার সুযোগ পাইয়াছেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিখিলনাথ রায়
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র ১৩৩৫, ১৯এ আগষ্ট ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৫। পদক ও পুরস্কার বিতরণ, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ এবং মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সাহিত্যিক ও সদস্যগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন—(ক) চিন্তামণি ঘোষ—ইনি এলাহাবাদের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্থাপয়িতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। (খ) রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী—ময়মনসিংহ বেতাগড়িনিবাসী এই সাহিত্যিকের বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দেশের অনেক সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। (গ) মহেন্দ্রনাথ করণ,—মেদিনীপুরের এই ঐতিহাসিক বহু কাজ করিয়া গিয়াছেন ও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'হিজলীর মসনদ-ই-আলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় প্রবন্ধলেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এ সংগ্রহ অতি সুন্দর হইয়াছে। যদি ধুয়ার ক্রমবিকাশের ধারা এই সঙ্গে আলোচিত হইত, তবে প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যে সকল ধুয়া অতিরিক্ত অশ্লীল বলিয়া বোধ হইল, সেগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা লেখক মহাশয় জানাইলে ভাল হয়।

(খ) "বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্যতম সহকারী সম্পাদক কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বর্গীর আগমনের বিষয়, মহারাষ্ট্রপুরাণে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থের লেখক ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। পুরাণে কান্নাকাটির ভাবই বেশী. তাহা হইলেও আমাদের নিজেদের কোথায় কি ত্রুটি ছিল, তাহা আমাদের জানা দরকার। এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে একটি নূতন পুথির সন্ধান পাওয়া গেল। লেখক মহাশয় আমাদের ধন্যবাদভাজন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। প্রথম প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বিশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে সমস্ত ধুয়া সাহিত্য মন্থন করিয়া আজ আমাদের শুনাইয়া বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ধ্রুবতা বা ধ্রুব শব্দের অর্থ এই যে, নিবিড় ও নিবিষ্ট ভাবে যে বিষয় চিত্তে অঙ্কিত করে, তাহাই ধ্রুব বা ধুয়া। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু বলিয়াছেন যে, মূল গায়ক বা দোহারগণ পদ গাহিতে গাহিতে পদের যে অংশে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে, তাহাই ধুয়া—এ কথা ঠিক। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু এই ধুয়ার যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই আমরা ধুয়ার ক্রমবিকাশ জানিতে পারিব। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' সঙ্গীতের সহায়ক যে অংশ, তাহাকেই গানের ধ্রুবতা, এই নাম দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু আজ উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম। মহারাষ্ট্রগণের হাঙ্গামার বা বর্গীর হাঙ্গামার অনেক বিবরণ আগে আগে বাহির হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' বাহির হইয়াছে। এই পুরাণ ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে লেখা। ইহার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আর কোন Record আছে কি না, তাহা এখনও আমরা জানি না। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চিত্রচম্পূ (১৭৪৪) গ্রন্থে কিছু উল্লেখ আছে। Talboit Wheeler তাঁহার Early Records of Britfsh India গ্রন্থে বর্গীর হাঙ্গামার কথা কিছু কিছু লিখিয়াছেন। পারসীতে 'তারিখে উইসুফী'তে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। উক্ত চিত্রচম্পূতে জানিতে পারা যায় যে, ১৭৪২ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। মার্হাট্টাদের বখরে কিছু কিছু পাওয়া যায়, চিত্রসেনের বিবরণ-প্রবন্ধে এ কথা আছে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু একখানি নূতন পুস্তকের সন্ধান দিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদান করিলেন।,—

(ক) হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক—"নারী চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ এম এ মহাশয়কে প্রদত্ত হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। হেমচন্দ্র স্মৃতিতহবিলের অর্থ হইতে এই পদক দেওয়া হইল।

(খ) জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক—"মাইকেলের ছন্দ" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ এম এ মহাশয়কে এই পদক দেওয়া হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ

সোম কবিভূষণ। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থ হইতে এই পদক প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক—"অক্ষয়কুমার বড়ালের নারী-চরিত্র" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্তা রত্নমালা দেবী মহাশয়াকে এই পদক দেওয়া হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিলের অর্থ হইতে এই পদক দেওয়া হইল।

গগনচন্দ্র পুরস্কার ৫০৲—"স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী মালতী-মালা তত্ত্বদীপিকা মহাশয়াকে দেওয়া হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই-ই। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই অর্থ দান করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় পদক ও পুরস্কারদাতৃগণকে এবং প্রবন্ধ-পরীক্ষকগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীনিখিলনাথ রায়
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। ডাঃ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রক্ষিত বি এস্-সি, এম্ বি, মহেশতলা লেন, হুগলী, ২। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যরত্ন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বরিশাল-শাখা, বরিশাল, ৩। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, গৌহাটী, ৪। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ, ১০৫ গ্রে ষ্ট্রীট, ৫। মৌলভী মহম্মদ ইশাক্ এম এ, বি এল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ৬। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, মীরাট কলেজের অধ্যাপক, মীরাট।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ হালদার—১। ইন্ফ্যাণ্টাইল লিভার বা শৈশবীয় যকৃৎ-বিকৃতি; শ্রীযুক্ত রায় সাহেব ডাক্তার দিবাকর দে—২। গো-পালন ও চিকিৎসা; শ্রীযুক্ত কে পি দে—৩। আকাশগঙ্গা; কপিল মঠ—৪। শান্তিধামের পথ; শ্রীযুক্তা রত্নমালা দেবী—৫। হিমালয় পরিভ্রমণ, ৬। সীতাচিত্র, ৭। ঝরা ফুল; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৮। অস্পৃশ্যের মুক্তি, ৯। বোঝা পড়া; The Secretary, Pt. Gattulalji Samstha—১০। Srimad Brahmasutranubhashyam, 3rd Pada of Third Adhyaya; Bengal Government—১১। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1927; Government of India, Education Deptt.—১২। Catalogue of the

Home Miscellaneous Sreies of the India Office Records, by S. C. Hill; Ram Krishna Mission Sevashram, Rangoon—১৩। Seventh Annual Report of the Ram Krishna Mission Sevashram, Rangoon, 1927; ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সান্যাল—১৪। Vegitable Drugs of India; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—১৫। Miscellany.

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৩১এ ভাদ্র ১৩৩৫, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত এবং কান্দী হইতে সংগৃহীত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, ৫। প্রবন্ধপাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্যশব্দ সঙ্কলন" এবং (খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এস্-সি, এম্‌ঃডি মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তৃতীয় বিশেষ এবং দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, এডভোকেট্ মহাশয় কান্দীর অন্তর্গত সালার গ্রামে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, মূর্ত্তিটি পালরাজগণের পূর্ব্বযুগের। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি ইতিমধ্যে এদেশে পাওয়া যায় নাই। কান্দীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়ের অনুরোধক্রমে সালারনিবাসী শ্রীযুক্ত এ জ্যাকেরিয়া মহাশয় ইহা পরিষদে দান করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত জ্যাকেরিয়া সাহেব এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে পরিষদের পক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্যশব্দ-সঙ্কলন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই সময়ে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন দান করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি অপর অপর ভাষার শব্দগুলি চিনিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষার্থীর বিশেষ সুবিধা হইবে। তিনি এ বিষয়ে সাধারণভাবে একটা দিগ্দর্শন করিয়া দিয়া সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীমান্ সুনীতিকুমার আলোচ্য বিষয়ে ও ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষজ্ঞ। তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। এই সকল আলোচ্য শব্দের সাহায্যে দেশের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। বিবাহের স্ত্রী-আচারের ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা সংস্কৃত ভাষায় নাই। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহাদিগকে আমরা সংস্কৃত রূপ দিয়াছি, যেমন তাম্রকুট। আমার অনুরোধ যে, শ্রীমান্ সুনীতিকুমার এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া আমাদিগকে শুনাইবেন।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম এস্-সি মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু শ্রীযুক্ত একেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিখিলবাবু ও শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার বি এ, ১৪ মল্লিক লেন, ভবানীপুর, ২। শ্রীযুক্ত বামাদাস চট্টোপাধ্যায়, ১১২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী বেদান্ত-তীর্থ এম এ, মাজু, হাওড়া, ৪। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী এম এ, বি এল, ১৪১৫ মাণিক-তলা ষ্ট্রীট।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্রীশ্রীমাধুর্য্য-কাদম্বিনী; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু—২। গণিত কো পরিভাষা (হিন্দী); শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—৩। মাতৃগীতা; শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—৪। প্রাচীন চিত্র, ৫। অগ্নিশুদ্ধি;

ডাঃ শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়—৬। শ্রীশ্রীগুরু-গীতা; স্যার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—৭। স্বাস্থ্য-পঞ্চক; রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের সম্পাদক—৮। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৯। শরৎ গ্রন্থাবলী ৩।৪।৫ম ভাগ; ১০। বৃহত্তর ভারত, ১১। দামোদরের মেয়ে, ১২। Aggressive Hinduism, ১৩। The British Dominions Year Book, 1923; Bengal Government—১৪। Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency, ১৫। Council Proceedings Official Report, Bengal Legislative Council, 29th Session, 1928, ১৬। Seventh Quinquennial Report on the Progress of Education in Bengal for the years, 1922-23 to 1926-27; Government of India—১৭। Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLIX. Pt. 2, ১৮। Twenty-ninth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India, 1928; Government of Burma—১৯। Report on the Rangoon Town Police for the year 1927; The University of Calcutta—২০। Journal of the Department of Letters, Vol. XVII. 1928, ২১। The University Calendar for the year 1924, Pt. II, Supplement 1925 and 1926; The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—২২। Report of the Archaeological Department of H. E. H. the Nizams' Dominions for the year 1335 F/ 1925-25 A.D.

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

৭ই আশ্বিন ১৩৩৫, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥-টা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) কান্দী মহকুমার অন্তর্গত গীতগ্রাম হইতে মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি এ মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা, জপমালা, শীল প্রভৃতি এবং তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়ের ও সংগ্রাহকের বক্তব্য, এবং (খ) মৌলভী আবুল মোক্তার এবং তাঁহার পুত্র মৌলভী এ জাকেরিয়া মহাশয়-প্রদত্ত ও সালার হইতে সংগৃহীত দশভুজামূর্ত্তি, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়-লিখিত "কবিরাজ গোবিন্দদাস" এবং (খ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-লিখিত "কবেলি পুষ্প" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৬। বিবিধ।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উহাদের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। (ক) পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, এড্‌ভোকেট মহাশয় মহিষমর্দ্দিনী দশভুজামূর্ত্তিটি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারই অনুরোধে সালার-নিবাসী মৌলভী আবুল মোক্তার এবং তাঁহার পুত্র মৌলভী এ জ্যাকোরিয়া সাহেব এই মূর্ত্তিটি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। পরিষদে এ পর্য্যন্ত এ শ্রেণীর মূর্ত্তি সংগৃহীত হয় নাই। মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ পালরাজগণের সময়ের। পরিষদের পক্ষে মূর্ত্তি-উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট মহাশয় মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত ভরতপুর থানার নিকট গীতগ্রামে মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি এ মহাশয়ের আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রা, শীল, জপমালা প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের, যথা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত কে এন্ দীক্ষিত মহাশয়গণের মতে এই সকল মুদ্রা পুরাণ জাতীয়। তাহা হইলে মুদ্রাগুলি খৃঃ পূঃ দুইশত বৎসরের পূর্ব্বেকার। যে মোহরের ছাপ (শীল) পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 'চন্দ্র' কথাটি উৎকীর্ণ আছে বলিয়া অনুমিত হয়, শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ ইহা গুপ্তরাজবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের মোহরের ছাপ। জপমালার দানাগুলিও ঐ সময়কার কিংবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের। যে ইষ্টকখণ্ডে অশ্বারোহীর মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহাও ঐ সময়কার বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের দ্বারা গীতগ্রামের ডাঙ্গাটি খননের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

তৎপরে মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি এ মহাশয় গীতগ্রামের প্রাচীন কথা বলিয়া দ্রব্যগুলি প্রাপ্তির বিবরণ প্রদান করেন। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে,—

১। চতুষ্কোণ মুদ্রা ১০টি, ২। গোলাকার ও অর্দ্ধ গোলাকার মুদ্রা ৩টি, ৩। একটি শীল, ৪। তিনটি ছাঁচ, ৫। অশ্বারোহী মূর্ত্তিযুক্ত একখণ্ড ইষ্টক, ৬। জপমালা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে আবিষ্কারক মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, এই সকল দ্রব্যের চিত্র, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর মন্তব্য এবং উক্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হউক।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বরে

মুরশিদাবাদ-কান্দীর অন্তর্গত গীতগ্রামের ডাঙ্গা এবং মুরশিদাবাদ-রাঙ্গামাটির কর্ণসুবর্ণের স্তূপ খনন করিবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের একজন মুসলমান ভ্রাতা আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার উপকরণ উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এই খননকার্য্যের ভার গবর্মেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের উপর ন্যস্ত না করিয়া পরিষৎ নিজেই এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ স্থানটি এখনও Protected Monument বলিয়া ঘোষিত হয় নাই, এ জন্য পরিষদের পক্ষে এ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে বাধা নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরে বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অনুকূলবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা সমীচীন। কিন্তু তিনি পরিষদের আর্থিক অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচিত নহেন বলিয়া এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কাজে পরিষৎকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে দান পাওয়া যায়, বা যাইবে তাহা সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য ব্যয় করা হইয়া থাকে, উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। স্থানটি খনন সম্পর্কে অনেক আনুষঙ্গিক কাজ আছে। প্রথমতঃ স্থানটি সংগ্রহ করিতে হইবে—ইহাতে অনেক হাঙ্গামা সহ্য করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগটি এ দেশের অর্থেই চলিতেছে। আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলিও এদেশে থাকিবে। তবে গবর্ণমেণ্টের হাতে এ কাজ অর্পণ করায় ক্ষতি কি হইতে পারে? আমি জানি, আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয়ের এইস্থান খনন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ আছে।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, আমার মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমাতেই বাড়ী। গীতগ্রাম আমাদের বাড়ীর কাছে। এ অঞ্চল বহু প্রাচীন। বাজারসাহু বা বজ্রাসন বিহারবাটী, একডালা, ফতেপুর প্রভৃতি অতি প্রাচীন স্থানে প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায়। পরিষৎ যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি কিছু মূর্ত্তি পরিষদের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ ও আদেশে তাঁহার ছাত্র ও পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীমান্ রবীউদ্দীন আহমদ বি এ দেশের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী হইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের যে অমূল্য উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐতিহ্য ভাণ্ডারে তাহা মহার্হ রত্নরূপে সাদরে গৃহীত হইবে। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, এই সকল আবিষ্কৃত দ্রব্য খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর নমুনা। এই অনুমান সত্যে পরিণত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অলিখিত অধ্যায়ের বিবরণ লিখিত হইবে। গীতগ্রাম স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। এই স্থান রাঢ়ের পূর্ব্বতন রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হয়। মহারাজ শশাঙ্ক যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে বর্ত্তমান ছিলেন, ঐতিহাসিকগণ তাহা বলিয়াছেন। চন্দ্র নামাঙ্কিত মৃণ্ময় মুদ্রা দেখিয়া মনে হয়, এই চন্দ্র সম্ভবতঃ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের কোন পূর্ব্বপুরুষ। রাঢ়ে স্বতন্ত্র গুপ্ত রাজ-বংশের

অস্তিত্ব-জ্ঞাপক এই নিদর্শন ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। "পুরাণ" মুদ্রাগুলি দর্শনীয় বস্তু। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও কাঁচখণ্ড আমাদিগকে হারাপ্পণ-মহেঞ্জোদারোর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যান্য উপকরণগুলিও বিস্ময়জনক। সুহ্ম যে রাঢ় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে রাঢ়ের সীমানা বহুবিস্তৃত ছিল। শশাঙ্কের সময় অথবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতেই এই সুহ্ম বা রাঢ় দেশ লইয়াই কর্ণসুবর্ণ রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় তথা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিক্ হইতে এই কর্ণসুবর্ণের ঐতিহ্যের মূল্য যে কত, তাহা না বলিলেও চলে। সুতরাং সভাপতি মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কানসোনা বা রাঙ্গামাটী তথা গীতগ্রামের স্তূপ খননের জন্য বাঙ্গলার প্রত্নপূর্ত্ত-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। আমি অধ্যাপক সুনীতিকুমারকে এবং শ্রীমান্ রবীউদ্দীনকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট আমাদের দেশের পুরাকীর্ত্তি উদ্ধার ও রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেছেন। ভারতবাসীর অর্থ হইতেই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এ জন্য আমাদের উদ্বেগের কোন কারণ নাই। আমাদের পরিষদের চিত্রশালা-সমিতি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রব্যবহার করিবেন।

৫। (ক) সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়-লিখিত "কবিরাজ গোবিন্দদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু তাঁহার এই প্রবন্ধে গোবিন্দদাসকে মৈথিলী কবি বলিতেছেন। অবশ্য গোবিন্দদাস নামে একজন মৈথিলী কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার 'কবিরাজ' উপাধি ছিল কি না, তাহা জানা যায় না; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুও তাহা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ-দাসকে—যাঁহার পদাবলী শুনিয়া জীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন, তাঁহার পদাবলীতে বাঙ্গালার রাজারও নাম আছে—

"প্রতাপ আদিত ও রসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে, বাঙ্গালী এত ভাল মৈথিলী ভাষা শিখিতে পারে না। অথচ তিনি ইহাও বলিতেছেন যে, সেকালে বাঙ্গালীরা মিথিলায় গিয়া বিদ্যা শিখিয়া আসিত। মৈথিলী গোবিন্দদাস দ্বারবঙ্গের রাজবংশীয়। আর বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। শেষ জীবনে মুরশিদাবাদের তিলিয়া বুধুরীতে বাস করেন। কোন্ পদ কোন্ গোবিন্দ-দাসের রচিত, তাহা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে, কবি-পরিচয়ের দিক্ হইতে এবং রসের ধারার দিক্ হইতে এমন কিছু নাই যাহাতে গোবিন্দ ঝাকে কবিরাজ গোবিন্দদাস বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বাঙ্গালার বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের—ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ যিনি কবিরাজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামীপাদ যাঁহাকে কবিরাজ উপাধি দিয়া পদাবলী

সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহার অতুলনীয় পদাবলীর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা বাঙ্গালার কীর্ত্তন শ্রবণে অভ্যস্ত অতি সাধারণ লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালায় বহু পরিচিত। বাঙ্গালী পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ধারা অনুকরণ করিয়াছেন, সুতরাং ২।১টা মৈথিলী শব্দ থাকিলেই প্রমাণিত হয় না যে, কবি মিথিলা-বাসী। বাঙ্গালায় এবং ব্রজবুলীতে রচিত ইঁহার সুন্দর সুন্দর পদ আছে। পদাবলী-সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় কয়েকটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু এ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের প্রবন্ধের খণ্ডন-মণ্ডন কিছুই করেন নাই। এ হিসাবে অদ্যকার প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। আমরা পদাবলী-সাহিত্যে এগার জন গোবিন্দদাসের নাম পাই। তাহার মধ্যে হয় ত বা ঝা কবি অন্যতম। তাঁহার দুই একটা পদ পদকল্পতরুতে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই যে তিনি কবিরাজ গোবিন্দদাস হইবেন, এমন কি কথা আছে? আজকাল নানা জনের প্রচেষ্টার ফলে নানা রকমের উপকরণ আবিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং এখন কোন কথা বলিতে হইলে সব দিক্ দেখিয়া বেশ নিরপেক্ষ ভাবেই কহিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু ২৫।৩০ বৎসর আগে চেষ্টা করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী। আমরা ১১।১২ জন গোবিন্দদাস এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। কি কি কারণে মিথিলার গোবিন্দদাস মহাকবি, তাহা এ প্রবন্ধে পাইলাম না। রসের, ভাবের ও ইতিহাসের দিক্ দিয়া কোন্ কবি বাঙ্গালার, কোন্ কবি মিথিলার, তাহা বিচার করিতে হইবে। এ প্রবন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ উঠিবে তাহা জানিতাম। সাহিত্য-শাখায় এ বিষয়ের আলোচনাকালে বলিয়াছিলাম যে, একটা সত্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা যদি এই প্রবন্ধ প্রকাশে হয়, তবে তাহা করা হউক। এই জন্যই আজ এই প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, মানসীতে তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের এক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বাঙ্গালী নহেন, এই মতের প্রতিবাদ আছে। ঐ প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির পদাবলীর যে সংস্করণ পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যাপতির পদের খাঁটি মৈথিলীরূপ দিয়াছিলেন। অদ্যকার প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কবিকে মৈথিলীরূপে প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তিনি বলিতে চান, গোবিন্দদাস নামে একজন মৈথিলী কবি ছিলেন, তাঁর পদ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি যদি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতেন, তাহা হইলে এমন কথা বলিতেন কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর সহিত এ বিষয়ে একমত। এ প্রবন্ধে মৈথিলী কবি গোবিন্দদাস যে কবিরাজ গোবিন্দদাস, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। উদ্ধৃত পদে যে রসের পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা হইতে তাঁহাকে মৈথিলী কবি বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য প্রবন্ধ-লেখক সভায় উপস্থিত নাই।

স্বর্গীয় সারদাবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী আনিয়া আমাকে দেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি মৈথিলী ভাষা জানেন, তিনি ইহা সম্পাদন করিবেন। তিনি দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে গিয়া মৈথিলী পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া আরও উপকরণ লইয়া আসেন। তারপর বিদ্যাপতির পদাবলী এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। তিনি মৈথিলী ভাষা জানেন, অতএব তাঁহার কথা শোনা উচিত। তিনি যে খাতায় মৈথিলী কবি গোবিন্দদাসের পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। এই জন্য তিনি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে সমস্ত কথা আমাদিগকে জানাইতে পারিতেছেন না।

(খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-লিখিত "কঙ্কেলীপুষ্প" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, Roxburgh-এর পুস্তকে অশোকের কথা আছে। উহা সাদা কি লাল ফুল, তাহার উল্লেখ নাই। সাদাফুলের কথা অন্যত্র পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। যোধপুরে কোন জায়গায় কঙ্কেড় আছে কি না, তাহা জানা যায় না। তবে মালোয়ারে আছে এবং তাহা অশোক-জাতীয়। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম এ, ১ মধুরায় লেন, ২। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সাহা, ৮।১ এ রামকৃষ্ণ লেন, ৩। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুহ বি এ, ১ নন্দকিশোর ষ্ট্রীট।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত নরদেব শাস্ত্রী বেদতীর্থ—১। ঋগ্বেদালোচন (হিন্দী); শ্রীযুক্ত স্বামী রুদ্রানন্দ গিরি—২। রুদ্রানন্দ লহরী ; রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—৩। Health of Calcutta ; Government of Burmah—৪। Report on the Police Administration of Burmah for the year 1927, ৫। Annual Report on the Working of the Burmah Government Medical School, Rangoon, for the years 1927-28, ৬। Notes and Statistics on the Hospitals and Dispensaries in Burmah for the year 1927.

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২১এ আশ্বিন ১৩৩৫, ৭ই অক্টোবর ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "উড়িষ্যায় বাশুলী" এবং (খ) শ্রীযুক্ত সুধীর-কুমার সেন মহাশয়-লিখিত "'শ্রীকর নন্দী, বিজয়পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত'-আলোচনা" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর ই এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন মহাশয় তাঁহার "'শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত'-আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক যে পুথিখানির উপর নির্ভর করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা অনেক পরে পাওয়া গিয়াছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রভৃতি নানা জনে এ বিষয়ে নানা কথা বলিয়াছেন। আরও পুথি না পাওয়া গেলে কিছু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, বা জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। প্রবন্ধ-লেখকের পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসার্হ।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। লেখক মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদভাজন। তবে এ সকল বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামে এই সকল মহাভারতের পুথি আরও পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করিলে এই শ্রেণীর পুথিসংগ্রহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। যথেষ্ট পুথি পাইলে সে বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হয়।

(খ) শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়ের লিখিত "উড়িষ্যায় বাশুলী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। বাশুলী দেবী কোন্ দেবী, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। নান্নুরে গিয়া

দেখিয়াছি যে, সেখানে চণ্ডীরূপে পূজিতা বাশুলী দেবীকে কেহ কেহ চণ্ডী, কেহ বা সরস্বতী দেবী বলেন। কাশ্মীরে এক বিখ্যাত স্থানে বাশুলী দেবী আছেন। বর্দ্ধমান ও বীরভূমের নানাস্থানে বাশুলী দেবী আছেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, বাঙ্গালার সকল বাশুলীই মানুষ-মুখী। বিশালাক্ষী ও বাশুলীকে অনেকে এক বলেন, তাহা নহে। ছাতনায় বাশুলীমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাঁহার মুখ মানুষের মুখ—তাঁহার হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র আছে। লেখক মহাশয় ঘোড়ামুখো বাশুলীর সংবাদ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। এই বাশুলীকে লেখক গ্রাম্যদেবতা মনে করেন। তাঁহার এ অনুমান সত্য হইতে পারে। কারণ তিনি 'আলাই' দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃতে 'আলী' শব্দ আছে, অর্থ দেবী। এই হিসাবে বাশুলী গ্রাম্য দেবতা হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, ঘোড়ামুখো বাশুলীর বিবরণ দেখিয়া তাঁহাকে চণ্ডীদেবী বলিয়া মনে হয় না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এড়েঙ্গা, যশোহর, ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস, বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, ২৪ পঃ, ৩। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, নন্দনপুর, হাওড়া, ৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত সীতানাথ প্রধান এম এ, পি-এচ্ ডি, ১১এ গোয়া-বাগান ষ্ট্রীট, ৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, কাত্যায়নী ষ্টোরস্, ৩৬ রসা রোড, সাউথ, টালীগঞ্জ, ৬। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন, ১২ গোপালচন্দ্র লেন।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ—১। পুরাতনী, ২। বরের কথা, ৩। স্রোতের ঢেউ; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ—৪। শোক ও সান্ত্বনা; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—৫। গিরিশ-প্রতিভা, ৬। দেশবন্ধু স্মৃতি; শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়—৭। শান্তা; Bengal Government—৮। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1927; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক—৯। Introduction to Vedanta Philosophy (Sreegopal Basu Mallik Fellowship Lectures for 1927).

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ২৫এ নবেম্বর ১৯২৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার জন্য রাঁচি-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার বি এ মহাশয়-প্রদত্ত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের কেশগুচ্ছ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রদর্শন এবং রাজার জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় স্বনামধন্য পিতা রাখালদাস হালদার মহাশয় কর্ত্তৃক বিলাত হইতে সংগৃহীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মস্তকের কেশগুচ্ছ পরিষদের চিত্রশালায় রাখিবার জন্য দান করিয়াছেন। এই কেশগুচ্ছ স্বর্গীয় রাখালদাসবাবু মিস এস্লিন মহাশয়ার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই কেশগুচ্ছের সঙ্গে রাজার জীবনীসংক্রান্ত কতিপয় চিঠিপত্রও তিনি রাখালবাবুকে দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবু সেগুলিও পরিষৎকে দান করিয়াছেন। রাজার জন্মভূমি রাধানগরে যে স্মৃতি-মন্দির প্রস্তুত হইতেছে, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই, হইলে সেখানে এগুলি স্থান পাইতে পারিত। সেই স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন যিনি করিয়াছিলেন, সেই বরেণ্য মহিলা শ্রীমতী হেমলতা দেবী আজ সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। তিনিও সেদিনকার ভিত্তিস্থাপনের রৌপ্য কর্ণিকটি পর্য্যন্ত আজ পরিষদে দান করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মস্তকের কেশগুচ্ছ প্রদর্শন করিলেন এবং রাজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ কতকগুলি পত্র প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে এই সকল মহামূল্য দ্রব্য প্রাপ্তির বিবরণ পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর রাজার স্মৃতির সহিত বিজড়িত এবং পরিষৎকে ভবিষ্যতে দান করিবার বিষয় জানাইয়া শ্রীযুক্ত সুকুমারবাবু তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাও তিনি পাঠ করিলেন। তৎপর ১৯১৬ খৃঃ রাজার জন্মভূমি রাধানগরে রামমোহন স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকালে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহাশয়া যে রৌপ্যকর্ণিকটি উপহার পাইয়াছিলেন তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রাজার কেশগুচ্ছের সঙ্গে এই কর্ণিকটি যাহাতে পরিষদে স্থান পায়, তজ্জন্য ইহা তিনি পরিষৎকে দান করিলেন। তিনি আজ স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট ধন্যবাদ জানাইতেছেন। অতঃপর এই কেশগুচ্ছ রক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ মহাশয় যে সুদৃশ্য আধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর ভারতের বর্ত্তমান জাগরণের যুগ রাজা রামমোহন রায়ের নিকট কি পরিমাণে ঋণী, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তাঁহার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় জানাইলেন যে, বরাহনগরে 'শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' রাজার ব্যবহৃত রুমাল ও উপবীত রহিয়াছে। পরিষৎ যদি সেই সভার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চেষ্টা করেন, তবে সেগুলিও পরিষদের চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইতে পারে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আজ আমাদের একটী স্মরণীয় দিন। আজ আমাদের যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মস্তকের পবিত্র কেশগুচ্ছ পরিষদে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম। আজিকার মত ক্ষেত্রে অন্য দেশে তুমুল আন্দোলন হইত, আর আমরা স্থির-ধীরভাবে বসিয়া আছি—এই পুণ্যদিনে ঘরের বাহির হইয়া রাজার স্মৃতি চিহ্ন দেখিতে ছুটিয়া আসিবার কথা মনেও ভাবিলাম না। যাহা হউক, আজ আমরা অবনতমস্তকে শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহোদয়ার নিকট ও শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর পাঁচ বৎসর পরে রামমোহনের শতবার্ষিক মৃত্যুদিবস আসিবে। রাধানগরে রামমোহন স্মৃতিমন্দির সম্পূর্ণ হইল না। এ জন্য রামমোহনের স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও আমি—আমরা লজ্জায় অধোবদন। গোলাপসুন্দরী এষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আজ উপস্থিত আছেন। আমরা এই ৫ বৎসর ধরিয়া দেশবাসীকে এই অসম্পূর্ণ স্মৃতি-মন্দিরটির সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য জানাইতে থাকিব। বিলাতে রাজার আদিসমাধি Stapleton Grove দেখিয়াছি, কোন চিহ্নমাত্র নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় Arno's Valeতে সে সমাধি স্থানান্তরিত হইয়াছে। সে দেশে ইংলণ্ডের লোকে এখনও রাজার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে, আমরা তাহার কিছুই করি না। বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী কি ঋণে রাজার নিকট ঋণী, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—কি স্বদেশপ্রীতি, কি শিক্ষাবিস্তার, কি সমাজসংস্কার, সকল বিষয়েই তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা ছিল বলিয়া আজ বাঙ্গালী জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। যাহা হউক, আজ শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর চেষ্টায় ও শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুর অনুগ্রহে পরিষৎ রাজার স্মৃতিরক্ষার যে ব্যবস্থা করিলেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি রাধানগরে রামমোহন স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। আমরা আশা করি, তিনি এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ২রা ডিসেম্বর ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মাননীয় সতীশরঞ্জন দাশ এম্ এ, বার এট-ল, (খ) অতুলকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল, (গ) রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এম্ এ, বি এল, এফ এস্ এল্, (ঘ) মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, (ঙ) কুঞ্জবিহারী বসু বি এল্ এবং (চ) পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয়-লিখিত "রামগিরি" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পরিষৎকে ২১৫ খানি পুস্তক-পুস্তিকা, ৪৫খানি ইংরেজি সাময়িক পত্রের খণ্ড, ৯৪খানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের খণ্ড ও ৩০খানি স্কুলকলেজের পাঠ্য সাময়িক পত্রের খণ্ড দান করিয়াছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম এ মহাশয় এই পুস্তক দান সম্বন্ধে পরিষৎকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এই জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। (ক) সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় পরিষদের হিতৈষী সদস্য মাননীয় সতীশরঞ্জন দাশ এম্ এ, বার এট্-ল মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় দাশ মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের বারের প্রতিভাবান্ রত্ন ছিলেন এবং তিনি ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ও পরে ভারত গবর্মেণ্টের ল-মেম্বার হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ১২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিলাতে শিক্ষার জন্য পাঠান। ২২ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করিয়া, এ দেশে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন। এত দিন বিলাতে থাকিয়াও তাঁহার দেশের প্রতি প্রীতির হ্রাস হয় নাই। দেশে থাকিয়া যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা দেশকে কম ভালবাসিতেন না। তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি স্বগ্রামে যান। সেখানে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষাগার স্থাপন, নিঃস্ব মহিলাদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দেশের সেবা করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ও প্রীতি যথেষ্ট ছিল।

আমি একবার গৌড় পাণ্ডুয়া ভ্রমণ করিয়া আসিলে আমার পাড়ার যুবকেরা একটা সভা করেন; তাহাতে আমি তথাকার বিষয় বলি। তিনি সেই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি সেই সভায় সুন্দর ও মার্জ্জিত বাঙ্গালাভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া আমি চমৎকৃত হই। তিনি দেশের সেবা যে ভাবে করিতেন, তাহাতে অনেকের সহিত তাঁহার অনৈক্য থাকিলেও তিনি দেশের প্রকৃত উন্নতি যাহাতে হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কিছুদিন 'স্বরাজ' নামক বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ-পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আমাদের জাতির ও পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, আমি প্রস্তাব করি, তাঁহার শোকে সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার পরিবারের নিকট প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় এস্ আর দাশ মহাশয়ের গুণাবলীর বিশেষ আলোচনা না করিলেও চলে। কারণ, দেশবাসী সকলেই তাঁহার বিষয় বিশেষ ভাবে জানেন। দেশের উন্নতির জন্য তাঁহার যে চেষ্টা ছিল, তাহা আন্তরিক ও ব্যাপকভাবে ছিল। তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে থাকিলেও দেশের ও স্বজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহা নানা বিষয়ে জানিতে পারা গিয়াছে। দেশের প্রায় সকল অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সৎকার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। আমরা একবার অন্ধ-বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট যাই। তিনি সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া একটা মোটা চাঁদা তখনই দিয়াছিলেন এবং আবশ্যক হইলে আরও দিবেন বলিয়াছিলেন। ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার কাছে বিশেষভাবে ঋণী— তিনি অনেক ছাত্রকে মাসিক সাহায্য করিতেন, অনেকের পাঠ্য পুস্তক খরিদ করিতে, পরীক্ষায় ফি দিতে সাহায্য করিতেন। অনেক নিঃস্ব মহিলাকেও তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি চলিয়া যাওয়াতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আজকাল গুণ্ডারা হিন্দু-স্ত্রীলোকের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটা সমিতি হইয়াছে। তিনি ছিলেন সেই সমিতির সভাপতি। আমরা আমাদের স্ত্রী-জাতির সম্মানের হানি হইতে দেখিলে যতটা প্রাণে ব্যথা পাই, এত আর কিছুতেই পাই না। তিনি এই হিন্দু-স্ত্রী-জাতির সম্মানরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে এই সমিতির যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তাহা সকলেরই দেখা উচিত। তিনি বিশেষ পণ্ডিত, আইনজ্ঞ, দেশসেবক, দেশের বন্ধু ও দরিদ্রের সহায় ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি আমার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি মহাত্মা শিশিরকুমারের পুত্র। তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ মহাশয় আমার একবয়সী। বাল্যকাল হইতেই আমি তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। গোলাপবাবু আমার সহপাঠী। পীযূষকান্তি তাঁহার পিতার উদ্যম পাইয়াছিলেন। তিনি নানা ভাবে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ভারত তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। শিক্ষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজি ও বাঙ্গালায় তিনি কয়েকখানি আন্তরিকতাপূর্ণ পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছেন। এখানে হিন্দু-সভার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি (ক) হাওড়ার উকীল অতুলকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল, (খ) একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কন্জারভেটার অব্ ফরেষ্ট রায় উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল এম্ এ, বি এল, এফ এস্ এল্ বাহাদুর, (গ) হুগলীর মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, (ঘ) কলিকাতার কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়গণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষে শোকপ্রকাশ করেন। ইঁহারা সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি স্বর্গীয় অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ আর হিষ্ট এস মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ দিয়া বলেন যে, তিনি পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং ঐতিহাসিক গবেষণাত্মক বহু প্রবন্ধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় নানা সাময়িক পত্রে লিখিয়াছিলেন। পাটনাতে তাঁহার বাড়ীতে তিনি একটি ছোট মিউজিয়াম করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয় তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয়-লিখিত "রামগিরি" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত নিখিলবাবুকে এবং উহা পাঠের জন্য তাঁহার পুত্রকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় কালিদাসের ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে, চিত্রকূট যে রামগিরি, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে সকলে মতামত দিতে সমর্থ হইবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে নানা প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দিরে সংবর্দ্ধনা করা হয়। অতি অল্প সময়ের আয়োজনে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে পরিষদের পক্ষে সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন। আমাদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়কে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে আমি পাঠ করি। আমাদের আয়োজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে করিতে হইয়াছিল বলিয়া, সকল সদস্যকে এই সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

অভিনন্দন-পত্র তুলোট কাগজে মুদ্রিত করিয়া চন্দনকাষ্ঠের পেটিকামধ্যে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি উক্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ দাস কাব্যতীর্থ বি এ, সম্পাদক—শচীনাথ পাঠ-মন্দির, পালং, তুলাসার, ফরিদপুর; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, কাঁথি, মেদিনীপুর; ৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, বসু বিজ্ঞান-মন্দির, ৯৩ আপার সারকুলার রোড; ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, ১৯ হিন্দুস্থান রোড; ৫। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি-এচ ডি; ৬। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৩।২ বীডন ষ্ট্রীট।

খ—উপহৃত পুস্তক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পুস্তক—১। কুন্তলীন-পুরস্কার (১৩৩৫), ২। নারী-মঙ্গল, ৩। বার্ষিক শিশু-সাথী, ১৩৩৫, ৪। প্রতিমা; শ্রীযুক্ত স্বামী রুদ্রানন্দ গিরি—৫। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলীলামৃত; শ্রীযুক্ত রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর—৬। চিরন্তনী; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু—৭। সিদ্ধান্ত-সার; শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত—৮। সাত রাজ্যের গল্প, ৯। তেপান্তরের মাঠ, ১০। কালীকৃষ্ণ-কথা; শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রাম—১১। পূজা-পদ্ধতি; শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী—১২। গীতায় কর্ম্মযোগ; শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর দত্ত—১৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ (গদাই-স্মৃতি); Government of India—১৪। Records of the Geological Survey of India, Vol. LXI, pts. 2, 3 and 4, 1928; ১৫-১৬। Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. L, pt, 2 and Vol. LI, pt. 2; Government of Bengal—১৭-১৮। Council Proceedings Official Report, Bengal Legislative Council, 30th Jn. 1928, Vol. XXX, Nos. 1 and 2; Director of Industries, Bengal—১৯। Manufacture of Bar and Moulded Soap as a Cottage Industry (ক্ষুদ্রায়তনে নিত্যব্যবহার্য্য ধোবী ও বার-সাবান প্রস্তুত-প্রণালী); Government of Burma—২০। Season and Crop Report of Burma for the year ending 30th June 1928, ২১। Report of the Police Supply and Clothing Dept. 1927-28; Government of Madras—২২।২৩।২৪। A Triennial Catalogue of MSS., for the Govt. Oriental MSS. Librrary, Madras, Vol. IV, pt. 1, Sanskrit A, B and C; Smithsonian Institution—২৫। Yaksas, ২৬। Charles Doolittle Walcot, ২৭। The Legs and Leg-bearing Segments of Some Primitive Arthropod Groups with Notes on Leg-Segmentations in the Arachnion; Messrs. Mears and Caldwell, London—২৮। The Care of Infants in India; W. T. Halai, Esq—২৯। Foreward to the Third Annual Report of Sri Mahajana Association Ltd., 1928; মহামহোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—৩০। Presidential Address of the Anthropology Section of the Fifth Oriental Conference, Lahore, 1928, ৩১। Presidential Address (Sanskrit Culture in Modern India).

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৩এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পি-এচ্ ডি মহাশয়-লিখিত "বার্ত্তা" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্য প্রবন্ধপাঠক শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি মহাশয় বিশেষ অসুবিধার জন্য সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য কাহারও উপর ভার অর্পণ করেন নাই। অন্য কোন অনভিজ্ঞ পাঠক দ্বারা তাঁহার এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি পঠিত হইলে, তাঁহার প্রতি অমর্য্যাদা ও অবিচার করা যাইবে। প্রবন্ধটি ইতিপূর্ব্বেই পরিষদের ইতিহাস-শাখা কর্ত্তৃক আলোচিত ও অনুমোদিত হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে, ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই হেতু ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় পরিষদের ছাত্রসভ্য মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি এ মহাশয়ের মুরশিদাবাদ গীতগ্রামে সংগৃহীত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা ও মৃন্ময়-মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রদর্শনের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, সংগ্রাহক মহাশয় গত পূজার পূর্ব্বে এক মাসিক অধিবেশনে এইরূপ কতকগুলি দ্রব্য গীতগ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। সেই দ্রব্যগুলির অধিকাংশের চিত্র সহ তাহার বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। অদ্যকার দ্রব্যগুলির মধ্যে

পূর্ব্বের স্থায় খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মুদ্রা রহিয়াছে। মাটির পুতুলগুলিতে প্রাচীন যুগের অলঙ্কারাদির চিত্র ও চুল বাঁধিবার চিত্র পাওয়া যায়। যে স্থান হইতে এই সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রাহক পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

সভাপতি মহাশয় মোল্লা রবীউদ্দিন আহমদকে ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহার পূর্ব্বপ্রদর্শিত দ্রব্যগুলির বিবরণ পূর্ব্বোক্ত পত্রিকা হইতে পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং সেগুলির বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, গীতগ্রামের যে স্থান হইতে এই সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থান খনন করিয়া দেখিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এই বিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল মহাশয় অবিলম্বে এই স্থান খননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গীতগ্রামে অনুসন্ধানের জন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় যাইবেন, স্থির হইয়াছে। আশা করি, পরিষদের এই উৎসাহী ছাত্রসভ্যের চেষ্টায় তাঁহার গ্রাম হইতে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীমান্ রবীউদ্দিনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি ও পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ এম এ, সরোজনলিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির, ৪৫ বেণেটোলা লেন; ২। মৌলভী জাহেদুল হক্, ২৪-বি বুদ্ধু ওস্তাগর লেন; ৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান কাব্যতীর্থ তত্ত্বনিধি সরস্বতী, সাধনপুর, চট্টগ্রাম।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, পুস্তক ১। পৃথ্বীরাজ, শ্রীযুক্ত মঙ্গলপ্রসাদ রায় চৌধুরী—২। শাকুনশাস্ত্রে টিক্‌টিকি; Smithsonian Institution—৩। Forty-second Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1924-25, ৪। Cambrian Fossils from Mohave Desert.

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ও হিতৈষী সভ্য, কার্য্য-নির্ব্বাহক, সমিতির সভ্য, গ্রন্থাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক ও হিসাব-পরীক্ষক এবং প্রবীণ সাহিত্যসেবী বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"আজ আমরা স্বর্গীয় বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশার্থ সমবেত হইয়াছি। আমরা যখন বাল্যকালে স্কুলে পড়ি, তখন হইতে তাঁহার সহিত আমার বিশেষরূপ জানাশুনা ছিল। তাঁহার ছোট ভাই শূলপাণি আমার সহাধ্যায়ী ছিল। সেই সূত্রে ৫০ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে আমি জানি। আমরা ছাত্রজীবনে ভাষা চর্চ্চা ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার জন্য সভাসমিতি করিতাম। তিনি সেই সকল সভায় বক্তৃতা করিতেন। সেই সভার নাম ছিল ভ্রাতৃসম্মিলনী। আমাদের পাড়ার জ্ঞানদীপিকা লাইব্রেরীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। লাইব্রেরী যেখানেই হউক, তিনি তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি তাঁহার পাড়ায় শিকদারবাগান বান্ধব লাইব্রেরী স্থাপন করেন। নিয়তই তিনি সেই লাইব্রেরীর জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সে কালে 'দারোগার দপ্তর'. এক অতি সুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা ছিল। তিনি তাহার পরিচালনা করিতেন ও নিজেও তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। আমাদের এই পরিষদের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি নানা ভাবে ইহার গঠনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন যেখানে হইয়াছে, তিনি উপস্থিত হইয়া সাহিত্যিকগণের সহিত মেলামেশা করিতেন। পরিষৎ তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে পিতৃব্য বলিয়াই জানিতাম। তিনি সার্থকনামা ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যানন্দ উপাধি সার্থক হইয়াছিল। সাহিত্যের সাধনাতে তিনি চিরদিনই মগ্ন ছিলেন। নানা অভাব অভিযোগের মধ্যে সাহিত্য-সাধনা তাঁহার জীবনকে রসাল করিয়াছিল। লাইব্রেরী স্থাপন ও তাহার জন্য পরিশ্রম করা তাঁহার জীবনের একটা লক্ষ্য ছিল। লাইব্রেরী যে একটা প্রীতির জায়গা, তাহা তিনি বুঝিতেন ও পাঁচ জনকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। অনেক সাহিত্যিককে তিনি এই সূত্রে সমবেত করিয়া সাহিত্যিক মজলিস গড়িয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার আদর্শের বাণী-মন্দির এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হইয়াছে তখন তিনি তাঁহার বান্ধব লাইব্রেরী পরিষৎকে দান করেন। সৎসাহিত্য প্রচার তাঁহার অন্যতম কাজ ছিল। তিনি ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিলিয়া 'দারোগার দপ্তর' বাহির করেন, পরে

স্বর্গীয় ক্ষীরোদবাবুর 'অলৌকিক রহস্য' নামক সাময়িক পত্রের ভার গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পরিচালনায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মেই তাঁহার আনন্দ। যেখানে যেখানে সাহিত্য-সম্মিলন, বাণীনাথ সেইখানেই উপস্থিত। সাহিত্যিকগণের পরস্পর মিলনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। তিনি নীরব ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন। এমনই চরিত্রের লোক ছিলেন ব্যোমকেশবাবু।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই পরিষৎ গঠনে আমরা অনেক ধনী ও বড় লোকের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু ইহার দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার জন্য ও ইহাকে জীবিত রাখিবার জন্য যে কয়জন কর্ম্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণের নিকট তত পরিচিত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা না থাকিলে যে, আমরা এই অনুষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতাম না, তাহা নিশ্চিত। এই সকল কর্ম্মীর মধ্যে বাণীবাবু শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ধনে বা মানে বড় ছিলেন না। কিন্তু যাঁহারা জানেন, তিনি কত বড় নিঃস্বার্থ ছিলেন, এবং তাঁহার মধ্যে এমন জিনিষ ছিল, যাহা বড় লোকের ধন-বিত্তের অপেক্ষা কত বড়, তাঁহারা গুণমুগ্ধ না হইয়া পারেন না। বাণীবাবু এই শ্রেণীর লোক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবুর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অবিচলিত ভালবাসা ও টান ছিল। সাহিত্যের আলোচনা-ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া তিনি যে অপার আনন্দ পাইতেন, তাহার তুলনা নাই। এ পর্য্যন্ত ১৭টি সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, তিনি ষোলটিতে উপস্থিত ছিলেন। সুদূর মুন্সীগঞ্জে তিনি নিজে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ছোট বড় সকল সাহিত্যিকেরই সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল তাঁহাকে 'সাহিত্যানন্দ' উপাধি দান করিয়া যোগ্য পাত্রেরই সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন, আমার শৈশবের যে সব বন্ধু ছিলেন, তার মধ্যে বাণী একজন। শিকদারবাগান তখন একটি পল্লীগ্রাম ছিল। সেখানে সেই পাড়াগাঁয়ে তিনি লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া জনসাধারণের শিক্ষা ও সাহিত্যালোচনার অবসর দিয়াছিলেন। তিনি নীরবকর্ম্মী ছিলেন। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া লাইব্রেরীর জন্য বই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি জানি, অনেকে বই চুরি করিয়া লাইব্রেরী করে। বাণীনাথ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি গরীব ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাধু ও সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে অনেকের সুশিক্ষা হয়।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, ৺বাণীনাথবাবু আমার পিতৃবন্ধু, পিতৃতুল্য ছিলেন। তাঁহার কথা বলিতে হইলে বাণীনাথ ও দারিদ্র্য এক সঙ্গে মনে আসে। বড়াল কবি ব'লেছেন, "সে এক দরিদ্র কবি"…"সে এক দরিদ্র সুখী।" বাণীনাথ ছিলেন তাহাই। দরিদ্র হইলেও তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠিন। তাঁহার বিবেকে যাহা বাধিত, তাহা তিনি করিতেন না। তাঁহার মত বীর খুব কমই দেখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় বাণীবাবুর বিষয়ে তাঁহার লিখিত বিবরণ

পাঠ করেন। এই বিবরণে তিনি স্বর্গীয় বাণীবাবুর সাহিত্যালোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু অবজ্ঞা কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না। তিনি খ্যাতি ও যশের জন্য কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার মত নীরব কর্ম্ম-চেষ্টা দেশ হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। তাঁহার জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল যে, তাঁহার জাতীয় (তন্তুবায়) সকল শ্রেণীর লোককে এক করা। ৪১ বৎসর আগে তিনি এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত বৎসর আমাদের জাতীয় মহাসভার সভাপতি-পদে তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশা সফল হইয়াছে। সেই সভা এখনও জীবিত আছে। তাঁহার আদর্শ—জীবনে সত্যভাবে আপনার জাতিকে ভালবাসিয়া যাহা করিয়াছি—কর্ত্তব্যের শেষ অবদানটুকু দিয়া জাতিকে উন্নতির পথে তুলিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছি—ইহাতেই আমি ধন্য। এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার ন্যায় নীরব সাধকের চরণে মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়ে। তিনি দেবচরিত্রের লোক ছিলেন। ঘড়ির কাঁটার মত তিনি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি শাস্ত্রদ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। তিনি তন্তুবায় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "তাঁতিকে স্বর্গে নিয়ে গেলেও তার তাঁত বোনা যাবে না।" প্রকৃতই তাই, তিনি যে ভাবে সাহিত্য বুনে গেছেন—সে বোনা আর কেউ বুনতে পারবে না।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, তাঁহার সহিত বহু দিনের পরিচয়ে তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতি দেখে চমৎকৃত হ'য়েছি। তাঁহার সাংসারিক অবস্থায় অনেকে দুঃখ করেছেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা অমন না হ'লে আমরা বাণীনাথকে পেতাম না। তিনি যে কাজের জন্য এ জগতে এসেছিলেন, তা' তাঁর নামেই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন বড় কর্ম্মী ছিলেন। পুস্তকালয়-প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এত দৈন্য, এত অভাব, তার মধ্যেও তিনি অত বড় 'বান্ধব লাইব্রেরী' করিয়া গিয়াছিলেন। দৈন্যকে বড় করে তিনি কাজকে ছোট মনে করিতেন না। তাঁর পক্ষে adversity first, adversity second, adversity always; তাঁহার অভাব আমরা অত্যন্ত বুঝতে পারছি। পরিষদের প্রথম অবস্থার সহিত আমি পরিচিত। তিনি তখনকার একজন বড় কর্ম্মী। তাঁর মত লোক না থাকলে এমন পরিষৎ পেতাম না। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু আমার অগ্রজতুল্য। তাঁহার সম্বন্ধে দারিদ্র্যের কথা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যদি দরিদ্র, তবে বাঙ্গালা দেশের শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র। কোন সৎকাজ করিতে হইলে যেমন ধনবল আবশ্যক, তেমনি লোকবল আবশ্যক। পরিষৎ গঠনে যেমন লালগোলা ও কাশিমবাজারের মহারাজের আবশ্যক হইয়াছে, তেমনি ব্যোমকেশ মুস্তফী, বাণীনাথ নন্দী প্রভৃতি কর্ম্মীরও প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সার্থক। দারোগার দপ্তরে তিনি সাহিত্য-সেবার পরিচয় ও ভাষার শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনের বল অত্যধিক ছিল। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অনুরাগ, ভালবাসা, প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত খাটিতেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু সন্তোষপূর্ণ হৃদয়ে সাহিত্যিক কাজ করিতেন। তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সুধী ছিলেন। তাঁহার কোন শত্রু ছিল না। তাঁহার মন ক্ষমায় পূর্ণ ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল,—

প্রথম প্রস্তাব—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ও হিতৈষী সদস্য, ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, হিসাব-রক্ষক বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন। গত ৩১ বৎসর কাল তিনি নানা ভাবে নিষ্ঠার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া, ইহার উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষা ও পুস্তকালয় স্থাপন দ্বারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রচার-কার্য্যে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গ-সাহিত্য এবং বঙ্গ-ভাষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে ঐ মন্তব্যের প্রতিলিপি স্বর্গীয় বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর স্বর্গীয় বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই পৌষ ১৩৩৫, ২৯এ ডিসেম্বর ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক "গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস-সি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

দ্বারবঙ্গের রাজ-লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয় "গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থাগারের উপযোগিতা, গ্রন্থনির্ব্বাচন,

শ্রেণী-বিভাগ এবং বই বাঁধান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকায়, বরোদা-রাজ্যে ও দ্বারবঙ্গ রাজলাইব্রেরীতে কি ভাবে কার্য্য হয়, তাহা জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, লাইব্রেরীর পাঠকগণের জ্ঞান-বৃদ্ধির ব্যবস্থা লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২১এ পৌষ ১৩৩৫, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৯, শনিবার, সন্ধ্যা ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক "রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ" প্রবন্ধ পাঠ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের নিকট সত্যনারায়ণের ইতিবৃত্ত পাইবার আশা করিয়াছিলাম। তাহা না পাইলেও প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। কেদারবদরীনাথে সত্যনারায়ণ আছেন। নবাবী আমলে সত্যপীরের আবির্ভাব হয়। সত্যপীরের শক্তি লোকে অনুভব করিলে তিনি সত্যনারায়ণের সহিত মিশিয়া যান। কি ভাবে উভয়ের মিলন হইয়াছিল, তাহা আলোচনাসাপেক্ষ। বোধ হয়, মেয়েদের দ্বারা প্রচলিত হইয়া সত্যপীর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সত্যনারায়ণরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এল্ মহাশয় বলিলেন, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে 'সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম, তাহার সন্ধান এখন পাইলাম না। বটতলাতে সত্যপীরের পাঁচালি ও সত্যনারায়ণ ব্রতকথা অনেক পাওয়া যায়। পরিষৎ একখানি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর আলোচ্য পুথির ভাষা অন্যরূপ। বর্দ্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে পৃথক্ পৃথক্ পুথি দেখিয়া সত্যনারায়ণের কথা বলা হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, সত্যনারায়ণ কি করিয়া সত্যপীর হইলেন, তাহার বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। একটা সময় আসিয়াছিল, যখন হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্লাম ধর্ম্ম মিশিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। ১৫শ।১৬শ শতাব্দীতে নানক, কবীর, মহাপ্রভু—

ইঁহারা ধর্ম্মকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামেশ্বরের ভাষা প্রাচীন। ৫০ বৎসর আগেও শিক্ষিত লোকে ফারসী শিখিত। তাঁহারা দুইটি ধর্ম্মের সার মর্ম্ম এইরূপে উভয় ভাষায় প্রচার করিতেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে যে উপাখ্যান আছে, তাহা ও বাঙ্গালাতে সত্যনারায়ণের যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা প্রায়ই এক। তবে ব্রাহ্মণ স্থলে ফকীর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, আমাদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাচীন যুগ হইতে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই ধর্ম্মের একটা প্রকাণ্ড power of assimilation আছে। আমরা যাহাদের অনার্য্য বলি, তাহারা কি রকম করিয়া আমাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে? বৈদিক ঋষিরাও সেই ভাবে ভাবিত ছিলেন। অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহা অন্য ধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করে না। তাহার সার নিজধর্ম্মে আত্মসাৎ করে। এক্ষণে যতগুলি সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিলে বঙ্গীয় ধর্ম্মের একটা ধারাবাহিক অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যাইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৭ই মাঘ ১৩৩১, ২০এ জানুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের গুণাবলীর আলোচনা করিয়া শেষ করা যায় না। মোটামুটি তিনি সকল লোকহিতকর, স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির জন্য যে সকল কাজ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনটি বিষয় আজ উল্লেখ করিব। প্রথম, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে

হইলে নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, তাহা সকলেই জানেন। এ বিষয় পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবর্গ সে আবেদন-নিবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। স্যর আশুতোষের চেষ্টায় বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার এ দানের মূল্য নাই। তাঁহার দ্বিতীয় দান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থাপন। পূর্ব্বে ছাত্রগণের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কার্য্য পরিচালন বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। তিনি এই বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ছাত্রগণ আজকাল কত নূতন নূতন গবেষণা করিয়া জগতের মধ্যে বাঙ্গালীর নাম প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশের মধ্যে যে প্রতিভা আছে, তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার তৃতীয় দান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের হস্ত হইতে মুক্তিদান। বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিতগণের সভা, এখানে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রভাব বা অর্থের প্রভাব থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকুশলতা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গবেষণার প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ, স্কলারশিপ সৃষ্টি, বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া, তাহাদের জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করিতে ও সেই জ্ঞান দেশে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সভার কার্য্য-পরিচালনে অপরিসীম ক্ষমতা লোককে স্তম্ভিত করিত। তিনি জগদ্বাসীদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে পারিয়া পরিষৎ ধন্য ও সম্মানিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন, দুঃখের বিষয়, তিনি অনেকের কাছে 'বেঙ্গল টাইগার'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আমরা বলি, তিনি বিরাট্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জ্যোতিঃ বঙ্গের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, দেশের উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। যে বঙ্গভাষা জননী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের দ্বারে ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাকে তিনি সাদরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। এ কথা মনে হইলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁহার চরণে মস্তক স্বতঃই নত হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, তিনি যে বিরাট্ পুরুষ ছিলেন, তার প্রমাণের আবশ্যক নাই। ভারতে তাঁকে জানে না, এমন প্রাণী ত দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন বিভাগ ছিল না বা নাই, যাহা তাঁর আলোকে আলোকিত না হইয়াছে। তিনি মাতৃ-মন্দির (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) শোভাময় ও ভক্তের চিত্তাকর্ষক করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাকে এমন স্থান দিতে হইবে, যাহাতে বিদেশীরা বঙ্গভাষা শিখিতে বাধ্য হইবে।

রেভারেণ্ড এ দন্তাইন্ (Rev. A. Dontain) মহাশয় বলিলেন যে, আমি বাঙ্গালী জাতির অপমান করিতে চাহি না। তবে আমি দেখেছি যে, অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী ও ছাত্রগণ সাহেবদের কার্য্যের সমালোচনা করিতে কিংবা কোনরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, অথচ কোন কাজ বা প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন না। কিন্তু স্যর আশুতোষকে দেখিয়া আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, দেশে একজন প্রকৃত বীর পুরুষ আসিয়াছেন। তিনি সভা-সমিতিতে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন নাই, অথচ ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত নানা বাধা-

বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। ছাত্রগণকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া দেশোদ্ধারের জন্য নিজ নিজ শক্তির ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। তিনি বেশ জানিতেন, বক্তৃতার দ্বারা দেশোদ্ধার হয় না, কাজের দ্বারাই অভীষ্ট ফল লাভ হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন, স্যর আশুতোষের কার্য্য করিবার ক্ষমতা অতুলনীয়। স্বর্গীয় সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি সিনেটের অধিবেশনে কি রকম শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতেন। আমাদের এই পরিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল; তাহার নিদর্শন এই যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিণী পদক' ও 'কমলা লেক্‌চারশিপ কমিটি'তে পরিষদের প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, প্রাতঃস্মরণীয় স্যর আশুতোষ বাঙ্গালীদের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—আশুতোষ, তাহা সার্থক হইয়াছিল। ভগবানের কাছে যেমন সকলেই সমান—আশুতোষ তেমনই সকলকে সমান দেখিতেন—আচণ্ডালকে সমানে কোল দিতেন। তাঁহার কি এক মোহিনী শক্তি ছিল—তিনি তাঁহার কর্ম্মীদের মধ্যে যে শক্তির সঞ্চার করিতেন, তাহা অপূর্ব্ব। তাঁর মধ্যে যে প্রেম ছিল, তাহার দ্বারা সকলকেই আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন—আমাদের আশুতোষও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইলাম।

ডাঃ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল মহাশয় বলিলেন, আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। তিনি বঙ্গের গৌরব। আমার মনে হয়, তিনি যে পথে চলিয়াছিলেন, তাঁহার মত শক্তিশালী লোক ভিন্ন অন্যের পক্ষে সে পথে চলা অসম্ভব। আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে হইলে তাঁহার কাজ যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, স্যর আশুতোষের মত বঙ্গদেশের ইতিহাসে এত বড় লোক জন্মেন নাই। বঙ্গদেশের বহু যুগের অভাব তিনি পূরণ করেছিলেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ আজ মুহ্যমান। বঙ্কিমের মত তিনিও চাহিয়াছিলেন, "মায়ের প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" আজ বাঙ্গালীকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, সকল জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সেই জাতির জ্ঞান-চর্চ্চার উপর নির্ভর করে। স্যর আশুতোষ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য দেশ-বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া, তাহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বিদেশ হইতে পণ্ডিত আনাইয়া এখানে শিক্ষা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে নালন্দা ও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করিয়া যাইত। তিনি এই আদর্শ ভুলেন নাই। তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ছিলেন—বাঙ্গালী কেন, তাঁহার মত ভারতবাসী খুব কমই দেখিয়াছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, স্যর আশুতোষের স্মৃতি-রক্ষার দিবসে তাঁহার জীবনী বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই। এই ক্ষুদ্র তৈলচিত্র

প্রতিষ্ঠা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল কি না, তাহা জানি না। তাঁহার নামে 'আশুতোষ কলেজ' আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে, নানা স্থানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ তৈলচিত্রও আছে। তবে পরিষদের সহিত সম্বন্ধ বিবেচনা করিলে আগেই এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার যে ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। কিন্তু তাই বলিয়া পরিষৎ এই জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ মূল্য আছে—তাহা ভুলিলে চলিবে না। তিনি সেই চেষ্টা ফলবতী করিয়া পরিষদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন—এই জন্য পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক ব্যাপারেই পরিষদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে, কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষা-সভার সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্পাদন করিয়া পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং আদি-পর্ব্বের খানিকটা প্রকাশও করিয়াছিলেন। আজ আমরা পরিষদের এই হলে যে মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছি, লালগোলার মহারাজ বাহাদুর তাহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই হল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া বঙ্গবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আজ সভাস্থলে তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় উপস্থিত আছেন। পরিষদের প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে বঙ্গভাষায় 'যজ্ঞকথা' বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি। স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা প্রচলন সম্বন্ধে সেই ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। স্যর আশুতোষের বাঙ্গালা প্রচলনের ফলে আজ আমরা রেভারেণ্ড দস্তাইন সাহেবের মুখে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনিতে পাইলাম। আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করি যে, বঙ্গভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা কহিব না, তবে অনেক বিদেশীয়কে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে এবং তাহা হইলেই স্যর আশুতোষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। তাঁহার স্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি স্যর আশুতোষের সহিত এক সঙ্গে বহুদিন কাজ করিয়াছেন,—এই জন্য তিনি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানেন। তৎপরে তিনি জানাইলেন, অস্তকার চিত্রখানি শিল্পী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীধন চন্দ্র মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৪ই মাঘ ১৩৩৫, ২৭এ জানুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, (২) সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, (৩) পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, (৪) চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম্ এ মহাশয়ের তৈলচিত্র, (৫) শোক-প্রকাশ—(ক) কবি রসময় লাহা, (খ) নিতাইচরণ রায়, (গ) গৌরচন্দ্র রায়, (ঘ) কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে, (৬) প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, পি-এইচ ডি মহাশয়-লিখিত "কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কাল-নির্ণয়" এবং (খ) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্ মহাশয়-লিখিত "বাসুদেব ঘোষের অপ্রকাশিত পদাবলী" নামক প্রবন্ধদ্বয়, (৭) বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) গত ষষ্ঠ ও সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

(২) ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(৩) খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(৪) স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ মহাশয়ের বন্ধু ও ভক্তগণ জানাইয়াছেন যে, অদ্যকার অধিবেশনে তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠা স্থগিত রাখিয়া, আগামী রবিবার ২১এ মাঘ বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্র-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। তদনুসারে অদ্য এই চিত্র-প্রতিষ্ঠা স্থগিত রহিল।

(৫) শোকপ্রকাশ—(ক) সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় কবি রসময় লাহা মহাশয় বর্ত্তমান কবিগণের মধ্যে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি মার্জ্জিত ভাষায় লিখিত এবং সেগুলি সাধারণের বিশেষ আদরণীয় ছিল। তিনি কোন উচ্চশ্রেণীর কাব্য না লিখিলেও তাঁহার ছোট ছোট গীতিকবিতা ও শিশুপাঠ্য কবিতাগুলি বিশেষ মনোরম ও চিত্তাকর্ষক।

তৎপরে তিনি পরিষদের প্রাচীন সদস্য (খ) নিতাইচরণ রায়, (গ) গৌরচন্দ্র রায়, (ঘ) কুঞ্জ-বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমন সংবাদ জানাইলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(৬) (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয়-লিখিত "কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কাল-নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। তখন আলোচনার সুবিধা হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল মহাশয়-লিখিত "বাসুদেব ঘোষের অপ্রকাশিত পদবলী" প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

(৭) আয়-ব্যয়-সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইল।

ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দাস, ৩২ তেলিপাড়া লেন; ২। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেন, ১৪ হালসীবাগান রোড; ৩। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ, লালবাজার, বাঁকুড়া; ৪। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় বি এ, ৫৫।১ বি বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট; ৫। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, ৯৫ গ্রে ষ্ট্রীট; ৬। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার, চক-বাজার, কোচবিহার; ৭। শ্রীযুক্ত মুক্তিনাথ সরকার, মহাজনপটী, কোচবিহার; ৮। শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, পাইকরা, বকুলতলা, যশোহর; ৯। শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মজুমদার বি এ, বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার; ১০। শ্রীযুক্ত সূর্য্যপ্রসাদ মহাজন, সম্পাদক—মন্নুলাল পাব্লিক লাইব্রেরী, গয়া; ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম এ, পি এইচ ডি, হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া; ১২। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, মাজু, হাওড়া।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, পুস্তক—১। গৌরাঙ্গ-লীলা; শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—২। মণিহরণ কাব্য (গুণরাজ খাঁ-কৃত); শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর দত্ত—৩। সুধীরা-শিবরাণী-স্মৃতি, ৪। Late Babu Girish Chandra Ghosh; শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাশগুপ্ত—৫। সুভদ্রা; গোবিন্দ-ভবন কার্য্যালয়—৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকা সূক্ষ্ম বিষয়, ৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকো প্রধান বিষয়োকে অনুক্রমণিকা, ৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পদচ্ছেদ-অন্বয়, সাধারণ ভাষাটীকাসহিত, ৯। ঐ বঙ্গানুবাদ, ১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, ১১। ঐ ২য় অধ্যায়, সাধারণ ভাষাটীকা সহিত, ১২। ঐ মূল, ১৩। ঐ মূল (ক্ষুদ্র সংস্করণ), ১৪। গীতোক্ত সাংখ্যযোগ আউর নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, ১৫। মনু-স্মৃতি, দুসরা অধ্যায় (ভাষাটীকা), ১৬। অথ সন্ধ্যাপ্রারম্ভঃ, ১৭। ত্যাগসে ভগবান্ প্রাপ্তি, ১৮। ধর্ম্মকথা হৈ, ১৯। দিব্য সন্দেশ (হিন্দী), ২০। ঐ (বাঙ্গালা), ২১। গজল গীতা, ২২। প্রশ্নোত্তরী, ২৩। শ্রীপাতঞ্জল-যোগদর্শনম্ (মূল), ২৪। Devine Message; Government of India—২৫। Proceedings of Meetings of the Indian Historical Records

Commission, Vol. X. Tenth Meeting held at Rangoon, 1927, Government of Bengal—২৬। Bulletin No. 41—The Refining of Ghee; Smithsonian Institution—২৭। Drawings by Jacques Lemoyne De Morgues of Saturiona, A Zimucua Chief in Florida, 1564, ২৮। Mexican Mosses collected by Brother Arsene Bronard—II, ২৯। Notes on the Buffalo-Head Dance of the Thunder Gens of the Fox Indians; Calcutta University, Students Welfare Scheme—৩০। Report of the Students' Welfare Scheme (Health Examination Section) for the year 1927; শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—৩১। Joseph Wilmot, ৩২। The Empress Eugenie's Boudoir, Parts I & II, ৩৩। Agnes, ৩৪। Life and Adventures of Nicholas Nickleby, ৩৫। Rienzi, ৩৬। The Pickwick Club, ৩৭। The Antiquary, ৩৮। Red-Gaunlet.

নবম বিশেষ অধিবেশন

২১এ মাঘ ১৩৩৫, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ মহাশয় "দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের একতারা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষমতা জানাইয়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাহা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় "একতারার কবি" নামক কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "মরণ-স্মৃতি" নামক কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত কিরণ রায় মহাশয় "কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, এরূপ স্মৃতি-সভায় এসে মনে হয়—'পাছে এল, আগে গেল, আমি রইনু পড়ে।' দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ আমার চেয়ে অনেক ছোট। সে আমার কবিবন্ধু, সাহিত্যিকবন্ধু যাকে বলে, তাই ছিল—আর তাকে দেখতে পাব না, তাই তার চিত্রখানায় তার মুখটি দেখতে এসেছি। আমরা এক জেলার লোক। জমসেরপুরের বাগচীরা নদে জেলার শীর্ষস্থানীয়। অল্প কয়েক দিনের অসুখে ভুগে সে চলে গেল। তার

কবিতা বুঝতে পারতাম—অনেকের কবিতা বুঝতে পারি না, তাই এ কথা বল্লাম। তার গদ্যে সমালোচনা লেখার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল—মনে হ'ত, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা যেন পড়ছি। সে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাহিত্যরসিক ও সামাজিক লোক ছিল। এমনটি আর পাব না।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, অদ্যকার এই চিত্রখানি কবির সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। স্বর্গীয় কবিবরের স্মৃতিরক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনারায়ণবাবু এই সাহায্য করায় পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বেশী লেখেন নাই, তিনি পাঠক-সমাজ অপেক্ষা লেখক-সমাজেই বেশী পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হ'তে প্রায় সকল সাহিত্যিকেরই সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। আমার সবুজপত্রের ২।৩য় বর্ষে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। লোকে যাকে বলে Philosophic mind—তাঁর মনের গতিও সেইরূপ ছিল। তিনি যে সকল গদ্য প্রবন্ধ লিখতেন, তা' খুব ভালই হ'ত, তাতে দেখেছি, তাঁর চিন্তা করবার ক্ষমতা ছিল,অন্তর্দৃষ্টি ছিল। "একতারা" প্রথম বেরুলে সবুজপত্রে সমালোচনা বেরোয়। তাঁর নিজের একটা মত ছিল—আর সে মতে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন নাই,—তিনি চেষ্টা করলে বিপুল সাহিত্য রেখে যেতে পারতেন। পরিষৎ এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন, এতে বিশেষ আনন্দ পেলাম। আমরা উভয়ে একজাতি—আমাদের অন্য সামাজিক বিষয়েও তাঁহার সহিত আলাপ হইত—তিনি আমার নিকট সম্পর্কীয় ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৫, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।।০টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় কর্তৃক "অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী" বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ।

শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় তাঁহার "অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অক্ষর-সংখ্যা আগে, না দশমিক সংখ্যা আগে, তাহার মীমাংসা হওয়া দরকার। অক্ষর না পরিস্ফুট হইলে সংখ্যা ঠিক হয় না বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে আমরা প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের নিকট আরও কিছু শুনিতে চাই।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় বলিলেন যে, এ বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় আসে নাই—এখন মালমসলা সংগ্রহ করিতে হইবে। কোন একটা থিওরী (theory) এক দেশ হইতে অন্য দেশ লইবে, এ কথা বলা ঠিক নহে। মনোবৃত্তি সকলের এক নয়। আলোচনায় অন্য দেশকে খাট করার ভাব ও নিজের দেশকে বড় করার টান আসে সত্য—তাহা কিন্তু ঠিক নয়। আলোচনায় এই সকল অংশ বাদ দেওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত হেমবাবুর মন্তব্যের উত্তরে তিনি বলিলেন যে, আমাদের দেশে বড় লোক জন্মিলে বিলাতে তাঁহাকে বড় বলে মানে না। আর্য্যভটের মত পণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে কয় জন জন্মিয়াছে ? তাঁহাকেও তাহারা বড় বলে না। নিউটনকে তাহারা বড় বলে। বোধ হয়, মানসিক গঠনের তারতম্যবশতঃ এইরূপ মনোবৃত্তি হয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৫, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল মহাশয়-লিখিত "ময়মনসিংহ—কিশোরগঞ্জের গ্রাম্য সঙ্গীত" এবং (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-লিখিত "সারদা-মঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশ-পরিচয়" নামক প্রবন্ধদ্বয়, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ স্থগিত রহিল।

(২) ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(৩) খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্ মহাশয় "ময়মনসিংহ—কিশোরগঞ্জের গ্রাম্য সঙ্গীত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইল না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত শরৎবাবুকে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এম এ, ডি পি-এইচ, ৬ গুরুপ্রসাদ রায় লেন, হাটখোলা; ২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চাটার্জিপাড়া লেন, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া; ৩। শ্রীমতী সত্যবালা ঘোষ, ১১১ বি হরিপাল লেন; ৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল, জমিদার, ধরণী, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া; ৫। শ্রীযুক্ত গোলোকেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নেপুরা, মেদিনীপুর; ৬। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ পাঁড়ে, নেপুরা, মেদিনীপুর।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা – শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পুস্তক—১। বিবেকানন্দ-চরিত, ২। গীতা-তত্ত্ব, ৩। ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা, ৪। বাঙ্গালার বীর, ৫। নব্য চীন, ৬। ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ, ৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ৮। আয়ুষ্মতী; বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন—৯। জাগরণ ১ম সংখ্যা, বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন পত্রিকা ১ম সংখ্যা; বিদ্যাদিত্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—১০। ভূদেব-নির্ব্বাণ; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১১। মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার—১২। অনাগত, ১৩। ভ্রষ্টলগ্ন; শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন—১৪। ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ; Government of India—১৫। Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. LIII, 1928, ১৬। Annual Report of the Archæological Survey of India, 1925-26, ১৭। Memoirs

of the Archæological Survey of India, No. 36. [The Dolmens of the Pulney Hills] ; Curator, Baroda State Library—১৮। Baroda and its Libraries ; J. C. Franch, Esq.—১৯। Annual Bibliography of Indian Archæology for the year 1926. শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—২০। Charvaka Shasti ; Smithsonian Institution—২১। The Relations between the Smithsonion Institution and the Wright Brother, ২২। Opinions rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature, ২৩। No. 5 Pre-Devonion Paleozoic Formation of the Cordilleran Province of Canada.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২রা চৈত্র ১৩৩৫, ১৬ই মার্চ্চ ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত স্বর্গীয় স্বনাম-খ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা এবং তদুপলক্ষে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস বাহাদুর কর্তৃক প্রবন্ধ পাঠ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের নাম শুধু কলিকাতা বা বঙ্গদেশে নয়, ভারতে চিরপরিচিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি গবর্মেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গিয়াছেন। আজ ১০ বৎসর হইল, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। দেরীতে হইলেও আমরা এই পরিষদে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে পারিয়াছি। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গ-ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সহকর্ম্মীরা আজ অনেকেই আসিলেন না। কেবল শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও আমি—এই তিনজন মাত্র উপস্থিত। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, বাল্যকাল হইতেই আমি ডাঃ করকে বিশেষভাবে জানিতাম। তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি নিজে একবার পীড়িত হইয়া, স্বর্গীয় ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পরামর্শে বেলগেছেতে ডাঃ করের হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আশ্রয় গ্রহণ করি। তিনি আমার চিকিৎসার যথোচিত সুব্যবস্থা

করিয়াছিলেন ; সে সময়ে তাঁহার মহৎ ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার অনেক পুস্তক পড়িয়াছি। তিনি নাট্যরসিক ছিলেন, ছুরীর ভিতর যে এত রস থাকিতে পারে, তাহা এখন অনেকেই জানেন না।

ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি মহাশয় বলিলেন, আমি যদিও তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলাম না, তথাপি অনেক কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি পুস্তকাদি প্রণয়ন ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যে অত বড় ছিলেন ও প্রতিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী ছিলেন, তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া অন্য সকলকে কার্য্যক্ষেত্রে আগাইয়া দিতেন, অবশ্য তিনিই কার্য্য করিতেন। যে সকল ডাক্তারদের প্রসার-প্রতিপত্তি হয় নাই, এমন সব ডাক্তারদের আহ্বান করিয়া তিনি ছাত্রগণকে পড়াইবার ভার দিতেন—নিজের বিশিষ্ট অধ্যাপনার বিষয়েও সেই সব ডাক্তারদের পড়াইতে দিতেন। বিদেশী ভাষায় পড়াইলে যে ছেলেরা ভাল শিখে না, তাহা তিনি বিশেষভাবে বুঝিতেন। তাই ভাবিয়াই তিনি মাতৃ-ভাষায় চিকিৎসা বিষয়ে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এবং সেগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কত আগ্রহে কত শিক্ষার্থী তাহা পাঠ করিয়া উপকৃত হয়। তিনি আমার গুরুস্থানীয় ছিলেন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইবার অবকাশ পাইয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, আমি স্বর্গীয় ডাঃ কর মহাশয়ের প্রতিবাসী। তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতই স্নেহ করিতেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিলে লোকে মনে করিত, তাঁহার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিবে ; কিন্তু সেই স্নেহময় ভাব, দয়াপূর্ণ অন্তঃকরণ, গোপন দান, অপত্যনির্ব্বিশেষে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান ও ভালবাসা—সবই পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁহার পুত্র সন্তান নাই ; তাই তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেন যে, "আমি ম'লে পর দেখবে তোমার কত ছেলে"। বাস্তবিকই তাঁহার শবদেহ বহনের সময়কার দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিলেন, কত ছেলে তাঁহার আছে। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহারই মত দয়াবতী।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা চৈত্র ১৩৩৫, ১৮ই মার্চ্চ ১৯২৯, সোমবার, সন্ধ্যা ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সরস্বতী" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সরস্বতী" বিষয়ে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা দিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

৮ই চৈত্র ১৩৩৫, ২২এ মার্চ্চ ১৯২৯, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—'জড়ের উপাদান' বিষয়ে বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্-সি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্-সি মহাশয় "জড়ের উপাদান" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদ্বারা ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনদ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবুকে এই বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৫, ২রা এপ্রিল ১৯২৯, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ব্যোমকেশবাবু পরিষদের প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তিনি সকলকেই পরিষদের কার্য্যে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেন। যত দিন পরিষৎ থাকিবে, তত দিন তাঁহার স্মৃতি জীবন্তভাবে থাকিয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয়ের "ব্যোমকেশ-স্মরণে" নামক কবিতা পাঠ করেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতৃগণের আন্তরিকতা, উদ্যম ও অধ্যবসায় না থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। মূলে ২।৪ জন কর্ম্মীই থাকেন—তাঁদের সঙ্গে অনেকে থাকিতে পারেন। পরিষদের গোড়ায় এরূপ ২।৪ জন আত্মত্যাগী কর্ম্মী ছিলেন। ব্যোমকেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই জন্যই আজ পরিষৎ বাঙ্গালীর গৌরব-স্তম্ভরূপে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সদস্যগণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্যবশতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন শোভাবাজার রাজবাটী হইতে স্থানান্তরিত হয়, তখন পরিষদের কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষী সদস্য—যাঁহারা পরিষৎকে স্থানান্তরে লইয়া যান, তাঁহাদের মতের সহিত আমারও মতের মিল হয় নাই—বরং তাঁদের কাজে আমি বাধা দিয়াছিলাম। যাঁহারা রাজবাটীর দলের মধ্যে ছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম—আমরা "সাহিত্য-সভা" নাম দিয়া নূতন সভা স্থাপন করিয়া বহু দিন কার্য্য চালাইয়াছিলাম। কালে সেই সাহিত্য-সভার লোপ হইয়াছে। সেখানকার পুস্তকাগারের পুস্তকগুলি সম্প্রতি আমারই চেষ্টায় এই পরিষদে রক্ষিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা উক্ত সাহিত্য-সভার প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের এবং সাহিত্য-সভার নাম বজায় থাকিবে। আমি এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমরা পরিষৎকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবে যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহা উচিত হয় নাই। স্থানান্তরিত হওয়ায় পরিষদের পক্ষে ভালই হইয়াছে,—দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, ভাষার পক্ষে যে সকল সদস্য পরিষৎকে স্থানান্তরিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, আজ আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। হয় ত রাজবাটীতে থাকিলে পরিষদের এই রূপ দেখিতে পাইতাম না। সেই সকল কর্ম্মীর মধ্যে ব্যোমকেশ একজন ছিলেন। ব্যোমকেশের কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, কোন অনুষ্ঠান স্থাপনা করিতে বা তাহাকে

চালাইতে হইলে প্রাণ-শক্তির প্রয়োজন। পরিষদের প্রথমাবস্থায় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা প্রাণ দিয়া ইহার গঠন-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু মূলে ব্যোমকেশ বাবুর ন্যায় কর্ম্মীরা তাঁহাদিগকে কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেন,—তাঁহাদিগকে অগ্রণী করিয়া কাজ করিতেন, তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রই ছিল এই পরিষৎ। পরিষৎকে বাঁচাইতে হইলে অর্থবল ও লোকবলের প্রয়োজন—তাহা তিনি বুঝিতেন। নেতারা আদর্শ খাড়া করিতেন, কিন্তু সে আদর্শানুযায়ী কাজ করিতেন ব্যোমকেশবাবু। আমার পিতৃদেবের নিকট হইতে প্রাচীন আর্য্যদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি পরিষদের জন্য গ্রহণ করেন। আমিও পরিষদের প্রথম বৎসর হইতে সদস্য। আমি দেখিয়াছি যে, তিনি যদি অবকাশ পাইতেন, তবে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইতে পারিতেন। এক দিকে জীবনোপায়, অন্য দিকে এই পরিষদের পরিচালন—এই দুই কাজেই তিনি অবকাশ পান নাই, তাঁহার সাহিত্যিক প্রাণ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয় নাই। অবকাশ পাইলে তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেক কিছু দিয়া যাইতে পারিতেন। পরিষৎ তাঁহাকে সে অবকাশ দেন নাই।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ব্যোমকেশ দাদার কার্য্যে আসক্তি, কর্ম্মপ্রবণতা, কর্ম্মকুশলতার উৎস কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের নিকট হইতেই তিনি এই সকল সদ্‌গুণ পাইয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর হাস্যার্ণব ছিলেন—ব্যোমকেশ দাদা চিরহাস্যময়। অর্দ্ধেন্দুশেখর যেমন শ্রেষ্ঠ অভিনয়-শিক্ষক, তিনি তেমনি সাধারণকে সাহিত্যিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। পিতা নাট্যৈকব্রত ছিলেন, পুত্র পরিষদ্‌গতপ্রাণ ছিলেন। পিতা-পুত্রে ফকীর হইয়াও আমীরের মত হৃদয়বান্ ছিলেন। তিনি মূর্খকে সাহিত্য-সেবা ও পরিষৎ-সেবাব্রতে দীক্ষা দিতেন। সাহিত্যের ও সাহিত্য-সম্মিলনের প্রচার এখন তেমন হয় না। কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার আগে তিনি সকলকে সম্মিলনের সংবাদ দিতেন। ফলে, সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের সমাবেশ ভালই হইত। কিন্তু এমন আর সেরূপটি হয় না। তিনি অফুরন্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবু আমাদের পল্লীবাসী ছিলেন। পরিষদের সেবাব্রত গ্রহণের আগে তিনি একজন সাহিত্যপ্রেমিক ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। মাসিক পত্রিকাদিতে ও বিশ্বকোষ-সঙ্কলনে তাহার প্রচুর নিদর্শন পাইয়াছি। তিনি সামান্য ব্যক্তি হইলেও তাঁহার প্রাণ ছিল অসামান্য এবং তাহার বলেই এই পরিষৎরূপ মহীরুহ খাড়া করিতে পারিয়াছিলেন। অনেককে সাহিত্য-সেবায় ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রেমিক ছিলেন—অতি সহজেই পরকে আপনার করিতে পারিতেন। তাঁহার হৃদয় শতদল পদ্মের মত বিকশিত ছিল। তিনি অনেক তথাকথিক সাহিত্যিক অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, আমরা একসঙ্গে এই পরিষদের সেবা বহু দিন করিয়াছি। তাঁহার কথা বলিতে হইলে নিজের অনেক কথা আসিয়া পড়ে। তাঁহাকে কনিষ্ঠের মতই জানিতাম। তিনি আপনভোলা ছিলেন। তাঁহার অভাব দেশের ও পরিষদের পক্ষে দিন দিনই অনুভূত হইতেছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ একটা তৈয়ারী করা যায় না। ব্যোমকেশ একটা বিধির নির্দ্দিষ্ট দান—এই পরিষদের জন্য ও বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য একটা ব্যোমকেশের দরকার হইয়াছিল,—তাই বিধাতা তাঁকে এনে দিয়াছিলেন। রামেন্দ্র, যতীন্দ্র, হীরেন্দ্র প্রভৃতিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য ব্যোমকেশের দরকার ছিল। সে পেটের ধান্দার জন্য কোনই তোয়াক্কা রাখিত না—পরিষৎ হইলেই তাহার দিন কাটত ভাল। পরিষদের জন্য, সাহিত্যিকদের জন্য ও সাহিত্যিক সভা-সমিতির জন্য সে উন্মাদ ছিল। বিধাতার কাছে প্রার্থনা—আর একটা ব্যোমকেশ দাও ভগবান্।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৪এ চৈত্র ১৩৩৫, ৭ই এপ্রিল ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

শ্রীমন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ (ক) যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, (খ) যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল, এটর্ণি এবং (গ) যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত প্রাচীন মন্দিরযুক্ত প্রস্তরখণ্ড, সূর্য্যমূর্ত্তি এবং দশভুজামূর্ত্তি, (খ) শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল মহাশয়-প্রদত্ত মেনন্দর, আন্টিমেকাস ২য় ও সোটার মেগাস-এর মুদ্রা এবং (গ) শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ-প্রদত্ত কুজুল কদফিস্-এর মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ খাতায় লিখিত না হওয়ায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল এবং এগুলির উপহারদাতা

কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কান্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের চেষ্টায় এগুলি পাওয়া গিয়াছে।

খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকা ও মাসিক পত্রাদি উপহার পাওয়া গিয়াছে। উক্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম্ এ মহাশয় এ জন্য পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন। পুস্তকগুলি এখনও শ্রেণীভেদে সাজান হয় নাই বলিয়া এখনও তালিকা প্রস্তুত হয় নাই।

৪। শোক-প্রকাশ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় টালার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়-বংশের কৃতী সন্তান, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। কিন্তু বড় ছিলেন অন্য বিষয়ে, ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনা, অনুশীলন ও চর্চ্চায় তিনি বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্য প্রদেশেও বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গের গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে মহোদয় ভারতীয় প্রাচীন চিন্তার ধারাকে ভক্তি করিতেন। পরম্পরায় অবগত হইয়া যোগেন্দ্রবাবুকে তাঁহার দরবারে নিমন্ত্রণ করেন। সেই সভায় যোগেন্দ্রবাবু ভারতীয় রাগরাগিণীর ব্যাখ্যা ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্রসহযোগে তাল মান লয়ের ব্যাখ্যা করেন এবং এ সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাখানেক বক্তৃতাও দেন। সেই দিন তাঁহার ব্যাখ্যায় সকলে বুঝিয়াছিল যে, ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যাকে জগদ্বাসীর অতি শ্রদ্ধার সহিত দেখা কর্ত্তব্য। তিনি সঙ্গীত-সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গের ব্যবহারাজীবী-সম্প্রদায় অপেক্ষা সঙ্গীত-সঙ্ঘের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন যোগেনচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, এ্যাটর্ণি মহাশয় দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসী প্রভৃতি আরও ২।৪টি ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এম্ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান পাইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত শ্লোক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সংস্কৃত, ফরাসী ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় তিনি যে আবৃত্তি করিতেন, তাহা অতুলনীয়। সংস্কৃত-মহামণ্ডল-পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর ছিল। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, রামবাগানের প্রতিভা শেষ হইল।

পরিষদের অন্যতম সদস্য যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল মহাশয় বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী হইলেও তিনি মাতৃভাষার সেবা করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইতেন। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে King Learএর তর্জ্জমা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বহুদিন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিদ্রূপাত্মক কাব্য ও কবিতা লিখিতেন।

সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। প্রদর্শন—সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় কান্দী মহকুমার অন্তর্গত

সালার হইতে (ক) প্রাচীন মন্দিরযুক্ত প্রস্তরখণ্ড ও (খ) সূর্য্যমূর্ত্তি এবং গোকর্ণ হইতে (গ) দশভুজার প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, এই সকল মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত তিনটি মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) মেনন্দর, (খ) আন্টিমেকাস ২য়, (গ) সোটার মেগাস। তৎপর শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত কুজুল কদফিসের মুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রাপ্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। প্রবন্ধ পাঠ—সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার "প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধের ২য় অংশ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী এম এ, জামালপুর, ময়মনসিংহ ; ২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য, কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর ; ৩। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগাঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া ; ৪। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র, শিবপুর ; ৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত দাশরথি সিংহ, দেবীপুর, বর্দ্ধমান ; ৬। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, নৈহাটী। ৭। শ্রীযুক্ত মণিমোহন মিত্র, বসিরহাট ; ৮। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ৫০।২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত এস্ এম্ বসু বার-এ্যাট্-ল, ৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট ; ১০। শ্রীযুক্ত রতিকান্ত সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ, শিবপুর চতুষ্পাঠী ; ১১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ৬৬ হৃদয় ব্যানার্জ্জি লেন, ক্ষীরের তলা, হাওড়া ; ১২। শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার, মাজু, হাওড়া ; ১৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাজু, হাওড়া ; ১৪। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত এম এ, শিবপুর, হাওড়া ; ১৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সাহা মহাশয়ের বাড়ী, হালসীবাগান রোড, কলিকাতা ; ১৬। শ্রীযুক্ত অমলেশ ভট্টাচার্য্য, ২৬ হরিতকীবাগান লেন ; ১৭। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র, ২২।১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন ; ১৮। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১২ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন ; ১৯। শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার পাল, ছাগল-

নাইয়া এইচ ই স্কুল, নোয়াখালী ; ২০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১০৫ আপার সার্কুলার রোড ; ২১। শ্রীযুক্ত হরিনাথ সিংহ, ২৪ তারক চট্টোপাধ্যায় লেন ; ২২। শ্রীযুক্ত হিরণ-কুমার সান্যাল এম এ, সিটি কলেজের অধ্যাপক, ৬ বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেন ; ২৩। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৬এ বিপ্রদাস ষ্ট্রীট, গড়পার ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু বি এ, সাঁকরাইল হাই স্কুলের শিক্ষক, হাওড়া ; ২৫। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, ৪।২ রামমোহন রায় রোড ; ২৬। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, যশোহর ; ২৭। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দত্ত, "প্রভাস-ভবন," বাবাঠাকুরতলা, নিবাধুই, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

খ—উপহৃত পুস্তক

প্রদাতা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, পুস্তক—১। ধনুর্ব্বেদ-সংহিতা (মূল ও অনুবাদ) ; শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ—২। ঋগ্বেদ-সংহিতা (খণ্ডিত) ৯ খানি ; শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—৩। অগস্ত্য-সংহিতা ; শ্রীযুক্তা রত্নমালা দেবী—৪। হিমালয় পরিভ্রমণ ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৫। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ (নাটক) ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৬। থার্ড ক্লাশ, ৭। লাজপৎ রায়, ৮। পথের সন্ধান, ৯। পারস্য, ১০। মালাবদল, ১১। রামানুজ-চরিত, ১২। তরুণের স্বপ্ন, ১৩। তরুণের অভিযান, ১৪। মিচেল ও বিপ্লবী আয়র্লণ্ড, ১৫। রিক্তের বেদন, ১৬। ব্রহ্মচর্য্য, ১৭। রূপ ও রস, ১৮। Whither, Bengal ? (being a Study in National Awakening and Decline), ১৯। Dictionary of Philosophy and Psychology, Vol. I, ২০। The Childhood of the World, ২১। Die Reife u'm den Mond (Roman), ২২। Le Semeur (French), ২৩। L' Aven (French), ২৪। Priefterthum Und Cofibat (Roman), ২৫। Eugenia Graudet (Balzac, French), ২৬। Sud-Frankreich ; শ্রীযুক্ত ডাঃ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ—২৭। শ্রীমহাভারতম্ (হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত), ২৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র—২৯। কায়স্থপুরাণ, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—৩০। কংগ্রেস ; মৌলবী মোহাম্মদ শরফুল ইস্লাম—৩১। সৌন্দর্য্য, ৩২। মানবজীবন ; শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ সরকার—৩৩। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত ; শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী—৩৪। শ্রীগৌরাঙ্গ ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাদিত্য—৩৫। শঙ্করাচার্য্য (খণ্ডিত) ; শ্রীমতী জয়জয়ন্তী দেবী—৩৬। মানস-কুসুম (২ খানা) ; রেজিষ্ট্রারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—৩৭। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী ২য় ভাগ, The Officer-in-charge, Bengal Sectt., Book Depot.—৩৮। Supplement to the Progress of Education in Bengal for the years 1922-23 to 1926-27, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—৩৯। Fifteenth Indian Science Congress, Presidential Address (Section Geology) ; The Manager, University of London Press, Ltd.—৪০। A Bengali Phonetic Reader—Suniti Kumar Chatterjee, The Secretary, Varendra Research Society—৪১। Inscriptions of Bengal, Vol. III,

Containing Inscriptions of the Chandras, the Varmans, and the Sinas and of Isvaraghosha and Damodara, The Secretary, Smithsonian Institution—৪২। Annual Report of the Smithsonian Institution for the year 1927, ৪৩। Morphology and Evolution of the insect head and its Appendages, ৪৪। A Study of Body Radiation.

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৫, ৯ই এপ্রিল ১৯২৯, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক "বন্দে মাতরম্" গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। এই গানের সময়ে সমবেত শ্রোতৃবর্গ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার রচিত "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন, জাতীয়তার কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া, সাহিত্য সরলভাবে চলিবে, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীই হইল দেশপ্রীতি। নবীন বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে দুইটি নাম চিরউজ্জ্বল থাকিবে—একটি গৃহস্থ সাধক, গীতোক্ত কর্ম্মবীর বঙ্কিমচন্দ্র, অপরটি মানবশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। বঙ্কিমের বন্দে মাতরম্ হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীত—ইহাতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন নাই। বঙ্কিমের সাহিত্য-রসে চিত্ত পরিপ্লুত হইয়া উঠে—বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্য এ সাহিত্যের কাছে অতি নগণ্য। দেহ বা যৌন ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই এই তরুণ সাহিত্যের সৃষ্টি। দেহ ব্যতিরেকে মানুষের আত্মা বলিয়া একটা জিনিষ আছে—যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই মানবাত্মা তাহার পূর্ণ বিকাশের পথ পায়, সেই সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য—এই পূর্ণ বিকাশই জীবন-ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি,—সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, শুধু দেহধর্ম্ম লইয়া কখনই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাই বাঙ্গালীত্বের প্রথম সোপান।

ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি এইচ ডি মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমের লেখা যতই

পড়া যায়, ততই তাহা হইতে নূতন নূতন জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার 'আনন্দ মঠ' উচ্চ আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—অনেকে এই আদর্শবাদ হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অনেকস্থলেই রক্ষণশীলতার অনুমোদন ও অনেক ক্ষেত্রে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দেশের মধ্যে ন্যাশনালিটী বা এক-জাতীয়ত্ব স্থাপনে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার "সাম্য" পড়িলেই জানিতে পারি, তিনি কিরূপ সাম্যবাদী ছিলেন। বঙ্কিম, ভূদেব, বিবেকানন্দ প্রভৃতির লেখারই ফলই বর্ত্তমান বাঙ্গালা। তিনি অতীতের মোহন ছবি যেমন আঁকিয়াছেন, তেমনি বর্ত্তমানের কঠোর সময়েরও আলোচনা করিয়াছেন, আবার ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতও করিয়া গিয়াছেন।

কুমারী লীলারাণী "মধুরাবাসিনী মধুরহাসিনী" গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৯এ ফেব্রুয়ারী ইন্‌ষ্টিটিউট্ গৃহে Society for the Higher Training of Youngmen সভার পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বেদের বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তখনই তাঁহাকে প্রথম দেখি। এ বিষয়ে আমাদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। বঙ্কিমের রচনার স্বরূপ, ক্রমবিন্যাস ও স্তরের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়। তিনি দেখাইয়াছেন, তাঁহার লেখার দুইটি স্তর আছে, প্রথম ভাগে তিনি কবি এবং দ্বিতীয় ভাগে তিনি ঋষি। এই শেষোক্ত ভাগেই তিনি জাতি-সংগঠনের ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাষা যাহাতে নেতার ভাষা হয়, তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির মূলে বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার অনুশীলন-ধর্ম্মে, কৃষ্ণচরিতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। তিনি সৌন্দর্য্যের সেবক ছিলেন। এই সৌন্দর্য্য-সাধনার পরিণতিই তাঁহার মানস-প্রতিমা শ্রীকৃষ্ণ। আজিকার দিনে সহরের অন্যত্র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয় সভার অধিবেশন হইতেছে—আজ সুভাষচন্দ্র এখানে আসিলে অতি শোভন হইত। বক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের "মাতৃমূর্ত্তি" পাঠ করিয়া বলিলেন, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্ময়ী জননী, সকলের জননী, হিন্দু ও মুসলমানের জননী—সেই জননীর শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণাম—'বন্দেমাতরম্'।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বঙ্কিমের "লোক-রহস্য" হইতে "বাবু" পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, আজকের দিনে যে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রাদ্ধ-বাসর, তাহা মনে ছিল না—আসিতে প্রেরিত হইয়াই আজ আসিয়াছি—বঙ্কিমের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার তিল-জল দিতে এসেছি। পাঁজীতে বৈষ্ণব মহাত্মগণের আবির্ভাব-তিরোভাবের দিন যেখানে লেখা থাকে, তাহার আগে বাঙ্গালা দেশকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে ও সমাজকে যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁদের আবির্ভাব-তিরোভাবের দিন উল্লেখ থাকা উচিত। পরিষৎ পঞ্জিকাকারগণকে ঐরূপ তারিখের ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিন। বঙ্কিমের বিষয়ে আলোচনার শেষ হয় না। সাহিত্যিক দুই রকম, এক জাতি সাহিত্য সৃষ্টি করে—অন্য জাতি সাহিত্য যা' দেখে তাই লেখে, যেন ফটোগ্রাফার। Shakespeare, বঙ্কিম প্রভৃতি প্রথম জাতির অন্তর্গত। ইঁহারা কেহই পুরাণো হবেন না। ইঁহাদের সৃষ্টি অমর হইয়া থাকিবে। বঙ্কিম বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হ'তে

বলতেন। আমাদের মনে হয় যে, এখন যেমন চলছে, এভাবে চললে বাঙ্গালা দেশে আর বাঙ্গালী থাকবে না—মাড়োয়ারী, গুজরাটী, বা আর কোন জাতির মধ্যে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লুকাইয়া থাকবে। যাতে অন্য প্রদেশের আক্রমণ হ'তে বাঙ্গলাকে রক্ষা করা চলে, তার জন্য আসুন এই শ্রাদ্ধবাসরে কৃতসংকল্প হউন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও কীর্ত্তির পরিচয় আজ আমরা দেশগঠন কার্য্যে দেখিতে পাইতেছি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দেশে জাতিগঠন কার্য্যের কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। বঙ্কিমের পূর্ব্বে এ কার্য্যের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে দেশে ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। বঙ্কিমের আসন এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চে বলা যাইতে পারে। তিনিই প্রথম Applied Politics—(ফলিত দেশপ্রেমের) সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দেন। 'আনন্দমঠের' মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ যখন 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মাঠের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছেন, তখন ফলিত দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমের আদর্শ প্রফুল্ল-চরিত্রের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাদিগকে আত্মোপলব্ধির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্য, সনাতন, সুন্দরকে ভালবাসিতেন ও উপাসনা করিতেন—এবং সে সকল তিনি রচনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সময়ে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ "বাণী কীর্ত্তন" গান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, বঙ্কিম গাহিয়াছিলেন—"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?—হরে মুরারে!" বাঙ্গালায় আজ যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, ইহা রোধিবার নয়। আপনারা এই মন্ত্র মনে মনে জপ করুন এবং মন্ত্রের সাধনা দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করুন। তাঁর মাতৃমূর্ত্তি কি অপূর্ব্ব কল্পনা—এ মায়ের পূজা বাঙ্গালায় ত হয় না! এই মূর্ত্তি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, নগরে নগরে স্থাপন করুন—ভক্তিভরে পূজা করুন—ইহাই আমার নিবেদন—'হরে মুরারে'।

তৎপরে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষৎ কর্তৃক একটি গান গীত হইলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে এবং বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সভাপতির অভিভাষণ*

আমি এবার আসিয়াছি আপনাদের নিকট শেষ বিদায় লইতে। আমার সভাপতির কাজের ৫ বৎসর পূর্ণ হইল। আপনাদের নিয়মানুসারেই আমাকে যাইতেই হইবে; কিন্তু আমি দুই তিন বার গিয়া গিয়াও যাই নাই, সেই জন্য এইবার বলিতেছি—শেষ বিদায়।

তিন কারণে আমায় শেষ বিদায় লইতে হইতেছে।

১। আমি তিন খেপে ১৩ বৎসর আপনাদের সভাপতির কাজ করিয়াছি। এত দীর্ঘকাল সভাপতির কাজ করা ঠিক উচিত হয় নাই। ইহাতে অনেকের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পথে, বোধ হয়, বাধা দিয়াছি; কিন্তু সে জন্য আপনারাই দায়ী।

২। আমার বয়স অনেক হইয়াছে। এ বয়সে কোন কাজের ভার মাথায় রাখা ঠিক উচিত নয়।

৩। দুই বৎসর হইল, আমার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমি একরূপ চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়াছি। পরিষৎ মন্দিরে আমার যতবার আসা উচিত, তাহার শতাংশের এক অংশও আসিতে পারি না। গত বৎসর আমি ছাড়িতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আপনারা দেন নাই। তাই বলিতেছি, এই তিন কারণে আমার শেষ বিদায়। আমি শেষ বিদায় লইতেই আসিয়াছি, নহিলে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিবার কোন দরকার ছিল না।

এই যে ১৩ বৎসর আমি এখানে সভাপতির কাজ করিয়াছি, ইহাতে আমার কোনই স্বার্থ ছিল না—ইহাতে আমি টাকাকড়িও পাই নাই, আমার পদ-প্রতিপত্তিও বাড়ে নাই। এই ১৩ বৎসরের মধ্যে আমি অনেকবার লাঞ্ছিত, অবমানিত এবং বিতাড়িতও হইয়াছি, এবং অনেকবার পূজিত, অভিনন্দিত এবং সংবর্দ্ধিতও হইয়াছি; কিন্তু সকল সময়ে সমান ভাবেই আমি সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছি, কোন সময়েই ইহার প্রতি আমার আস্থা একটুও কমে নাই। ইহার কারণ কি জানেন? আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী ইংরাজি শিখিয়া যত কাজ করিয়াছে, সে সকলই ভাল-মন্দ-জড়িত। দেশের মধ্যে সাহেবিয়ানা ঢোকান অনেক কাজেরই উদ্দেশ্য। শিক্ষিত লোকে যাহাকে সংস্কার বলে, বাজে লোকে তাহাকে ছারখার বলে—যত কাজ হইয়াছে, সকলেরই দুই রকম ব্যাখ্যা আছে। একটা ব্যাখ্যা ইংরাজিওয়ালাদের—সেটা ভাল, আর একটা ব্যাখ্যা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-ওয়ালাদের—সেটা মন্দ; কিন্তু বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে দুই রকম ব্যাখ্যা নাই এবং হইতেও পারে না। ইহা যদিও ইংরাজিওয়ালারাই স্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে দুই রকম ব্যাখ্যা নাই। ইহা খাঁটি বাঙ্গালার খাঁটি মঙ্গলের জন্য জন্মিয়াছে এবং খাঁটি বাঙ্গালার খাঁটি মঙ্গল করিতেছে। সকল বাঙ্গালীরই ইহাতে যোগ দেওয়া উচিত এবং

---

* ১৩৩৭।৩২এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

দিতেছেনও অনেকে—ইংরাজিওয়ালাও দিতেছেন, সংস্কৃতওয়ালাও দিতেছেন, আরবী-পারসীওয়ালাও দিতেছেন। এখানে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, আচরণীয় অনাচরণীয় ভেদ নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ভেদ নাই। ইহার উদ্দেশ্য, বাঙ্গালার সীমার মধ্যে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে, সেইগুলি বাহির করা এবং তাহার একটা উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়া,—ইহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না—এরূপ খাঁটি মঙ্গলময় ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলেও সেটা আমি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। আপনারা যদি ধর্ম্ম অধর্ম্ম না মানেন, আমি সেটা পুণ্য বলিয়া মনে করি, আপনারা যদি পাপপুণ্য না মানেন, আমি সেটা ভাগ্য বলিয়া মনে করি—আপনারা মানুন আর নাই মানুন, আমি ইহাকে ধর্ম্ম, পুণ্য ও ভাগ্য, এই তিন বলিয়াই মানি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি এরূপ পুণ্যময় অনুষ্ঠানের সহিত এত দীর্ঘকাল জড়িত ছিলাম।

এখন সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধে আমার বলিবার গোটাকয়েক কথা আছে। প্রথম—সাহিত্য-পরিষদের টাকাকড়ি সম্বন্ধে, দ্বিতীয়—সাহিত্য-পরিষদের কাজ সম্বন্ধে।

সাহিত্য-পরিষদের টাকাকড়ি সম্বন্ধে অবস্থা ভাল নয়। আমি যখন প্রথম সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হই, তখন অবস্থা আরও খারাপ ছিল। গচ্ছিত তহবিলগুলি সব প্রায় সংসার-খরচে গিয়াছে। যে সকল কাজের জন্য গচ্ছিত ছিল, সে সকল কাজ হইতেছে না। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরটি পড়-পড়, রমেশ-ভবনের বাড়ীটি তৈয়ার হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ধার শোধ হয় নাই। যাহাই হউক, সাহিত্য-পরিষদের মুরুব্বিরা কয়েক বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া গচ্ছিত তহবিল প্রায় শোধ করিয়াছেন, বাড়ীটিও এমন ভাবে মেরামত করা হইয়াছে যে, ২০ বৎসর আর উহাতে হাত দিতে হইবে না। রমেশ-ভবনের কণ্ট্রাক্টারদের টাকা শোধের ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই সকল কাজের জন্য আমরা অনেকের কাছে বিশেষ বাধিত হইয়াছি। প্রথম—কলিকাতা করপোরেশন ও তাহার সজ্জনচূড়ামণি মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দ্বিতীয়—লর্ড লিটন ও তাঁহার মন্ত্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, তৃতীয়—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ইঞ্জিনিয়ার, ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আমাদের মেরামতি কাজ দেখিয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে বাড়ীটি অধিক দিন টিকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যদিও সাহিত্য-পরিষদের এই সকল উন্নতি হইয়াছে, তথাপি ইহার টাকাকড়ির অবস্থা ভাল নয়। সদস্যদের চাঁদায় যে টাকা আয় হয়, তাহাতে পরিষদের সংসার-খরচ কুলায় না। প্রতিবৎসরই ঢাকে ও ঢোলে দেনা করিতে হয়, সে দেনাও সব সময়ে শোধ যায় না। ইহার এক উপায় সদস্য বাড়ান। সদস্য বাড়ানর একমাত্র উপায়, যাহা আপনারা সময়ে সময়ে করেন, সেটা হচ্ছে ধরাপাকড়া, উপরোধে ঢেঁকি গেলান। যাঁহারা এইরূপে সদস্য হন, তাঁহারা প্রায়ই শীঘ্র ছাড়িয়া দেন অথবা চাঁদা না দেওয়ার দরুণ তাঁহাদের নাম কাটা যায়। ধরাপাকড়া কতকটা না করিলেও চলে না এবং কতকটা করিতেও হইবে; কিন্তু আসল কথা, পরিষদের দিকে লোকের যাহাতে টান হয়, তাহা করিতে হইবে, পরিষদের নাম যাহাতে জাহির হয়, তাহা করিতে হইবে। টান হইবার এক উপায়, পত্রিকাখানিকে এমন ভাবে

লিখিতে হইবে, যাহাতে অন্ততঃ ২।৩টিও প্রবন্ধ পড়িয়া সাধারণ লোকে সহজে বুঝিতে পারে। পত্রিকার প্রবন্ধগুলি প্রায়ই সব পণ্ডিতের জন্য লেখা, পাদটীকা ও উদ্ধৃত অংশের টীকায় পরিপূর্ণ, সাধারণ পাঠকে পড়িতে পারে না—তাহাদের জন্য গল্পের মত করিয়া লেখা উচিত, তাই বলিয়া নভেল ও গল্প দিয়া পূরাইতে বলিতেছি না। পত্রিকা যদি মুখরোচক হয়, তাহা হইলে অনেকে সদস্য হইতে চাহিবেন, নহিলে চাহিবেন না। সময়ে সময়ে পরিষদে উৎসবাদির দরকার এবং সেই সব উৎসবে বাহিরের লোক নিমন্ত্রণ করা দরকার। পরিষদের জন্মতিথি উপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে যে উৎসব হইবার কথা হইয়াছে, তাহা খুব ভালই হইয়াছে। সাম্বৎসরিক অধিবেশনেও একটি উৎসব হইলে ভাল হয়। অন্ততঃ সেই বৎসরে যে সকল মূর্ত্তি, তাম্রপাত্র, সিকা, নূতন পুথি, পুরাণো বই পাওয়া গিয়াছে, সেই সবগুলি এক জায়গায় জড় করিয়া দেখান উচিত। তাহার একটি প্রদর্শনী করা উচিত।

আর্থিক দিকে আমাদের দোষ-ত্রুটিও আছে। টাকা আদায়ের, বিশেষ চাঁদার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা ভাল নয়—অনেকে বলেন, আমাদের কাছে তাগাদাই হয় না, আমরা কি করিয়া টাকা দিই; শুধু যে আদায়-বিভাগের বন্দোবস্ত ভাল নয়, তাহা নহে; কোনও বিভাগের বন্দোবস্তই ভাল নয়। যাঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহারা পণ্ডিত লোক, জ্ঞানী লোক, আপনাদের বুদ্ধিমত বন্দোবস্ত করিয়াছেন; কিন্তু কাজে দাঁড়াইয়াছে—শক্ত বাঁধন, ফস্কা গেরো। এই জন্য আমার ইচ্ছা, দিন কতক একজন অপণ্ডিত বিষয়ী লোক আমাদের বন্দোবস্তের ভার লন। এসিয়াটিক সোসাইটি, আমি যত দিন দেখিতেছি, প্রথম ছিল শিক্ষা-বিভাগের লোকের হাতে, তাহার পর যায় মিউজিয়ামের লোকের হাতে, তাহার পর যায় ইউনিভার্সিটির লোকের হাতে। সবই পণ্ডিত, বন্দোবস্তও পণ্ডিতী হইয়াছিল,—সভ্য-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, এমন কি, কোন বন্দোবস্তও ছিল না। তখন কথা উঠিল, বিষয়ী লোকের হাতে সোসাইটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ধরা হইল। তিনি প্রথমে আসিয়াই একজন বিষয়ী লোককে ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং মাহিনা দিয়া একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিলেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে সোসাইটির চেহারা ফিরিয়া গেল—এখন সভ্য-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে—বই বিক্রী হইতে তিন গুণ আয় হইতেছে—সোসাইটির যে সম্পত্তি ছিল, যাহা হইতে কিছুই পাওয়া যাইত না, এখন তাহা হইতে অনেক টাকা পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ত ৩৬ বৎসর পণ্ডিতের হাতে আছে, এখন একজন বিষয়ীর হাতে কিছুদিন থাকিলে ভাল হয়। ইহা আমার একটা বলিবার কথা ছিল, বলিলাম। আয়-বৃদ্ধি এবং ব্যয় কমান—দুইটাই দরকার, কিন্তু তাই বলিয়া পরিষদের কাজের প্রসার বন্ধ করা উচিত নয়।

পরিষদের আয়-ব্যয়ের কথা বলা হইল। এখন পরিষদের লেখাপড়ার কথা কিছু বলিতে চাই। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, পরিষদে পড়িবার মত প্রবন্ধ পাওয়া যাইত না। প্রবন্ধের অভাবে পত্রিকাও বাহির হইত না। পরিষদের সদস্যগণ আপনাদের প্রবন্ধ অন্যত্র দিতেন—তাহাতে কাজের বড় বিশৃঙ্খলা হইত। কিন্তু এখন সৌভাগ্যক্রমে

অনেক নূতন লেখক আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহাদের লেখাও বেশ ভাল হইতেছে এবং প্রবন্ধও রীতিমত পাওয়া যাইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথও পরিষদের উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিলে, তাহা পরিষদে পাঠাইতেছেন। আমাদের পুরাণো সুদক্ষ লেখকেরাও প্রবন্ধ পাঠাইতেছেন। তাঁহারা এখন অনেকে আপনার কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া কেবল লেখাপড়ার কার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সান্যাল নিজ নিজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কেবল লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেছেন ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইঁহারা আমাদের যে সহায়তা করিতেছেন, ইহার জন্য আমরা সকলেই ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ভরসা করি, ইঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের সহায়তা করিবেন। আমাদের পুরাণো দক্ষ লেখকেরাও আমাদের মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল আছেন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আছেন, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ছিলেন, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার আছেন, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল আছেন, ৺নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য ছিলেন, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ আছেন। ইঁহারাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমরা এই দুই তিন বৎসর ধরিয়া বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি কতগুলি তরুণ লেখকের নিকট। ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত এবং এক এক বিষয়ে দক্ষ বৃহস্পতি এবং খুব মন দিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ও ডক্টররা আছেন, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ও ডক্টররা আছেন, টোলের পণ্ডিত মহাশয়েরা আছেন। কতকগুলি সম্পন্ন লোক আছেন, লেখাপড়ায় তাঁহাদের খুব সখ্, এবং কতকগুলি লোক আছেন, লেখাপড়াই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইঁহাদের লেখায় আমাদের পত্রিকার খুব গৌরব হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের সকলের লেখা আলোচনা করি, তেমন শক্তিও আমার নাই, সামর্থ্যও আমার নাই এবং আমার অভিভাষণ এবার দীর্ঘ না হয়, ইহাও অনেকের ইচ্ছা—আমারও দীর্ঘ অভিভাষণ পড়িবার সামর্থ্য নাই; কিন্তু সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে এবং সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবারও সামর্থ্য আছে—তাই দুই চারিজন মাত্র লোকের নাম উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের লেখার আলোচনা করিব। যাঁহাদের নাম উল্লেখ না হইবে, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদের লেখার প্রতি আমার অনুরাগ কম।

১। শ্রীমান্ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস-সি। ইঁহার ব্যবসা ডাক্তারী—ইনি মেডিকেল কলেজের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, তথাপি ইনি অন্য অনেক শাস্ত্রের চর্চ্চা রাখেন, বিশেষ ঋগ্‌বেদের দেবতারা কোথা হইতে আসিল, তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং জ্যোতিষের চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহার সংস্কার, ঋগ্‌বেদের দেবতারা অনেকেই জ্যোতিষ হইতে আসিয়াছেন, কোনটি তারা, কোনটি নক্ষত্র, কোনটি গ্রহ, কোনটি বা ঋতু, আমাদের অয়নাংশ। বেদ ভিন্ন তিনি আরও অনেক শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছেন এবং সকল শাস্ত্রেরই দুই একটি প্রবন্ধ আমাদের দিতেছেন, প্রাণিবিজ্ঞানের কথাও দিতেছেন।

২। শ্রীমান্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেছেন, ইংরাজিতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে দুই খণ্ড বই লিখিয়া খুব নাম করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালীদের খুব উপকার করিয়াছেন। তিনি আমাদের এখানে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহাও আলোচনা করিয়া থাকেন। তিনি কয়েক বৎসর আমাদের পত্রিকাধ্যক্ষ থাকিয়া পত্রিকার বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। সুনীতিকুমার দুই একটি ভাল চেলা তৈয়ার করিয়াছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমান্ সুকুমার সেন একটি। তিনি আমাদের শব্দশাস্ত্র ও বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়াছেন।

৩। শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী এম এ, ডি লিট, প্রফেসর সিল্‌ভ্যান্ লেভির সহিত পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। চীনাভাষা খুব শিখিয়াছেন এবং চীনার একখানি অভিধানও লিখিতেছেন—সেটা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেপাল হইতে কয়েকখানি বাঙ্গালা নাটক পাইয়াছিলাম ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাহা ছাপাইয়াছিলাম। ডক্টর বাগ্‌চী সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আরও অনেক সেইরূপ বই সংগ্রহ করিয়াছেন এবং "নেপালে ভাষানাটক" নাম দিয়া আমাদের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন—প্রবন্ধটি অতি উত্তম হইয়াছে। ডক্টর বাগ্‌চীর পড়াশুনা যথেষ্ট আছে এবং নানা স্থানে তিনি নানা প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন।

৪। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি নিজে ইংরাজিতে Indian Historical Quarterly নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন এবং সে পত্রিকা এখন খুব পসার করিয়া লইয়াছে—বোধ হয়, ভারত সম্বন্ধে এমন সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ কোনও পত্রিকায় পাওয়া যায় না, তথাপি আমাদের উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। এখানে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি ভাল প্রবন্ধ দিয়াছেন এবং অনেক দিন আমাদের পত্রিকার অধ্যক্ষ থাকিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে একজন দোহার পাইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও আমাদের দুইটি প্রবন্ধ দিয়া বাধিত করিয়াছেন—দুইটিই অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে।

৫। শ্রীমান্ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ সকল কাগজেই অনেক প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং পরিষদের উপযুক্ত প্রবন্ধগুলি এখানে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। তিনি বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ লিখিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার লেখা অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কার।

৬। শ্রীমান্ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বহুকাল কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন, তথাপি সাহিত্য-পরিষৎকে ভুলিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে আমাদের প্রবন্ধ দিতেছেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের বৌদ্ধগান ও দোঁহা নামক পুস্তক হইতে দুইখানি দোঁহাকোষ ফরাসী-ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া খুব নাম করিয়াছেন। তিনি ঐ দুইখানি দোঁহাকোষ ভোট-ভাষার তর্জ্জমার সহিত মিলাইয়া, উহার যে সকল অপূর্ণ অংশ ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

বৌদ্ধগান ও দোঁহায় দুইটি পাতা ছিল না, ভোট তর্জ্জমা হইতে তাহা উদ্ধার করিয়াছেন এবং উহার ভাষা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

৭। শ্রীমান্ গণপতি সরকার মহাশয় বিস্তর খরচপত্র করিয়া জ্যোতিষ ও নীতি-শাস্ত্রের বই পড়িয়াছেন ও তাহার বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। আমাদের এখানে তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল প্রবন্ধ দিয়াছেন—একটি জ্যোতিষ, বিবাহ-বৈধব্য সম্বন্ধে, আর একটি প্রস্রানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব বিষয়ে।

৮। শ্রীমান্ সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল পাখীর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার একটি পাখীশালা আছে, তিনি দিনের মধ্যে অনেক সময় সেইখানেই কাটান। তিনি পুরুলিয়ার পাখী সম্বন্ধে আমাদের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দিয়াছেন।

৯। শ্রীমান্ মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, সহজিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ইনি মনে করেন, চণ্ডীদাস নামে অনেক কবি ছিলেন, তাহার মধ্যে দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য-দেবের অনেক পরের লোক এবং তাঁহারই পদাবলী বেশী।

১০। শ্রীমান্ রমেশ বসু এম এ অনেক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাঁহার প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ অতি সুপাঠ্য হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি একখানি লক্ষ্মণসেনের তাম্র-লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে বেশ গুণপনা দেখাইয়াছেন।

১১। শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ দত্ত—ইনি গণিতবিদ্যার ইতিহাস, বিশেষতঃ ভারতের গণিতের ইতিহাস লইয়া কতকগুলি অতি উপযোগী প্রবন্ধ দিয়াছেন, এবং এরূপ আরও প্রবন্ধ ইঁহার নিকট হইতে আমরা আশা করি।

১২। শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বৈষ্ণব-সাহিত্য-আলোচনায় অগ্রণী, ইঁহার কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকার গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে।

সকলের কথা বলিতে পারিলাম না, তাহাতে কেহ যেন দুঃখিত না হন। এই যে তরুণগণ আমাদের অকাতরে উপকার করিতেছেন, ইঁহাদের উৎসাহ দিবার জন্য এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। এফ এ এস্ বি-র মত কোন একটা উপাধি সৃষ্টি করিয়া ইহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে হয় না? এফ্ এ এস বি-র উপাধিতে এসিয়াটিক সোসাইটির বেশ উপকার হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত উহার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি ৩৬ বৎসর হইয়া গিয়াছে। নানারূপ বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি সত্ত্বেও এই ৩৬ বৎসরের মধ্যে পরিষৎ দুইটি বড় বড় বাড়ী করিয়াছে, অনেক পাথরের মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছে, কাজ-করা ইট সংগ্রহ করিয়াছে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করিয়াছে, ভুটিয়া পুথি সংগ্রহ করিয়াছে, ছবি সংগ্রহ করিয়াছে, ছাপা পুথি সংগ্রহ করিয়াছে, ছাপা পুথির বড় বড় লাইব্রেরী সংগ্রহ করিয়াছে—তাহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের লাইব্রেরী প্রধান। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এই সকল বই, পুথি, চিত্রাদি লইয়া এখনও কেহ কাজ করিতে আসে নাই। আমাদের এখানে যে ভুটিয়া পুথি আছে, তেমন ভাল ছাপা পুথি কলিকাতায় আর কোথাও নাই। তেঙ্গুর সংগ্রহে প্রায় দশ হাজার সংস্কৃত পুথির তর্জ্জমা আছে—সে সকল সংস্কৃত পুথি লোপ হইয়াছে।

পুথি দু'একখান গুজরাট হইতে ও বোধ হয়, খানপঞ্চাশেক নেপাল হইতে পাওয়া গিয়াছে, বাকী সম্বল ঐ ভুটিয়া তর্জ্জমা। উহা হইতে ভারতবর্ষের, বিশেষ বাঙ্গালার নানাবিধ ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা লইয়া খাটিবার লোক পাওয়া গেল না। বাঙ্গালা বই প্রায় ত্রিশ হাজার আছে। ১৭৭৮ সালে প্রথম ছাপা বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে এ পর্য্যন্ত যত বই ছাপা হইয়াছে, প্রায়ই সব আছে; কিন্তু ইহা লইয়া খাটিবার লোক হইতেছে না। আমাদের সিক্কাগুলির একখানা বই আজও তৈয়ারী হয় নাই। মূর্ত্তিগুলির বই দু'একখানি হইয়াছে, কিন্তু সে বই বাহির হইবার পর আরও মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়াও কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। এক পণ্ডিত শ্রীমান্ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথিগুলি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছেন; কিন্তু পুথিগুলির একটা ভাল তালিকাও তৈয়ার হয় নাই; ছাপা পুথিগুলির তালিকাও হয় নাই। এই সকল কাজে শিক্ষানবিশী করিবার লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু শিক্ষানবিশের অভাব হইলে চলিবে না। পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষানবিশদের বসিতে দিবার জায়গা ছিল না, এখন অনেক জায়গা হইয়াছে, কিন্তু লোক কৈ? এই সকল জায়গায় শিক্ষানবিশ পাইলে এবং দুই তিন বৎসর কাজ করিলে তবে ত লোকে পণ্ডিত হইবে, তবে ত তাহারা নিজে নিজে প্রবন্ধ লিখিতে শিখিবে, তবে ত সাহিত্য-পরিষদের পসার-প্রতিপত্তি হইবে। কিন্তু সে বিষয়ে এখনও কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই—পড়া অত্যন্ত উচিত, নহিলে রাশীকৃত জিনিষ সংগ্রহ হইয়া পচিতে থাকিলে চলিবে না—তাহার ভাল ব্যবহার হওয়া চাই—তবে ত দেশের উপকার হইবে—তবে ত তাহার দ্বারা সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হইবে, তবেই ত ইতিহাসের অন্ধকার ছুটিবে। দেশশুদ্ধ লোক ইতিহাসের জন্য পাগল হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইতিহাসের কথা জিজ্ঞাসা করিবার লোক ছিল না। এখন অনেক লোক হইয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের সম্বল ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ বা জার্ম্মাণ। নিজে খাটিয়া নিজের দেশ হইতে নিজের দেশের ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা অতি অল্পদিন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাও খুব ধীরে ধীরে হইতেছে। ইহার ধীরগতি দ্রুত হওয়া চাই। ইতিহাসের জন্য লোকের চোখ তৈয়ার হওয়া চাই। এই যে প্রকাণ্ড সহর কলিকাতা, ইহার প্রতি গলিতে ইতিহাসের প্রচুর মালমসলা পড়িয়া আছে। কিন্তু সেই ইতিহাস সংগ্রহের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ কোন উপায় করিয়াছেন কি? এই কলিকাতায় বসিয়াই উইলসন্ সাহেব হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা করি না—আমরা ঘরে ইলেক্‌ট্রিক পাখার নীচে বসিয়া বই পড়িয়া যাহা পারি, তাহাই করি—বেশী কিছু করিতে পারি না। একটু বাহির হইয়া কলিকাতায় ঘুরিলে, যদি ঠিক চোখ থাকে, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও আগ্রহ দেখিতে পাই না। এই সকল বিষয়ে যাহাতে আগ্রহ হয়, পরিষদের সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। পরিষদের মুরুব্বিরা সকলেই সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহাদের একটু নজর থাকিলেই তাঁহারা কটাক্ষে বহুসংখ্যক শিক্ষানবিশের দ্বারা এই সকল কাজ

করাইয়া লইতে পারেন, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রভূত উপকার হয়। কলিকাতার বাঙ্গালীদের ইতিহাস একেবারেই লেখা হয় নাই। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, ধীরে ধীরে নানাবিধ চেষ্টা করিয়া এই সকল সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদে আনিয়া, তাঁহার দ্বারা কতকগুলি ছাত্র-সভ্য তৈয়ারী করিয়া, ঐ কাজটি অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার ইতিহাসের দুই চারিটি সমস্যার কথা বলিয়া আমার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ শেষ করিব। আমি সমস্যাগুলি বলিতে পারি, কিন্তু সমস্যাগুলি পূরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যীশুখ্রীষ্টের অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐতরেয় আরণ্যক সংগ্রহ হয়। উহার প্রথম আরণ্যকে মহাব্রত নামে এক যজ্ঞের কথা আছে, দ্বিতীয় আরণ্যকে ঋগ্বেদের মন্ত্ররাশি ও তাহার শিক্ষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির কথা আছে। কিন্তু উহার প্রথমেই লেখা আছে, "তৎ উক্তং ঋষিণা প্রজা হ তিস্রঃ" ইত্যাদি। ঐতরেয় আরণ্যক একজন ঋষির বাক্য বলিয়া এইটি তুলিয়াছেন; সুতরাং এটি ঐতরেয় আরণ্যক লেখার পূর্ব্বে লেখা। ঐতরেয় আরণ্যক ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তিন প্রজা অর্থাৎ বঙ্গ, বগধ ও চেরোপাদ, ইহারা ধর্ম্মের বাহিরে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমাদের বাঙ্গালায় বঙ্গ, বগধ ও চেরো নামে তিনটি জাতি ছিল। বঙ্গ জাতি কোথায় গেল, অনেকে অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোনটাই মনের মত হয় না, অথচ দেশটা তাহাদেরই নামে আজিও চলিতেছে। এই বঙ্গেরা কোথায় গেল, ইহা একটা সমস্যা। বঙ্গের পর বগধ, বগধের পর চেরো— চেরো মানে কেরল জাতীয় লোক। ইহারা এখনও ছোটনাগপুরে বাস করিতেছে। বগধ কোথায় গেল? আমার সন্দেহ হয়, ইহারা রাঢ় দেশের বাগ্দী। বাগ্দীরা একটি জাতি, যাহাকে ইংরাজিতে 'এথ্নোস্' বলে। উহাদের ভিতর অনেক জাতি আছে। নামে বাগ্দী, কিন্তু সেই বাগ্দীদের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিবাহ আদি নাই। উহাদের সামাজিক অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন, কেহ বড়, কেহ ছোট। উহারা প্রায়ই শুদ্ধাচারী। উহাদের ভিতর বিধবা-বিবাহ একেবারে নাই। এখন উহারা বাঙ্গালাই বলে, বাঙ্গালা দেশের অন্য নানা জাতির মত; কিন্তু এককালে বোধ হয় বলিত না। কিন্তু বাঙ্গালার অনেক কথা এই ভাষা হইতে আসিয়াছে। এই বাগ্দী জাতি বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি সমস্যা। ইহারাই বাঙ্গালার সিপাহী ছিল। রাঢ়ে অনেক জায়গায় বাগ্দী রাজার কথা শুনা যায়। লোকে বলে, বিষ্ণুপুরের রাজারা বাগ্দী ছিলেন। বাগ্দীদের ভিতর ঢুকিয়া উহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি মস্ত সমস্যা পূরণ হইবে।

যোগী জাতি বাঙ্গালার আর একটী সমস্যা। 'কৌলজ্ঞানবিনির্ণয়' নামে এক বইয়ে আছে, মহাদেব চন্দ্রদ্বীপে গিয়া মৎস্যঘ্ননাথকে মন্ত্র দেন—তাহা হইতেই কৌল ধর্ম্মের উৎপত্তি। এখনও দেখা যায়, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গ্রামকে গ্রাম কৌল জাতিতে পরিপূর্ণ। ইহাদের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের এক প্রধান অঙ্গ কিন্তু সে ইতিহাস একটি সমস্যা। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালায় মাছধরা, নৌকাচালান প্রভৃতি কৈবর্ত্ত জাতির কাজ ছিল। ব্রাহ্মণেরা কৈবর্ত্তদিগকে দস্যু বলিত। যেমন শকেরা দস্যু, যবনেরা দস্যু, পহ্লবেরা দস্যু, মেদেরা দস্যু, ভীলেরা দস্যু, তেমনি কৈবর্ত্তেরাও দস্যু অর্থাৎ তাহারা আর্য্যসমাজের বিরোধী কোন এক জাতি। এখনও বাঙ্গালার সেন্সাসে্ দেখা যায়, হিন্দুদের

ভিতর কৈবর্ত্তের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। ব্রাহ্মণেরা তাহাদের লইতেন না, যেহেতু তাহারা দস্যু, বৌদ্ধেরা তাহাদের লইতেন না, যেহেতু তাহারা নিরন্তর প্রাণিবধ করে—তাই মহাদেব তাহাদের এক নূতন ধর্ম্ম দিয়াছেন। কিন্তু এটী আমার কথা মাত্র। আমি যোগী জাতি, কৌল ধর্ম্ম ও কৈবর্ত্ত জাতি বাঙ্গালার তিনটি মহা সমস্যা বলিয়া মনে করি। এ সকল সমস্যা পূরণের জন্য সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিৎ।

আমার অনুরোধ এই সকল সমস্যা পূরণের জন্য যত্ন করিবেন। আমাদের তরুণেরা এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। আমার দ্বারা এ সকল কাজ আর হইবে না। আমি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, বিদায় লইয়া যাই। বিদায়ের পূর্ব্বে বলিয়া যাই যে, আপনাদের ভবিষ্যৎ খুব গৌরবময়। এখনকার তরুণেরা এবং তাঁহারা বৃদ্ধ হইলে যে সকল তরুণেরা আসিবে তাহারা বাঙ্গালার ইতিহাসের সমস্ত সমস্যা পূরণ করিয়া দিবে। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে। এখন আমরা দুইটি বাড়ী করিয়াছি বলিয়া গৌরব করিতেছি, তখন ইহাদের আশ্রম থালধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে—পরিষদের কার্য্য নানাশাখায় বিভক্ত হইবে, প্রত্যেক শাখা হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্রিকা বাহির হইবে। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার মিউজিয়াম পৃথিবীর অন্যান্য পরিষৎ ও মিউজিয়ামকে ছাড়াইয়া উঠিবে, কারণ বাঙ্গালা অতি প্রাচীন দেশ। এইরূপ নদীমাতৃক দেশেই সভ্যতার প্রথম উৎপত্তি—বাঙ্গালার সভ্যতা যে কত প্রাচীন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

বিদায়কালে আরও এক কথা বলি, এই সুদীর্ঘ তের বৎসরের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে যদি কাহারও মনে কোনও কষ্ট দিয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, যদি আমার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিও আমাকে ক্ষমা করিবেন, কারণ আমি নিঃস্বার্থভাবে যথাসাধ্য সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছি।

আমার আর যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা সম্পাদক মহাশয় বার্ষিক বিবরণীতে বলিয়াছেন। আমার বলার মধ্যে এ বৎসর আমাদের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে, যেহেতু মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যিনি আমাদিগকে শৈশবাবস্থা হইতে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের একনিষ্ঠ-সেবক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

"অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" *

গণিত বিধি

হিন্দুর গণিতশাস্ত্রে একটা সাধারণ বিধিবাক্য আছে,—"অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" বা "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"। এই বাক্যের প্রকৃতার্থ কি, গণিতে তাহার প্রয়োগ-স্থল কোথায়, এবং তাহার উৎপত্তির হেতু কি,—এই সকলের আলোচনা করা, বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আর্য্য জাতিগণ সাধারণতঃ বাম দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ দিক্-ক্রমে লিখিয়া থাকেন। এই পদ্ধতির সংস্কৃত সংজ্ঞা 'সব্যক্রম,'—সব্য = বাম, ক্রম = বিধি, গতি, পদ্ধতি। আরব, পার্শী প্রভৃতি সেমেটিক জাতিগণ দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম-দিক্-ক্রমে লেখেন। সংস্কৃত ভাষায় ঐ পদ্ধতিকে বলা হয় 'অপসব্যক্রম'। যাহা সব্যের বিপরীত, তাহাই অপসব্য; অপসব্য = দক্ষিণ। চীন, জাপানী প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জাতিগণ উর্দ্ধদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোদিক্-ক্রমে লেখেন। এই পদ্ধতিকে, সেই হিসাবে, উর্দ্ধক্রম বলা যাইতে পারে।

গণিতশাস্ত্রে যে পদ্ধতিকে 'বামাগতি' বলা হইয়া থাকে, তাহা 'সব্যক্রম' নহে; বস্তুতঃ 'অপসব্যক্রম'। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'বাম' শব্দের উপর 'তস্' প্রত্যয় করিয়া, সংস্কৃত 'বামতঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তস্ প্রত্যয় সাধারণতঃ তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তিতে হয়। পঞ্চমী বিভক্তি গ্রহণ করিলে, 'বামতঃ' শব্দের অর্থ হইবে 'বাম দিক্ হইতে', 'অর্থাৎ সব্যক্রমে'। কিন্তু গণিতশাস্ত্রের 'বামতো গতিঃ' পদের অর্থ উহার ঠিক বিপরীত। সুতরাং ধরিতে হইবে যে, ঐ স্থলে তৃতীয়া কিংবা সপ্তমীতে তস্ প্রত্যয় হইয়াছে। অতএব 'বামতো গতিঃ' বাক্যের প্রকৃতার্থ 'বাম দিকে গতি'। উহা হইতেই গণিতে সংজ্ঞা হইয়াছে 'বামাগতি' ইহাকে কখন কখন 'বামক্রম'ও বলা হয়[১]। সংস্কৃত ভাষায় বাম শব্দের আর এক অর্থ আছে,—'বিপরীত' যথা,—বামাচার। আর্য্যজাতির সর্ব্বমান্য বৈদিক আচারের বিপরীত বলিয়াই কোন কোন তান্ত্রিক আচারকে বামাচার বলা হয়। গণিতশাস্ত্রের 'বামাগতি' শব্দের অর্থ 'বিপরীত গতি'ও হইতে পারে। অঙ্কের গতি আর্য্যলিপিগতির বিপরীত বলিয়া, হিন্দুর চোখে তাহা 'বামাগতি'। বস্তুতঃ প্রাকৃত ভাষায় স্পষ্টরূপে ঐ কথা বলা হইয়াছে,—"অংকটঠানা পরাহুত্তা।" 'পরাহুত্তা' অর্থ 'পরাঙ্মুখে', অর্থাৎ 'বিপরীত ক্রমে'। জৈন সাহিত্যে সব্যক্রমকে 'পূর্ব্বানুপূর্ব্বী' এবং অপসব্যক্রমকে 'পশ্চানুপূর্ব্বী' বলা হয়।

* ১৩৩৭।৭ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ গণেশ লিখিয়াছেন, "একদশশতেত্যাদি বা ম ক্র মে ণ সংখ্যায়াঃ" (লীলাবতী-টীকা)।

অঙ্কস্থানবিন্যাসে বামাগতি

হিন্দুর গণিতশাস্ত্রে দুই স্থলে বামাগতি বিধির প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথমতঃ, অঙ্কস্থানের পর্য্যায়বিন্যাসে; দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে। প্রথমোক্ত স্থলে উহা সাধারণ বিধি; সুতরাং অবশ্য পালনীয়। অন্য স্থলে তাহা নহে। গণিতশাস্ত্রে সাধারণতঃ আঠারটা অঙ্কস্থান আছে।[১] তাহাদের নাম যথাক্রমে,—একক, দশক, শতক, সহস্র প্রভৃতি। দশক স্থান একক স্থানের বামে, শতক স্থান দশক স্থানের বামে, এই প্রকার পরম্পরা-ক্রমে প্রতি অঙ্কস্থানের বিন্যাস তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বটার বাম দিকে হইয়া থাকে। আরও দ্রষ্টব্য, কোন স্থানস্থিত অঙ্কবিশেষের মান তদ্দক্ষিণে বিন্যস্ত স্থানে অবস্থিত সেই অঙ্কেরই মানের দশগুণ এবং তাহার ঠিক বামের স্থানে অবস্থিত সেই অঙ্কের মানের দশমাংশ। সুতরাং কোন অঙ্ক যে কোন অঙ্ক-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া যতই বামদিকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, তাহার মান ততই দশ দশ গুণ করিয়া বাড়িয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে এই সংখ্যাটা গ্রহণ করা যাউক,—৩৩৩৩। উহা চারি অঙ্কস্থান-ব্যাপী[২] এবং প্রত্যেক স্থানে একই অঙ্কচিহ্ন ৩ আছে। কিন্তু ডান দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় তিনের মান প্রথম তিনের দশগুণ; তৃতীয় তিনের মান দ্বিতীয় তিনের দশগুণ এবং চতুর্থ তিনের মান তৃতীয় তিনের দশগুণ। ঐ সংখ্যাকে বাক্যে প্রকাশ করিতে বলা হয়,—তিন হাজার তিন শত তেত্রিশ। এক হইতে গণনা আরম্ভ। একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন, তৎপরে চার—এইরূপে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা একস্থানব্যাপী। নয়ের পরবর্ত্তী সংখ্যা দশ। দশমিক সংখ্যালিখন-প্রণালীতে উহার অঙ্ক দ্বিস্থানব্যাপী। নবাগত দ্বিতীয় স্থান প্রথম স্থানের বামে বিন্যস্ত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক নব নব অঙ্কস্থান তাহার পূর্ব্বাগত অঙ্কস্থানের বামে বিন্যস্ত হয়।

রেকর্ডের মত ও তাহার খণ্ডন

বর্ত্তমান কালে সমস্ত সভ্যজগতে প্রচলিত দশমিক সংখ্যালিখন-প্রণালীতে বামাগতিতে অঙ্কস্থান-বিন্যাস-পদ্ধতি দেখিয়া রবার্ট রেকর্ডে (প্রায় ১৫৪২ খ্রীষ্ট সাল) নামক জনৈক ইংরাজ গণিতজ্ঞ অনুমান করেন যে, উহার আবিষ্কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক অপসব্যক্রমলিপিক কোন জাতিই—কাল্ডীয় বা ইহুদী হইবে।[৩] মধ্যযুগের অপর কোন কোন পাশ্চাত্ত্য

১। হিন্দুগণিতের মতে গণনাস্থান বস্তুতঃ অসংখ্য। তবে সাধারণ ব্যবহারের জন্য আঠারটা স্থান পর্য্যন্ত বলিয়া ধরা হয় মাত্র। কেহ কেহ ততোঽধিক গণনাস্থানও ধরিয়াছেন। বায়ু-পুরাণে আছে,—

“এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধৌ॥
শতানীতি বিজানীয়াৎ সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ॥”

—১০১।১০২-৩ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

পরার্দ্ধের দ্বিগুণকালে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে।

২। পৃথূদক স্বামী এই প্রকার সংখ্যাকে ‘চতুষ্পদ’ সংখ্যা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে একস্থানব্যাপী সংখ্যা ‘একপদ,’ দ্বিস্থানব্যাপী সংখ্যা ‘দ্বিপদ’, বহুস্থানব্যাপী সংখ্যা ‘বহুপদ’। (ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, ১২শ অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩। D. E. Smith and L. C. Karpinski, *The Hindu-Arabic Numerals*, Boston, 1911, p. 3.

গণিতবিদ্‌ও ঐ প্রকার মনে করিতেন। আধুনিক কালে জি. আর. কে. ঐ মতের পুনঃ প্রচার করেন।[১] তাঁহাদের যুক্তি এই প্রকার—হিন্দুরা যেহেতু সব্যক্রমে লিখেন, সেই হেতু নবাগত দ্বিতীয় স্থানটীর বিন্যাস তাঁহারা প্রথমাঙ্কস্থানের দক্ষিণে করিতেন, সেই হেতু শতক স্থানের বিন্যাস তাঁহারা দশক স্থানের দক্ষিণে করিতেন। কিন্তু অঙ্কস্থানের বিন্যাস যখন বস্তুতই অপসব্যক্রমে হইয়াছে, তখন ঐ প্রকার সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক সব্যক্রমিক লিপি-পদ্ধতি অনুসরণকারী হিন্দুজাতি হইতে পারে না, অপসব্যক্রম-লিপিক অহিন্দু জাতিই হইবে। এই অনুমান যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, স্বল্পজ্ঞান-প্রসূত, তাহা আমরা অন্যত্র বিশেষ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি।[২] সভ্যজগতের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন, নানা জাতির সংখ্যা নির্দ্দেশের ভাষা ও সঙ্কেত চিহ্নের আলোচনা সহকারে তথায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কি সব্যক্রমলিপিক, কি অপসব্যক্রম-লিপিক বা কি ঊর্দ্ধক্রম-লিপিক, সকল জাতির মধ্যে ইহা সাধারণ বিধি যে, বড় স্থানের অঙ্কটাকে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে ও লিখিতে হইবে। ইহাকে বলিব অপচীয়মান ক্রম। তাহার বিপরীত সংজ্ঞা উপচীয়মানক্রম। যে ক্রম এই উভয় হইতে ভিন্ন, তাহাকে বলা হইবে মিশ্রক্রম। সংস্কৃতে শতের নিম্নতন সংখ্যার নামকরণে উপচীয়মানক্রম অনুসৃত হইয়া থাকে। যথা,—পঞ্চদশ, চতুর্বিংশ, ত্রিসপ্ততি ইত্যাদি। এই সকল দৃষ্টান্তে প্রথমে ছোট সংখ্যার পরে বড় সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে। এই সম্পর্কে বৈয়াকরণ-সম্রাট্ পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,[৩] "অল্পাচ্‌তরম্", অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসে অল্পতর স্বরনিষ্পন্ন শব্দ পূর্ব্বে বসিবে। তার উপর বার্ত্তিককার বিশেষ সূত্র করিলেন,—"সংখ্যায়া অল্পীয়স্যাঃ।" আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়, গ্রীক, লাটিন, আরবী, পার্শী, চীন প্রভৃতি ভাষাতেও ঐ বিধি। কিন্তু শতের ঊর্দ্ধতন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যে বরাবর অপচীয়মানক্রম অনুসৃত হয়। যেমন আমরা বলি, 'এক লক্ষ পাঁচ হাজার আট শত পঁয়ত্রিশ।' ইংরাজী ও তিব্বতী প্রভৃতি দুই চারিটা ভাষায় আগাগোড়া অপচীয়মানক্রমে সংখ্যা উল্লেখ হইয়া থাকে। এই ত গেল সংখ্যার নামকরণ-পদ্ধতি। সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্নের বা অঙ্কের সমাবেশের পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৃহত্তর সংখ্যাঙ্ককে সর্ব্বাগ্রে রাখার বিধি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসৃত হয়। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে জগতের নানা জাতির মধ্যে সংখ্যা-লিখনের নানা প্রণালী ছিল। যথা,—প্রাচীন গান্ধারের খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী প্রণালী, মিশরের চৈত্রিক, হাইরেটিক ও ডেমোটিক প্রণালী, গ্রীসের এটিক ও অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী, বাবিলন, রোমান, চীন প্রণালী ইত্যাদি। তখনও স্থানীয় মানতত্ত্বের প্রচলন হয় নাই।[৪] ঐ সকল

১। G. R. Kaye, "Notes on Indian Mathematics—Arithmetical Notation," *J. A. S. B.* Vol. III, 1907 pp. 475-508 ; *Indian Mathematics*, Calcutta, 1915 p. 32.

২। Bibhutibhusan Datta, "The present mode of expressing numbers," *Indian Historical Quarterly*, Vol. III, 1927, pp. 530—540.

৩। ২।২।৩৪

৪। প্রাচীন সুমের জাতির ষষ্টিতক (বা ষষ্ট্যোত্তর) সংখ্যালিখন-প্রণালীতে স্থানীয় মানতত্ত্বের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই বিষয়ে লেখকের অপর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য Early History of the Principle of Place Value.

প্রণালীতে যোগবিধি মতে সংখ্যা লিখিত হইত। অর্থাৎ প্রত্যেক চিহ্ন-বোধিত সংখ্যার যোগ করিয়া, সেই চিহ্নসমূহ-বোধিত সংখ্যা নিরূপিত হইত। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট কোন পর্য্যায়ক্রমে সংখ্যা-চিহ্নের সমাবেশ তাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য ছিল না। তথাপি তত্তৎপ্রণালীতে সংখ্যা লিখিতে বড় অঙ্কের চিহ্নটাই পূর্ব্বে লিখিতে হইত। ইহাই ছিল সর্ব্বমান্য নিয়ম। সেই হেতু সব্যক্রম-লিপিক জাতিরা বৃহত্তর অঙ্কচিহ্নটি ক্ষুদ্রতর অঙ্কচিহ্নের বামে বিন্যস্ত করিত। অপসব্যক্রম-লিপিক জাতির প্রথা ছিল তাহার ঠিক বিপরীত এবং ঊর্দ্ধক্রমলিপিক-জাতি বৃহত্তর অঙ্কচিহ্নটিকে ক্ষুদ্রতর অঙ্কচিহ্নের উপরে বিন্যাস করিত। ভারতবর্ষে দেখা যায়—কখন কখন মুদ্রায় সন তারিখ এবং পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দ্দেশে—ছোট চিহ্নকে বড় চিহ্নের নিম্নে বিন্যস্ত করা হইত।[১] স্থান সঙ্কুলানের জন্যই যে ঐ ব্যবস্থা, তাহা সহজেই বোঝা যায়। প্রথম খ্রীষ্ট-শতকের কোন কোন চীন গণিতজ্ঞ ঠিক হিন্দুদের প্রথাতেই সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেন।[২] উহাকে নিশ্চয়ই হিন্দু-প্রভাব বলিতে হইবে। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই প্রকারের দুই চারিটা ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও তাহাতে সাধারণ বিধির বিশেষ হানি হয় না। অধিকন্তু ইহাও দেখা যায় যে, যখন কোন ভাষার লিপিক্রম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই ভাষায় অঙ্কবিন্যাসক্রমও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।[৩] এইরূপে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জাতির সংখ্যা-প্রণালীতে অঙ্কচিহ্নের উপচীয়মান বা অপচীয়মানরূপে বিন্যাসক্রম, তত্তৎজাতির অনুসৃত লিপির উপচয়াপচয় ক্রমের বিপরীত। সুতরাং দশমিক সংখ্যা লিখন-প্রণালীতে অঙ্কস্থানের ক্রমবিন্যাস দেখিয়া যাঁহারা অনুমান করেন যে, উহা কোন অপসব্যক্রম-লিপিক জাতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, তাঁহারা প্রমাদগ্রস্ত। ঐ প্রকার যুক্তি সত্য মানিলে বলিতে হইবে যে, জগতের প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব সংখ্যা-লিখন-প্রণালী তদ্‌বিপরীত ক্রম-লিপিক কোন জাতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কোন বিচারবুদ্ধিশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিতে পারেন না। অতএব দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্কস্থান-বিন্যাসে বামাগতি অবলম্বনের কারণে কেহ বলিতে পারিবেন না যে, উহা হিন্দু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নহে। শুধু তাহা নহে, আমাদের বিচারে, ঐ কারণেই সিদ্ধান্ত হয় যে, উহা সব্যক্রম-লিপিক আর্য্যজাতি কর্ত্তৃকই উদ্ভাবিত। বস্তুতঃ, উহা যে হিন্দুরই আবিষ্কার, তাহার অনেক অকাট্য প্রমাণ আছে। গণিতৈতিহাসিক মহলে তাহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আমরাও ইতিপূর্ব্বে তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি।

স্থানবিন্যাসে বামাগতির কারণ

উপরে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে অঙ্কস্থানের ক্রমবিন্যাসে বামাগতি অবলম্বনের প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৃহত্তর অঙ্কটাকে পূর্ব্বে লেখার

১। Buehler, *Indian Palaeography*, English tr. by Fleet, pp. 77-8

২। Y. Mikami, *The Development of Mathematics in China and Japan*, Leipzig, 1913, p. 27f.

৩। যথা,—খরোষ্ঠী লিপি।

মনোবৃত্তি প্রায় মানবসাধারণ। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্কের ছোট বড় মান নির্ণীত হয় রূপগুণ বা আকৃতিগুণ দ্বারা নহে, কিন্তু স্থানগুণ দ্বারা। অর্থাৎ অপরাপর প্রণালীতে বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন রূপ ছিল, সেই রূপ দেখিয়াই তাহার মান নির্ণীত হইত। কিন্তু দশমিক প্রণালীতে নয়টার বেশী রূপ নাই। এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাঙ্কে রূপগুণ আছে। কিন্তু ততোঽধিক সংখ্যা লিখিতে স্থানগুণের অবতারণা করা হয়। স্থান-বিন্যাস-গুণে একই রূপের মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। হিন্দুরা সব্যক্রমে লিখিয়া থাকেন। সুতরাং বৃহত্তর অঙ্ককে প্রথমে লিখিতে হইলে তাঁহাদিগকে বৃহত্তর মানজ্ঞাপক অঙ্কস্থানকে ক্ষুদ্রতর মানজ্ঞাপক অঙ্কস্থানের বামে বিন্যাস করিতে হইবে। এইরূপেই দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্কস্থান-বিন্যাসে বামাগতির উৎপত্তি। যদি কেহ শঙ্কা করেন যে, বৃহত্তর অঙ্ককে পূর্ব্বে লিখিতে হইবে কেন? উত্তর, উহা মানবসাধারণ মনোবৃত্তি, অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হইতে পারে না। বার্ত্তিককার সূত্র করিয়াছেন ১—

"অভ্যর্হিতম্"—

দ্বন্দ্বে অভ্যর্হিত পদের পূর্ব্বনিপাত হইবে। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীর উদ্ভাবক সেই সুপ্রাচীন পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

প্রাচীন মত—গণেশ দৈবজ্ঞ

প্রাচীন গণিতজ্ঞগণও প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন। বিখ্যাত গণিতবিদ্ গণেশ দৈবজ্ঞ (১৫৪৫ খ্রীষ্ট-সাল) বলেন,—

"গণনাক্রম সর্ব্বত্র সব্যক্রমেই হওয়া উচিত। যেহেতু অপসব্যক্রম সর্ব্বদাই শিষ্টগর্হিত। একক-দশকাদি সংজ্ঞার বামাগতি ব্যতিরেকে গণনায় সব্যক্রম হওয়া সম্ভব নহে। যেমন ১২৩৪, এই সংখ্যাটিকে 'এক হাজার দু' শ' তিন দশক ও চার'—এই প্রকারে বলাই সব্যক্রমে গণনা, সেই জন্য লোকেও সেই প্রকারে করিয়া থাকে। 'চার তিরিশ দু' শ' এক হাজার' কেহ বলে না।২ আরও দেখ, কাল বর্ণনা করিতে লোকে পরার্দ্ধ-কল্প-মন্বন্তর-যুগ-বৎসরাদিক্রমে করিয়া থাকে, দেশবর্ণনা করিতে দ্বীপ-বর্ষ-খণ্ডাদিক্রমে বলে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রতরের দিকে গতিক্রমেই লোকে (স্বভাবতঃ) বলিয়া থাকে। গণনায়ও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে, অঙ্কস্থানের বামাগতিই সব্যক্রম হইবে। সেই হেতু বামাগতিতেই অঙ্কস্থানের এককাদি সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।"৩

১। ২।২।৩৪ (৪)

২। ইহার ব্যতিক্রম ও বিশেষ বিধির দৃষ্টান্ত পরে দ্রষ্টব্য।

৩। "গণনাক্রমঃ সর্ব্বত্র সব্যক্রমেণৈব ভাব্যঃ। সর্ব্বত্রাপসব্যক্রমস্য শিষ্টগর্হিতত্বাদেকাদিসংজ্ঞানাং বামক্রমমন্তরেণ গণনায়াঃ সব্যক্রমো ন সম্ভবতি। যথৈষামঙ্কানাং ১২৩৪ একং সহস্রং দ্বে শতে দশকত্রয়ং চত্বারশ্চেতি সব্যক্রমেণ গণনা স্যাৎ। লোকৈরপ্যনেনৈব ক্রমেণোচ্যতে। ন তু চত্বারি ত্রিংশদ্দ্বে শতে সহস্রমেবমিত্যুচ্যতে। অপি চ কালকীর্ত্তনং প্রয়োগেঽপি পরার্দ্ধকল্পমন্বন্তরযুগবৎসরাদিকং দেশকীর্ত্তনেঽপি দ্বীপবর্ষখণ্ডাদিকং চ স্থূলসূক্ষ্মমিত্যনেনৈব ক্রমেণোচ্যতে। এবমুচ্যমানে গণনায়াঃ সব্যক্রমস্থানানাং বামক্রমো ভবতি। তস্মাদেকাদিস্থানানাং বামক্রমেণৈককাদিসংজ্ঞেতি সমাচারঃ।" 'বুদ্ধিবিলাসিনী' (লীলাবতী টীকা)

নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ও মুনীশ্বর

পরবর্ত্তী কালে নৃসিংহ দৈবজ্ঞ এবং মুনীশ্বর আরও স্পষ্টবাক্যে সেই যুক্তি দিয়াছেন। অধিকন্তু গণনাতে বড় অঙ্কটাকে আগে লিখিতে ও বলিতে হইবে কেন, তাহারও নজীর দিয়াছেন। গণেশ ইহাকে মানবসুলভ প্রবৃত্তি বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ঐ প্রবৃত্তির মূলে যে পূজ্যের সম্মান সর্ব্বাগ্রে করার স্বাভাবিক বৃত্তি রহিয়াছে, ইঁহারা তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। নৃসিংহ লিখিয়াছেন,১—

"অভ্যর্হিতস্থানস্থস্য পঙ্‌ক্তৌ পূর্ব্বনিবেশস্তদধঃস্থিতস্থানানাং সব্যক্রমেণ স্থাপনমুচিতং, লোকেষু তথা দৃশ্যতে। তৎ তেকস্থানাদ্বামক্রমেণ দশকাদিস্থানবিন্যাসেনোপপদ্যতে। অথবা পরমাণুমধিকৃত্য দ্ব্যণুকাদিসংজ্ঞাঃ ক্রিয়তে। তদ্বদেকস্থানমধিকৃত্য দশকাদিস্থানসংজ্ঞাকরণে ন কশ্চিদ্দোষঃ। একাদিস্থানসাধ্যত্বাদ্দশস্থানাদীনামুত্তরোত্তর সংখ্যায়াঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসংখ্যায়াঃ সত্ত্বাৎ।"

নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ১৬২১ খ্রীষ্ট সালে ঐ মত লিপিবদ্ধ করেন। মুনীশ্বর ১৬৩৫ সালে লিখিয়াছেন।২

"নন্বস্তি লিপিষু সব্যক্রমঃ শিষ্টসম্মতো মাঙ্গলিকত্বাদাদরণীয়শ্চ। তৎ কথং তমপহায়াপসব্যক্রম আদৃত ইতি চেন্ন, শতসহস্রায়ুতাদীনামুত্তরমভ্যর্হিতত্বেন তদুচিতসব্যক্রমদ্বারৈস্তৎক্রমস্য যুক্তত্বাৎ। ন চাভ্যর্হিতসংখ্যাতঃ সব্যক্রমার্থমুত্তরাবধিতঃ প্রদক্ষিণক্রমেণৈব দ্বিতীয়াদিস্থানানাং সংজ্ঞাঽস্ত্বিতি।"

এ স্থলে কেহ শঙ্কা করিতে পারেন যে, গণনাস্থান একক হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া ইহাতে বামক্রমে স্থানবিন্যাস করিতে হয়, কিন্তু উর্দ্ধতন স্থান হইতে আরম্ভ করিলে ঐ প্রকার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিতে হইত না। এই শঙ্কা অকিঞ্চিৎকর হইলেও প্রাচীনেরা তাহার জবাব দিয়া গিয়াছেন।—সংখ্যা বস্তুতঃ অনন্ত, সুতরাং স্থানও অনন্ত। সেই হেতু উর্দ্ধতন স্থানের অবধি নাই। যাহার অবধি নাই, তাহা হইতে আরম্ভ হইতে পারে না। সাধারণতঃ একটা অবধি ধরা হয় বটে, কিন্তু উহাও লোকব্যবহারমাত্র। অধিকন্তু তদ্বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অষ্টাদশ স্থান পরার্দ্ধকে শেষ অবধি মানেন। অপরে আরও অধিক স্থানের উল্লেখ করেন। সুতরাং শেষ অবধি অনিত্য। অপর পক্ষে প্রথমাবধি, একক স্থান, নিয়ত। তাই তথা হইতে আরম্ভ করা হয়। সুতরাং অঙ্কে বামাগতি না হইয়া পারে না।৩ এতদপেক্ষাও অতি সহজে পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা নিরাস করা যায়।

১। 'বাসনাবার্ত্তিক' (সিদ্ধান্তশিরোমণির), মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ২৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', নৃসিংহের 'বাসনাবার্ত্তিক' ও মুনীশ্বর-কৃত 'মরীচি' নামক টীকা সহ, কাশীর পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্ট-সালে, তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

২। 'মরীচি' মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ১৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। স্বপ্রণীত 'পাটীসারে' (১২-১৪ শ্লোক)ও মুনীশ্বর ভিন্ন প্রকারে ইহাই বলিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনো মুদ্রিত হয় নাই। কাশী সরস্বতী-ভবনে উহার পাণ্ডুলিপি আছে। লেখক সম্প্রতি তাহার এক প্রতিলিপি আনাইয়াছে।

৩। কৃষ্ণদৈবজ্ঞের (১৬০২ খ্রীষ্ট সাল) মত বলিয়া নৃসিংহ এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "উক্তমেবাত্র বীজগণিতং ব্যাখ্যাতবদ্ভিঃ কৃষ্ণদৈবজ্ঞৈরুত্তরাবধেরভাবাৎ পরিচ্ছিন্নসংখ্যাসু তৎসত্ত্বেঽপি তস্যানিয়তত্বাৎ প্রথমাবধেস্তু নিয়তত্বাদিতি, প্রথমাবধেঃ প্রদক্ষিণক্রমেণৈব দ্বিতীয়াদিস্থানানাং সংজ্ঞাঽস্ত্বীতি।" মুনীশ্বরও ইহার পুনরুল্লেখ করেন, "প্রথমাবধেরভাবাৎ পরিচ্ছিন্নসংখ্যাসু তৎসত্ত্বে তস্যানিয়তত্বাৎ প্রথমাবধেস্তু নিয়তত্বাৎ তৎস্থানাদারভ্য স্থানসংজ্ঞাঽপসব্যক্রমেণ যুক্ততরা।" কৃষ্ণদৈবজ্ঞ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজজ্যোতিষী ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুনীশ্বর ছিলেন সম্রাট শাহ জাহানের রাজজ্যোতিষী।

এক হইতেই সংখ্যা গণনার আরম্ভ। নয় পর্য্যন্ত সংখ্যাঙ্ক একস্থানব্যাপী বা একপদ। তৎপরে দশ হইতে নিরানব্বই পর্য্যন্ত সংখ্যা দ্বিস্থানাবচ্ছিন্ন বা দ্বিপদ। তাহাদের নামও দুই শব্দের সমাহারে নিষ্পন্ন। সুতরাং গণনা স্বভাবতই এককস্থান হইতে আরম্ভ। দশক, শতক প্রভৃতি স্থান স্বভাবতই পর্য্যায়ক্রমে পরে আসে।

সংখ্যা নামকরণে বিশেষ বিধি

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুই একটি ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সভ্য জাতির ভাষায় দ্বিপদ সংখ্যার নামকরণে অর্থাৎ সংখ্যাজ্ঞাপক-বাক্য-নির্ম্মাণে উপচীয়মানক্রম এবং ততোঽধিক পদ সংখ্যার নামকরণে অপচীয়মানক্রম সাধারণ বিধিরূপে অনুসৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ বিষয়ে দুই একটা বিশেষ বিধিও ছিল। সেগুলি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ সমাধানের জন্য তাহাদের প্রয়োজনও আছে। কখন কখন শতাধিক সংখ্যার নামকরণেও ছোট সংখ্যাটা পূর্ব্বে বসিত। যথা,—১০৮০০ সংখ্যার উল্লেখ করিতে শতপথ-ব্রাহ্মণ[১] লিখিয়াছে,—"অষ্টাশতং শতানি"। ঐ স্থলে অষ্টাশতং = ১০৮। ঐ ব্রাহ্মণে আরও পাওয়া যায়—"অশীতিশতম্" = ১৮০ (১০।৪।২।৬); চতুশ্চত্বারিংশং শতম্" = ১৪৪ (১০।৪।২।৭); "বিংশতিশতম্" = ১২০ (১০।৪।২।৮); "অষ্টাত্রিংশং শতম্" = ১৩৮ (১০।৪।৩।১৮)। বেদে ও ব্রাহ্মণে "একশতং" = ১০১, এই প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।[২] ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। তাহাদের জন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—

"তদ্ অস্মিন্ন্ অধিকম্, ইতি দশান্তাড্ ডঃ" [৩]

যথা,—'একাদশং শতম্' (= ১১১), 'দ্বাদশং শতম্' (= ১১২), 'শতসহস্রম্' (= ১১০০)।

"শদ্-অন্ত-বিংশতেশ্চ" [৪]

যথা,—'বিংশং শতম্' (= ১২০), 'ত্রিংশং শতম্' (= ১৩০), 'চত্বারিংশং সহস্রম্' (= ১০৪০)।

"ত্রেস্ ত্রয়ঃ"[৫]

যথা,—'ত্রিশতম্' (= ১০২), 'অষ্টসহস্রম্' (= ১০০৮) ইত্যাদি।

জৈনাচার্য্য জিনভদ্রগণির লেখায় আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। তিনি কখন কখন নিয়তরূপে উপচীয়মানক্রমে সংখ্যোল্লেখ করিতেন। যথা,—

"সত্ত ছিয়া তিন্নিসয়া বারস য সহস্স পংচ লক্‌খা য" [৬]
এগসত্তরি নব সয় ছপ্পন্ন সহস্স চউদ্দশ য,
লক্‌খা দু কোড়ি…,"[৭]

১। ১০।৪।২।২৩, ২৪; আরও, "শতংশতানি পুরুষঃ সমেনাষ্টৌ শতা যন্মিতং তবদন্তি"—১২।৩।২।৮।

২। অথর্ব্ববেদ, ৩।৯।৬; ৫।১৮।১২; শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১০।২।৬।১০; ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৮।১১।৩; প্রশ্নোপনিষদ্, ৩।৬; বোধায়ন শুল্বসূত্র, ২।৪৬

৩। ৫।২।৪৪

৪। ৫।২।৪৫

৫। ৬।৩।৪৮

৬। বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১।৮১

৭। ঐ, ১।৯১

আরবী ভাষায়ও কখন কখন এই প্রকার উপর্য্যুপরিবিন্যাসক্রমে সংখ্যা জ্ঞাপন হইত। এগুলিকে গণিতশাস্ত্রের সাধারণ বিধি বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহারা কদাচিৎ অনুসৃত হইত। সুতরাং লোক-ব্যবহার মাত্র।

সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দের খাতিরে কখন কখন মিশ্রক্রমেও সংখ্যা উল্লিখিত হইত, যথা,—ঋগ্বেদে[১] আছে, দেবতার সংখ্যা—

"ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণি...ত্রিংশচ্চ...নব চ."

বৃহদ্দেবতায়[২] ইহাকে বলিয়াছে,—

"ত্রীণি সহস্রাণি নব ত্রীণি শতানি চ"

উহার অন্যত্র আছে,[৩] ঋচের সংখ্যা,—

"নবনবতিঃ পঞ্চলক্ষা ঋচঃ স্যুশ্চতুঃ শতম্"

অঙ্কপাতে বামাগতি—উৎপত্তিকাল

পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হিন্দুর নামসংখ্যা-প্রণালী[৪] ও অক্ষর-সংখ্যা বা বর্ণ-সংখ্যা-প্রণালী[৫] মতে সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক নামের বা অক্ষরের বিবক্ষিত সংখ্যাঙ্ককে বামাগতিতে বিন্যাসের প্রথাও প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল বাক্য সব্যক্রমেই লিখিতে হয়। অথচ বাক্য-বোধিত সংখ্যাকে অপসব্যক্রমে অঙ্কে পাত করিতে হয়। বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, শককালের সঙ্গে "ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বি" বৎসর যোগ করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনকাল পাওয়া যায়।[৬] বামাগতিতে ঐ সংখ্যা হয় ২৫২৬ এবং তাহাই উদ্দিষ্ট সংখ্যা। ষড়্গুরুশিষ্য কলির 'খগোন্ন্যাম্নেষমাপ'[৭] দিন গতে তাঁহার 'বেদার্থদীপিকা' রচনা শেষ করেন। কটপয়াদি মতে খ=২, গ=৩, য=১, ম=৫, ষ=৬ ও প=১; ঐ বাক্যে ন্ ও ত্ নিরর্থক, সুতরাং বাক্য-বোধিত সংখ্যা ১, ৫৬৫, ১৩২। অঙ্কপাতে বামাগতি প্রবর্ত্তন কত কালের? নাম-সংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি প্রয়োগের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়, বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' ও 'বৃহৎসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার রচনা-কাল ৪২৭ শক (=৫০৫ খ্রীষ্ট-সাল)। তাহার পূর্ব্বেকার 'মূলপুলিশ-সিদ্ধান্ত' এবং 'অগ্নিপুরাণে'ও যে বামাগতিতে নাম-সংখ্যা প্রযুক্ত হইত, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আধুনিক বিদ্বৎসমাজে মতভেদ আছে বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক হইতে নাম-সংখ্যা বামাগতিতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি

১। ৩।৯।৯; ১০।৫২।৬

২। ৭।৭৫

৩। ৩।১৩০

৪। এই বিষয়ে আমরা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি;—(১) "শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী" (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮-৩০ পৃষ্ঠা); (২) "নাম-সংখ্যা" (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭—২৭ পৃষ্ঠা); (৩) "জৈন সাহিত্যে নাম-সংখ্যা" (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২৮—৩৯ পৃষ্ঠা)।

৫। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০ পৃষ্ঠা, বিশেষ দ্রষ্টব্য ৩৫ ও ৩৭ পৃষ্ঠা।

৬। 'বৃহৎসংহিতা', সপ্তর্ষিচার, ৩ শ্লোক।

৭। পূর্ব্বপ্রবন্ধে মুদ্রাকর-দোষে 'খগোন্ন্যাম্নেষাপ' বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। উহা অশুদ্ধ।

প্রবর্ত্তনের কাল এখনও সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হয় নাই। প্রাচীন টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা মনে করিতেন যে, কটপযাদি প্রণালী (প্রথম) আর্য্যভটের (৪৯৯ খ্রীষ্ট-সাল)ও পূর্ব্বেকার। তিনি ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা উহার স্বল্পকাল পরের। প্রথম আর্য্যভটের শিষ্য ভাস্কর (প্রথম)[১] স্বপ্রণীত 'লঘু-ভাস্করীয়' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের এক স্থলে উহার প্রয়োগ করিয়াছেন।[২] যথা—'মন্দ' = ৮৫, 'বৈলক্ষ্য' = ১৩৪, 'রাগ' = ৩২, 'নর' = ২০, 'সাগর' = ২৩৭ ইত্যাদি। ঐ গ্রন্থের রচনা-কাল 'বাভাব' (= ৪৪৪) শক (= ৫২২ খ্রীষ্ট-সাল)।[৩] ইহার পরের প্রমাণ দশম খ্রীষ্ট-শতকের।[৪] মধ্যবর্ত্তী কালে কটপযাদি প্রণালী প্রয়োগের কোন দৃষ্টান্ত এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।[৫]

দক্ষিণাগতি

১২০০ খ্রীষ্ট-সালের সমীপবর্ত্তী কালে টীকাকার আমরাজ লিখিয়াছেন,—"গণিত-গ্রন্থাদিতে সর্ব্বত্র অঙ্কবিন্যাস অপ্রাদক্ষিণ্যক্রমে কর্ত্তব্য।"[৬] তিনি 'সর্ব্বত্র' বলিয়া জোর

১। ইনি 'লীলাবতী', 'বীজগণিত' ও 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ভাস্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি,—ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

২। "বাভাবোনাচ্ছকাব্দাদ্ধনশকলয়াহান্মন্দবৈলক্ষ্যরাগৈঃ।
প্রাপ্তাভির্লিপ্তিকাভির্বিরহিততেনবঞ্চন্দ্রতুঙ্গপাতাঃ॥
শোভানীত্রাদসংবিদ্ গণকনরহতান্সাগরাপ্তাঃ কলাদ্যাঃ।
সংযুক্তাস্তরসৌরাসসুরগুরুভৃগুজৌভানবর্গ...... ॥"—'লঘুভাস্করীয়', ১।১৮

এই গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। মান্দ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগারে উহার এবং ভাস্করের অপর গ্রন্থ 'মহাভাস্করীয়ে'র পাণ্ডুলিপি আছে। লেখক ঐ দুই গ্রন্থের প্রতিলিপি আনাইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই শ্লোকের মৌলিকতা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সন্দিহান। তিনি মনে করেন যে, উহা টীকাকারবিশেষের। কারণ,সেই টীকা দেখিলে উহাই মনে হয়। এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

৩। ভাস্কর কোথাও আপনাকে কটপযাদি প্রণালীর প্রবর্ত্তক বলেন নাই। অন্যত্রও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি প্রবর্ত্তক হইলে, তাঁহার গ্রন্থে উহার ব্যাখ্যা থাকিত। সুতরাং কটপযাদি প্রণালী তাঁহার পূর্ব্বেকার। ইহাতে সূর্য্যদেব যজ্বার কথাই সমর্থিত হয়। হয় ত ভাস্করের গ্রন্থ দৃষ্টে, তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি মহাভাস্করীয়ের টীকা লিখিয়াছিলেন, জানা যায়।

৪। জৈনাচার্য্য নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—
"তললীনমধুগাবিমলং ধূমসিলা গাবিচোরভয়মেরু,
তটহরিখঝসা হোংতি হু মানুস পজ্জত্ত সংখাংকা॥"— গোম্মটসার, জীবকাণ্ড, ১৫৮ গাথা।

"মানুষের সংখ্যা ৭৯, ২২৮, ১৬২, ৫১৪, ২৬৪, ৩৩৭, ৫৯৩, ৫৪৩, ৯৫০, ৩৩৬।" অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, 'রাগ' = ৩২ (৪৪ গাথা)। তিনি ৯১৫ খ্রীষ্ট-সালে জীবিত ছিলেন। নেমিচন্দ্র দক্ষিণাগতিক্রমেও অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ করিতেন, যথা,—
"বটলবণরোচগোনগনজরনগংকাসসসগধমপরকধরং।
বিগুণণরস্থরসহিদং পল্লস্স রোমপরিসংখ্যা॥"---ত্রিলোকসার, ৯৮ গাথা।

উদ্দিষ্ট সংখ্যা,-- ৪১৩, ৪৫২, ৬৩০, ৩০৮ ২০৩, ১৭৭, ৭৪৯, ৫১২, ১৯২, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০।
এই প্রকার দৃষ্টান্ত তাঁহার গ্রন্থে আরও আছে (গোম্মটসার, জীবকাণ্ড, ৩৬০, ৩৬৩-৪ গাথা দ্রষ্টব্য)। নেমিচন্দ্রের অনুসৃত অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার টোডরমলজী (১৭৬২ খ্রীষ্ট-সাল) একটা প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা উল্লেখযোগ্য,---
"কটপযপুরস্থবর্ণৈর্নবনবপঞ্চাষ্টকল্পিতৈঃ ক্রমশঃ।
স্বরঞনশূন্যং সংখ্যামাত্রোপরিমাক্ষরং ত্যাজ্যং॥"

৫। প্রথম আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিতে ব্রহ্মগুপ্ত ও পৃথূদকস্বামী তৎপ্রবর্ত্তিত অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীরও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সেই প্রকার উল্লেখের কথা বলিতেছি না।

দিয়া ঠিক করেন নাই। কারণ, কি নাম-সংখ্যা, কি অক্ষর-সংখ্যা, উভয় প্রণালীরই সংখ্যা-জ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে কখন কখন দক্ষিণাগতিও অনুসৃত হয়, দেখা যায়। অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে দক্ষিণাগতি প্রয়োগের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে দ্বিতীয় আর্য্যভটের গ্রন্থে,—দশম খ্রীষ্ট-শতকের মধ্যভাগে। নাম-সংখ্যা-প্রণালীতে তাহার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে, ষষ্ঠ খ্রীষ্ট-শতকের তৃতীয় পাদে রচিত জিনভদ্রগণির 'বৃহৎক্ষেত্রসমাসে'। তাহারও বহু পূর্ব্বের প্রমাণ আছে বাক্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে। উহা খ্রীষ্ট-সালের প্রারম্ভ-কালের লেখা।[১] সুতরাং সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে কাহার প্রয়োগ পূর্ব্বেকার, বামাগতি, কি দক্ষিণাগতি, তাহা এখন নিরূপিত হয় নাই। যাহা হউক, অঙ্কপাতে দক্ষিণাগতি হিন্দুর লিপিক্রমের অনুকূল, সুতরাং নির্দ্দোষ। কিন্তু বামাগতি তাহার প্রতিকূল, তাই সদোষ মনে হয়। সেই হেতু স্বতই মনে জাগে, সংখ্যা-প্রণালীতে তাহা অবলম্বিত হইল কেন? স্থান-বিন্যাসে বামাগতি অনুসরণ-পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে সদোষ মনে হইলেও, উহা যে প্রকৃত নির্দ্দোষ, তাহার হেতু আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। অঙ্কপাতে উহার কি হেতু আছে?

অঙ্কপাতে বামাগতির কারণ

অঙ্কপাতে বামাগতি অনুসরণের হেতু বিনিশ্চয় করিতে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। নাম-সংখ্যা-প্রণালী ও অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী, যাহাতে বামাগতি অথবা দক্ষিণাগতি-ক্রমে অঙ্কপাত করিতে হয়, তাহাদের উভয়ই স্থানীয়মান-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতু ঐ সকল প্রণালী অনুসারে বহুস্থানাবচ্ছিন্ন কোন বৃহৎ সংখ্যার নাম করিতে হইলে, ঐ সংখ্যার এক হইতে আরম্ভ করিয়া তদন্তর্গত প্রত্যেক অঙ্কের নাম পর পর করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাকে নেমিচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ক্রমেণাঙ্কক্রমেণৈব",[২] সেই প্রকারে। কোন সংখ্যাস্থ প্রত্যেক অঙ্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থানীয়মানের উল্লেখ থাকিলে, অথবা তাহা অন্য কোন গৌণ প্রকারে সুনির্দ্দিষ্ট থাকিলে, সেই সকল অঙ্কের উল্লেখ যে কোন ক্রমেই হইতে পারে। যেমন ৫৩২০ সংখ্যাকে ৫ হাজার ৩ শ ২০, অথবা ৩ শ ৫ হাজার ২০, অথবা ২০ ৫ হাজার ৩ শ' যে কোন প্রকারেই বলা যায়। সাধারণতঃ প্রথমোক্ত প্রকার ব্যতীত অপর কোন প্রকারে বলা হয় না বটে। কিন্তু বলিলেও কোন দোষ হয় না, প্রকৃত সংখ্যাটি নির্ণয়ে কোন বিঘ্ন হয় না, তাহাই আমরা বলিতেছি। প্রথম আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে স্বরবর্ণ সহযোগে প্রত্যেক অক্ষর-সংখ্যার স্থানীয়মান নির্দ্দেশিত

প্রণীত 'খণ্ডখাদ্যক' নামক করণগ্রন্থের টীকাকার। এই টীকা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ববুআ মিশ্রের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। আমরাজের গুরুদেব ত্রিবিক্রম 'খণ্ডখাদ্যকে'র উত্তরাঙ্কের টীকা লিখিয়াছেন। উহার করণকাল ১১০২ শক (=১১৮০ খ্রীষ্ট-সাল) (আমরাজের টীকা, ১।১২)। সুতরাং আমরাজের সময় ১২০০ খ্রীষ্ট-সালের সমীপবর্ত্তী হইবে। আমরাজের নিবাস ছিল আনন্দপুরে। উহা গুর্জ্জর প্রদেশে সবরমতী নদীতীরে অবস্থিত ছিল। তাহার অপর নাম বড়নগর।

১। Bibhutibhusan Datta, "The Bakhshali Mathematics," *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. 21, 1929, pp, 1-60; R, Hoernle, "The Bakhshali Manuscript," *Indian Antiquary*, Vol. 17, pp. 33-48, 275-9.

২। ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা।

থাকে। তাই তাহাকেও মিশ্রক্রমে বলা যায়। যেমন আর্য্যভটের মতে বৃধশীঘ্রোচ্চের যুগ-ভগনসংখ্যা ১৭৯৩৭০২০। তিনি তাহাকে বলিয়াছেন 'ঙ্গুশিথন'। উহাকে 'গুস্নুনশিথৃ' 'শিনস্নুথৃগু' ইত্যাদি বহু প্রকারে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু নামসংখ্যা-প্রণালীতে ও কটপযাদি প্রণালীতে অঙ্কের স্থানীয়মান নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার কথনক্রম হইতে। তাই এক অবধি হইতে আরম্ভ করিয়া পরম্পরাক্রমে সংখ্যার উল্লেখ করিতে হয়। কোন সংখ্যার নামোল্লেখ যদি তাহার বাম অবধি হইতে হয়, তবে সেই বাক্য-বোধিত সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে। অপর পক্ষে যদি দক্ষিণ অবধি হইতে সংখ্যাটির নামোল্লেখ হয়, তবে তাহাকে বামাগতিতে অঙ্কে পাত করিতে হইবে। সুতরাং অঙ্কপাত করিতে কোন্ গতি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংখ্যার নামকরণের উপর নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি যে, সংস্কৃত ভাষায় একাদশ, দ্বাদশ হইতে নবনবতি পর্য্যন্ত সংখ্যার নামকরণে লঘুসংখ্যার পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। তাহাদিগকে অঙ্কে পাত করিতে বস্তুতঃ বামাগতি অনুসরণ করিতে হয়। 'বিংশংশতম্' (১২০ অর্থে), 'দ্বাদশংশতম্' (১১২ অর্থে) প্রভৃতিও তদ্রূপ। হয় ত এই বিশেষ বিধির অনুসরণেই বহুপদ সংখ্যার ও নামকরণের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। তাহাতেই অঙ্কের বামাগতি-বিধির উৎপত্তি। এই অনুমান অসঙ্গত না হইলেও নির্দ্দোষ নহে। যাহা সাধারণ বিধি, তাহার পরিবর্ত্তে, একটা বিশেষ বিধির সুপ্রচলন হইল কেন? এই প্রশ্ন স্বতই জাগিবে। ঐ প্রকার নামকরণের কারণ অন্যও হইতে পারে। অঙ্কস্থানের নামোল্লেখ আমরা সাধারণতঃ একক, দশক, শতক ইত্যাদি উপচীয়মান ক্রমেই করিয়া থাকি, অপচীয়মানক্রমে করি না। গণনায় তাহারা সেই ক্রমেই উপস্থিত হয়। সেই ক্রমেই তত্তৎস্থানস্থিত অঙ্কের নামের সমাহারে সংখ্যাবিশেষের নামকরণের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে, উহা খুবই স্বাভাবিক। প্রাচীন লেখক জিনসেন ঐ প্রকার একটা ইঙ্গিতও যেন করিয়াছেন। কোন একটা সংখ্যার উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"স্থানক্রমাত্রিকং দ্বেচ ষট্‌চত্বারি নব দ্বিকং"[১]

অর্থাৎ বক্তব্য সংখ্যাটি ৩,২,৬,৪,৯ ও ২ অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ্য; যেই ক্রমে অঙ্কস্থানের বিন্যাস হইয়া থাকে, সেই ক্রমেই এই অঙ্কগুলির বিন্যাস করিলে বক্তব্য সংখ্যাটি পাওয়া যাইবে। ইহা বলাই যেন জিনসেনের অভিপ্রায় ২ সুতরাং উদ্দিষ্ট সংখ্যাটি ২৯৪৬২৩।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

১। 'নেমিপুরাণ' বা 'জৈন হরিবংশপুরাণ', ৫ম সর্গ, ৫৫০ (?) শ্লোক। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ৭৫ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে। জিনসেন ৭০৫ শকে ঐ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

২। 'স্থানক্রম' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। উহার অর্থ 'পর পর স্থান বা 'স্থানপরম্পরা' হইতে পারে; অথবা উহা 'স্থানবিন্যাসক্রম'ও বুঝাইতে পারে। জিনসেন বস্তুতঃ কোন্ অর্থে 'স্থানক্রম' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। আমরা উহাকে শেষোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে অঙ্কপাতে বামাগতি বা দক্ষিণাগতি, যে কোনটারই অনুসরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত অর্থ স্বীকার করিলে অঙ্কপাতে বামাগতিই অনুসরণীয় হয়। বামাগতিতেই জিনসেনের বক্তব্য সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

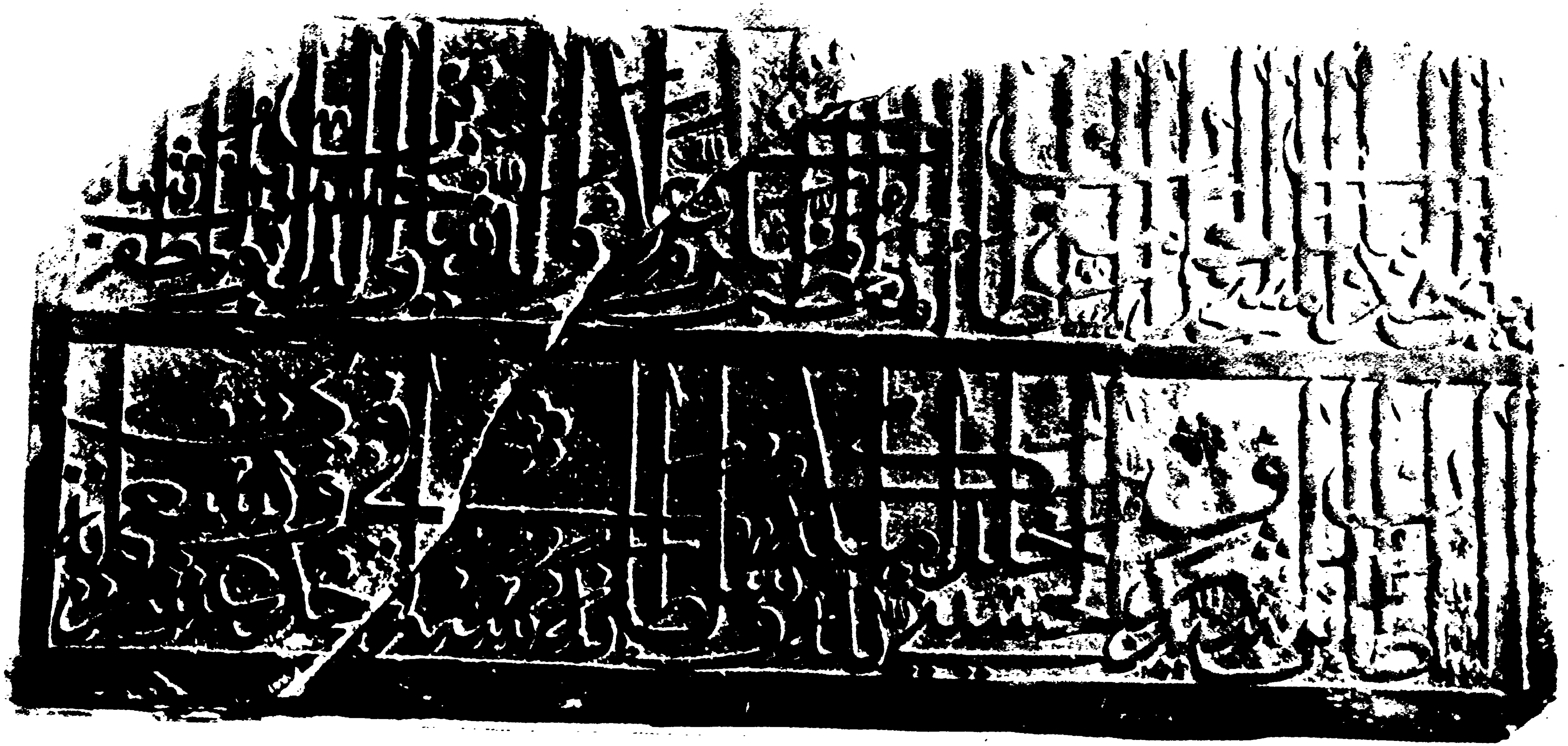

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুম্মামস্‌জিদ—তোরণ-লিপি

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের জুম্মামস্‌জিদ তোরণ-লিপি

হিজরী ৯১১ (খ্রীষ্টাব্দ ১৫০৫) বর্ষে উৎকীর্ণ এই শিলালিপি দ্বারা ঐ বর্ষে বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর হুসেন শাহ্‌ (৮৯৯—৯২৫ হি:) জুম্মা মস্‌জিদের (সম্ভবতঃ গৌড়ের) তোরণ নির্ম্মাণ করেন, ইহা প্রমাণিত হয়। এই রাজা বাঙ্গালার বিখ্যাত হুসেন-শাহী রাজবংশের (৮৯৯—৯৪৪ হি:) সংস্থাপক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম থানার অধীন ঝিল্লি গ্রামে ইহা আবিষ্কার করেন।* এই লিপি এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কলাশালায় শিলালিপি-সংগ্রহে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শিলালিপিটি 'ক্লোরাইট'-প্রস্তরে খোদিত। ফলকের পরিমাপ ৩´×১´-৬½´´। ফলকটি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেলেও উহার লিপি সম্পূর্ণ এবং সুরক্ষিত। লিপির প্রতিরূপ এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী শামসুদ্দীন আহমদ এম্‌-এ মহাশয়ের সাহায্যে লিপির নিম্নোক্ত পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে,—

জুম্মা মস্‌জিদের এই তোরণ হুসেন বংশের বংশধর সৈয়দ আশ্‌রফের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিত সুলতান 'অলাউ-দ্‌-দুন্‌য়া র-দ্‌-দীন আবু-ল্‌-মুজফ্‌ফর হুসৈন্‌ শাহ্‌ নির্ম্মাণ করেন। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও রাজপদ চিরস্থায়ী করুন। ৯১১ হিজরী।

শ্রীঅজিত ঘোষ

* ঝিল্লি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন অধিকারী, শ্রীযুক্ত গুরুপদ অধিকারী এবং শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত অধিকারী মহাশয়গণের বাড়ীতে এই লিপিটি ছিল। তাঁহারা ইহা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের কলাশালায় দান করিয়াছেন। এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সম্পাদক

বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষ

বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরী—এই ভাষা ছয়টিকে 'প্রাচ্য ভারতীয় আর্য্যভাষা' শ্রেণীভুক্ত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইহারা একই ভাষা-জননীর কন্যা। ইহাদের তুলনা ও ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা ইহাদের মূল প্রাচ্য অপভ্রংশের রূপ জানা যাইবে।

এই প্রবন্ধে Indicative Mood বা নির্দ্দেশ ভাবের বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

	একবচন	বহুবচন
বাঙ্গালা	চলি	চলি
আসামী	চলোঁ	চলোঁ
উড়িয়া	চালে, চালি	চালুঁ
মৈথিলী	চলোঁ*	চলী, চলিঐণ, চলিঔণ, চলিঅহুণ, চলিঅ*, চলিঐকণ, চলিঔকণ, চলিঐন্হি†
মগহী	চলুঁ	চলীঁ, চলী, চলিঅইণ, চলিঅউণ
ভোজপুরী	চলোঁ*	চলীঁ

মন্তব্য। (১) তারকাচিহ্নিত পদগুলি সাধারণতঃ কবিতায় ব্যবহৃত হয়। (২) বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী) ভাষাগুলিতে সাধারণতঃ বহুবচনের পদগুলি একবচনে ব্যবহৃত হয়। (৩) ছোরাচিহ্নিত পদগুলি কর্ম্মের পুরুষ ও সম্মান-ভেদে প্রযুক্ত হয়। (৪) মগহী ও ভোজপুরীতে ধাতুরূপে স্ত্রী প্রত্যয় আছে। এগুলি অর্ব্বাচীন।

* ১৩৩৭ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যদি এই পদগুলির ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া কেবল-মাত্র আধুনিক রূপ লইয়া তুলনা করা যায়, তবে ইহাদের মূল রূপ স্থির করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই জন্য ইহাদের ঐতিহাসিক বিচারের আবশ্যক।

বাঙ্গালা

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে উত্তমপুরুষের রূপগুলি এই—চলোঁ, চলো, চলী, চলি, চলিএ। ইহাতে প্রয়োগের দিক্ দিয়া সর্ব্বনামের ঐতিহাসিক বহুবচন (আহ্মে, আহ্মি, আহ্মী, আহ্মেঁ) ও একবচনের (মোএঁ, মোঞেঁ, মোঞেঁ, মোঞে মোঞিঁ, মো, মোঁ, মোঁই) কোন ভেদ নাই। এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক বাঙ্গালায় একই ব্যক্তি এককালে আমি ও মুই প্রয়োগ করিলে যেমন হয়, সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ। যথা—

দূতা পাঠায়িআঁ **আহ্মে** নিব ত গোকুলে।
বাটত যাইতেঁ **মো** করিবোঁ অলঙ্গালে॥ (১২৭ পৃঃ)
পএর মগর খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।
চাঁচরী খেলাওঁ **মোএঁ** যমুনার কূলে॥
খেড়ী [়]খলাইএ **আহ্মে** নান্দের ঘরে।
নিন্দ না জাএ কংসরায় **মোর** ডরে॥ (৭৯ পৃঃ)

এইরূপ প্রয়োগ সর্ব্বত্র। সর্ব্বনামের এইরূপ প্রয়োগ দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যম যুগের প্রথম ভাগে **ক্রিয়াপদে** উত্তমপুরুষের কোন বচন-ভেদ ছিল না, তাহা যথার্থ হইবে না। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে নিম্নে সেই সমস্ত বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিব, যাহাতে উত্তমপুরুষের কর্ত্তৃপদগুলি উক্ত হইয়াছে :—

পাওঁ মোএঁ (১০), আসি আহ্মি (১১), বোলোঁ মো, আহ্মে জানিএ (১৩), আহ্মে পারী, জাই আহ্মে (২ বার) (১৪), মো জাণোঁ (২৪), আহ্মে রহি (৩০), আহ্মে চাহী (৩১), পুছো মোএঁ, থাকোঁ মো, জাওঁ মো, দেখোঁ মো (৩৬), আহ্মে হইএ (৪২), দেওঁ মোএ (৪৩), জাণো আহ্মে (৪৪), নহোঁ মোএ (৪৫), হইএ আহ্মে (৪২), মো জাওঁ, বোলোঁ মোএঁ (৫০), বোলোঁ মো (৫৪), আহ্মে পাইএ (৫৬), ধারো মোঁ, জাওঁ মোএঁ (৫৮), জাইএ আহ্মে (৫৯), আহ্মে জাইএ (৭০), আহ্মে জানী (৭৬), খেলাওঁ মোএ, খেলাইএ আহ্মে (৭৯) দেখোঁ মো (৮০), মোএঁ ধরোঁ (৮৫), মোঁ পোহাওঁ (৯২) জাণিএ আহ্মী (৯৭), বোলোঁ মো (৯৯), ধরো আহ্মে (১০৩), কহো মোঁ (১০৫), হইএ আহ্মে, আহ্মে করী (১০৬), হইএ আহ্মে (১০৭), করোঁ মো (১০৮), মো সাধোঁ, থাকোঁ মো, সাধোঁ মোএ (১১২), আহ্মে জাই (১১৩), জাণো মোএঁ (১১৮), বোলোঁ মোএ (১১৯), মোএঁ হরোঁ (১২৯) নারোঁ মোএঁ (১৩৫), আহ্মে জাইএ (১৪০), বোলোঁ মোএঁ (২ বার) (১৪১), মোএঁ জাণো (১৪৭), করোঁ মো (১৪৮), মো জাণো (১৫০), মো জাণো (১৫১), নারোঁ মো (১৫৪), বোলোঁ মো, আহ্মে আছি (১৫৭), আহ্মে পারী (১৬৭), দেওঁ মোএঁ (১৬৯), আহ্মে মরী, নহোঁ মোএঁ (১৭৬), জাণো আহ্মে (১৭৭), লই আহ্মে

(১৮৩), বোলোঁ মোএঁ (১৮৪), আহ্মে পারী, মো মানো, আহ্মে বহী (১৮৫), আহ্মে জাণী (১৮৮), আহ্মে সংহারী, আহ্মে নারী (১৯১), জাওঁ মো (১৯২), পারী আহ্মে (১৯৪), আহ্মে দেখী (১৯৯), আহ্মে জাণী (২০৪), ভুঞ্জোঁ মোএঁ (২১৬), করোঁ মো (২১৮), মো নাহিঁ নাশি. মো জাওঁ (২২৩) মোঞি জাণো (২২৪), আহ্মে পারী (২২৫), দেখোঁ মো (২২৬), আহ্মে তুলী (২৪১), মোএঁ ঘাটো (২৪২), রাখোঁ মো (২৪৩), মোএঁ করোঁ (২৪৫), আহ্মে জাণী (২৪৯), আহ্মে নাম্বী, আহ্মে পাম্বি (২৫৪), নিষধিএ আহ্মে (২৬৩), যাওঁ মো (২৭১), হওঁ মো (২৭৫), নহোঁ মো (২৭৬) বোলোঁ মোঞ (২৮৫), মো হাণো (২৮৭), হয়িএ আহ্মে (২৮৮), মো জাণো, মো কান্দো (২৯৫), মো দেখোঁ (২৯৬), মোএঁ জাওঁ (৩০৫), শুনো মো (৩০৬), আহ্মে করি (৩১৩), মোঞঁ এড়াওঁ (৩১৫), আহ্মে জাণোঁ, পুছি আহ্মে (৩১৭), মোঞঁ নেওঁ (৩১৯), আহ্মে জাণী (৩২১), আহ্মে নীএ, বোলোঁ মো, আহ্মে জাণী (৩২২), পাওঁ মো (৩২৩), আহ্মে পাই, আহ্মে নীএ (৩২৫), দিএ আহ্মে (৩৩০) চাহোঁ মো (৩৩১), জাণো মো (৩৩৫), মোঞঁ বোলোঁ (৩৪০), জাণো মো (৩৪২), আহ্মে জাণি, বোলোঁ মো (৩৪৭), ঝুরোঁ মো, মোঞঁ মানো (৩৫০), মোঞঁ দেওঁ (৩৫১), বোলোঁ মো, করোঁ মো (৩৫৭), জীঞোঁ মোঁ (৩৬০), আহ্মে পারী (৩৬৫), করোঁ মো (৩৬৯), খোজে মো, করো মো (৩৭২), আহ্মে পারী, যাঞোঁ মোঞেঁ মোঞে, জাণ (৩৭৩), মোঁ তোলোঁ (৩৭৪), আহ্মে চাহি (৩৭৫), চিন্তো মোঞেঁ, মোঁ করোঁ (৩৮৫), মো চাহোঁ (৩৮৬), মোঁ করোঁ (৩৯৪), বোলোঁ মো (৩৯৮)।

এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, (ঐতিহাসিক) একবচনের উদাহরণের সংখ্যা ৮৬টি। ইহার মধ্যে –

-ওঁ	বিভক্তিযুক্ত		৬৪
-ও	„		২০
-অ	„	(জাণ = জাণো)	১
-ই	„	(নাশি)	১
			৮৬

(ঐতিহাসিক) বহুবচনের উদাহরণের সংখ্যা ৫৫টি ইহার মধ্যে

-ইএ	বিভক্তিযুক্ত	১৪
-ঈ	„	২১
-ই	„	১৬
-ও	„ (জাণো ২বার, ধরো)	৩
-ওঁ	„ (জাণোঁ)	১
		৫৫

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ক্রিয়ার উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের পৃথক্ রূপ ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভিন্ন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি মধ্যযুগের পুস্তকে উত্তম

পুরুষের বিভক্তি -ও, -ঁউ, -ইএ (-ইয়ে), -ই দেখা যায়। কিন্তু সেখানে সাধারণতঃ (ঐতিহাসিক) একবচন বহুবচন-নির্ব্বিশেষে এই বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। মধ্যযুগের আদিতে উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি যে -ওঁ এবং বহুবচনের বিভক্তি যে -ই ছিল, তাহা বাঙ্গালার কয়েকটি বর্ত্তমান dialect বা বিভাষা হইতে নিশ্চিত বোধ হইবে :—

পশ্চিম বিভাষা—সরাকী উপভাষা

একবচন	বহুবচন
মুঁই করুঁ	হামরা করি

উত্তর বিভাষা—কোচ-মিশ্রিত উপভাষা

মুই পাও	মোরা করি

রাজবংশী বিভাষা—রঙ্গপুরী উপভাষা

মুঁই করোঁ	হাম্‌রা করি

—জলপাইগুড়ী উপভাষা

মুই কঁর	হাম্‌রা করি

—কোচবিহারী উপভাষা:

মুঁই মরোঁ	আমরা করি

—গোয়ালপাড়া উপভাষা

মুঁই করোঁ	আমরা করি

দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিভাষা—চাক্‌মা উপভাষা

মুই গরং	আমি গরি

—সিল্‌হেটী উপভাষা

মুই যাওঁ, যাউঁ, যাউ	আমি যাই

আসামী

বর্ত্তমান আসামী ভাষায় ক্রিয়ার উত্তমপুরুষে কোন বচনভেদ না থাকিলেও মধ্যযুগের প্রথমে ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। পীতাম্বর দ্বিজের উষার বিবাহ (১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ), ভট্টদেবের (১৫৫৮—১৬৩৮) কথাভাগবত ও কথাগীতা, নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ (১৭ শতক) প্রভৃতি পুস্তকে 'আমি করি' ইত্যাদি রূপ পাওয়া যায়। নিম্নে কথা-গীতা হইতে উদাহরণ দিতেছি :—

আমি করিছি (২ পৃষ্ঠা); আমরা করি, আমি ন করি (৮); আমি দেখি, আমি শুনিছি, মঞি রহো, আমি করি (৯); মঞি নহোঁ (১১); মঞি ন করো (১২), আমি ন পারি (২০); মঞি কহিছোঁ (২ বার), মঞি ন কহোঁ (২২); মঞি ঝরোঁ (২৫), মঞি করো, মঞি ন করোঁ (২৬), মঞি কহিছেঁ, মঞি জানো (২৯), মঞি ধরো, (২ বার), মঞি করো, মঞি করোঁ (৩০); মঞি সৃজিছোঁ (৩১); মঞি ন কহোঁ (৩৮);

মঞি ন করো (৩৯); মঞি নহোঁ, মঞি করোঁ (৪৭); মঞি আছোঁ, মঞি ন রহো (৫১); মঞি করোঁ (২ বার), মঞি ধরিছোঁ (৫৩); মঞি নহোঁ, মঞি জানো (৫৪), মঞি হঞো (৫৭) ; মঞি আছোঁ (৬৮) ; মঞি নাহি কঞো, মঞি ধরো, মঞি থাকোঁ, মঞি স্ররো, মঞি স্রজাঞু (৬২) ; মঞি করো (৬৪) ; মঞি দেঞু, মঞি করো (৬৫) ; মঞি করো (৬৬) ; মঞি হঞু (৬৯) ; মঞি দেঞু, মঞি করো (৭০) ; মঞি আছোঁ (৭১) ; মঞি ধরিছোঁ (৭৩) ; মঞি ধরিছো, মঞি করো, মঞি হঞু (৭৫) ; মঞি প্রবর্ত্তিছোঁ (৭৮) ; মঞি পাঞো (৭৯) ; মঞি করোঁ (৮৪) ; মঞি হঞো (৮৭) ; মঞি কহো (৮৮) ; মঞি করোঁ (৯৪) ; মঞি ধরোঁ, মঞি থাকি, মঞি হুয়াছোঁ (১০০) ; মঞি অতিক্রমিছো, মঞি হুয়াছোঁ (১০১) ; মঞি হঞো (১০২) ; মঞি পেহ্লাঞু (১০৪) ; মঞি কহো (১০৭) ; মঞি করোঁ (১১,৯) ; মঞি যাঞু (১২০) ।

এই ৬৯টি দৃষ্টান্তের মধ্যে কেবল '**মঞি থাকি**' (১০০ পৃঃ) স্থানে একবচনে -ই বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থলে একবচনে -ওঁ, -ও, -ঞো (= -ওঁ), -ঞু (= -উঁ) ও বহুবচনে -ই বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাই যে মধ্যযুগের আসামী ভাষার আদি প্রয়োগ, তাহা আসামীর বিভাষা হইতে প্রমাণিত হয়।

ময়াং বিভাষা

একবচন	বহুবচন
মি অছু (—*osu*)	আমি অছি (—*osi*)

আসামীর এই প্রয়োগ বাঙ্গালার মধ্যযুগের আদি প্রয়োগের সহিত অভিন্ন।

উড়িয়া

পূর্ব্ব-ভারতীয় নব্য আর্য্যভাষাশ্রেণীর মধ্যে উড়িয়া অনেক বিষয়ে রক্ষণশীল। ইহাতে ক্রিয়ায় উত্তমপুরুষের বচনভেদ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা মধ্যবাঙ্গালা ও মধ্যআসামীর একবচন ও বহুবচনের যে বিভক্তিগুলি নির্ণয় করিয়াছি, তাহার সহিত উড়িয়ার একবচন ও বহুবচনের বিভক্তির মিল নাই। পরে আমরা ইহাদের মূল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মৈথিলী

মৈথিলীর একবচনের বিভক্তি -ওঁ মধ্যবাঙ্গালা ও মধ্যআসামীর একবচনের বিভক্তির সহিত অভিন্ন। বহুবচনে চলী ভিন্ন অন্য পদগুলি মৈথিলীর আধুনিক বিশেষ রূপ। অতএব বহুবচনের বিভক্তি -ঈ। ইহার সহিত বাঙ্গালা ও আসামীর মিল আছে।

মগহী

মগহীর একবচনের বিভক্তি -উঁ ও বহুবচনের বিভক্তি -ঈ, -ঈঁ। বহুবচনের অন্য বিভক্তিগুলি আধুনিক বিশেষ রূপ।

[রা

ইহাতে একবচন ও বহুবচনের বিভক্তির পার্থক্য আছে।

এক্ষণে আমরা এই ভাষা ছয়টির উত্তমপুরুষের বিভক্তিগুলির মূল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

বৌদ্ধগান ও দোহার চর্য্যাগুলিতে উত্তমপুরুষের বিভক্তিগুলি *(১) এই—

-(অ)মি (যেমন, জীবমি, জানমি ইত্যাদি)

-হুঁ (যেমন, দেহুঁ, লেহুঁ, অচ্ছহু = অচ্ছহুঁ, জাণহুঁ ইত্যাদি)

-ম (যেমন, অচ্ছম, চাহাম)

ইহাদের মধ্যে একবচনের বিভক্তি -(অ)মি এবং বহুবচনের বিভক্তি -হুঁ, -ম। চর্য্যার দুই স্থানে সর্ব্বনামের উত্তমপুরুষের বহুবচনের সহিত -হুঁ বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদের অন্বয় হইয়াছে (১২ ও ২২ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য)।

অপভ্রংশে উত্তমপুরুষের বিভক্তি এই—

একবচন	বহুবচন
-(অ)মি (প্রাকৃত)	-হুঁ
-(অ)উঁ	-(অ)ম (প্রাকৃত)
	-(আ)ম („)

একবচন

প্রাচ্য অপভ্রংশ চলমি ▷ * চলবিঁ ▷ চলইঁ (মধ্যউড়িয়া) ▷ চলেঁ, চালেঁ (উড়িয়া)। এখানে উড়িয়ার সহিত মারাঠীর মিল আছে।

প্রাচ্য অপ. চলমি ▷ চলম (আদিম মধ্যবাঙ্গালা), যেমন প্রাচ্য অপ. করন্তি ▷ করন্ত (মধ্যবাঙ্গালা)। তৎপরে চলম ▷ * চলবঁ ▷ * চলওঁ ▷ চলোঁ। (মধ্যবাঙ্গালা ও বিভাষা)। *(২) এইরূপে আসামী চলোঁ। আধুনিক আসামীতে আদিম একবচনের রূপ একবচন ও বহুবচনে অভেদে ব্যবহৃত হইতেছে। অন্য পক্ষে আমরা পরে দেখিব যে, সাধু বাঙ্গালায় আদিম বহুবচনের রূপ একবচন-বহুবচন-নির্বিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে।

প্রাচ্য অপ. চলমি ▷ * চলম ▷ *চলবঁ ▷ চলওঁ (= চলঞো বিদ্যাপতি পদাবলী নং ৩০, ২৮৮, ৫৯৪ ইত্যাদি; কীর্ত্তিলতা, ২ পৃষ্ঠা) ▷ চলোঁ (মৈথিলী, ভোজপুরী)। এই দুই ভাষায় উত্তমপুরুষের একবচন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

* (১) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে ৩৩ সংখ্যক চর্য্যার আবেশী পদকে উত্তমপুরুষে প্রযুক্ত মনে করিয়াছেন। টীকায় আবিশতি। আমরা ইহাকে কর্ম্মণি প্রয়োগ (= আবিশ্যতে) মনে করি। পরে দ্রষ্টব্য। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ৩৯ নং চর্য্যার বিয়হুঁঈঁ পাঠস্থানে বিহরঈঁ পড়িতে চান। আমরা বিয়হুঁঈচ্ছন্দ্রেঁ স্থানে বিহয়হুঁ (বিহয়হুঁ) বচ্ছন্দেঁ পড়িতে চাই। (The Origin and Development of the Bengali Language, ৯৩১ পৃঃ)

* (২) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যুৎপত্তি হিসাবে চলোঁ পদকে বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত এবং চলি পদকে একবচনের বিভক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, ঐতিহাসিক বিচার তাঁহার মতের বিরুদ্ধ। এই জন্য আমরা তাঁহার ব্যুৎপত্তি গ্রহণে অক্ষম। (প্রাগুক্ত, ৩৫১, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৯৩৪ পৃঃ)

প্রাচ্য অপ. চলউ > * চলু ঁ > চলু ঁ (মগহী)। মূলতঃ প্রাচ্য অপ. চলউ অনুজ্ঞার উত্তমপুরুষের একবচন। মূল বিহারীতে চলু ঁ অনুজ্ঞায় প্রযুক্ত হইত। ইহার প্রমাণ এই যে, মৈথিলীতে উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞায় চলু ঁ হয় (পরে দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য বিহারী ভাষায় অনুজ্ঞা ও নির্দ্দেশ (Indicative Mood) প্রয়োগ এক। এমন কি, মৈথিলীতে এই এক মাত্র পদ ভিন্ন সমস্ত পুরুষে ও বচনে উভয় প্রয়োগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মগহীর উত্তমপুরুষের একবচনে নির্দ্দেশ প্রয়োগের পদটি লুপ্ত হইয়া তাহার স্থান অনুজ্ঞার পদ অধিকার করিয়াছে। বিহারীর কয়েকটী বিভাষায় দুই পদই নির্দ্দেশ ভাবের উত্তমপুরুষের একবচনে দেখা যায়; যেমন—

মৈথিলী-ভোজপুরী বিভাষা

চলু, চলোঁ।

দক্ষিণ-মৈথিলী বিভাষা

চলু ঁ, চলোঁ।

দক্ষিণ-মৈথিলী-মগহী বিভাষা

চলু ঁ, চলোঁ।

মৈথিলী-বাঙ্গালা বিভাষা

চলু ঁ, চলোঁ।

দুই পদ একই বধ্য বিভাষায় থাকায় চলোঁ হইতে চলু ঁ উৎপন্ন নহে কিংবা দুইয়ের ব্যুৎপত্তি এক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অবশ্য শাব্দিক পরিবর্ত্তন (phonetic change) হিসাবে চলু ঁ < চলোঁ অসম্ভব নহে। যখন আমরা ব্যুৎপত্তি বিচার করিব, তখন দৃষ্ট হইবে যে, অপ. চলউ প্রাকৃত অনুজ্ঞার পদ হইতেই উৎপন্ন। নেপালী, হিন্দী, গুজরাতী প্রভৃতি কতিপয় নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষার বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষের একবচন এই অপ. চলউঁ হইতে উৎপন্ন।* (৩) অন্যদিকে বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়ায় ইহা হইতে ব্যুৎপন্ন কোন পদ নাই। বিহারী ভাষাগুলি মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করায় তাহাতে উভয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশিত।

উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের চালি পদের ব্যুৎপত্তি বিতর্কশূন্য নহে। শাব্দিক পরিবর্ত্তনের দিক্ দিয়া প্রাচ্য অপ. চলমি > * চলবিঁ > চলইঁ > চলই > চলি, চালি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত। কিন্তু একই সময়ে চলইঁ > চলেঁ এবং চলইঁ > চলি—এই বিভিন্নরূপ স্বরসন্ধির উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। আমরা এক্ষণে বহুবচন সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইবে।

---

* (৩) দ্রষ্টব্য—A. F. R. Hoernle প্রণীত A Comparative Grammar of the Gaudian Languages (৩৩৪, ৩৩৫ পৃঃ)। মারাঠীতে অনুজ্ঞার উত্তম পু. ১ব. -উঁ হয়।

বহুবচন

প্রাচ্য অপ. চলহুঁ > * চলউঁ> চলুঁ, চালুঁ (উড়িয়া)। মধ্যবাঙ্গালায় চলহুঁ এইরূপ -হুঁ বিভক্তিযুক্ত উত্তমপুরুষের পদ ছিল। উড়িয়ার -উঁ বিভক্তি -অমু -অমো অম হইতে আসিতে পারিত। কিন্তু কোন পূর্ব্ব-ভারতীয় আর্য্যভাষায় মধ্য বা নব্য যুগে বহু ব. -(অ)ম, -(অ) মো, -(অ)মু বিভক্তি হইতে ব্যুৎপন্ন কোন বিভক্তি নাই।* (৪) নব্য বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার উত্তমপুরুষের বহুবচনের ইতিহাস অন্যরূপ।

বৌদ্ধগান ও দোহার চর্য্যাপদে কর্ম্ম বা ভাববাচ্যে বর্ত্তমানের প্রথমপুরুষের একবচনের বিভক্তি—

-(ই)অই (যেমন, করিঅই, মরিঅই, চর্য্যা ১; পাবিঅই, ভাবিঅই, ২৬; ইত্যাদি)

-(ই)এ (যেমন, দুহিএ, চর্য্যা ৩৩)

-ঈ (যেমন, দেখী, চর্য্যা ১৬; জাণী, বখাণী, ২৯, ৩৭; আবেশী, ৩৩; ইত্যাদি)

এতদ্‌ভিন্ন অন্য রূপ আছে, তাহা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

অপভ্রংশে এই -(ই)অই বিভক্তি দেখা যায়; যথা, বন্নিঅই (হেমচন্দ্র ৮।৪।৩৪৫); ভরিঅই (হেম ৪।৮।৩৮৩); মাণিঅই (হেম ৪।৮।৩৮৮)।

কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রথমপুরুষে মধ্যবাঙ্গালায় -ইএ, -ঈ বিভক্তি, মধ্য-উড়িয়ায় -ইই, -ই বিভক্তি, এবং মধ্যমৈথিলীতে -ইঅ বিভক্তি পাওয়া যায়।* (৫)

মধ্যআসামীতে এইরূপ স্থলে -ই বিভক্তি দেখা যায়। "পরম কামুক তুমি ত্রিভুবনে জানি" (উষার বিবাহ, অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি, ৪২৫ পৃঃ); "একে একে যুঝিলে রথী বুলি" (কথাগীতা, পৃঃ ৫); "যি এমনে ন জানে তাক দুর্ম্মতে কহি" (ঐ, ১১৪ পৃঃ); "যেন অগ্নি · শীতাদি নিবৃত্তির অর্থে সেবা করি" (ঐ, ১১৭ পৃঃ) ইত্যাদি।

বাঙ্গালার উত্তমপুরুষের বিভক্তি, মধ্যআসামীর উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি, উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি -ই, এবং বিহারীর উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি -ঈ এই কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বিভক্তি হইতে অভিন্ন। ইহাতে তাহাদের ব্যুৎপত্তি সূচিত হইতেছে। আধুনিক গুজরাতী ও পঞ্জাবীতেও উত্তমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তির এই রূপ; গুজ. অমে চালীএ, পঞ্জা. অসীঁ চলিএ, = মধ্যবাঙ্গালা আহ্মে চলিএ, — আধুনিক বাঙ্গালা আমি চলি।* (৬)

কীর্ত্তিলতায় -ইঅ বিভক্তি উত্তমপুরুষের একবচনের সহিত অন্বিত হইয়াছে, যথা, মন্দ করিঅ হঞো (= হউঁ — অপ. হউঁ; ৭ পৃঃ)। মৈথিলীর এই প্রাচীন প্রয়োগ এবং আধুনিক উড়িয়ার প্রয়োগ হইতে অনুমান করা যাইতে

* (৪) উড়িয়ার বহুবচনের -উঁ বিভক্তির সহিত মারাঠী ও সিন্ধীর -উঁ এবং নেপালীর -অউঁ তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিভক্তিগুলির ব্যুৎপত্তি উড়িয়ার সহিত এক কি না, তাহা এখানে আলোচনা করা অনাবশ্যক।

* (৫) দ্রষ্টব্য—The Origin and Development of the Bengali Language, ৯১৩—৯১৭ পৃঃ।

* (৬) Beames, Hoernle, J. Bloch প্রভৃতি সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক -ই বিভক্তিকে উত্তমপুরুষের একবচনের চিহ্ন মনে করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ঠিক হয় নাই। একমাত্র Grierson -উঁ বিভক্তিকে একবচন এবং -ই, -ঈ বিভক্তিকে বহুবচন স্থির করিয়াছেন।

পারে যে, মূলতঃ প্রাচ্য অপ. -(ই)অই, -ঈ উত্তমপুরুষের একবচন ও বহুবচনের সহিত ব্যবহৃত হইত। আধুনিক উড়িয়ার একবচনে দুই প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু বহুবচনের প্রয়োগে প্রাচ্য অপ. উত্তমপুরুষ বহুবচনের -হুঁ বিভক্তির নিকট ইহা পরাজিত হইয়াছে; অন্য পক্ষে নব্য বাঙ্গালা, মধ্য আসামী ও নব্য ও মধ্য বিহারী ভাষাসমূহে ইহা -হুঁ বিভক্তিকে বহিষ্কৃত করিয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য অপ. উত্তমপুরুষ একবচন -(অ)মি বিভক্তির দ্বারা স্বয়ং বিতাড়িত হইয়াছে।

প্রাচ্য অপ. চলিঅই > চলিএ (ম. বাং) > চলী, চলি (মধ্য এবং নব্য বাং)। যেমন অসমাপিকা চলিআ, চলিঅ, চলি—তিন পদই চর্য্যাসমূহে দেখা যায়, সেইরূপ আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, চলিঅই, চলিএ, চলী তিন পদই চর্য্যায় পাওয়া যায়। এইরূপে মধ্যবাঙ্গালায়ও চলিএ চলী চলি—তিন পদই ব্যবহৃত হইত। আধুনিক বাঙ্গালায় চলিএ মৃত হইয়াছে।

প্রাচ্য অপ. চলিঅই > চলিঅ (মধ্য মৈথিলী) > চলী (নব্য মৈথিলী)। মগহীতে অতিরিক্ত চলীঁ আছে। ভোজপুরীতে কেবল চলীঁ। উত্তমপুরুষের একবচনের আনুরূপ্যে (analogy) বহুবচনও সানুনাসিক হইয়াছে। অন্য পক্ষে এই আনুরূপ্যবশতঃ মৈথিলীর অহঙ্কার উত্তমপুরুষের একবচন অনুনাসিকবিহীন হইয়াছে (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

সংক্ষিপ্ত-সার

নির্দ্দেশ ভাব (Indicative Mood)

[প্রাচ্য অপ. একবচন] চলমি [একবচন]

চলরিঁ | চলম [মধ্যবাঙ্গালা]

[ম. উড়িয়া চলই ১ ব.] | * চলবঁ

[নব্য উড়িয়া চালে ১ ব.] | চলওঁ (= চলঞো ম. মৈ. ১ ব.)

চলোঁ { [ম. বাং, ১ ব.
ম. আসা, ১ ব.
নব্য „ উভয়
„ মৈ, ১ ব.
„ ভোজ. ১ ব]

[প্রাচ্য অপ. বহুব.] চলহুঁ

চলউ | চলহুঁ [ম. বাং]

[নব্য উড়িয়া বহুব.] চালুঁ | চলহোঁ [ঐ]

অনুজ্ঞা ভাব

[প্রাচ্য অপ. ১ ব.] চলমু   চলিমু [প্রাচ্য অপ. বহুব.]

* চলউ   * চলিউ (৭)

[নব্য প্রাচ্য অপ. ১ ব.] চলউ   চলিউঁ [ম. বাং বহুব. অনুজ্ঞা] (৮)

[নব্য মগহী ১ ব. চলুঁ   চলিউ [ঐ]
নির্দ্দেশ ও অনুজ্ঞা]

[নব্য মৈথিলী ১ ব. অনুজ্ঞা] চলু

কর্ম্মবাচ্য (বা ভাববাচ্য)

[প্রাচ্য অপ. ১ব.] চলিঅই

[প্রা. অপ. ১ম পু. ১ ব. কর্ম্ম বা. চলিএ   চলিঅ
মধ্য বাং. " উভ ব. "   চলিই [মধ্য মৈ. উত্তম পু. উভ ব. কর্ত্তৃ বা.
" উত্তম পু. বহু ব. কর্ত্তৃ বা.]   [ম. উড়িয়া " " ১ম পু. " কর্ম্ম বা.
১ পু. ১ ব.

[পূর্ব্বের ন্যায়] চলী   কর্ম্ম বা] চলী [নব্য মৈ. উত্তম. বহুব. কর্ত্তৃ বা.
" মগ. " " "
" ভোজ মধ্য. ১ম. " "

[মধ্য বাং উত্তম বহুব. কর্ত্তৃ বা. চলি   চলি   চলী [" " ১ম উ. পু. " "]
নব্য বাং. " " উভ ব.   [নব্য উড়িয়া   তিন পু. " "]
মধ্য আসা. উত্তম. বহু ব. কর্ত্তৃবা.   উত্তম. ১ব.
" " ১ম পু. উভ ব. কর্ম্ম বা.]   কর্ত্তৃ বা.]

প্রাচ্য অপভ্রংশ

কর্ত্তৃবাচ্য বর্ত্তমান কাল

নির্দ্দেশ ভাব

উত্তমপুরুষ

এক বচন	বহু বচন
চলমি	চলহু

(৭) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শুনিউঁ পদকে নির্দ্দেশ ভাবের বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অনুজ্ঞাই অধিক সঙ্গত (প্রাগুক্ত, ৯৩২, ৯৩৪ পৃঃ)।

(৮) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শুনিউ পদের এইরূপ সাধনা করেন—শুনিউ <শুণীঅহু (মাগধী প্রা.)=শ্রূয়তাম্ (সং) (প্রাগুক্ত, ৯২০ পৃঃ)। ইহা অসঙ্গত নহে। কিন্তু বিহারীতে চলুঁ, চলু অনুজ্ঞার একবচনের পদ থাকায় আমরা বহুবচনে চলিউঁ, চলিউ পদ গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যেখানে কর্ত্তা উক্ত হইয়াছে, সেখানে অন্য পদের সহিত এইরূপ -ইউ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১৬৮, ১৭১, ১৮৩, ১৯৯, ২৩৪ পৃঃ)।

অনুজ্ঞা ভাব

উত্তমপুরুষ

একবচন	বহুবচন
চলমু,	চলিমু
চলউঁ	

কর্ম্ম বা ভাববাচ্য—বর্ত্তমান কাল

নির্দ্দেশ ভাব

প্রথমপুরুষ

একবচন

চলিঅই,

চলিএ, চলী

এক্ষণে আমরা এই প্রাচ্য অপভ্রংশ পদগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

অপ, চলমি < প্রাকৃত, পালি, সং. চলামি

চলহুঁ পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে।

(১) Hoernleএর মতে—অহুঁ < -অউঁ < প্রা. -অমু < সং -আমঃ। হকার আগম একবচন অউঁ < প্রা. অমু (অনুজ্ঞা) হইতে পার্থক্যের জন্য এবং ১ম পু. বহু ব. -অহিঁ বিভক্তির আনুরূপ্যের জন্য। তাঁহার অনুমতে -অহুঁ < প্রা. -অম্হো -অম্হ। কিন্তু তিনি এই প্রাকৃত বিভক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই। (৯) কিন্তু Pischel দেখাইয়াছেন যে, শৌরসেনী, মাগধী ও ঢক্কী প্রাকৃতে প্রায়ই এবং মাহারাষ্ট্রী ও জৈন মাহারাষ্ট্রীতে কদাচিৎ অনুজ্ঞায় উভয় পু. বহু ব. -অম্হ, -এম্হ বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। Pischel-এর মতে এই ম্হ < -স্ম (সংস্কৃতের লুঙ্ বিভক্তি) (১০)। (২) Pischel Hoernle-র মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন; কিন্তু নিজে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন (১১)। (৩) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে -হুঁ বিভক্তি সর্ব্বনাম -হউঁ হইতে ব্যুৎপন্ন।(১২) পূজ্যপাদ J. Bloch এর মতে একবচন (বট্টউঁ) হইতে পৃথক্ করিবার জন্য বহুবচনে -হ -আগম হইয়াছে (বট্টহুঁ) (১৩)। -অহুঁ < *-অঁহু < *-অম্হু < -অম্হ অসম্ভব নহে। ডক্টর সুনীতিকুমারের ব্যুৎপত্তি অসম্ভব। হউঁ একবচন; কিন্তু -অহুঁ বহুবচনের বিভক্তি। হেমচন্দ্র (৮।৩।১৪৩) ও মার্কণ্ডেয়ের (৬।৮) মতে লটের -থ স্থানে লুঙের -ইত্থা বিভক্তি হইতে পারে। Pischel দেখাইয়াছেন, লোটের -ম স্থানে লুঙের -স্ম বিভক্তি হইতে পারে। লটের -মস্ স্থানেও লুঙের -স্ম হওয়া সম্ভব। মার্কণ্ডেয় (৯।১০৩) এইরূপ বিধান দেন। রত্নাবলী ও শকুন্তলায় এইরূপ

---

(৯) A. F. R. Hoernle প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ৩৩৫ পৃঃ এবং পাদটীকা।

(১০) R. Pischel প্রণীত Grammatik der Prakritsprachen ৩৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১১) ঐ ৩২৩ পৃঃ।

(১২) পূর্ব্বোক্ত, ৯৩৪ পৃঃ। (১৩) Bulletin de la Socie te de Linguistique de Paris, XXVIII, II, 6.

প্রয়োগ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, Pischel ইহা স্বীকার করেন না। মূলে অনুজ্ঞা স্বীকার করিলেও নির্দ্দেশ ভাবে চলহুঁ প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। (তুং অপভ্রংশ লট্ সি-স্থানে—হি বিভক্তি)। J. Bloch এর মত সমীচীন নহে; কারণ, -অউ, -অহুঁ সমকালীন নহে। অউ বিভক্তি অর্ব্বাচীন প্রয়োগ (১৪)।

চলমু পদের প্রয়োগ প্রাকৃতে অনুজ্ঞায় পাওয়া যায়। ইহা চলই : চলউ :: চলমি : চলমু—এইরূপ অনুরূপ সৃষ্টি। অপভ্রংশে চলউ নির্দ্দেশ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই চলউ < চলমু(১৫)। মু স্থানে উ থাকায় চলউ পদটি অর্ব্বাচীন।

চলিমু পদ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে লট্ মস্ স্থানে প্রযুক্ত হয়। অপভ্রংশে লট্ ও লোটে চলহুঁ। লটের চলিমু পদের আনুরূপ্যে চলিমু। কিংবা লটের পদই লোটে প্রযুক্ত হইয়াছে। (তুং প্রাকৃতে লট্ ও লোটের উত্তমপুরুষের বহুবচনে চলামো);

চলিঅই < চলীঅই (প্রাকৃত) < চল্যতে (সং)। চলিঅ < চলিঅই। চলী < চলিঅ। এক সময়ে তিন স্তরের প্রত্যয় লেখ্য ভাষায় থাকা সম্ভব। তু পালি -ভি, -হি; -স্মা, ম্হা; -স্মিং, ম্হি; প্রাকৃত (মাগধী) -শ্শ, -(আ)হ; অপভ্রংশ—এণ, এঁ; ইত্যাদি।

পুস্তক-বিবৃতি

1. A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. III, London 1879—J. Beames প্রণীত।

2. A Comparative Grammar of the Gaudian Languages, London 1880—A. F. R. Hoernle প্রণীত।

3 La Formation de la Langue marathe, Paris 1920—J. Bloch প্রণীত।

4. The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta 1926 – শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

5. Grammatik der Prakritsprachen, Strassburg 1900—R. Pischel প্রণীত।

6. Seven Grammars of the Dialects and Sub-dialects of the Bihari Language, Calcutta 1883-87—G. A. Grierson প্রণীত।

(১৪) ধনপালের ভবিসত্তকহায় (১০ম শতাব্দী) একবচনে -অমি বিভক্তির প্রয়োগ ৬৯, -অউ ১; বহুবচনে -অহুঁ ২৫, অহুঁ ২ (H. Jacobi সম্পাদিত, উপক্রমণিকা পৃঃ ৪১*)। অন্য পক্ষে হরিভদ্রের সনৎকুমারচরিতে (১২ শতাব্দী) একবচনে -মি ৫, অন্য সর্ব্বত্র -অউ; বহুবচনে সর্ব্বত্র -অহুঁ (ঐ সম্পাদিত, পৃঃ ১৬)। Jacobi বলেন, স্বরদ্বয় মধ্যে -হ- আগম (ঐ, পৃঃ ৫)। বৌদ্ধ গানে -অউ নাই।

(১৫) Pischel -অকম্ এইরূপে স্বার্থে ক্ যুক্ত মূল হইতে -অউ ব্যুৎপন্ন মনে করেন। প্রাচীন অপভ্রংশে -অউ পাওয়া গেলে তাঁহার ব্যুৎপত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। কেন না, তখন -অউ < -অমু কদাচিৎ। পরবর্ত্তীকালে স্বরান্তর্বর্ত্তী ম > ঁব হইয়া পরে অনুনাসিক স্বরে পরিণত হইয়াছে। [Pischel প্রাগুক্ত, ৩২২ পৃঃ]।

7. An Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language, Part. 1, Grammar, দ্বিতীয় সংস্করণ, Calcutta, 1909—ঐ প্রণীত।

8. Linguistic Survey of India, Vol. V, Pt. I, Calcutta, 1903, Pt. II, Calcutta 1903—ঐ সম্পাদিত।

9. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কলিকাতা ১৩২৩—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত।

10. বৌদ্ধগান ও দোহা, কলিকাতা ১৩২৩—মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত।

11. বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী, কলিকাতা ১৩১৬,—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত।

12. কীর্ত্তিলতা—মহাকবি বিদ্যাপতি-বিরচিত, কলিকাতা ১৩৩১—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত।

13. অসমীয়া সাহিত্যর চানেকি—Vol. II, Pt. II. Calcutta 1924—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী-সম্পাদিত।

14. কথাগীতা—গৌহাটি, ১৮৪৪ শক—ঐ সম্পাদিত।

15. নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৮ ভাগ, ১১৯, ১২০ পৃষ্ঠা।

16. Bhavisattakaha—ধনপাল-প্রণীত, Muenchen 1918—H. Jacobi সম্পাদিত।

17. Sanatkumaracaritam, Muenchen, 1921—ঐ সম্পাদিত।

18. On the Radical and Participial Tenses of the Modern Indo-Aryan Languages—G. A. Grierson লিখিত, J. S. A. Bengal, LXIV, 1895, ৩৫২–৩৫৭ পৃঃ।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ

'বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষ" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

[১] বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। 'চলোঁ—চলি'—এই প্রকারের বর্ত্তমানের রূপগুলির যে উৎপত্তি আমার পুস্তকে আমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি যে, তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। বন্ধুবর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে এবং আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গালার প্রয়োগ হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মধ্য-যুগের ও প্রাচীন যুগের বাঙ্গালায় নিম্ন প্রকারের প্রয়োগ হইত :—

বর্ত্তমান, উত্তমপুরুষ, একবচনে—'মই, মোঁ, মোএঁ চলোঁ, করোঁ';
বহুবচনে—'আম্মে চলীএ চলী, করীএ করী'।

বাঙ্গালা ভাষার স্বস্থানীয় অন্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষা, তথা অপভ্রংশ ও প্রাকৃতের নজীরগুলি প্রশংসনীয় অনুসন্ধানের সহিত অনুশীলন করিয়া এই রূপগুলির যে ব্যুৎপত্তি তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সম্পূর্ণরূপে সমীচীন বলিয়া মনে হয়, এবং আমি এই ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইতেছি :—

একবচনে—'চলামি করোমি' হইতে 'চলমি করমি, *চলম *করম, চলবঁ করবঁ, চলউঁ করউঁ'র মধ্য দিয়া 'চলোঁ করোঁ' ('অহম্' স্থলে 'ময়া' ও 'মম' হইতে উদ্ভূত অপভ্রংশ 'মই' 'মো' + তৃতীয়ার '-এন' যোগে 'মইঁ' ও 'মোএঁ' প্রভৃতি রূপের উৎপত্তি)।

বহুবচনে ভাববাচ্যের রূপ—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে' > প্রাকৃত 'অম্হেহিং *কর্য়্যতি, *করিয়্যতি, *করীয়তি, করীঅদি' > অপভ্রংশ 'অম্হহিঁ করীঅই' > প্রাচীন বাঙ্গালায় *আম্হহি বা আম্হই, আম্হে করীঅই, করীএ' > মধ্য যুগের বাঙ্গালায় 'আম্মে (= আম্হেঁ) করীএ, করী'।

'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে' হইতে যে গুজরাটী 'অমে করীএ' হইয়াছে, ইহা ১৯১৪ সালে L. P. Tessitori তেস্সিতোরি দেখাইয়াছিলেন, এবং আমার বইয়ে ৯১০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের উল্লেখ আমি করিয়াছি।

আমার পুস্তকের নবীন সংস্করণ হইলে তাহাতে এই ব্যুৎপত্তিই প্রদর্শিত হইবে।

এই ব্যুৎপত্তিক্রমের শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত ব্যুৎপত্তিক্রমের সহিত তুলনা করিলে সামান্য দুই একটি পার্থক্য দৃষ্ট হইবে।

[২] অপভ্রংশের উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞার একবচনের প্রভাব বিহারীতে যে আসিয়া গিয়াছে, ইহা খুবই সম্ভব। পশ্চিমা হিন্দীতে যে অনুজ্ঞা ও বর্ত্তমান একই রূপে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তথা-কথিত বর্ত্তমানের অনুজ্ঞায় প্রয়োগ হইতে সুস্পষ্ট।

[৩] ৩৩ সংখ্যক চর্য্যাপদে 'আবেশী' (=আইসি) পদকে আমি বর্ত্তমান উত্তমপুরুষের ক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান উত্তমপুরুষ '-ই' বা '-ঈ'-কারান্ত রূপ হইলেই, মূলে তাহা কর্ম্মবাচ্যে প্রযুক্ত বর্ত্তমান একবচনের রূপ বলিয়া ধরিতে হইবে; এই হিসাবে শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত 'আবিশ্যতে'=মাগধী প্রাকৃত 'আবিশ্শদি, *আবিশীঅদি'—প্রাচীন বাঙ্গালা 'আবেশী'—এবম্প্রকার ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে একটু অন্তরায় ঘটে; মাগধী প্রাকৃতের সম্ভাব্য রূপ '*আবিশীঅদি' মাগধী অপভ্রংশে দাঁড়াইবে '*আবিশীঅই', এবং প্রাচীন বাঙ্গালায় তাহার পরিবর্ত্তনের রূপ হওয়া উচিত '*আবিশীএ'। চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালায় অন্ত্য '-অই' অবিকৃত থাকে, দুই এক স্থলে সন্ধির ফলে এই '-অই'কে '-এ' রূপে পাওয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, ক্ত-কারান্ত রূপ 'আবিষ্ট' স্থলে কথ্য ভাষায় প্রযুক্ত '*আবিশিত' হইতে মাগধী প্রাকৃতে '*আবিশিদ', মাগধী অপভ্রংশে '*আবিশিঅ,' এবং তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় '*আবিশী', বর্ণবিন্যাস-বিভ্রাটে 'আবেশী'। অন্ত্য '-ইঅ' অপভ্রংশে থাকিলে, ভাষায় '-ঈ' রূপেই তাহার পরিণতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হিসাবে, ৬ সংখ্যক চর্য্যার 'হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জাণী'-র 'জাণী' পদটিকে 'জ্ঞাত—*জানিত—জাণিদ—জাণিঅ—জাণী' রূপে ব্যাখ্যা করিলেই ভালো হয়—আমার পুস্তকে (৯১২ পৃষ্ঠায়) প্রস্তাবিত 'জ্ঞায়তে > জাণীঅই > জাণী' এইরূপ ব্যাখ্যা ততটা সমীচীন বলিয়া এখন মনে হইতেছে না।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত পাঠ 'বিহরহুঁ স্বচ্ছন্দেঁ' (চর্য্যাপদ ৩৯) আমার গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

[৭] পশ্চিমা-অপভ্রংশের বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষের বহুবচনের '-হুঁ' প্রত্যয়ের সহিত চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালার অনুরূপ '-হুঁ' প্রত্যয়ের সম্বন্ধ আমার পুস্তকে আলোচিত হয় নাই। পরবর্ত্তী বাঙ্গালার অতীত কালের ক্রিয়ায় উত্তমপুরুষে প্রযুক্ত '-হোঁ' প্রত্যয়ের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার এই '-হুঁ' প্রত্যয়ের সাদৃশ্য দৃষ্টে, এবং 'অহম্ > অহকং > হকং > হঅং > হবং > হউ > হোঁ'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুমানে, আমার পুস্তকে প্রাচীন বাঙ্গালার '-হুঁ'-র উৎপত্তি-নির্দ্ধারণের প্রয়াস করিয়াছিলাম; পশ্চিমা অপভ্রংশের বর্ত্তমান উত্তমপুরুষের '-হুঁ' বিভক্তির কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত করা হয় নাই—অনবধানতাবশতঃ (মৎ-প্রণীত Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ৯২৪ ও ৯৭৫)। মধ্যবাঙ্গালার '-হোঁ' প্রত্যয় ঠিক 'অহম্' হইতে জাত কি না, সে বিষয়ে এক্ষণে আমার সন্দেহ হইতেছে; এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, পশ্চিমা অপভ্রংশের এই বহুবচনের '-হুঁ' প্রত্যয়ের উৎপত্তি কি? শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অপভ্রংশ প্রত্যয় সম্বন্ধে আমি স্পষ্ট কোনও মত দেই নাই। এখনও দিতে চাহি না। তবে একটা অনুমানের কথা বলিয়া রাখি। প্রাকৃতে 'চলামি—চলামো', তাহা হইতে পশ্চিমা অপভ্রংশের প্রথম যুগে '*চলম—চলমু' ও পরে '*চলবঁ—চলবঁ', এবং শেষে '*চলউ—চলউ'; পরে মধ্যম পুরুষের বহুবচনের রূপে অবস্থিত '-হ-' কারের

প্রভাবে উত্তমপুরুষের বহুবচনেও হ-কার আসিয়া যায়—'চলসি, চলহি—চলহু' (< প্রাকৃত 'চলসি—চলহ')। অধ্যাপক Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক্ যে উত্তমপুরুষের এই হ্-কারকে আগমাত্মক বলিয়া ধরিয়াছেন, একটু অন্যভাবে আমি তাহার সমর্থন করিতে চাই। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহের প্রস্তাবিত '-অম্হ' হইতে '-অহুঁ,' এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা তাদৃশ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের '-ম্হ' আধুনিক ভাষার প্রাচীন যুগেও '-ম্হ' রূপেই থাকে, অপভ্রংশের যুগে এই '-ম্হ'-এর 'হুঁ' বা 'হুঁ'তে পরিবর্ত্তন কতকটা আকস্মিক এবং অনপেক্ষিত হইয়া পড়ে। পশ্চিমা অপভ্রংশের এই '-হুঁ' প্রত্যয়ের সহিত মধ্যযুগের বাঙ্গালার '-হুঁ' প্রত্যয় সংযুক্ত বলিয়াই মনে হয়; তবে মূলে পৃথক্ও হইতে পারে।

[৫]. উড়িয়ার উত্তমপুরুষের রূপগুলির সম্বন্ধে এইবার দুটি কথা বলিয়া আমার মন্তব্য শেষ করিব। বর্ত্তমানে উত্তমপুরুষের একবচনে—'মুঁ করেঁ', বহুবচনে 'আম্ভে বা আম্ভেমানে করুঁ'। 'মুঁ করে'—এইরূপ চন্দ্রবিন্দুহীন রূপও পাওয়া যায়—গঞ্জাম জেলায় উড়িয়ার। 'মুঁ করি'—এইরূপ ই-কারান্ত রূপ কোনও ব্যাকরণে পাই নাই, কেবল স্যর জর্জ গ্রিয়ার্সনের Linguistic Survey of Indiaতে আছে; এক 'মুঁ অছি'—এই 'অছ' ধাতু ভিন্ন অন্যত্র অননুনাসিক ই-কারান্ত রূপ সাধারণ উড়িয়ায় অজ্ঞাত; যদি কোনও প্রাদেশিক রূপভেদে মেলে, তাহা হইলে ইহাকে 'করেঁ' এই রূপের দ্রুত-উচ্চারণ-জাত বিকার বলিয়াই ধরিতে হইবে। সুতরাং, উড়িয়ার উত্তমপুরুষের একবচনের রূপ হইতেছে—'করেঁ > করে > করি'। 'করেঁ, করে, করি'-র উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঠিকই ধরিয়াছেন: 'করোমি' > 'করমি' > 'করবিঁ' > *করইঁ > 'করেঁ'। 'করি' এই রূপটি সন্দেহ-জনক, এবং ইহাকে 'করেঁ > করে'-রই বিকারজাত বলিয়া ধরিবার পক্ষে অন্তরায় কিছুই নাই; ইহাকে বাঙ্গালা 'চলি'র মত কর্ম্ম বা ভাববাচ্যের 'ক্রিয়তে' > '*ক.রষ্যতি' > 'করীঅদি' > 'করীঅই' হইতে আনিবার প্রয়াসের কোনও আবশ্যকতা নাই। উড়িয়ার বর্ত্তমান উত্তমপুরুষ বহুবচনের ক্রিয়াপদ—যথা 'করুঁ'—পশ্চিমা অপভ্রংশের 'করহুঁ-র সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে,—যেমন শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন; কিন্তু আমার মনে হয়, পশ্চিমা অপভ্রংশের দিকে যাইবার প্রয়োজন নাই; মাগধী অপভ্রংশ হইতে ইহার উদ্ভব হইতে পারে—'কুর্ম্মঃ' > 'করোম' > 'করম' > *করবঁ' > 'করউঁ' হইতে 'করুঁ'-কে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিবার পক্ষেও কোনও অন্তরায় নাই।

[৬] এই সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। উড়িয়ায় বাঙ্গালার চল-ধাতু পাই না—পাই 'চাল', আ-কার-যুক্ত রূপ; মধ্যযুগের বাঙ্গালায় 'চলোঁ—চলোঁ', আধুনিক বাঙ্গালায় 'চলি'; বিহারীতে ও হিন্দীতেও এই 'চল্' ধাতু;—কিন্তু উড়িয়ায় 'চালেঁ—চালুঁ'। 'চাল'—এই আকারযুক্ত রূপের কারণ কি? গুজরাটীতেও আকারযুক্ত 'চাল'—অন্য ভাষার মত অ-কার-যুক্ত 'চল' ধাতু নাই: 'হুঁ চালুঁ—অমে চালিয়ে' = 'অহং *চল্যামি'—অস্মাভিঃ চল্যতে'। উড়িয়ার ও গুজরাটীর তৎসম বা সংস্কৃত এবং তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দে মূলস্থানীয় সংস্কৃতের শব্দের মধ্যস্থিত '-ল- -লা- -লি- -লী- -লু- -লৃ- -লে- -লো-' মূর্দ্ধণ্য

ন্নতে- পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকৃতের '-ল্ল -ল্লা' ইত্যাদি দ্বিত্বাবস্থিত 'ল্ল' থাকিলে, তাহার পরিবর্ত্তন হয়—সাধারণ দন্ত্য ল-য়ে। . যেমন উড়িয়া 'ভল' (= ভল্ল = *ভদ্‌ল = ভদ্র), 'তেল' (= তেল্ল = * তৈল্য বা তৈল´), কিন্তু 'কাঠ' (= কাল) 'তুল্লা' (= তুলক), ইত্যাদি। সংস্কৃত 'চল্‌' ধাতুর উড়িয়ার 'চড়' রূপ গ্রহণ করা উচিত; 'চাড় চড়ণ' 'গোপাড়' প্রভৃতি শব্দে এইরূপ মেলে। কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 'চল্‌' ধাতুর প্রতিরূপ উড়িয়াতে 'চাল'—'চাড়' নহে: উড়িয়া 'চাল্‌'-এর প্রাকৃত মূল হইবে 'চল্ল', এবং ইহার সংস্কৃত আধারস্থল হইতেছে '*চল্য',—'চল্‌' নহে। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে কর্ম্মবাচ্যের '*চল্যতে', কর্ত্তৃবাচ্যের 'চলতি'-র পার্শ্বে স্থান পায়—'অহং চলামি—অস্মাভিঃ *চল্যতে' > প্রাকৃতে 'চড়মি – চল্লই' ; পরে 'চল্লই' হইতে 'চল্ল' > 'চাল' আসিয়া ধাতুর মৌলিক রূপটিকে গ্রাস করিয়া বসে। তাই উড়িয়ায় (এবং গুজরাটীতে) 'চাল্‌' ধাতু,—'চল্‌' নহে। এ বিষয়ে মৎপ্রণীত পুস্তকের ৯৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[৭] মধ্যযুগের বাঙ্গালায় '-ইউ' প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি কর্ম্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের বলিয়াই মনে হয়; চর্য্যাপদের দুই একটি প্রয়োগ '-ইউ' প্রত্যয়ের সঙ্গে যে কেবলমাত্র উত্তমপুরুষের কর্ত্তার যোগ নাই, প্রথম বা মধ্যমপুরুষেরও আছে, তাহা বুঝা যায়; এবং ইহা হইতে এই প্রত্যয়ের মূল যে অনুজ্ঞা উত্তমপুরুষ বহুবচনের রূপ নহে, বরঞ্চ কর্ম্ম বা ভাববাচ্যের প্রথমপুরুষেরই রূপ (একবচনের), তাহা সুস্পষ্ট।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী

গ্রন্থ-পরিচয়

"শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায় ॥ প্রণমহো গুরুদেব করিয়া ভকতি। চরণযুগলে তার দণ্ডবৎ নতি ॥" এইরূপে গুরুবন্দনায় গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে। যে পুথিখানি লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সেখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আছে, সং ৪০৫১। ৪৮ পাতা, দুই পৃষ্ঠায় লেখা, প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ৮ সারি বা ৯ সারি লেখা। রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গের উদাহরণে নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, প্রকারভেদ ও অবস্থা, দূতী সখী আদির পরিচয়, ভাববিচার, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের বিচার ইত্যাদি অতি সংক্ষেপে এই পুথির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি ও অলঙ্কার-কৌস্তুভের পর বৈষ্ণব রসগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক এই ধরণের পুথির মধ্যে এত পুরাতন পুথি বোধ হয়, আর পাওয়া যায় না। পুথিখানি প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লি গ্রন্থের করি নামে। প্রতি দলে রসের কোরক অনুপামে॥" গ্রন্থশেষে একটি অনুক্রমণিকা আছে,—"প্রথম কোরকে কহিলাম মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় কোরকে কহিলাও নায়ক বর্ণন॥ তৃতীয় কোরকে কহিল নায়িকা পরিবার। চতুর্থ কোরকে কহিলাও ভাবের বিচার॥ পঞ্চম কোরকে কহিলাম নায়িকা বর্ণন। ষষ্ঠমে বিপ্রলম্ভের দিগদর্শন॥ সপ্তমে কহিলাও ভক্তি অনুরাগ। অষ্টমে কহিল নায়িকা বিভাগ॥ নবমে কহিল সম্ভোগ বিবরণ। দশমে কহিল তাহার বিশেষ বচন॥ একাদশ কোরকে নানা লীলা কৈল। দ্বাদশে গ্রন্থ সম্পূর্ন হইল॥ নিজাভীষ্টরূপ করিল নিবেদন। কৃষ্ণের লীলা কিছু না হয় বর্ণ্নন॥ ভাষা করি ক্রমে অন্তরে হয়ে ক্ষোভে। প্রবন্ধ করিয়া কহি এই সব লোভে"॥ এক একটি কোরকের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে। (১) প্রথম দলে 'সুমঙ্গল' কোরক, (২) × × × × ×, (৩) 'সখিকদম্ব নাম' তৃতীয় কোরক, (৪) 'ভাবকদম্ব' নাম চতুর্থ কোরক, (৫) 'সখিকদম্ব' নাম পঞ্চম কোরক, (৬) 'দ্যুতিকদম্ব' নাম ষষ্ঠ কোরক, (৭) 'সঘনা' নাম সপ্তম কোরক, (৮) 'নাইকা বর্ন্না', (৯) 'মধুমাধবি' নাম নবম কোরক, (১০) 'বিলাসকদম্ব' নাম দশম কোরক, (১১) 'প্রকাশকমল' নাম একাদশ কোরক, (১২) 'সরস কমল' নাম দ্বাদশ কোরক।

পুথি রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখও পুথিতে আছে,—"আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে। বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শকে॥ সপ্তমাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সম্পূর্ন। বুধযুক্ত কুহু তিথি দীপযাত্রা প্রত্যাসন্ন॥ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি। পুস্তক হইলে কল্যাও দণ্ডবৎ নতি। কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ন বৈদ্যখণ্ডে। বৈষ্ণব গোসাঞি দর্শন পাইল সেই দণ্ডে॥"

কি উপলক্ষে পুথি রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, পুথির মধ্যে সে কথারও উল্লেখ

পাই,—"উপরোধে বল্লি ভাই উপাধি না দেখিবে। যে কহি নিবেদন নিশ্চয় জানিবে॥ জাজিগ্রামে মহাশয় শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণ উজ্জলরসলীলা পরিপুর॥ তাঁহার প্রিয় শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নাম। বসতি গঙ্গার পার ফ'রদপুর গ্রাম॥ এক সেবকে তিহোঁ রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দিলা। আমাকে তাঁহাকে তিঁহো সমর্পণ করিলা॥ ইহাকে পঞ্চ তত্ত্ব জত আদি লীলা। আপনে কহিয় আমাকে কহিলা॥ সেই উপরোধে ভাষা করি দুই চারি। কৃষ্ণকথা গাঁথিলে হয় অবশ্য মাধুরি॥ অতএব সভার চরণে করি নিবেদন।"

পুস্তকের রচনা-কাল লইয়া মতভেদ হইবে। কারণ, অঙ্গ বলিতে বেদের ষড়ঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ এবং ভক্তিশাস্ত্রের নবাঙ্গ—তিনই বুঝাইতে পারে। এই হিসাবে ১৫৮৫, ১৫০৮ ও ১৫৯৫ শকাব্দ হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মত কোনও অভিজ্ঞ পণ্ডিত যদি হিসাব করিয়া বলিয়া দেন—উক্ত তিন সালের মধ্যে কোন্ সালে কার্ত্তিক মাসের বুধবারে অমাবস্যা হইয়াছিল, তাহা হইলেই এ সমস্যার মীমাংসা হইবে। পুথি নকলের কোন তারিখ নাই, নকল-কারকেরও নাম নাই। লেখা আছে,—"কৃষ্ণা কার্ত্তিকস্য সপ্তস্তরদিবসে বৃহস্পতি বারে দশমিতে গ্রন্থ সমাপ্ত করিল।" ইহারও মীমাংসা উক্তরূপে হইতে পারে। সাতই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা দশমী।

পুথিখানি নানারূপ ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ, অবশ্য ইহা লিপিকর-প্রমাদের ফল। বানানের ভুল আছে, অনেক কথা ছাড় পড়িয়া গিয়াছে। সংশোধন আছে বটে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সংশোধক কোন কোন স্থান কাটিয়াছেন, অথচ সংশোধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। পুথিখানিতে রচয়িতা উদাহরণ স্থলে সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে পদকর্ত্তাগণের পদও ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকগুলিও যেমন, অনেক স্থলে বাঙ্গালা পদও তেমনি—প্রায় সমান অপাঠ্য! পণ্ডিতের হয় ত কাজে লাগিতে পারে, এই ভাবিয়া বানানের বিশেষ বিশেষ স্থল অবিকল রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছি।

পরিষৎ-প্রকাশিত রসমঞ্জরীর মধ্যে যে পয়ার রসকল্পবল্লী হইতে উদ্ধৃত বলিয়া ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মারাত্মক রকমের ভুল আছে। এ পুথিতে আছে—"চক্রপাণিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভব।" আর রসমঞ্জরীর পয়ারে আছে,—"চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব। পুত্র পৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব॥" যেন সেই সময়েই তাহার ছেলেপুলে নাতিপুতি অনেক হইয়াছিল! আমাদের ত মনে হয়, আলোচ্য পুথির পাঠই ঠিক। আলোচ্য পুথির পদের পাঠভুল আমরা সংশোধন না করিয়া যেমন আছে, তেমনি তুলিয়া দিয়াছি।

গ্রন্থকার-পরিচয়

'রসকল্পবল্লী'র রচয়িতার নাম শ্রীরামগোপাল দাস, সংক্ষেপে গোপাল দাস। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে কবির বাস ছিল। ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস কোথায় ছিল, জানা যায় না; কবির পূর্ব্বপুরুষ শ্রীখণ্ডে আসিয়া গুরুর আশ্রমে বাস করেন। গ্রন্থে কবির গুরুপরিবারের পরিচয় এইরূপ:—"জয় জয় শ্রীমুকুন্দদাস নরহরি। জয় রঘুনন্দন কন্দর্প

মাধুরি॥ জয় পূর্ণানন্দ কৃপাময় ঠাকুর কাহ্নাই। ত্রিভুবনে তাহার বংশীর তুলনা দিতে নাই॥ জয় শ্রীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ গুণ সর্ব্বধাম॥ তাহার বংসে মোর ইষ্ট ঠাকুর শ্রীরতিকান্ত॥ রাধাকৃষ্ণপ্রেম দাতা পরম নিতান্ত॥"

* * * *

"জয় জয় গুরুদেব শ্রীরতিপতি। তাহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি॥ জয় জয় ঠাকুরপুত্র শ্রীসচিনন্দন। জয় প্রাণবল্লভ ঠাকুরের চরণ॥ জয় কনিষ্ঠ ঠাকুরপুত্র যাদবেন্দ্র নাম। এই তিন ঠাকুরপুত্র সর্ব্বগুণে অনুপাম॥ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ঠাকুর ঘনস্যাম। তাঁহার তনয় ঠাকুর পুরুসোত্তম নাম॥ শ্রীরঘুনন্দনের বংসাবলী অনেক বিস্তার। অখিল ভুবনে কৈলে ভক্তি প্রচার।"

* * * *

"পরম দয়াল প্রভু করুনা প্রচুর। অদোসদর্শী প্রভু আমার ঠাকুর॥ সেষ কালে ঠাকুর মোরে করুনা করিয়া। পঞ্চ দিবস কহিল বিবরিঞা॥ রাধাকৃষ্ণ উজ্জললীলা মাধুর্য্য অতিশয়ে। রাগনিষ্ঠা প্রেমসেবা মাধুর্য্য অতিশয়ে॥ এই সকল কথা প্রভু কহিল অল্লাক্ষরে। অল্প মেধা মোর নহিল অন্তরে॥ সঙ্কির্ত্তন করিয়া প্রভু গেলা আতোহাটে। মহাপ্রভু সান্নিধি গঙ্গার নিকটে॥ বৃন্দাবন নীলাচল করেন স্মরণ। রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য কহেন গদগদ বচন॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা পঞ্চমী দিবসে। অপ্রকট প্রভু লোকে এই কথা ঘোষে॥ আমি যে প্রকট রূপ দেখি নিরন্তর। জন্মে জন্মে দুই ভাইয়ের কিঙ্করের কিঙ্কর॥"

অতঃপর কবি আত্ম-পরিচয় দিতেছেন,—"একমাত্র জন্ম খণ্ডে বৈদ্যবংশে। দুই চারি উপর পুরুষ বৈষ্ণব প্রশংসে॥ বৈষ্ণবের নাম কহিতে অন্তের নাম হয়। উপাধি করিয়ে নাহি কেবল পরিচয়॥ ধনন্তরি-কুলে বীজ রাঘব সেন নাম। নানা সমাজ হইতে বৈদ্য আনিল অনুপাম॥ তাহার বংসাবলি অনেক বিস্তার। কবি পণ্ডিত খ্যাত বৈষ্ণব আপার॥ দামোদর কবিবর চিরঞ্জীব সুলোচন। জস রাখা (?) আর শ্রীকবিরঞ্জন॥ চিরঞ্জীব সুলোচনের কথা আছয়ে বর্ণ্ন। চক্রপাণি মহানন্দ আর তঁহি দুইজন॥ নীলাচল গেলা দোঁহে মহাপ্রভুর গোচর। রঘুনন্দনের সেবক কৃপা করিল বিস্তর॥ দুই ভাইয়ের শিরে চরণ ঠেকাইল। কৃষ্ণসেবা করিতে দুই জনে আজ্ঞা দিল॥ মহানন্দে কহিল ইহো অকিঞ্চন বৈষ্ণব। চক্রপাণিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভোব॥ সেই আজ্ঞাতে দুই ভ্রাতা খণ্ডকে আইলা। সরকার ঠাকুর কৃপা অনেক করিলা॥ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর দিল সেবা করিতে। দুই ভ্রাতার সেবাধর্ম্ম ঘোষে জগতে॥ চক্রপাণির পুত্র চতুর্ধুরী নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনচন্দ্র সেবা পরম আনন্দ॥ তাহার তনয় এক চতুর্ধুরি গঙ্গারাম। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামরায় নাম॥ তাহার তনয় শ্রেষ্ঠ মদনরায় নাম। বৈষ্ণবসেবাতে হয়ে অতি অনুপাম॥ গোবিন্দ-লীলামৃতভাষা কৈল পদাবলি। সদা বাঞ্ছেন তিঁহো বৈষ্ণবপদধূলি॥ তাহার অনুজ গোপাল মোর নাম। দুষ্টশীল কুলাঙ্গার বিষয়তৃষ্ণকাম॥ এই সব গোষ্ঠি যদি মহা অনুভব হয়। সুগন্ধি কাননে জেন ধুস্তর উপজয়॥ উপরোধে ভাষা করি নহে বর্ণজ্ঞান।

কাক জেন চলিতে চাহে হংস সমান ॥ উপাধি নাহি করি দৈন্ত না জানিবে। আপন গুণে বৈষ্ণব ঠাকুর করুণা করিবে ॥"

* * * *

"অল্পকালে পিত্রি বিয়োগ না হইল অধ্যয়ন। মাতা চন্দ্রাবলি নাম করিল পালন ॥ মাতামহ গৌরাঙ্গদাস মহাবংস হয়। প্রমাতামহ মধুসূদন বঝাসয় (?) ॥ কৃষ্ণ সংকির্ত্তনে করেন বায়ন। নৃত্য করেন তাহে শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডের সম্প্রদা বলি নিলাচলে কহেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে হয়ে বিবরন ॥"

কবির শিক্ষাগুরুগণের পরিচয় এইরূপ—"জয় জয় দিক্ষাগুরুর চরণ। সিক্ষাগুরু মোর হয়ে বহুজন ॥ শ্রীব্রজ দেবীদাস ঠাকুর অনেক কহিল মহিমা। খণ্ডের ঠাকুর বাড়ির কথোক সিমা ॥ শ্রীরূপ ঘটক ঠাকুর কহিল গ্রন্থ সন্ধান। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য করাল্য অধ্যয়ন ॥ শ্রীগিরিধর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে অনেক কথা জানি। জয়রাম দাস ঠাকুর স্থানে শুব কথোক স্থনি ॥ গৌরগতি দাস জানাইল বৈষ্ণববন্দনা। পিতৃব্য রাধাকৃষ্ণ দাস কৈল প্রভুকে সমর্পণা ॥ খণ্ড জাজিগ্রাম আর শুদপুর। সভা সঙ্গে ওলা মেলা হইল প্রচুর ॥ * * * শ্রীমুকুন্দদাস গোস্যামী আর অধিকারী। সভার স্থানে কথা শুনি দুই চারি ॥ তাঁহা সভার চরণ ধ্যান দৃষ্টিমাত্র দেখি। গ্রন্থক্রমে নাহি পড়ি শ্রবণমাত্র লেখি ॥ জত জত বৈষ্ণব আছেন ক্ষিতি ভরি। সভার চরণে কোটি কোটি নমস্করি ॥"

উদ্ধৃত পদ ও পদকর্ত্তৃগণ

[১] কবিরাজ ঠাকুর (রসকল্পবল্লী গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস 'কবিরাজ ঠাকুর' বা 'কবিরাজ মহাশয়' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন)।

(ক) ধরি সখি আঁচরে ভরু উপচঙ্ক।
* * * *
* * * *
ও অতি বিদগদ এ অতি গোঙারি।

(খ) সম্বরবরতে আজু পরবেসলো দারুন গুরুজন বোলে।
অতয়ে সে সরস পরশ বিধি বাধল কি তুয়া নয়নহিলোলে।
মাধব তোহারি চরণে পরণাম।
* * * মৌন মোহে লাগল কহইতে বিধি ভেল বাম ॥
দুরে কর হার তোহার কবরি রচিত অব নাহি বেসক সাধ।
শ্রবণই একু কুসুম বব হেরব নোনদিনি করত পরমাদ ॥
এ মধুমাব আশ ভেল বঞ্চিত জদি কহ কপট বিলাষ।
করসঙ্কেতে কত সমুঝাওব কহতহি গোবিন্দদাস ॥

(গ) হাম বনচারি রহব একসরিয়া।
চাতুরি না কর তুঁহ সতঘরিয়া ॥
চল চল মাধব তোঁহে পরনাম।
জাগিয়া সকল নিসি আইল বিহান ॥
চল চল মাধব না কর জঞ্জাল।
ধগধ পরান ধগধ কত আর।

(ঘ) নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে চান্দ বয়ান অবলম্ব ॥
এ সখি মোহে না করিবি আন ছন্দ।
জানলুঁ ভেটলি শ্যামরচন্দ ॥

(ঙ) রূপ চাহি গুণে নাহি উন। সো তনু তেজিবি কাহে মুঞি কহি সুন ॥
হাম পৈঠব কালিন্দীবারি। তবহি করব পিরিতি তোহারি ॥
তবহুঁ সফল তনু মোর। তুহুঁ জব সুতবি কানুক কোর ॥

(চ) সুনইতে চমকই গৃহপতি রাব। * *
* * জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর ॥

কবিরাজ মহাশয়—

(ছ) রিতুপতি রাতি বিরহে জরে জাগরি দুতি উপেখলুঁ রামা।
* * * *
* * * *
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচনে তুহে না হেরব লোর ॥

শ্রীকবিরাজ ঠাকুর—

(জ) না জানিয়ে কেমন মনোরথে আকুল কিসলয়ে দলে করু দংশ ॥

(ঝ) মনমথ মকর ডরহিঁ ডর কাঁপী।
তুয়া হিয়ে হার তটিনি তটে কুচঘট উছলি পড়ল তঁহি ঝাপি ॥
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসিক মীন বড়সি অব ডারসি ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥

(ঞ) দুরে রহু স্যামর বররায়। স্বামিক সেবন অন্তরায় ॥

(ট) পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারি। * *
* * *

(ঠ) মধুর মুরলি সবদ করসি নয়ানে বরসি প্রেম।
ইসত হাসিতে অমিয়া পরসি বচনে বরখি হেম ॥
কানু হে বুঝিয়ে চাতুরি তোর।
সুখ লব লোভে কো পুন বুরব এ দুখসায়রে ভোর ॥

শ্রীকবিরাজ—

(ড) তেজহ দারুণ মান মানিনি নাহ গাহক তোরি রে।
তুহুঁ সে ম(র)কত মুরতি মানই কাঁচ কাঞ্চন গোরি রে ॥

কবিরাজ—

(ঢ) দুঁহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠি।
দুহুঁ চলিলা জমুনাজলে পৈঠি ॥
দুঁহু পন্থ পুছইতে দুতি মতি বাম।
দুহুঁক লহ সহচরি নিজ নাম ॥
সহচরি ভরমে দুহুঁ আলিঙ্গনকেলি।
গোবিন্দ দাস কহত তব কিয়ে ভেলি ॥

(ণ) রাইবিপতি শুনি বিদগধশিরোমণি পুছই গদগদ ভাষা।
নিজ মন্দির তেজি চলু বর নাগর শুন শুন [পুন পুন ?] পরশই নাসা।

(ত) চলইতে সংকলি পঙ্কিল বাট।

(থ) চলু গজগামিনি হরি অভিসার।
* * *
মিললি নিকুঞ্জে কঁহ গোবিন্দদাস॥

(দ) আজু ভেল প্রভাতে কুজঝটি আন্ধিয়ার।
অযতনে ধনিক ভেল অভিসার॥

(ধ) কৈছে ধনি তেজিলি গেহ। * *
* * * আগে হিয়া গমন [মন]মথ সুর॥

(ন) মাধব তোহেঁ সোঁপিল ব্রজবালা।
মরকত মদন মোই জনু পুজই দেই নব কাঞ্চন মালা॥

(প) আকুল চিকুর অলকাকুল সমরি।
সিথি বনাহ পুন বান্ধহ কবরি॥

(ফ) অঙ্গে অনঙ্গজর মরমে বিষম শর কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নিঝরু কুচতটে কালিমহারা॥
মাধব তুহুঁ মধুপুর দুর দেশ।
সো অবলা চিরবিরহবেয়াধিনি দশমি দসা পরবেশ॥

(ব) তরুণ অরুণ সিন্দুর কিরণ নীল গগনে হেরি।

(ভ) রতি বনরঙ্গ ভুমি বৃন্দাবন রণবাজন পিকুরাব।
দুঁহুক মনোরথ চড়ল মদকুঞ্জরে পরিমলে অলিকুল ধাব॥
দেখ সখি রাধামাধবমেলি।
দুঁহুক চপল চরিত্র নাহি সমুঝিয়ে কিএ কলহ কিএ কেলি॥

(ম) হের দেখ অপরূপ ছান্দ।
রতির আলসে রাই সুতিয়া রহল গো কানু হেরত মুখচান্দ॥

(য) মদনমদালসে শ্যাম বিভোর। শশিমুখি হসি হসি করু কোর।

[২] বিদ্যাপতি—

(ক) শশিমুখি তেজল সেশব (শৈশব ?; দেহ।
খত দেই ছোড়ল ত্রিবলিত রে(হ)॥
ইবে ভেল যৌবন বঙ্কিম দিঠ।
উপজল হাস বচন ভেল মিঠ॥
দিনে দিনে বাঢ়ল পয়োধর.পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ.ভেল খিন॥

(খ) কুসুমিত কাননে কুঞ্জে বসি। নয়নক কাজর ঘোর মসি॥
নখলিখন নলিনদলহাত। লেখি পাঠাওল আখর সাত॥

(গ) এত দুখ দেওসি মদন। হরি লৈয়া বধিলি যুবতিজন॥
নহে মোর জটাজুট কবরিক ভার। মালতিমালা নহে সুরেশ্বরীধার॥ (অ-প-র)

(ঘ) দুতি তুহুঁ দারুণ সাধিলে বাদ।
আজি হাম তেজিলুঁ রতিসুখসাধ॥

(ঙ) সজানি কৈছে জিঅব কাহ্নু।
রাই রহল দুরে হাম মথুরাপুরে এতোয়ে সহএ পরাণে॥ (অ-প-র)

(চ) রস নাগর রমনি। কত কত জুগতি মনহি অনুমানি॥
আগিনা আওব জব রসিয়া। পালটি চলব হাম ইসত হাসিয়া॥
সো হাম আচরে ধরব। হাম জাওব কত জতন করব॥
কাচুয়া ধরব হরি হটিয়া। করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো অতি সুপুরুখ ভ্রমরা। চিবুক ধরি অধররস পীব হামরা॥
তৈখনে হরব চেতনে। বিদ্যাপতি কহে এ তুয়া সফল জিবনে॥

(ছ) চিরদিনে মো বিধি ভেল অনুকুল। দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ আকুল॥

(জ) আজু হরি আওব গোকুলপুর। ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর॥

(ঝ) বিদগধ নাগরি সুনাগর কাহ্নু। দুরেহি রভস পুরল পাঁচবান॥
কানু রহল মুখে কমল লাগাই। লাজে কমলমুখি মুখ পালটাই॥
নখ দেই কানু গেড়ুয়া বিদারি। ধনি কুচে চাপি কহলি সিতকারি। (অ-প-র)

[৩] অজ্ঞাত পদকর্ত্তা—

(ক) যুন শুন সুন্দরি মঝু উপদেশ।
জৈছন কুঞ্জে করবি পরবেশ॥
পহিলহি না করবি অভিলাষ।
করে কর ঠেলি উলটবি পাষ॥

(খ) কাহ্নাই হেন গুণনিধি যদি মিলে কোরে।
অনুক্ষণ লইঞা রাখি হিআর উপরে॥

(গ) এ খাট পালঙ্কে জদি কানু স্বামি হয়।
তবে সে সিতল নিশি মোর প্রাণে সয়॥

(ঘ) কালিয় ভুজঙ্গ সঙ্গে নাহি শঙ্কই ভাঁও ভুজগ তুয়া কাঁপে।
দাবানল আনল আতি নাহি পরশই সিন্দুর দহনে তুয়া তাপে॥
সুন্দরি ধনি ধনি তুয়া গুণ জাগি।
সুরাসুর সমরে বিমুখ না হোঅই সে তুয়া নয়নে শর ভাগি॥

(ঙ) সামর হংস কানন মাহা পেখলু নিপতঙ্ক হেলন অঙ্গ।
ক্ষোভহি লোভে যতনে ধরি গরাসই ভুজযুগ কালভুজঙ্গ॥

(চ) মাধব মাধবি জব পরকাস।
নিরজন কানন ভরু করু আষ॥
নিভৃতে মধুকর করু মধু পান।
মাতই মনোরথ রভসে করু গান॥

(ছ) মঝু মনহরিন ব্যাধ ভয় কারণ বন বন ফিরই তরাসে।
মরুভূমি তেজি সরোবর আওলুঁ কাতর মদনপিয়াসে॥
সুন্দরি ইথে জদি রোখসি মোয়।
তব হাম তোহারি যৌবনজলে পৈঠব স্বরূপ কহলম তোয়॥

(জ) নবরিতুরাজ বনহিঁ পরবেসল কুঞ্জকুটির পরকাস।
ক্ষুবধ মধুপ লুবধ হই আওল মিলল মাধব (মাধবি) পাষ।
মাধবি মধুসূদন করু কোর।
* * * * * অহনিশি রহব অগোর॥

(ঝ) মুরলিমিলিত অধর নবপল্লব গায়ই কত কত রাগ।
কুলবতি হোই বিন্দব ছোড়ি আঅলুঁ সহয়ি না পারি বিরাগ॥
মাধব তোহে কি সিখাওব গান।
গৌরি আলাপে শ্যাম নট সঙ্করু তব তোহে বিদগধ জান॥
(প-ক-ত,)

(ঞ) প্রতিপদ নবমি পুজবে নাহিঁ জাওব তোহারি বচন পরমানি।
দ্বিতিয়া দসমি উত্তর না জাওব কহিও সখি কানু রসিক সুজান।

(ট) নিরমল কুল সিল ভূষিত ভেল রে জব ভেল কানু পরিবাদ।

(ঠ) কে বলে কালিয়া ভাল।
এত দিনে কালার মরম জানিল ভিতরে বাহিরে কাল॥

(ড) তরল বাঁশের বাঁসি নামে বেড়াজাল।
সভারে দুর্ল্লভ বাঁশি রাধারে হইল কাল॥
জেনা বাঁশের বাঁশি সেনা ঝাড়ের লাগি পাব।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব॥

(ঢ) রোদতি রাধা কাহ্ন করি কোর।
হরি হরি প্রাণনাথ কাহা গেল মোর॥

(ণ) মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগী।
তুয়া অভিসারে অবশ বররঙ্গিনি জিবই রহুঁ পুন ভাগি॥

(ত)　পহিলে কহিলুঁ হাম তোয়। হিত করি না মানিলি মোয় ॥
সেহ জানি সহজই খল। তুহুঁ অতি ভৈ গেল সেবল (ভৈ গেলি সরল) ॥

(থ)　রাতি ছোড়ি ভিরু রমনি।
কতক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী ॥

(দ)　ধানসী ॥ কি কহব রে সখি কহনা উপায়।
বিরহে আকুল তনু বিদরিয়া জায় ॥
অনুক্ষণ উচাটন করে মোর হিয়া।
কত না রাখিব কুল নিবারণ দিয়া ॥ (মাথুর বিরহ নিজ উক্তি)

(ধ)　ধৈরজ করহ সাথ না ভাবহ দুখ।
নিকটে মিলব তোহে সে চান্দমুখ ॥ (সখি উক্তি)

(ন)　বসন্ত ॥ মধুকর মাধো সে কহিয়ো জায়।
প্রাণ গেয়ো কা করিয়ে আয় ॥
উড়ি উড়ি ভ্রমরা চলহ বিদেশ ॥
আমার প্রাণনাথে কহিয় সন্দেষ ॥

(প)　মধুপুর পন্থি না করু তোয়। মাধবে মিনতি জানবি মোয় ॥
কালি দমন করি ঘুচাওল তাপ। রূপরপি কালিন্দি কালিময় সাপ ॥
(অ-প-র)

(ফ)　দেখিলুঁ স্বপন চারু চন্দন গিরির উপরে বসি।
মালতির মালা দধির ডালা মাধব মিলল আসি ॥ (অ-প-র)

(ব)　দেখ সখি বৃন্দাবিপিন বিনোদ।
রাইক সঙ্গে রঙ্গে কত নাচত মলয়া সমিরে আমোদ ॥

(ভ)　গোপালবিজয়ে—
হোর দেখ রাধা পক্ব দাড়িম্ব রহয়। মিলিতে চাহে তোমার পয়োধর ॥
ফুলে জিনিতে চাহে তোমার অধর। বিজে দশনপাঁতি জিনিবে সকল ॥

[৪] মহাজনস্থ—

(ক)　(মানে ধীরা নায়িকার উক্তি) কে তোমারে শিখাইলে কাঁচাঘুমে।
আমার হিয়ার মাঝে রসের বালিষ আছে তাহে তুমি ঘুমাহ নিঝুমে ॥

(খ)　বংসি লাগিল মোর বাদে। সময় না জানে বংশি ডাকে রাধে রাধে ॥

(গ)　রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি ঝুরে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরস লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান পিরিতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে ॥—(প-ক-ত, ৭৪৮)

(ঘ) গুরুজন পরিজন অতেক গঞ্জে। রতন জলে জৈছে তিমির পুঞ্জে ॥

(অ-প-র, ২৮)

(ঙ) অব মুঞি কেয়া করেঁা মুরুলি বাজে বনে।
শুনি তনু পুলকিত প্রাণের সনে ॥

(চ) [প্রহেলিকা] তিন চরণ পর চরণে সিজায়। জিব জন্তু নহে আহার জল খায়।
হে কৃষ্ণ ইহ বড় ধন্ধ। মুণ্ড কাটিলে আহার করে বন্ধ ॥

(ছ) [প্রহেলিকা] লোহার মুদ সুতার কায়। পর মারিতে পরের কান্ধে জায় ॥
হে রাধে ইহ বড় ধন্ধ। ঘর দিঞা চোর পলায় গৃহস্থ পথে বন্ধ ॥

(অর্থ—মাছধরিবার জাল)

(জ) একটি মুরলিরন্ধ্রে দুই জনে বাজায়। কানু শ্রুতি ধরে রাই পহুঁগুণ গায় ॥

(ঝ) বিজন বনে বনে ভ্রময়ে দুহুঁ। দোঁহার কান্ধে শোভে দোঁহার বাহু ॥
ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে। কনকলতিকা রাই তমালকোলে ॥

—(প-ক-ত, ৬৪৯)

(ঞ) ভাল হৈল্য বাঁসিআর বাঁসি গেল চুরি। আনন্দমগন ভেল গোকুলরমনি ॥

(ট) আইসহ জদি জয় দিয় বৃন্দাবনপুরে।
আমার ঘরের চান্দমুখির বিবাহ কালিয়া শোনা বরে ॥

[৫] শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর—

অনুক্ষণ কোণে থাকী বসনে আপনা ঢাকী দুয়ার বাহিরে পরবাস।
আপন বলিঞা বোলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে হেন ছারের হেন অভিলাস ॥
সজনি তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
এহেন দুলহ জনে অনুরক্ত জাহার মনে নিশ্চয় মরণ প্রতিকার ॥

(পদকল্পতরু, ৮৩৯)

[৬] গোপাল দাস (গ্রন্থকার)—

(ক) অপরূপ পেখলুঁ কানন ওর। কনকলতায় ধয়ল কিয়ে জোর ॥
চল চল মাধব করহ পয়ান ॥ দেওল ফল বিহি তোহারি মনমান ॥
অজানুক রূক (রুখ) ফলদ্বয় ভেল। কেহো কহে দাড়িম কেহো কহে বেল ॥
কেহো কহে মাকন্দ* ফলল অকাল। কেহো কহে পাকল মনমথ তাল ॥
গোপালদাস কহে উঁহ রসে ভোর। জানলুঁ ফল নহে কনক কটোর ॥

(খ) থিরবিজুরিবরণ গোরি দেখিলুঁ ঘাটের কুল।
কানড় ছান্দে কবরি বান্ধে নব মল্লিকার ফুল ॥

---

* মাকন্দ-আম্র

সখি স্বরূপ কহিলুঁ তোয়।
আড় নয়নে ঈষত চাহিঞা বিকল করল মোয়॥
ফুলের গাঁড়ুয়া লোফিঞা ধরে সঘনে দেখায় বুক পাস।
উচ কুচে বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ যুগল মল্ল তোড়ল সুরঙ্গ জাবক রেখা।
গোপালদাসে কয় পাবে পরিচয় পালটি হইলে দেখা॥

(গ) নবঘন বরণ উজোর। হেরি লুবধ মন মোর।
তুয়া রস পাওব আসে। মাধবিলতা পরকাসে॥
তোহারি পাণি জব পাব। গিরি জুগ আনন নিভাব॥
মিতহে মিলব জব পানি। তব পরকাসই অম্বর জানি॥
গোপালদাসের চিতে ধন্দ। ভাবই স্যামরুচন্দ॥

(ঘ) গুরুজন মন্দিরে সবহিঁ তেজি চললহিঁ চান্দ গহন দিন লাগি।
একল নারী কৈছে হাম বঞ্চব এ ঘোর জামিনি জাগি॥
মাধব তুঁহু জানি করসি অকাজ।
চঞ্চলচরিত তোহাঁরি হাম জানিয়ে পৈঠই জানি পুরমাঝ॥
পহলি যৌবনকাল মুঝে লাগল নাহ রহত দূরদেশ।
হেরইতে রূপ মদন মুরছায়ই কো বুঝে বচন বিশেষ॥
ইথে লাগি তোহে নিসেধ হাম পুনপুন অন্তত্র করহ পয়ান।
শুনইতে কান বচন অনুমানই গোপালদাস ইহ গান॥

(ঙ) কালিয়দমন জগই তুয়া ঘোষই সহচরি সুনই কানে।
উহাসঞে বাধ সাধ সব ধাওল মনোরথ চড়ল ঝাঁপানে॥
মাধব তোহে কহি ইথে লাগি
ত্রিবলিক মাঝ রোম ভুজঙ্গিনী হেরইতে তুহুঁ জানি ভাগি॥
নয়ান কমলপর ভাহুঁ ফনিবর কাজর গরল উগারি।
মদন ধনন্তরি আপ জব আওব সো বিখ তবহিঁ নাহি সারি॥
বেনীভুজগবর পীঠপর চুলত চিরদিন ভুখিল পিআসে॥
শুনইতে নাগ নাম তনু কাঁপই কহতহিঁ গোপালদাসে॥ (প-ক-ত, ১০৫২)

(চ) মঝু মনে দংশল মদন ভুজঙ্গ। গরল ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
অব জদি সুন্দরি করসি উপায়। দগধল জন তব জীবন পায়॥
পহিলহি হেরি ঝাড়িবি দিঠিসার। করে কর পরশনে ভাব সংভার॥
বদনহি দংশনে বদন বিখ সেবি। যতনে অধর ধরি অধর রস দেবি॥
শ্রমজল অঙ্গহি জবহিঁ বিথার। কুচযুগে কলসে করিবি পানিসার॥

খরনখ রঞ্জন তুয়া নখ মানি। সমুঝবি নিরবিখ উরে পর হানি
রজনী উজাগরে রহিবি অগোর। গোপালদাস যশ গাওব তোরি ॥

(প-ক-ত, ১০৭৬)

(ছ) লুনির পুথলি কোমল শিরসিক (সিরিশকি) মালা ॥
মাধব নিবেদলুঁ তোয়। মরিজাদ রাখবি মোয় ॥
ঘুমলে জা(গা) নহি যায়। নিজপতি ছায়া নাহি চায় ॥
বলে ছলে আনহুঁ কান। আলপে দেবি সমাধান ॥
দুতিক কাতর ভাষ। কহতহিঁ গোপালদাস ॥

(জ) আলুয়াইয়া কবরি ভার দুই করে অলঙ্কার
ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চস্বরে।
প্রাণনাথ বলি কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
সঘনে কম্পয়ে কলেবর (রে) ॥
প্রাণের সহচরি আজু কৈল দেখি আনভাতি।
যা দেখিলে মোর আনন্দ বাঢ়িত গ
তাহা দেখি জলে কেনে ছাতি ॥ ধ্রু ॥
সারি স্থক পিকুগন কেনে করে উচাটন
দিবস আন্ধার কেন বাসি।
হিয়ার মাঝারে মোর কেমন জানি করে গো
মাধব যে দিন হইলা পরবাসি ॥
ধেনুবৃন্দ অন্য মন হাম্বা রব অনুক্ষণ
চঞ্চলস্বভাব কেন দেখি।
বনের জত মৃগিগন সে কেন কান্দয়ে গো
ঝুরে কেন পুষণীঞা পাখি ॥
প্রিয় নর্ম্মসখাগনে নাহি দেখি কাননে
মুরলি সবদ নাহি স্থনি।
ময়ুরের ঘন নাদ স্থনি কেন পরমাদ
বজর সমান স্থনি ধ্বনি ॥
সেই পক্ষ কলরব বিপরিত স্থনি সব
ডাহুক ডাহুকি ঘন ডাকে।
হংস সারস বানী শ্রবনের জালা জানি
এত কেনে হইল বিপাকে ॥
সিতল জমুনার জল পুন দেখি গরল
কালিয় আইল হেন বাসি।
যে চান্দ দেখিলে মোর আনন্দ বাড়িত গো
সে কেন গরল বরসি ॥

মন্দ সমীরণ সেহ দহে অগ্নি সম * *
চন্দন গরল সম লাগে।
বিসম মদন বানে কি লাগি পরানে হানে
হৃদয়ে দারুন সেল জাগে॥
নৃপ (নীপ) তরু কুঞ্জবন তাহা দেখি উচ্চাটন
শিতল গরল বিষ জালা।
কোমল শিরসি (শিরীষ) দল পরসে দহে কলেবর
কুসুমে বিষম শরজালা॥
বিসম বরিখা কাল সেহ হইল জঞ্জাল
কত দুখ সহিবারে পারি।
দারুন মদনসর হিয়া করে জর জর
অবলা কেমনে প্রাণ ধরি॥
মেঘ চাহি প্রাণ ফাটে পথিক না দেখি বাটে
অনুক্ষণ উচ্চাটন হিয়া।
তাহেত চাতকি পাখি ঘন হেরি ঘন ডাকি
উদ্দীপন করায় প্রিয়া প্রিয়া॥
অভরন যৌবন হেরি প্রাণ ধরিতে নারি
রাত্তি দিবস নাহি যায়।
জত ছিল অনুকূল সেহ হইল প্রতিকূল
নিলজ পরাণ নাহিঁ বাহিরায়॥
সেই মোর সরোবর সেই কুঞ্জ মনোহর
সেই মোর গোবর্দ্ধন গিরি।
প্রিয়ার নিকটে মোরে কত সুখ দিত গো
সে কেনে হইল মোরে বৈরি॥
প্রভুর হাতের নীপতরু সেহ দেখি ফুল ধরু
তাহা দেখিলে প্রাণ ফাটে।
জে সুখ যেখানে হয়ে তাহা দেখি প্রাণ যায়ে
সে হেন বান্ধা জমুনার ঘাটে॥
ঘর দেখি সুন * * সুন্ন দেখি ত্রিভুবন
নিরন্তর বিদরে মোর হিয়া।
জে খাট পালঙ্ক হেরি ধৈরজ ধরিতে নারি
মন ঝুরে পথিক দেখিয়া॥
সরত নিশির কাল সেহ মোর হইল কাল
দারুণ মদন সনে বাদ।

তাহে ঋতু বসন্ত সেহ হএ দুরন্ত
ভ্রমর নিকর পরমাদ
অনিল মলয়গতি তাহে হইল বিপরিতি
সেহ দুখ দেই নিরন্তর।
একে সে অবলা জাতি তাহে বাদ কুলবতি
কেমনে হইব স্বতন্তর
শ্যামল তমালরূপ সেহ দেই মহাদুখ
পিয়ার ভরমে হেরি তায়।
তাহার পরস লাগি তরুতলে জাও সখি
দেখিতে আনল উঠে প্রায়।
সুরঙ্গ রঙ্গন মালা প্রভু মোর গলে দিলা
কদম্ব মঞ্জরি দিলা কানে।
নিজ করে মুছে ঘাম তিলক দেন অনুপাম
সেহ গুন পাসরি কেমনে॥
বান্ধেন কবরি ভার নানা ফুল গাঁথি হার
খোঁপার বিনান কত ভাঁতি।
সে হেন প্রিয়ার গুন হিয়ায় বিন্ধিলে ঘুণ
কেমনে ধরিব দারুণ ছাতি॥
নানা কুঞ্জে নানা বনে দেখিয়া পড়য়ে মনে
সেই কেনে নিরবধি জাগে।
যে রতি আরতি যত বুঝিতে না পারি তত
হিআয় হিআয় জেন লাগে॥
সে মধুর আলাপনে শুনিব কি য়ে শ্রবণে
নয়নে দেখিমু চান্দমুখ।
সে অঙ্গ পরিমলে অঙ্গে লাগি রস * *
পরশে সিতল হবে বুক॥
আর কি আমার প্রিয়া দেশে না আসিব গো
আর না বসিব মোর কোলে।
হিয়া ফাটিয়া মোর তনু বাহিরায় গো
স্থির হইব কার বোলে॥
সেই সখা সেই সাখি সেই সব পশু পাখি
সেই সকল দেখি ভাল।
এক চান্দ বিহনে যেন কি করিব তারাগন
কেমনে বঞ্চিব নিশিকাল॥

এ হেন দারুন হিয়া　　কেমন পরবোধ দিয়া
নিবারিব কোন অবিরোধে
উদ্দীপন বিরহ নারী　　ধৈরজ ধরিতে নারি
মন ঝুরে রামগোপাল দাসে ॥

[৭]　কবিশেখর—

(ক)　বসনে বসনে লাগিবে লাগিয়া একুই রজকেরে দেয়।
মোর নামের আদি আখর * * * তাই সে যদাই লেয় ॥

(খ)　কানু বিরস কথি লাগি।　　কি মোর করম অভাগি ॥

(পরে "গোপাল বিজয়" হইতে যে কয় ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই কবিশেখরের প্রণীত বলিয়াই মনে হয়। এই কবিশেখর ও রায়শেখর একই ব্যক্তি।)

[৮]　কবিরঞ্জন—

(ক)　নব দর্শনে নবিন নারী।　　হৃদয় বুঝল গতি নারি ॥ (নিবারি ?)
কাহিনী কহত লাগহুঁ লাজ।　　নয়নে নয়নে গঢ়ল কাজ ॥

(খ)　গুরুয়া গরজে ঘন গগনে লাগল মন কুলিশ না করু মূখ বন্ধ।
তিমির অঞ্জন জল ধারে ধোয়ে হেন তেঁ অনুমানই সন্ধ ॥

(গ)　দৃঢ় বিসোয়াসে পন্থ নেহারি।　　যামুন কুঞ্জে রহল বনমালি ॥
উহু ধ্বনি সহজই পদুমিনি জাতি।　　তোহারি বিলাস উচিত নহে রাতি ॥
সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ।　　অহে অভিসারে দ্বিগুণধিক রঙ্গ ॥
ভুখিল জল জব না পায় বয়ান।　　বিফল ভোজন দিন অবসান ॥
আরতি রতিহুঁ না হয়ে সমতুল।　　গাহক আদর সব বহু মূল ॥
পদুমিনি নায়রি যদুমণি নাহ।　　কহে কবিরঞ্জন রস নিরবাহ ॥

(ঘ)　কি কহব মাধব পিরিতি তোহারি। তুয়া অভিসারে না জানিয়ে বরনারি ॥
পন্থ পিছরে নিসি কাজর কাঁতি।　　পাথরে (পাঁতরে) ভৈ গেল দিগ ভরাতি
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি সন্ধ। সুন্দরী হৃদয়ে নপুর পরিবন্ধ ॥

কবিরঞ্জন ঠাকুর—

(ঙ)　চরণ নখ রমণিরঞ্জন ছান্দ।　　ধরণী লোটাঅল গোকুলচান্দ ॥
ঢরকি ঢরকি ঝরু লোচনে লোর।　　কত রূপে মিনতি করল পঁহু মোর ॥

(চ)　উদসল কুন্তল ভারা।　　গলে দোলে মোতিম হারা ॥
মুরতি শৃঙ্গার লখিমি অবতারা।　　যমুনা জলে জেন দুধকি ধারা ॥
দারুণ মদন বিকারা।　　কামিনি করত পুরুখ ব্যবহার ॥
কিঙ্কিণি রণরণি বাজে।　　জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে ॥
রসিক সিরোমনি কান।　　কহে কবিরঞ্জন ভান ॥

[৯] যদুনাথ দাস ঠাকুর—

সজনি ও বোল বোলসি জানি মোরে।
যে বন্ধু লাগিয়া এতেক পরমাদ ছাড়িতে বোলহে তারে॥

[১০] শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর—

কোন দেশে ছিল আগো মাগো।
কালা বোলিতে মোর মুখে পড়িত লালো॥
ইবে কেনে কাজে নাহি লাগি॥ ধ্রু॥

কোনের বহুআরি আমি বাড়ির বাহির নহি মোরা
কালা দেখিতে ভেল বেলা।
আচেষ্ট ঘুমের বেলে স্বামির সিজের কোলে
সপনে উঠিয়া দেখি কালা॥

পাঁকে বান্ধা ঘরে তুমি পরকে নামাইয়াছ
তোমার পাও নাহি ভিতে।
লোচন বোলেন দিদি এ দুখে আমি কান্দি
উঠিতে না পাবা এ না চিতে॥

[১১] নৃপ উদয়াদিত্য—

এমন বন্ধুরে মোর জে জন ভাঙ্গায়। এ হেন অবলার বধ লাগিবেক তায়॥

[১২] জ্ঞানদাস ঠাকুর—

(ক) না মরিয়ে ননদিনি মুন্দি দুইটি আঁখি। এ ভর দুফরে জেন স্যামরূপ দেখি॥
(খ) তিলে তেআগিলুঁ পতি খুরধার। শ্রবণে না শুনহুঁ(লুঁ) ধর্ম্ম বিচার॥
— (অ-প-র, ৩৫)

(গ) আজু অবধি দিন ভেল। কাক নিকটে কহি গেল॥
সঘনে খসত্র নিবিবন্ধ। বাম নয়ন করু স্পন্দ॥
এ লক্ষণ বিফল না যাব। মাধব নিজ ঘরে আওব॥
—(প-ক-ত, ১৯৭৮)

[১৩] বড়ু চণ্ডীদাস ঠাকুর—

(ক) কি না হৈল্য মোরে সেই কানুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
নবীন পাউসের মীন মরন না জানে।
নব অনুরাগে চিত নিরোধ না মানে॥
খাইতে সোআস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে
নিরবধি প্রাণ মোর কানু করি ঝুরে॥

যে না জানয়ে ওনা রস সে না আছে ভাল ॥
হৃদয়ে রহল মোর কানুপ্রেমসেল ॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপনা আপন কৈলুঁ পর ॥ (২৭ পত্রাঙ্ক, আত্মদৈন্য)।

বড়ু চণ্ডীদাস—

(খ) আজু গোকুল সুন্য ভেল। হরি কিয়ে মধুপুর গেল ॥
রোদতি পঞ্জর সুকে। ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥—(প-ক-ত, ১৬৩৮)
(ভবন বিরহ) গ্রন্থকারের নিজোক্তি, ৩৩ পত্রাঙ্ক,—
ভবন বিরহিনির দুখ কহনে না জায়। অমৃতে সিঁচিলে হিয়া নাহিক জুড়ায় ॥

[১৪] শ্রীমত প্রভু (শ্রীরতিপতি ঠাকুর)—
এতদিন বুঝলু তুয়া হৃদয় নিঠুর। রাই উপেখি আয়লি এত দূর ॥
অব তুহুঁ একলি রহসি বন মাঝ। তোয়ে নাহি সম্ভবে এমন অকাজ ॥
সময় উচিত করিএ জদি মান। আঁচরে ঝাঁপিয়ে আপন বয়ান ॥
এক দিনে শুতিয়ে চিত সমাধি। সাধীয়ে বাদ তঁহি ঝাখএ উপাধি ॥
অনুগত তুয়া বিনু না বোলয়ে আন। করে ধরি বলে দুতি করহ পয়ান ॥
রতিপতি দাস কর়য়ে পরনাম। দুতি নহে ইহোঁ তুহুঁক পরাণ ॥

[১৫] বল্লভ চতুর্দ্ধরীণ—
অপরূপ প্রেম তরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি কহতহিঁ কবে হব রাইক সঙ্গ ॥
—(প-ক-ত, ৭৭৩)

[১৬] শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—
তাম্বুল বদনে ইত্যাদি।

[১৭] শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—
উলসিত মঝুহিয়া আজু আওব প্রিয়া দৈবে কহল সুভবানি।
শুভ সুচক জত নিজ অঙ্গে বেকত অতএব নিশ্চয় করি মানি ॥
—(প-ক-ত, ১৭০৪)

[১৮] নৃসিংহ ভূপতি—
স্যামসুন্দর সুখড়সেখর কোরে মিলল রে।

[১৯] শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য ঠাকুর—
ঘন মেঘ বরিখয়ে বিজুরি চমকে। তাহা দেখি প্রাণ মোর হুরহরি কাপে
ছোড় ছোড় আঁচল নিলজ মুরারি। লাজ নাহিক তোর হাম পরনারি ॥

[২০] শ্রীনরোত্তম ঠাকুর—

রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয়া গিরিধর মধুর মধুর চলি জায়।
আগে পাছে সখিগণ করে ফুল বরিসন কেহো কেহো চামর ঢুলায়॥

—(প-ক-ত, ১০৭৪)

[২১] শিবানন্দ আচার্য্য ঠাকুর—

(ক) নিজ নিজ মন্দিরে চলয়িতু পুনঃ পুনঃ দুহুঁ মুখচন্দ নেহারি।
অন্তরে উছলল প্রেম পয়োনিধি লোচনে পুরল বারি॥—(প-ক-ত, ৬৬০)

(খ) বৃন্দাবনে রাধাকানু কেলি বিলাস।
দুহেঁ সুভ অভিসারি খেলে পাশা সারি কৌতুকে হাস পরিহাস॥

পদকর্তৃগণের নামের বর্ণানুসারে সূচী

[১] অজ্ঞাত পদকর্ত্তা
[২] উদয়াদিত্য (নৃপ)
[৩] কবিরাজ ঠাকুর (গোবিন্দদাস)
[৪] কবিশেখর
[৫] কবিরঞ্জন
[৬] গোপাল দাস
[৭] গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
[৮] গোবিন্দ আচার্য্য
[৯] জ্ঞানদাস
[১০] নরোত্তম ঠাকুর
[১১] নৃসিংহ ভূপতি
[১২] বড়ু চণ্ডীদাস
[১৩] বল্লভ চতুর্দ্ধরীণ
[১৪] বিদ্যাপতি
[১৫] মহাজনস্য (অজ্ঞাত পদকর্ত্তা)
[১৬] যদুনাথ দাস
[১৭] রতিপতি ঠাকুর
[১৮] রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী
[১৯] লোচনানন্দ
[২০] শিবানন্দ
[২১] শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য।

আমাদের মন্তব্য

রসকল্পবল্লীর মধ্যে যে কয়জন পদকর্ত্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও পদ তুলিয়া দিলাম। ইহার দ্বারা পদাবলী-সাহিত্যের অন্ধকার পথে কথঞ্চিৎ আলোক-সম্পাত হইতে পারে। বল্লভ চৌধুরী, রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের নাম পদাবলী-সাহিত্যে নূতন। পদকল্পতরুর বল্লভ ভণিতার পদের মধ্যে ইঁহাদের পদ আছে কি না অনুসন্ধান আবশ্যক। শ্রীরতিপতি ঠাকুরের নামও নূতন পাইলাম। তবে রসমঞ্জরীর "কুঞ্জে কুসুম হেরি পন্থ নেহারই সহচরী মেলি আনন্দে" পদটী ইঁহারই রচিত বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে "উলসিত মঝু হিয়া" এই ১১০৪ সংখ্যক পদটী গোবিন্দ কবিরাজের বলিয়া সম্পাদক রায় মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু রসকল্পবল্লীতে এই পদটী স্পষ্টই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নামে পাওয়া যাইতেছে। "অনুক্ষণ

কোণে থাকি" পদটী (৮৩৯ সং) পদকল্পতরুতে অজ্ঞাত পদকর্ত্তার নামে চলিয়া গিয়াছে, এই পুথি হইতে জানিলাম, পদটী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের রচিত। আচার্য্য ঠাকুরের ভণিতাযুক্ত তিনটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়। (সংখ্যা ৭৯০, ৩০৭২ ও ৩০৭৩)। ইহার মধ্যে 'বদনচান্দ কোন কুন্দার কুন্দিলে" (৭৯০) পদ ভক্তিরত্নাকরে ও অনুরাগবল্লীতে শ্রীনিবাস ঠাকুরের রচিত বলিয়াই উদ্ধৃত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র শ্রীকবিরাজ ঠাকুর, কবিরাজ মহাশয়, অথবা কবিরাজ রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। কবিরাজ ঠাকুরের কতকগুলি পদ নূতন বলিয়া মনে হইয়াছে।

বিদ্যাপতির কয়েকটী পদই নূতন মনে হইল। "দূতি তুহুঁ দারুণ সাধিলে বাদ" পদটী রসমঞ্জরীতেও পাইয়াছি,—কিন্তু মাত্র ঐ দুইটী কলি। এ পদটী পদকল্পতরু বা নগেনবাবুর সংগ্রহে পাওয়া গেল না। "এত দুখ দেওসি মদন" পদটী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়-সংকলিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে রূপান্তরে পাওয়া গিয়াছে। "সজনি কৈছে জিঅব কাহু" পদটী রায় মহাশয় বাঙ্গালী পদকর্ত্তা রায়শেখরের বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদটী পদকল্পতরুতেও পাওয়া যায়। আরম্ভ এইরূপ—

"তিল এক নয়ন এত জিউ না সহ না রহু দুহুঁ তনু ভীন।"

ভণিতায় কবিশেখরের নাম আছে। এ পদের প্রকৃত ভণিতা পাঠান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"বিদ্যাপতি ভণে ভাব না জানিয়ে সোই বড়ই বিপরীত॥"

বিদ্যাপতির "বিদগধ নাগরী" পদটী অজ্ঞাত পদকর্ত্তার নামে অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর মধ্যে আছে। "বিদগধ নাগরী" প্রভৃতি কলি দুইটীর পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দুইটী কলিতে পদ আরম্ভ,—

"হরি গলে লাগল চম্পক মালা। পুলকিত বাহু বিহসি রহু বালা॥"

বাকী চারিটী কলি একরূপ।

জ্ঞানদাসের মাত্র তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। একটী পদ পদকল্পতরুতে পাই। অপর দুইটী পদ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে আছে—সংখ্যা ২৮ ও ৩৫। "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে" পদটী আমরা জ্ঞানদাসের নামেই চালাইয়া আসিতেছি। গোপালদাস মহাজনের পদ বলিয় ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, জ্ঞানদাসের নাম দেন নাই। কারণ কি?

কবিরঞ্জনকে লইয়া বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কয়েকটী বিখ্যাত পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। যেহেতু পদের রচনা উৎকৃষ্ট, সেই হেতু তাহা বাঙ্গালী পদকর্ত্তার রচনা হইতে পারে না—ইহা কোনও যুক্তি নহে। একটা মৈথিল শব্দ, দুইটা প্রয়োগ-পদ্ধতি—যাহা ব্রজবুলির মধ্যেও থাকা আশ্চর্য্য নয়, বরং স্বাভাবিক, তাহাও তেমন জোর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। রসকল্পবল্লীর প্রণেতা গোপালদাস গ্রন্থ-মধ্যে শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যে কবিরঞ্জনের নাম করিয়াছেন, এবং রঘুনন্দন শাখা-নির্ণয় গ্রন্থে যাঁহার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি নিজের গ্রন্থমধ্যে শ্রীকবিরঞ্জন ঠাকুর বলিয়া যাঁহার পদ উদ্ধৃত করিতেছেন, কোন প্রমাণে বলিব—সে পদ মিথিলার

বিদ্যাপতির ? "চরণ নখ রমণীরঞ্জন ছান্দ" পদটীর মাত্র কয়েকটী কলি গোপালদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র পীতাম্বর রসমঞ্জরী গ্রন্থে ভণিতা সহ সেটী সম্পূর্ণ তুলিয়া দিয়াছেন। এই পদটী প্রাচীন পদসংগ্রহ পদকল্পলতিকায় (সংগ্রহ ১৭৭৫ শকাব্দা) কবিরঞ্জনের ভণিতায় উদ্ধৃত আছে। এখন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আপত্তি করিতেছেন,—পদকল্পতরু গ্রন্থে যখন বিদ্যাপতি-ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ পদ কবিরঞ্জনের হইতে পারে না। পদকল্পতরু অপেক্ষা যে রসকল্পবল্লী বা রসমঞ্জরীর প্রমাণ বলবত্তর, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে ? বিদ্যাপতির যে কবিরঞ্জন উপাধি ছিল, মূলে ত তাহাই প্রমাণিত করা আবশ্যক। বাঙ্গালায় মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বড় জোর শতখানেক পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। কবিরঞ্জন যে বাস্তবিকই একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন, তাহা তাঁহার পদ পড়িয়াই বুঝা যায়। অন্যথায় রামগোপাল দাস তাঁহাকে বিদ্যাপতি ও কালিদাসের সঙ্গে তুলিত করিতেন না। সুতরাং আমাদিগকে এখন পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রাপ্য কবি-সম্মান তাঁহাকে দিতে হইবে। "উদসল কুন্তলভারা" পদটীর পূর্ব্বে পদকর্ত্তার নামের জায়গা কাটা আছে। পূর্ব্বে বোধ হয়, ভুলক্রমে অন্য নাম লেখা হইয়াছিল, সে নাম তুলিয়া দিয়া কবিরঞ্জন লেখা হইয়াছে। "দেখ চকেবা"---কলি দুইটী এ গ্রন্থে নাই। কবিরঞ্জনের সঙ্গে "জস রাখা" কথাটা বুঝিলাম না (গ্রন্থের মধ্যে খণ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের পরিচয় মধ্যে)। 'যশরাজ খান' কি এইরূপ কিছু হইবে না-কি ? কবিরঞ্জনের কয়েকটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাসের দুইটী পদ পাওয়া যায়, কিন্তু দুইটীই সন্দেহজনক। প্রথম পদটীর পদকর্ত্তার নামের জায়গাটী কাটা এবং তাহাতে অস্পষ্ট ভাবে 'বড়ু চণ্ডিদাস ঠাকুর' লেখা। কেহ অন্য নাম তুলিয়া এই নাম বসাইয়াছে অথবা 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামটাই তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপে কাটিয়াছে, কিছুই বলিবার উপায় নাই। যে ভণিতাহীন পদটী 'আত্মদৈন্য' নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে রূপান্তরে চণ্ডীদাসের নামেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পদে পদকর্ত্তার নাম সুস্পষ্ট, কিন্তু যে পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এখন সে পদ বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে। গোপালদাস প্রথম কলি দিয়াছেন, "আজু গোকুল সুন্য ভেল"। বিদ্যাপতির নামের পদের আরম্ভ, "হরি কি মথুরাপুর গেল"। শ্রীযুক্ত নগেনবাবু হয় ত ইহাকেই একটু মৈথিল করিয়া লইয়াছেন ! পদকল্পতরুর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা চলিবে না। তবে যদি মিথিলায় বা নেপালের তালপত্রে কিছু লেখা থাকে, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে চণ্ডীদাসের কোনো পদ পাওয়া যায় না। অথচ জ্ঞান, গোবিন্দ প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের পদের অভাব নাই। ইহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না। ক্ষণদার পূর্ব্ববিভাগ মাত্র সংকলিত হইয়াছিল ; কিন্তু উত্তরবিভাগের জন্য কেবল চণ্ডীদাসকেই রাখা হইয়াছিল, ইহা কোনো কাজের কথা নয়। সব রসেরই পদ ক্ষণদায় আছে, সুতরাং চণ্ডীদাসকে রাখিতে অসুবিধা না থাকিবারই কথা। চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের ঝগড়াই বা কি থাকিতে পারে ? রসবিচারে গুরুতর মতবিরোধ হইলেও

পদ উদ্ধারে বাধা ঘটিবে কেন? বিশেষ স্বর্গীয় কবির সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ যে এতটা অবিচার করিয়াছেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। তবে কি চণ্ডীদাসের পদ সে সময় পাওয়া যাইত না? মহাপ্রভুর আস্বাদিত পদ এত শীঘ্রই বিলুপ্ত-প্রচার হইয়া গিয়াছিল? এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান এবং বিস্তৃততর আলোচনা আবশ্যক।

রসকল্পবল্লীতে "বড়ু চণ্ডীদাস" নাম দেখিয়া ভরসা হইতেছে, কবির নাম লোকে ভুলে নাই, তবে পদ বিরল-প্রচার হইয়াছিল। কীর্ত্তনিয়াদের মুখে অথবা কাহারও নিজের সংগ্রহে লেখা যাহা পাওয়া গিয়াছিল, পরে তাহাই সংকলিত হইয়াছে। গোপালদাসের পূর্ব্বেই দীন চণ্ডীদাসের পদ প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত; "বড়ু চণ্ডীদাস" নাম দেখিয়াও এইরূপই অনুমিত হয় যে, উপাধি সহ কবিকে চিহ্নিত করিয়া রাখার দরকার হইয়াছিল। সেরূপ প্রয়োজন না থাকিলে কেবল "চণ্ডীদাস" বলিলেই যথেষ্ট হইত। কবিরাজ ঠাকুর, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নাম দেখিয়াও বুঝা যায় যে, গোপালদাস সকলকেই এই ভাবে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থখানিতে কতকগুলি পদ "মহাজনস্য" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রায় পৌনে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গোপাল দাস এই পুঁথি লিখিয়াছিলেন, সেই সময়েই অনেক পদের ভণিতা ছিল না। পুত্র পীতাম্বরও নিজের রসমঞ্জরী গ্রন্থে কয়েকটি পদ "কস্যচিৎ" বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। সে সংগ্রহে কিন্তু ইহার একটা রূপ পাওয়া যায়। তাহাতে অপর কলিগুলির সঙ্গে ইহার বেশ সামঞ্জস্যও রক্ষিত হইয়াছে। কথা উঠিতে পারে যে, এই ভাবে বেওয়ারিশ টুকরা-টাকরা পদ জোড়া-তাড়া দিয়াই হয় ত চণ্ডীদাসের পদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহা যে সর্ব্বত্র হয় নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ এই কথা বলা যায় যে, অজ্ঞাত পদকর্ত্তাগণের অপর পদগুলিও তাহা হইলে বাদ পড়িত না। তাহার মধ্যেও এমন অনেক সুন্দর সুন্দর পদ আছে, যাহা চণ্ডীদাসের নামের পক্ষে বেমানান্ হইত না। তবে দুই একটী যে, এই ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কারণ—অবশ্যই কেহ কোনরূপ প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন, যাহার বলে অপর পাঁচ জনেও সেট চণ্ডীদাসের বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এ বিষয়েও বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। গান-রচয়িতাকে ভুলিয়া যাওয়া লোকের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কোন্ কবিতার রচয়িতা কে, কোথা হইতে পদ সংগৃহীত, সে সকলের খোঁজ কে রাখে? কেহ কেহ যে ইচ্ছা করিয়াই স্বরচিত পদে ভণিতা দেন নাই, এমন অনুমানও করা যায়। যাহা হৌক, পদকল্পতরু-সংকলনের সময় প্রায় দুই শত গানের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। গোপালদাস যে পদগুলি "মহাজনস্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি যে পুরাতন, এ কথা বলা চলে। ইহার মধ্যে একটি পদ—"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"—জ্ঞানদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন পুঁথিতে আবার যদুনাথের ভণিতা পাওয়া যায়। "মহাজনস্য" বলিয়া "বিজন বনে বনে" এই যে পদটি কল্পবল্লীতে পাই, পদকল্পতরুতে (৬৪৭) এই পদ গোবিন্দদাসের নামে চলিতেছে; পদকল্পতরুতে আরম্ভ,—"ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।"

আমরা যে পদগুলি অজ্ঞাত পদকর্ত্তাগণের বলিয়া লিখিয়াছি, সেগুলির পিছনে

"মহাজনস্য" বা ঐরূপ কিছু লেখা নাই, কোন পদকর্ত্তার নামও নাই, অথচ উহার সবগুলিই যে গোপালদাসের লেখা নয়, তাহার প্রমাণ—উহার মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজের একটি পদ রহিয়াছে,—

"মুরলি মিলিত অধর নব পল্লব ."—(প-ক-ত, ৬২১)

আর একটি পদ বিদ্যাপতির—"রাতি ছোড়ি ভিক রমণি"। এই পদগুলি না থাকিলে হয় ত সন্দেহ করা চলিত। অবশ্য উহার মধ্যে দুইটি পদ গোপালদাসের স্বরচিত; রসমঞ্জরীর মধ্যে পূরা পদ পাওয়া গিয়াছে। "মধুপুর পন্থিক বিনয় করি তোয়" —এই পদটি অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর মধ্যেও আছে। অন্য পদটি "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে" পদের মধ্যের দুইটা কলি। এ পদটীও অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে আছে। অন্যান্য পদগুলি কোন্ কোন্ পদকর্ত্তার রচিত, হয় ত অনুসন্ধান করিলে পরে সন্ধান মিলিবে; তবে সে পদগুলি যে গোপালদাসের রচিত, ইহা কোন মতেই বলা চলে না। ইহা গ্রন্থকারের পয়ার ত্রিপদীও নহে। এগুলি যে পদ, তাহা রাগ-রাগিণীর উল্লেখে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের মনে হয়, এগুলিও বহু বিখ্যাত, সে কালে প্রচলিত পদের অংশ-বিশেষ। হয় ত কোনটার ভণিতা ছিল, হয় ত বা ছিল না; গোপাল দাস উদাহরণ-স্বরূপে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। অপরের ভণিতাহীন পদ তিনি প্রায়ই তুলিয়াছেন, কিন্তু নিজের পদ প্রায় সবগুলিই ভণিতা সহ সম্পূর্ণই লিখিয়া গিয়াছেন। যে দুইটা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা পুত্রের পুথিতে পূর্ণ হইয়াছে। অজ্ঞাত পদকর্ত্তার পদের একটী আজও প্রায় ভণিতাহীন ভাবেই চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে; পদকল্পতরুর ৮২৮ সংখ্যক পদের ত্রিপদীর সঙ্গে মিশিয়া এই কয়টী কলি—"তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল" ইত্যাদি—একটা খিচুড়ীর সৃষ্টি করিয়াছে।

রসকল্পবল্লী হইতে নিম্নলিখিত পদকর্ত্তৃগণেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়:—

বল্লভ চৌধুরী---পদকল্পতরুর ভূমিকায় রায় মহাশয় এই পদকর্ত্তার কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি "বল্লভ" ভণিতার পদগুলি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কোন (বল্লভ-নামা) শিষ্যের রচিত মনে করিয়াছেন। আর রাধাবল্লভ-ভণিতার পদ সুধানিধি মণ্ডলের পুত্র রাধাবল্লভের রচিত বলিয়াছেন। কিন্তু রসকল্পবল্লী হইতে জানা যাইতেছে, একজন বল্লভ পদকর্ত্তার চৌধুরী পদবী ছিল। আমাদের মনে হয়, উদ্ধব দাস এই চৌধুরী বল্লভেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীল রাধাবল্লভ চাঁদরায় প্রেমার্ণব চৌধুরী শ্রীখেতরী-নিবাস॥" (প-ক-ত, ৩০৯২)

পদকল্পতরুর রাধাবল্লভ ভণিতার পদগুলি ইঁহারই রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। কর্ণানন্দ গ্রন্থে সুধানিধি মণ্ডলের (পত্নী শ্যামপ্রিয়া) পুত্র "রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্রে"র উল্লেখ পাই। কিন্তু রসকল্পবল্লীতে চৌধুরী বল্লভের পদ পাইতেছি, এদিকে নরোত্তম-শাখায় রাধাবল্লভ চৌধুরীর নাম পাওয়া যাইতেছে। পদকর্ত্তা যে নরোত্তম-ভক্ত ছিলেন, পদের মধ্যে সে পরিচয়েরও অভাব নাই। সুতরাং ইনিই পদকর্ত্তা—এইরূপই অনুমান হইতেছে। যদি মণ্ডল রাধাবল্লভ পদকর্ত্তা হন, তবে দুই জনের পদ মিশিয়া গিয়াছে। এই চৌধরী বল্লভের পদের যে দুইটী কলি রসকল্পবল্লীতে উদ্ধৃত

হইয়াছে, পদকল্পলতিকায় সেই দুইটি কলি সহ পদটী বল্লভদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পদের আরম্ভ,—"সজনি কো কহু প্রেমতরঙ্গ।" (প-ক-স,৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পদকল্পতরু হইলেই তাহাকে প্রামাণ্য বলা চলিবে না। এক্ষেত্রে পৌনে তিন শত বৎসরের পুথির সঙ্গে পদকল্পলতিকার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এদিকে পদকল্পতরুর গোবিন্দদাস ভণিতার ৭৭৩ সংখ্যক পদের মধ্যে সেই দুইটী কলি রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছে। পদের আরম্ভ—"আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দরি দরশ পরশ মধু হোয়।" তৃতীয় ও চতুর্থ কলি দুইটী এইরূপ,—

"সজনি না বুঝিয়ে প্রেমতরঙ্গ। রাইক কোরে চমকি হরি বোলত কবে হবে তাকর সঙ্গ॥"

ইহারই পরে ৭৭৪ সংখ্যক পদ রাধাবল্লভ দাসের ভণিতাযুক্ত। বল্লভ ভণিতার কতকগুলি পদ বংশীলীলা-প্রণেতা শ্রীবল্লভের রচিত বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দদাসের একটী পদে শ্রীবল্লভের নাম পাওয়া যায়—

"গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতী রসমরিজাদ॥"—(প-ক-ত, ২৩৪)।

১৪১৬ শকাব্দে বংশীবদনের জন্ম। ইঁহার পুত্র চৈতন্যদাস, তৎপুত্র শচীনন্দন, তৎপুত্র শ্রীবল্লভ। অনেকের মতে ১৪৫৯ শকে গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম। ১৪৯৯ শকাব্দে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ, সুতরাং কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র হইয়াছিল; এবং পুত্র পৌত্রেরও এই হিসাবে জনকত্ব ধরিলে ১৪৯৯ শকাব্দে শ্রীবল্লভ ২৩।২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক, এইরূপ অনুমান করা যায়। গোবিন্দদাস দীক্ষাগ্রহণের পরে পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। বংশীবদনের গৌরবান্বিত বংশে জন্মিয়া এবং কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া বল্লভ ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন ও তাহার পরে বন্ধুত্বসূত্রে বল্লভ গোবিন্দের বন্দনা পদ লিখিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর), এবং গোবিন্দ তাঁহার স্বরচিত পদে বল্লভের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সব দিকেই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। হইতে পারে, এই বল্লভ শ্রীনিবাস আচার্য্য বা নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। বল্লভ ভণিতার পদে আচার্য্য ও ঠাকুর মহাশয় উভয়েরই উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য্যদেব, ঠাকুর মহাশয়, কবিরাজ রামচন্দ্র ও কবিরাজ গোবিন্দের তিরোধানের পরও বল্লভ জীবিত ছিলেন, এবং শোকসূচক পদ রচনা করিয়াছিলেন; পদকল্পতরুর ২৯৮১—৮২ ও ৮৩ সংখ্যক পদ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে "পূর্ব্বপূর্ব্বগীত-কর্ত্তৃগণশ্রীচরণস্মরণম্" বলিয়া যাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে "জয় জয় শ্রীবল্লভ পরমাদ্ভুত প্রেমমুরতি পরকাশ" বলিয়া বোধ হয়, এই শ্রীবল্লভেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য বল্লভের কল্পনা করিতে যাওয়া কত দূর সঙ্গত, সুধীগণ বিচার করিবেন।

রাধাবল্লভ বা বল্লভ ভণিতার পদের মধ্যে রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পদও আছে। এই চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। পদকর্ত্তা ঘনশ্যামের

(প-ক-ত,২৪২১) "উজর হার উর পীত বসনধর ভালহি চন্দনবিন্দু"—এই পদের ভণিতায় এইরূপ উল্লেখ পাই,—

"ভণ ঘনশ্যাম দাস চিত ঝুরত মদন রায় পরমাণ ॥"

অনুমান হয়, এই মদন রায় কল্পবল্লী-রচয়িতা গোপালদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর। গোপালদাস ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী।" নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের পার্ষদ চিরঞ্জীবের পুত্র গোবিন্দদাস, তৎপুত্র দিব্য সিংহ, তৎপুত্র ঘনশ্যাম—চতুর্থ পুরুষ। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি হইতে মদন রায় পঞ্চম পুরুষ। উভয়েই শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। মদনের কনিষ্ঠ, গোপালদাসের গুরু রতিপতি ঠাকুর, নরহরির জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ হইতে ষষ্ঠ পুরুষ। আশা করি, এই হিসাব দেখিয়াও পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ ও শ্রীবল্লভের সময় সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিবেন না। রঘুনন্দনের পৌত্রের নামও মদন। ঘনশ্যামের পদে ইঁহারও নাম উল্লিখিত থাকিতে পারে। ইনিও প্রায় ঘনশ্যামের সম-সাময়িক। রায় উপাধি দেখিয়া কিন্তু সন্দেহ হয়। নরোত্তম-শিষ্য একজন মদন রায় ছিলেন।

"নৃসিংহ ভূপতি" নামক একজন পদকর্ত্তার উল্লেখ কল্পবল্লীর মধ্যে পাওয়া যায়। "পূর্ব্বপূর্ব্ব পদকর্ত্তৃগণচরণস্মরণে" বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন,—"জয় জয় শ্রীনরসিংহ কৃপাময় জয় জয় বল্লবীকান্ত"। নরোত্তমের স্বগণ গঙ্গাতীরবর্ত্তী পক্কপল্লী-নিবাসী রাজা নরসিংহ যে পদকর্ত্তা ছিলেন এবং নৃসিংহভূপতি বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে, কল্পবল্লী দেখিয়া এইরূপই অনুমান হয়। আশা করি, নৃসিংহ কবিরাজের দোহাই দিয়া অতঃপর ইঁহাকে কেহ অস্বীকার করিবেন না।

ভক্তিরত্নাকরে ও প্রেমবিলাসে রূপ ঘটকের উল্লেখ আছে। জাজিগ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। আমাদের মনে হয়, এই রূপ ঘটক মহাশয়ই রামগোপাল দাসকে গ্রন্থসন্ধান দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের শিষ্য—"ঘটক শ্রীরূপ নাম রসবতী রাইশ্যাম লীলার ঘটনা রসে ভাস" (প-ক-ত, উদ্ধবদাসের পদ, ৩০৯২)। বৈষ্ণবদাসও বন্দনা করিয়াছেন,—"জয় জয় রূপ ঘটক ঘট রসময়" (১৮ সং); কিন্তু ইঁহার রচিত কোন পদ পাওয়া যায় না। ইনি বোধ হয়, রঘুনন্দন-শিষ্য চক্রপাণিকে দেখিয়াছিলেন; কারণ, রঘুনন্দন ও নরোত্তম সমসাময়িক। তাহা হইলে ঘটক মহাশয় চক্রপাণি হইতে গোপালদাস পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ দেখিলেন। আর যদি চক্রপাণিকে না দেখিয়া থাকেন, অন্ততঃ চারি পুরুষ দেখিয়াছেন, এ কথা বলা যায়।

শিবানন্দ আচার্য্য ঠাকুর কে? রসকল্পবল্লীতে ইঁহার দুইটী পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাসে "শিবানন্দ বাণীনাথ হরিদাস আচার্য্য" নাম পাই। ইঁহারা কাহার শিষ্য, জানা যায় না। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর ও ইঁহারা সমসাময়িক। এই শিবানন্দ আচার্য্যই পদকর্ত্তা অনুমিত হইতেছেন। পদকল্পতরুর মধ্যে শিবাই ও শিবানন্দ ভণিতার যত পদ আছে, সমস্তই শিবানন্দ সেনের রচিত বলিয়া রায় মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। শিবানন্দ আচার্য্য ঠাকুরের "নিজ নিজ মন্দিরে চলয়িতু পুনঃ পুনঃ দুহুঁ মুখচন্দ নেহারি" ইত্যাদি কল্পবল্লীতে উদ্ধৃত কলি দুইটী মাধব ঘোষের ভণিতাযুক্ত ৬৬০ সংখ্যক পদে পদকল্পতরুর মধ্যে এইরূপ পাওয়া যায়,—

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুনঃ পুনঃ দুহুঁ দুহুঁ বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম-পয়োনিধি নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥"

ভরসা করি, ইহাঁকে কেহ শিবানন্দ সেন বলিয়া ভুল করিবেন না। প্রেমবিলাস বা ভক্তি-রত্নাকরে সেন মহাশয়ের নাম থাকিলে সেন পদবী থাকিত, কিংবা কর্ণপূরের সঙ্গে একত্র তাঁহার নাম উল্লিখিত হইত। খেতুরীর মহোৎসবের সময়ে সেন মহাশয় জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

নরোত্তম ঠাকুরের "রাইর দক্ষিণ কর" পদাংশ পদকল্পতরুর ১০৭৪ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে আরম্ভ এইরূপ,—

"কদম্বতরুর ডাল ভুমে নামিয়াছে ভাল ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি ॥"

উপসংহারে গোপালদাস সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমাদের মন্তব্যের সমাপ্তি করিতেছি। গোপালদাস সম্বন্ধে এই কথাটী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, শ্রীখণ্ডে সে কালে সংকীর্ত্তনের চর্চ্চা যথেষ্টই ছিল। গ্রন্থখানি যে উপলক্ষ্যে রচিত হইয়াছিল, এবং গোপালদাসের সময়ে শ্রীখণ্ডে যে সমস্ত পণ্ডিত ও রসজ্ঞ বৈষ্ণবের বাস ছিল, সে সব কথাও আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। পুথিখানি যে শ্রীখণ্ড, আজিগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যথেষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছিল, এ অনুমানও করা যায়।

বীরভূম-বিবরণ, ৩য় খণ্ড লিখিবার কালে দেখাইয়াছিলাম যে, গোপালদাসের কয়েকটী মানের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। সে সময় রসকল্পবল্লী দেখি নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদের ধারা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, "থির বিজুরি বরণ গোরী" পদটী চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার পদ-কল্পতরুর ভূমিকার ৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় আমার সেই সমালোচনার উল্লেখে ইহাকে "অতিমাত্রায় কঠোরতা", "রুচির স্বেচ্ছাচার" ইত্যাদি বলিয়াছেন। এখন রসকল্পবল্লীর মধ্যে এই পদ গোপালদাসের ভণিতায় দেখিয়া তিনি কি বলিবেন জানি না। (এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, চণ্ডীদাস সম্পাদনের সুবিধার জন্য আমি এই ভূমিকার ফাইল দেখিবার অনুমতি রায় মহাশয় ও পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি)। ইহার পূর্ব্বেও একবার এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়ের অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী প্রকাশিত হইলে পর আমি সংক্ষেপে গ্রন্থখানির আলোচনা করি। "রাধে জয় রাজপুত্রী" পদটী রায় মহাশয় পদরত্নাবলীতে বদনের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমি ঐ পদ শশিশেখরের রচিত বলিয়াছিলাম, কিন্তু রায় মহাশয় স্বীকার করেন নাই (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪, ১ম ও ২য় সংখ্যা)। কিছুদিন পরে রায় মহাশয় শেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বরচিত "নায়িকারত্নমালা" গ্রন্থ সম্পাদনকালে গ্রন্থমধ্যে পদটী শশিশেখরের ভণিতায় পাইয়া সন্তুষ্ট হন।

গোপালদাসের দুইটী পদ—"কালিয়দমন জগই তুয়া ঘোষই" (পদকল্পতরুতে ১০৫২ সং) ও "মঝু মনে দংশল মদন ভুজঙ্গ" (প-ক-ত, ১৬৭৬ সং)—গোবিন্দদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্য লইয়া সম্পূর্ণ আলোচনা আজিও হয় নাই। এ আলোচনায়

আরও অধিক পুথি-পত্র আবিষ্কৃত ও বিচারিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের সকলের এখন সেই দিকেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। রসকল্পবল্লীর মত একখানি ছোট-খাট পুথি হইতেই যখন এত সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, ভাল ভাল পুথি পাওয়া গেলে, তখন না জানি, আরও কত কত বিষয়ের রহস্যোদ্ভেদ হইবে।

"থির বিজুরিবরণ গোরি" পদটী লিখিবার পূর্ব্বে গোপালদাস কতখানি ভূমিকা করিয়াছেন, দেখুন—

"অথ কৃষ্ণস্য প্রিয়ানঙ্গিক। কৃষ্ণ দেখিয়া রাই করে কত রঙ্গ। পরিধেয় বসন পরে অঙ্গ॥ ছাড়িয়া বান্ধয়ে কেশ উভ করি বাহু। রূপ দেখিয়া ফিরে চলে লহু লহু॥ সম্বরণ বক্ষ কভু করয়ে উদাষ। বেনি শ্লথ কভু নিতম্ব উদাস॥ সখি আলিঙ্গন করে ঘন আঁখি ঠারে। ক্ষণে ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে পুলক অন্তরে॥ হারমালা আভরন দেখে নানা রঙ্গে। ভাবের আবেশে কভু আবেশ হয় অঙ্গে॥ চরন চলনভঙ্গি নানাবিধ গতি। গরবে দোলায় অঙ্গ মানস মুরতি। নাগরশেখর কৃষ্ণ স্থির নাহি হয়। সখা সখির মাঝে এই রস কয়॥"

গোপালদাস লিখিয়াছেন,—"অল্পকালে পিত্রি বিয়োগ না হইল অধ্যয়ন"। পুথির পয়ার পড়িয়া অনেকটা সেইরূপই মনে হইয়াছিল বটে। কিন্তু তাঁহার পদাবলী পাঠ করিয়া উহা বৈষ্ণবোচিত বিনয় বলিয়াই ধারণা হইতেছে। গোপালদাস যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন, আশা করি, রসজ্ঞগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ হইবে না। এহেন কবির পদ আশানুরূপ সংগৃহীত না থাকায় এবং রসকল্পবল্লী বা রসমঞ্জরীধৃত পদকর্ত্তাগণের পদ না পাওয়ায় বৈষ্ণবদাসের অনবধানতাকে ইহার জন্য দায়ী করিব, না পদকল্পতরুর পরবর্ত্তী লিপিকরগণকে দোষ দিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। এক বলিতে হয়,—বৈষ্ণবদাস এ সব গ্রন্থ সন্ধান করেন নাই, শুধু শুনিয়াই পদ সংগ্রহ করিয়াছেন; নয় বলিতে হয়, পরে লিপিকরগণ অনেক পদের ভণিতার গোলমাল করিয়া দিয়াছে, ইত্যাদি। এ বিষয়ের বিচার-ভার পণ্ডিতগণের উপর রহিল।

উপসংহারে আর একটা কথা নিবেদন করিতে চাই। পূর্ব্বকালের লোকে নিজে পদ রচনা করিয়া মহাজনের নামে চালাইয়া দিতেন, এইটাই অনেকের পক্ষে এক রকম স্বাভাবিক ছিল বলিলেও চলে। চুরি যে কেহ করিত না, এমন কথা বলি না। কিন্তু গোপালদাসের পক্ষে এ কথা বলা চলে যে, চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাসের পদ নিজের নামে চালানো সে কালে তাঁহার মত লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁহার গুরু, গুরু-ভ্রাতা, গুরু-পুত্র, শিক্ষা-গুরু প্রভৃতির তালিকা দেখিয়া বুঝা যায় যে, কিরূপ পণ্ডিত ও প্রভাবশালী বৈষ্ণব-সংঘের মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন এবং বাস করিতেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ঐ ঐ পদ আমরা গোপালদাসের রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি।*

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

---

* ১৩৩৭।২৮এ অগ্রহায়ণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের

কার্য্যবিবরণ

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

৮ই বৈশাখ ১৩৩৬, ২১এ এপ্রিল ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়-লিখিত শোক-সঙ্গীত গান করিলেন।

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় "মণিহারা" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-কথা অবলম্বনে লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় 'মণিলাল' নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

ডক্টর রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলিলেন, মণিলাল ছেলেবেলায় প্রিয়দর্শন ছিল—স্বভাব তাহার অতি মধুর ছিল। এক সময়ে 'ভারতী'-সম্পাদন সম্পর্কে মণিলালের সহিত পরিচয় হয়। তৎপর এক কবিতা 'ভারতীতে' প্রকাশ সম্পর্কে তাহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই। সৌভাগ্যক্রমে ঠাকুর-বাড়ীতে বিবাহ করায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থাকার দরুণ মণিলালের সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-চর্চ্চার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। তাহারই ফলে, কালে সে একজন সুসাহিত্যিক হইয়াছিল। তাহার প্রকৃতি খুব গম্ভীর ছিল ও তাহার বাক্-সংযম ছিল।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, "পাছে এল আগে গেল, আমি রইলাম প'ড়ে"। বিধির বিধান বুঝিতে পারি না। যাদের উপর ভাষা ও সাহিত্য-সম্পদ্ পাবার জন্য দেশ আশা করে, তারা এমনি করেই দেশকে ফাঁকি দেয়। মণিলালের সাহিত্য-সৃষ্টির ও সাহিত্যালোচনার কথা কিছু বলব না, দেশ ক্রমেই সে পরিচয় পাবে। তাহার 'ভারতী' কার্য্যালয়টি বঙ্গ-ভারতীর সেবকগণের একটি আড্ডা ছিল—তরুণেরাই সেখানে মনের কথার আদান-প্রদান ক'রত, আমার মত স্থবিরকে যে তারা কক্ষে দিত না, তা' নয়, খুব শ্রদ্ধা ক'রত। মণিলাল নিজে সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রে বেশ সুযশ নিয়ে গিয়েছে। তার জন্য তাকে ঢাক পিটাতে হয়নি। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, নিজের মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তার স্ত্রীর সহিত মিলিত হবার জন্য অপেক্ষা ক'রে বসেছিল। বাহিরে যদিও তার হৃদয়ের দারুণ হাহাকার জানাত না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে জন্য তার জীবনীশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছিল।

শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, মণিলালের চরিত্রের একটা সহজ সঙ্কোচ ভাব ছিল—যাতে ক'রে লোকে মনে ক'রত, সে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিল। বস্তুতঃ তা' সে ছিল না। তার স্বভাব খুব মধুরতায় পূর্ণ ছিল—তার বাক্যে, লেখায়, আচরণে—

সর্ব্বত্রই সেই মাধুর্য্য প্রকাশ হ'তো। পরিষদে যে স্মৃতি-সভা হ'য়েছে—এ খুব ভালই হ'য়েছে। গুণীর ও শ্রদ্ধার পাত্রদের সম্মান দেখাবার ভাব দেশে যত জাগে, ততই মঙ্গল।

সান্ধ্য-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৺মণিলালের বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ যেন সব ওলট্-পালট্ হ'য়ে গেল। কোথায় আমরা চ'লে গেলে মণিলালরা এসে আমাদের জন্য শোক-প্রকাশ করবে, তা' না হ'য়ে আমাদের ঘাড়েই সেই কাজের ভার পড়লো। একে একে ছোটরা আমাদের জব্দ করতে আরম্ভ করেছে। এই সে দিন ৺দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর জন্য এই পরিষদে শোক-প্রকাশ করে গেলাম। মণিলালের সঙ্গে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমার আলাপ হয়—সাহিত্য-সূত্রে নহে। আমরা উভয়েই এক বাড়ীতেই বিবাহ করেছিলাম। সে আমার বিশেষ আত্মীয় ছিল। তার সম্বন্ধে বেশী বলতে গেলে নিজের অনেক কথা এসে পড়বে। আমি কতকটা মণিলালের অনুরোধেই "সবুজ-পত্র" বের করি। প্রথম দু'বছর মণিলালই কাগজ চালায়। সে লিখত বেশ সুন্দর—তার কথার নির্ব্বাচন ও শব্দযোজনা ভালই ছিল। সাহিত্যের প্রতি তার একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এদের সময় হ'তেই বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্য গ'ড়ে উঠতে লেগেছে। এখন বাঙ্গালী আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে পেয়েছে,—এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠবে।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি পাঠ করেন,—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভ্য, নিষ্ঠাবান্ সাহিত্য-সেবক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার আত্মীয় ও পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় মণিলালবাবুর পুত্রগণের নিকট পাঠান হউক।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে যাহাতে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়, তাহার ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করা হউক।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাবদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত মহাশয়গণ পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১০৲, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ১০৲, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ১০৲, শ্রীযুক্ত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ১০৲, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১০৲, সান্ধ্য-সমিতির পক্ষে ১০৲, দুই জন বন্ধু ২০৲, মোট ৮০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু এই সকল দানের প্রতিশ্রুতির জন্য প্রতিশ্রুতিকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থ ব্যক্তিগণকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন

নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় পরিষদের পক্ষে সভাপতি মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠকগণকে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　　　　　শ্রীমন্মথনাথ বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　　　সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ৬ই জুন ১৯২৯, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, যত দিন এই পরিষৎ ও বঙ্গভাষা থাকিবে, তত দিন রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে না। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী, খাঁটী ব্রাহ্মণ ও আদর্শ সাহিত্যিক ছিলেন। অপূর্ব্ব হাসিতে তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের পরিচয় পাওয়া যাইত। আসুন, আপনারা শত কাজ ফেলিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের কীর্ত্তি- এই পরিষৎকে বড় করুন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ মহাশয় বলিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বঙ্গভাষার প্রবেশাধিকার হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকপট চেষ্টায়। মূলে এই পরিষদের ভিতর দিয়াই তাঁহারা এই মহৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অসুখের সময় তিনি বলিতেন, আমার কিছু দিবার আছে। এই বলেই তিনি জগন্নাথ-মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার theory আমায় বলেন। আমার যে "বিচিত্র প্রসঙ্গ," তাহার বিষয় তাঁহারই,—ভাষা আমার। এই পুস্তকে তিনি যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত মনস্বীরই উপযুক্ত বিষয়। শঙ্করভাষ্য ও বেদান্ত তিনি নিজের জিনিষ করিয়া লইয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ের পরিচয় পাইয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন—আগে তাঁকে নাস্তিক বলেই জানতাম, এখন আমার সে ধারণা ভুল, তা' বুঝলাম। তিনি হঠাৎ চলে গেলেন। অনেক জিনিষ তাঁর কাছে পাওয়া যেত, আর কারু কাছে সে সব পাব না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় বলিলেন,—যখনই রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা হইয়াছে, তখনি তিনি এই পরিষদের কথাই আনিয়া ফেলিয়াছেন।

পরিষৎকে বাদ দিয়া তাঁহার কথা ভাবাই যায় না। আমার মনে হয়, বৎসর বৎসর তাঁহার বিষয়ে এক একটা বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করা উচিত। আগামী বৎসর "রামেন্দ্রসুন্দর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ধারাবাহিক ইতিহাস" বিষয়ে একটা প্রবন্ধ কেউ পাঠ করিলে ভাল হয়। আমার মনে হয় যে, বিভিন্ন বিদ্যার সামঞ্জস্য করিতে তিনি যেমন পারিতেন, এমন বোধ হয়, এ দেশে ও জগতে কেহ পারিবেন কি না, সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, ৺রামেন্দ্রসুন্দরের ব্রেন (Brain) ছিল ও তাহার উৎকৃষ্ট চাষ হ'য়েছিল, তার কোনই সন্দেহ নাই। আজকাল ব্রেনের চর্চ্চা এত বেশী হচ্ছে যে, তা' বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু অনেকের দেখতে পাই যে, ব্রেনের চর্চ্চা কর্‌তে গিয়ে তাঁদের প্রাণ নষ্ট করে ফেলেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ব্রেনের চর্চ্চাও দেখেছি ও প্রাণেরও পরিচয় পেয়েছি। আমাদের মত মূর্খতেও তাঁর কঠিন কঠিন বিষয়ের আলোচনা বুঝতে পার্‌ত। সারল্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য—তাঁর স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় দেখেছি। হৃদয়খানা তাঁহার যেন ফল-ফুলের বাগান ছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় "প্রকৃতি-পূজা" পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, যাঁহার ত্যাগে এই পরিষৎ অনুপ্রাণিত, সেই পরিষদেই তাঁর স্মৃতি-পূজার আয়োজন বিশেষভাবেই হওয়া উচিত—এবং সেই জন্য আমরা বৎসর বৎসর এই স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করেছি। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী ছিল, "যজ্ঞকথায়" তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শঙ্করভাষ্য যেমন আয়ত্ত ক'রেছিলেন, তেমনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডও আয়ত্ত ক'রতে পেরেছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই "যজ্ঞকথা" বঙ্গভাষায় পড়েন। তার আগে কেউ বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার অধিকার পান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহা একটা new departure। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তখন ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। এই রচনা পাঠ ক'রলে দেখা যায় যে, জগতের সকল ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর বক্তব্য বিষয় তিনি উজ্জ্বল ভাষায় ব্যক্ত ক'রেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল—সে সব কথা বলতে গেলে ব্যক্তিগত কথা এসে পড়বে। তাঁহার প্রকৃতির মধুরতা, হৃদয়ের ব্যাপকতা, মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল। বুদ্ধি ও হৃদয় সমীকৃত ও সমঞ্জস ছিল। পরিষদের জন্য তিনি কত যে করেছেন, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। একটা কিছু সৃষ্টি করতে হ'লে কিছু ত্যাগ—'বিসর্গ' থাকা চাই। ত্যাগের উপর যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা' স্থায়ী হয় না। রামেন্দ্রবাবুর বিশাল ত্যাগেই এই পরিষৎ গ'ড়ে উঠেছে। তিনি পরিষদের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ বলি দিয়াছিলেন। পরিষদের জীবন-যজ্ঞে তাঁর এই বিপুল ত্যাগ ভারতে ও অন্যত্র দুর্ল্লভ।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ৯ই জুন ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়,—১। শোক-প্রকাশ—(ক) নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য ও (খ) শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই মহাশয়ের অভিভাষণ, ৩। পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৪। পুরস্কার-প্রবন্ধ পরীক্ষার ফলাফল বিজ্ঞাপন, ৫। ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৬। ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৭। ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৮। (ক) বিশিষ্ট, (খ) অধ্যাপক, (গ) সহায়ক ও (ঘ) সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৯। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ জানাইলেন যে, পরিষদের সদস্য (ক) নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য এবং (খ) শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের পরলোকগমন ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে নলিনাক্ষবাবু সদস্য হইবার পর হইতেই পরিষদের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, দর্শন-শাখার আহ্বানকারিরূপে ও বিভিন্ন শাখাসমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তাঁহার লিখিত "মনোবিজ্ঞান" পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

২। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, এই পরিষদের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তাবুদ্ধি বহু দিন হইতে জন্মিয়াছে। কেন, তা বলি। ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মিশিয়া অল্প অল্প বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিতে শিখি। তখন কাশীদাস, কৃত্তিবাসও অল্প অল্প আলোচনা করিতাম মাত্র। তারপর কালে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হই। তখন বাধ্য হইয়া নানা রকম বাঙ্গালা বই পড়িতে হইত। দেখিলাম যে, যাহাকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলে, তা একখানিও নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি অনেকেরই বই দেখিলাম। তাহাতে দেশের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনেক কথা সে সব পুস্তকে নাই—অনেক জিনিব দিবার আছে। সে সব কথা প্রচার করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। এই পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার পর হইতে শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির মারফতে আমিও অনেক পুথি সংগ্রহ করি। এই সকল পুথি আলোচনায় কত যে অমূল্য জিনিষ বাহির হইয়াছে, তাহা আপনারা জানেন। এই পরিষৎই যে, এই বিষয়ে আলোচনার প্রকৃত ক্ষেত্র, তাহা বুঝিয়া আমি ইহার সহিত মিলিত হই। পরিষৎ তাহার ৩৫ বছরের গৌরবের ইতিহাসে সে সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রচুর নিদর্শন দিয়াছে। আর আমিও যে ইহার কোন না কোন কাজ করিতে পারিয়াছি—ইহার গঠনে একখানি কাঠও যে যোগান দিতে পারিয়াছি, তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা। ধর্ম্মমঙ্গল জিনিষটা কি? ইহা পূজা বলিয়াই সকলে জানিতেন। এ বিষয়ে Research করিয়া আমার ধারণা হয় যে, এটা বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ—Tail end। এ সব ধারণার মূল হইল, সকল রকম পুথির আলোচনা। এ সকল বিষয়ে Research করিতে নেপাল যাই। সেখানে নানা গান, দোঁহা ও পুথি পাই। লালগোলার মহারাজের দয়াতে ও পরিষদের চেষ্টায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি বলেছি, ইহাতে হাজার বছরের বাঙ্গালার নমুনা আছে। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, ইহা ১৩।১৪ শত বছরের পুরাণো। এই বই প্রকাশ করিয়া পরিষৎ দেশের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যে যুগান্তর আনিয়াছে, তাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। পরিষৎ যে এইরূপ Research পথেই চলিবে, তাহা আমার দৃঢ় ধারণা, আর এই জন্যই পরিষদের সহিত আমার আত্মীয়তা হইয়াছে। আমার এখন শেষ অবস্থা, তার উপর আমি পীড়িত। এই অবস্থাতেও আপনাদের নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আজ কিছু বলিতে হইবে। আজ আপনাদিগকে "বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিল," সে সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা বলিব। এই কথা বলিয়া, সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত—এই উভয় সাহিত্য আলোচনার দ্বারা উভয় সাহিত্যকেই জীবিত রাখিয়াছেন। এই হেতু সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সহিত এই পরিষদের সংযোগ রাখিতে এবং সম্ভব হইলে উভয় সাহিত্য-পরিষদের amalgamation করিতে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম্ বি, এফ সি এস মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই কার্য্যবিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু এই এক বৎসর মাত্র সম্পাদকীয় ভার প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার শত শত কার্য্যের ভিতর পরিষদের কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

কিরণচন্দ্র দত্ত বলিলেন যে, এবার আমরা বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত অবস্থায় পাইলাম। ইহা পরিষদের ইতিহাসে প্রথম। এই জন্য পরিষদের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৪। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পুরস্কার ও পদকের জন্য যে সকল প্রবন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই সকল পুরস্কার ও পদক পাইবেন বলিয়া পরীক্ষকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(ক) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুরস্কার ১০০৲। "শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় এই পুরস্কার (১০০৲) পাইবেন।

(খ) হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক। "হেমচন্দ্রের কাব্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব" বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(গ) রামগোপাল রৌপ্যপদক। "অক্ষয়কুমার বড়ালের কনকাঞ্জলির বিশেষত্ব" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার বসু এম এ মহাশয় এই পদক পাইবেন।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ মহাশয়ের সমর্থনে এই আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ ৩৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ।

সহকারী সভাপতিগণ—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল।

" রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

" স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল-এল ডি, সি আই ই।

" কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি।

" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।

" স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, ডি এস-সি, পি-এইচ ডি।

" মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই।

" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), এফ আর ই এস।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সমর্থক— " যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

অনুমোদক— " অনাথবন্ধু দত্ত এম এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি।

অনুমোদক— „ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি।

সহকারী সম্পাদকগণ—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

„ কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার।

„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমর্থক—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী।

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

সমর্থক— „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

অনুমোদক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সমর্থক— „ মন্মথমোহন বসু এম এ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ।

সমর্থক— „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল।

সমর্থক— „ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু।

সমর্থক— „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

„ অনাথনাথ ঘোষ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

সমর্থক— „ নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

৭। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, সদস্যগণের নিকট হইতে ২৫৪ খানি ৩৬শ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের নির্ব্বাচন-পত্র ফেরত আসিয়াছে। তন্মধ্যে ৪ খানি পত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ডক্টর শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি।

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
" রায় চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস।
" বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়।
" রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ।
" অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস।
" " ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি।
" " বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল।
" ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি।
" কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।
" অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এম এ।
" অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি।
" অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
" মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।
" অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।

শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ জন সভ্য মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
" অধ্যাপক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নোক্ত ৩ জন সদস্য শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এইচ ডি।
" অমলচন্দ্র হোম।
" অধ্যাপক দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি।

৮। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন মহাশয় সদস্যগণ কর্তৃক বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

(১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।
(২) " কালীপদ তর্কাচার্য্য।
(৩) " হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

(৪) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ।

সমর্থক— " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ।

(গ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র।

" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

" রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

(ঘ) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৯। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এবং (খ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়দ্বয় ৫ বৎসর কার্য্যাধ্যক্ষ পদে ছিলেন, এ বৎসর নিয়মানুসারে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা অক্লান্তভাবে পরিষদের সেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ও রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর বিশেষ যত্ন সহকারে যথাক্রমে সহকারী সম্পাদকের ও আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বিশেষ উদ্যমে আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের আলমারীগুলি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ, ৭৫ বিডন ষ্ট্রীট্। ২। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল, ১২।১ বি গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্। ৩। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিসের ডি আই জি-এর এসিষ্টাণ্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা। ৪। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাস, ১১ উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড। ৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার অব এক্জামিনেশন। ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, এসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৭। শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, ১৯ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্। ৮। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমিদার, ৭১ ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট্, খিদিরপুর।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৯ই আষাঢ় ১৩৩৬, ২৯এ জুন ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টা।

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ঝিল্লি-খাসপুর হইতে সংগৃহীত শিলালিপি ও বৌদ্ধমূর্ত্তি, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত—"বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল" নামক প্রবন্ধ, ৬। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আলোচনা, এবং ৭। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম এ, এল-এল ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ খাতায় লিখিত হয় নাই বলিয়া পঠিত হইল না।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় মুরশিদাবাদ জেলার ঝিল্লি-খাসপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সিংহ ও শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি অধিকারী মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত হুসেন সাহের সময়ের ৯১১ হিজরীর একটি প্রস্তরলিপি এবং ঐ গ্রাম হইতে সংগৃহীত একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন এবং প্রদাতৃগণকে ও সংগ্রহকার্য্যে সাহায্যকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কোচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ এম এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন পুথি প্রদর্শন করিলেন, এবং এই পুথি দানের জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, একখানি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দেখেছি, তাতে লেখকের নাম দেখা যায় নাই। বররুচির মুদ্রিত গ্রন্থ দেখেছি। তাতে ঐ সংস্কৃত গ্রন্থের মতই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান আছে। বিল্‌হনের কাব্যে বীরসিংহ রাজার নাম পাওয়া যায়। সেগুলির কাব্যাংশেও আমাদের ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে

কোন কোন অংশে প্রভেদ আছে। চৌরপঞ্চাশৎ আমাদের দেশে বহু দিন থেকে প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শ্লোক ধরে বিদ্যাসুন্দর লিখেছেন বলে মনে হয়। তিনি আক্রোশে পড়ে বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন, ইহা অনেকে বলেন। রামপ্রসাদও লিখেছিলেন, তবে আক্রোশে নয়। ভারতের পুস্তকের গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা-দোষ, তখনকার সমাজ দোষ বলে মনে করত না। আমাদের নজরে এখন অশ্লীল বলে মনে হতে পারে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ভারতের বিদ্যাসুন্দর যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছন্দ উহার অতুলনীয়। কিন্তু বর্ত্তমানের তুলনায় উহা যে অশ্লীল, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, আজ আমরা আর একজন বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতার পরিচয় পাইলাম। পত্রিকায় প্রকাশ হইলে এ বিষয়ের আলোচনার সুযোগ হইবে। রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের তুলনা করা আজ অসাময়িক। সকল বিদ্যাসুন্দর একত্র করে সমালোচনা বা মত প্রকাশ করা যায়, কাহার গ্রন্থ ভাল। শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা Oriental Conferenceএর অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রবন্ধ দ্বারা সমস্তই বলিয়াছেন। শ্লীলতা বা অশ্লীলতার সীমা-নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রবন্ধ-লেখক বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজিকার প্রবন্ধ ও তাহার আলোচনা সুন্দর হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের শ্লীলতা বা অশ্লীলতা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। আজকালকার সবুজ-যুগে কোন্‌টি শ্লীল ও কোন্‌টি অশ্লীল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় কঠিন। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সব দেশেই যখন বিদ্যমান আছে, তখন নানা স্থানের রুচি অনুসারে উপাখ্যানটির কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানে যে কালীপূজার কথা আসিয়াছে, তাহা শ্রীমন্তের কালী Cult-বিশিষ্ট। তদানীন্তন কবিরা ঐরূপে কালী-পূজার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ-প্রভাবের পর হইতে দেশে কালীপূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা বলা যায় না। গণপতিবাবু আক্রোশে বিদ্যাসুন্দর রচনার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ ভক্তকবি ছিলেন। তাঁহাতে এ দোষ আরোপ করা সমীচীন হইবে না। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি নূতন করিয়া পুরাতন বিদ্যাসুন্দরের আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে যতগুলি বিদ্যাসুন্দর বাহির হইয়াছে, তাহার পারম্পর্য্য আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি।

৬। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় পরিষদের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তনের ও পরিবর্দ্ধনের প্রস্তাব করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে শাখা-সমিতির উপর সেগুলির আলোচনার ভার দেওয়া হয়। পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি শাখা-সমিতির মন্তব্য আলোচনা করিয়া যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত উপস্থিত করিতেছি। এই বলিয়া প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনাদি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ মহাশয় এই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৪ (ক). নিয়মের "কোনও মাসিক" কথার পর "বা ' বসিবে।

১৫শ নিয়ম এইরূপ হইবে—"প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে মাসিক অন্যূন ১৲ অথবা বার্ষিক অন্যূন ১২৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে এবং মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"

৩৩ (ক) নিয়মে "লিখিত" কথা বাদ দেওয়া হউক। "তৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের" পর "এবং তৎসঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম" বসিবে।

৩১ (খ) "সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত" এই কথার পর "এবং ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত" বসিবে।

৩৫শ নিয়মের "সভাপতি ও সহকারী সভাপতি" এই কথার পর "এবং কোষাধ্যক্ষ" বসিবে।

৩৬ (ক) নিয়মের "প্রতি সদস্যের নিকট" এই কথার পর "টিকিট-বিহীন নির্ব্বাচন-পত্র মুদ্রিত খাম সমেত" এই কথা বসিবে।

৫৫শ নিয়মের "গৃহনির্ম্মাণ-তহবিল" এই কথার পর "বিশিষ্ট ধন-ভাণ্ডার, দেনা-পাওনার তালিকা ও আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ" যোগ হইবে।

৯৯ নিয়মের শেষে—"এবং তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত মন্তব্য প্রত্যাহৃত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না" যোগ হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের দুই জন স্বনামখ্যাত সদস্যের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম এ, এবং পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত এড্‌ভোকেট নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল মহাশয় আর ইহজগতে নাই। স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে নীরস আইন লইয়াই বড় হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনায়, বিশেষতঃ তন্ত্রের আলোচনায়, জীবনের শেষ কাল তিনি কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। নরেশবাবুও আইন ব্যবসায়ের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিতেন। পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলনেও তিনি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৩৬।১ হ্যারিসন রোড, ২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এল, এড্‌ভোকেট, ৩১ হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট, ৩। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, সাতক্ষীরা হাই স্কুল, পোঃ সাতক্ষীরা (খুলনা), ৪। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বসু, ম্যানেজার, লাহারাজ এষ্টেট, মণ্ডলঘাট, পোঃ বাগনান্‌, হাওড়া, ৫। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, ৬০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী, স্কুলসমূহের সাব্‌ ইনস্পেক্টর, বারাকপুর, ৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী বি এ (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার, ৭৯।১ লোয়ার সাকুলার রোড, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় বি এ, বি টি, শিক্ষক, নর্ম্মাল স্কুল, চট্টগ্রাম, ৯। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে এম দাশ এম বি, ৩৬ হ্যারিসন রোড।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক-সংখ্যা ও উপহারদাতৃগণ

শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ রায়—১, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি—১, Bengal Government—৫, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১২২, মেসার্স এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং—১, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন—১, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—১, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী—১, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়—১, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—৪, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—৭, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বটব্যাল—১, শ্রীমতী কুমুদিনী মজুমদার—১, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার—১, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—২, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন—১, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১, শ্রীযুক্ত কে এন দীক্ষিত—১, শ্রীযুক্ত এম জে শেঠ—৩, India Government—৫, Watson Museum—১, Surveyor General of India—১।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-বার্ষিকী

১৫ই আষাঢ় ১৩৩৬, ২৯এ জুন ১৯২৯, শনিবার।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনা

প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ গবর্ণমেণ্ট সিমেট্রিতে কবিবরের সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবিবরের উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠ ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত ডাঃ কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী হালদার,

প্রার্থনায় যোগদান করেন, এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়ার লিখিত কবিতা পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় কবিপত্নী হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী-নির্ম্মাণ যাহাতে সত্বরে হয়, তজ্জন্য সকলকে তৎপর হইতে অনুরোধ করেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

এই দিন অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, যত দিন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য থাকিবে, তত দিন মধুসূদন অমর হইয়া থাকিবেন, এবং বঙ্গভাষাও অমর হইয়া থাকিবে। এই পয়ার-প্লাবিত দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নূতন আসিয়া দেশে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, "মধুসূদনের ভাষা ব্যাকরণ-দোষ-দুষ্ট।" মধুসূদন জীবনে কোন উৎসাহ পান নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রতি নিজের অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সময় আস্‌বে, যখন লোকে আমার কবিতার আদর করবে।" বাস্তবিকই তাহা হইয়াছে। 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' লোকে ভুলিতে পারে, কিন্তু 'মেঘনাদবধ' অমর।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, দেশে বঙ্কিম-স্মৃতির পূজা হয়, বঙ্কিমের জন্মস্থানে বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন হয়, আর কবিতার রাজা মাইকেলের জন্মস্থানে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলন হইবার কি কোনই ব্যবস্থা হয় না? ২৭এ জানুয়ারী কবির জন্মদিন। এই দিন সাগরদাঁড়িতে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলন করিবার ব্যবস্থা পরিষৎ করুন।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে শ্রীযুক্ত ফণীবাবু সাগরদাঁড়ি যাতায়াতের জন্য ষ্টীমারের বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কবিবরের জন্মস্থান সাগরদাঁড়িতে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হইবে।

তৎপরে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ 'ব্রজাঙ্গনা' হইতে গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনের বিষয়ে এক কবিতা পাঠ করিলে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, সাগরদাঁড়িতে মাইকেলের জন্মদিনে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলন করার প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। কবিবরের জন্মস্থান দেখিতে চাহিলে আমাকে এক গোয়ালঘর দেখান হয়। হায়, বাঙ্গালী কি এ দেশে বাস করে না? অমর কবি যেখানে প্রথম মাটি ছুঁয়েছিলেন, সেই পবিত্র তীর্থ কি না গোয়ালঘরে পরিণত! চলুন আপনারা ২৭এ জানুয়ারী সাগরদাঁড়িতে, নিজ নিজ চোখে অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করুন। শ্রীমান্ ফণিভূষণ সকল ব্যবস্থার ভার নেবেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ বলিলেন, কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি অতি মনোরম স্থান। তিনি যে কবিত্ব-শক্তি পেয়েছিলেন, স্থানীয় মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যই ছিল তার উৎস।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমের বাড়ী ধ্বসে পড়েছে, বিদ্যাসাগরের বাড়ী মাড়োয়ারী কিনে নিয়েছে—মাইকেলের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি উৎসন্নে গিয়েছে—তাঁর জন্মভূমি গোয়ালঘরে পরিণত হ'য়েছে—রামমোহনের স্মৃতি-মন্দির গড়তে এক যুগ লাগে। দেশে যদি স্বাধীনতার মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলতে হয়, তবে ইংরেজকে গাল দিলে তা হবে না, তাদের যা ভাল, তা নিতেই হবে। তারা Hero-worship করতে জানে। কবির জন্মদিনে সাগরদাঁড়িতে হাজারে হাজারে স্ত্রী-পুরুষ যাক্। বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদ-বধ লিখে, যিনি দেশের স্ত্রী-পুরুষকে মাতিয়েছিলেন, ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন, তাঁর জন্মভূমিতে গিয়ে সেইরূপ ক্ষিপ্ততায় যেন সকলকে পায়।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, আজ ২৯এ জুন। জাতীয় মহাকবির স্মৃতি-বাসরে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আমরা সমবেত হ'য়েছি, আমরা ধন্য। মাইকেলের গরিমা, তাঁহার বিরাট্ দান আমরা বুঝতে পারি নাই। যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গদ্য-সাহিত্যে ভাষাকে উন্নত ক'রে গিয়েছেন, মধুসূদন তেমনই অমর পদ্য-সাহিত্যের দ্বারা মাতৃভাষাকে অমর করে গিয়েছেন। মধুসূদনকে বুঝতে হ'লে এই পরিষৎকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর সাহিত্য পঠন-পাঠন, মাইকেল-সম্মিলন—সাহিত্যিক অভিযান করা হউক। তিনি প্রকৃত দেশভক্ত বা মাতৃভক্ত ছিলেন। "পরধন লোভে" মত্ত হ'তে নিষেধ ক'রে গিয়েছেন। তাঁহার অন্তরের ক্রন্দন, "রেখ মা দাসেরে মনে" স্মরণ করলে মস্তক তাঁর চরণে স্বতঃই অবনমিত হয়। "চল সখি ত্বরা করি" পড়লে, তাঁর প্রাণ যে বৈষ্ণব-রসে সিক্ত, তা কে না বল্‌বে? তিনি বাহিরে সাহেবী পোষাকে আবৃত থাক্‌লেও অন্তরে তিনি প্রকৃত স্বদেশী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, সাহিত্য কারও নিজের সম্পত্তি নয়। সাহিত্যে জাতীয়তার গণ্ডী টান্‌লে চল্‌বে না। সাহিত্য চিরদিনই বিশ্বের সম্পত্তি। মধুসূদন যে সাহিত্য দিয়ে গিয়েছেন, তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, যত দিন বেঁচে থাকব, এই দিনে এই উৎসবে আসতেই হবে। আমি কিয়ৎপরিমাণে মাইকেলের যুগের লোক। তখনকার যুগের লোক দেশকে বড় করতে অনেক প্রাচীন রীতিনীতি ভাঙ্গেন—অনেক শিকল ছেঁড়েন। রামমোহন প্রথম শিকল ছিঁড়েছিলেন, মহর্ষি সমাজ ভাঙ্গিলেন, কেশবচন্দ্র আরও ভাঙ্গিলেন। এঁদের শিকল ছেঁড়া ও ভাঙ্গন ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়ে। আর মাইকেল ভাঙ্গলেন ভাষার গণ্ডী। অলৌকিক-অতিলৌকিক প্রতিভাবানের কাজই এই। তিনি যখন কবিতা লিখ্‌তেন, পিছন হতে কে শব্দ-সম্পদ্ যুগিয়ে দেন, কবি তা জানতেন না। ভাবঠাকুর এলেন যদি দয়া করে, বাহন শব্দ-সম্পৎ সঙ্গেই এলেন। তিনি এমনই করে প্রাচীন রীতির কাব্য-রচনা ছেড়ে দিয়ে নূতন পথে চল্‌লেন। পণ্ডিতেরা ভয় পেলেন, তাঁরা বল্‌লেন, খৃষ্টান্ ছাড়া এমন কর্ম্ম করার কারও সাধ্য নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় "নীলধ্বজের প্রতি জনার উক্তি" আবৃত্তি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেঘনাদবধ হইতে কিছু আবৃত্তি করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন যে, ২৪এ জানুয়ারী না হইয়া, কোন ছুটির সময় সাগরদাঁড়িতে কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলন হইলে ভাল হয়।

সভাপতি মহাশয় যুবকগণকে মিল্টন (Milton) পড়িবার সঙ্গে মধুসূদনের লেখা পড়িতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, তিনি যত দিন বাঁচিবেন, তত দিন মধুসূদনের স্মৃতি-বাসরে আসিবেন। অতঃপর তিনি মধুসূদনের বিয়োগে হেমচন্দ্রের "স্বর্গারোহণ" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি, এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৮ই শ্রাবণ ১৩৩৬, ২১এ জুলাই ১৯২৯, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

পরিষদের মঙ্গলবিধান ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই এমনি দিনে ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন ইহা Bengal Academy of Literature নামে অভিহিত হইত ও তাহার কার্য্যাবলী ইংরেজী ভাষায় চলিতে থাকে। পরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে ইহার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামকরণ হয়, এবং তদবধি ইহার কার্য্যাবলী বঙ্গভাষার সাহায্যে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল ইহার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রাখিবার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। বঙ্গদেশে এই পরিষৎ স্থাপনাবধি কত কাজ হইয়াছে, তাহা আজ সকলেই জানেন। ইহার প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ, প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক রীতিতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বারা দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিষদের উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া পরিষৎ দেশে যুগান্তর আনিয়াছে। এই পরিষৎ স্থাপনের জন্য যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের নাম করা কর্ত্তব্য হইলেও আজ

তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম না করিয়া বক্তব্য শেষ করা সঙ্গত নহে। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৺ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী, ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মনস্বী ও কর্ম্মিগণ পরিষদের গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। যাঁহারা স্বর্গগত, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় পরিষদের এই স্মরণীয় দিন উপলক্ষে শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ মহাশয়ার প্রদত্ত দোয়াতদানী এবং শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া-প্রদত্ত দুইখানি পুস্তক প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার দিন স্মরণীয় করিবার জন্য একটি বিশেষ ভাণ্ডার স্থাপন করা হউক। শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উভয়ে ১০৲ হিসাবে এই ভাণ্ডারে চাঁদা দিলেন। এতদ্ব্যতীত সম্পাদক মহাশয় ১০৲ চাঁদা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিশেখর মহাশয় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির," শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "৩৬ বছর আগে" শীর্ষক কবিতা এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ তাঁহাদের কবিতা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল-এল ডি, সি আই ই মহাশয় বলিলেন যে, বাঙ্গালা দেশে এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আবির্ভাব শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব। দৈব ঘটনা এমনি যে, এই বিশেষ দিনে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য এই বিশেষ দিনে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিষয়ে কিছু বলিব। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় আমার এই মুদ্রিত বক্তব্য পাঠ করিবেন। শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্যারীচাঁদের বংশীয়। তাঁহারই সাহায্যে আমি অনেক বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্যারীচাঁদ মাসিক পত্রিকার আকারে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রবাবু তাহার খানকতক অদ্য পরিষৎকে দান করিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই "হুতোম প্যাঁচা" দান করিয়াছেন। (গ্রন্থগুলি প্রদর্শিত হইল)।

সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধের জন্য লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের আদি বাড়ী ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বে, হুগলী জেলার পানিশেহালায়। এই বলিয়া তিনি সেখানে একটি স্মৃতি-ফলক স্থাপনের জন্য পরিষদের নিকট প্রস্তাব করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ

সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতি বৎসর ৮ই শ্রাবণ উৎসব করা হউক। স্থির হইল যে, এই প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী সম্পাদক।　　সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ ১৩৩৬, ৩০এ জুলাই ১৯২৯, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টা।

মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়।—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং তদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় কর্তৃক মৃত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে অদ্যকার সভায় সভাপতির পদে বরণের প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, আজ পরিষদের যে কর্ম্মীর পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি, সেই অমৃতলাল বসু ও আমাদের মহারাজ এক স্কুলে পড়িতেন, সে স্কুলটি শ্যামবাজার এ ভি স্কুল। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য অমৃতবাবু প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। মহারাজও সেই স্কুলের পৃষ্ঠপোষক। আজ সেই পুরাণো বন্ধুর শোক-সভায় মহারাজই উপযুক্ত সভাপতি। অমৃতবাবু পরিষদের বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে আসিয়া কখনও সভাপতিরূপে, কখনও বক্তারূপে মধুর ও সরস বক্তৃতার দ্বারা সকলের চিত্ত জয় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, অমৃতবাবুর বিয়োগে বঙ্গদেশ অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের একটা দিকে প্রধান কর্ম্মী ছিলেন।

অতঃপর মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, অমৃতবাবু বহু সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে একটা ছাপ দিয়া যাইতেন। তেমনটি আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। এই বলিয়া তিনি একটি কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় স্বরচিত কবিতা পড়িলেন। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিয়া বলিলেন,

অমৃতবাবু বাল্যকালে কিছুদিন খুঁড়াতে বাস করিতেন। সেই সূত্রে তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। কলিকাতায় তাঁহার জন্মস্থান—দেশ বসিরহাট অঞ্চলে। অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় ৺অমৃতবাবুর জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম কর্ম্মী ও বন্ধু, বঙ্গসাহিত্যের বরেণ্য সেবক, নাট্যাচার্য্য, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি অমৃতলাল বসু মহাশয়ের তিরোধানে বঙ্গদেশ, বঙ্গ-সাহিত্য ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, অমৃত বাবুর বিষয়ে বলিবার এত কথা আছে যে, তাহা একদিনে বলিয়া শেষ করা যায় না। তৎপরে তিনি অমৃতবাবুর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষদ্-মন্দিরে রক্ষার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, সমুদ্র মন্থনে গরল ও অমৃত উঠেছিল। যে যুগে অমৃতবাবু জন্মেছিলেন সে যুগে পাশ্চাত্য ও আমাদের সাহিত্যে যে সংঘর্ষ হয়, তাকে সমুদ্রমন্থন বলা যেতে পারে। তাতে কিছু যে গরল উঠেছিল তা নিশ্চয়। আমাদের অমৃতবাবু গরল চাপা দিয়ে অমৃত তোলেন। তিনি যাঁদের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করতেন আমি তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর বিদ্রূপে অসূয়া ছিল না। "জগদানন্দ" অভিনয় দেখেছি—"অবলা ব্যারাক" দেখি নাই, যদিও আমি তথায় থাকতাম। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমার কখনও কমে নাই। রস যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কারও মুখ চেয়ে তা করেন না। অমৃতবাবুও রস-স্রষ্টা ছিলেন। আমি যে সমাজের লোক, সে সমাজের তিনি মুখ-চেয়ে কিছু করেন নাই। রস-স্রষ্টা সর্ব্বকালের সত্য প্রকাশ করেন। তিনি আমাকেও গাল দিতে ছাড়েন নাই। সে গালাগালিতে রস ছিল—উপভোগ করেছি। "খাসদখলে", "বিবাহবিভ্রাটে" আমাদের বিদ্রূপ করেছেন—অভিনয় দেখে উপভোগ করেছি। যাঁরা বিধবা বিবাহ করতেন, তিনি তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন; স্ত্রীজাতির উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি। আত্মীয়তা ও সামা-জিকতা তাঁর চরিত্রের লক্ষণ ছিল। অমন মজলিসি লোক আর পাব বলে মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু অমৃত-বাবুর চরিত্রের বিশেষত্বের কথা বলেছেন। তিনি ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সজীব ও শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। আমরা সাধারণতঃ জীবনের অর্দ্ধেক বয়সে অবসাদগ্রস্ত

হয়ে পড়ি, তিনি তা হতেন না। এ সময়ে আমরা কোন নূতন ভাব গ্রহণ করতে না পারি, না সেগুলো হজম করতে পারি। অমৃতবাবু তা সব পারতেন। ছেলেবেলাকার ভাব নিয়ে তিনি কাটান নাই। জগতের নানা বর্ত্তমান ভাব নিতেন, ও রচনায় সেগুলো প্রচার করতেন। তিনি বক্তৃতা দিবার সময় সোজা হয়ে জোরের সঙ্গে বল্‌তেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রসরাজ অমৃতলাল বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মত মানুষের মৃত্যু হয় না—তাঁর কার্য্য, তাঁর দান দেশবাসীর হৃদয়-মন্দিরে চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে, নাট্য-জগতে তাঁর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁকে অনেক ভাবে দেখিতে পাই। নাট্যকার, নট, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষক, বিদ্যালয়-পরিচালক—প্রভৃতি নানা ভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আমরা বাল্যকাল হইতেই পরস্পর পরিচিত ছিলাম। তিনি সমাজ-সংস্কার কিভাবে করিতেন, তাহা তাঁর গ্রন্থগুলি হইতেই জানিতে পারা যায়। তিনি রাজনৈতিকও ছিলেন, অনেকে তাঁর এ মূর্ত্তি চিনিতে পারিত না। তিনি নানা ভাবে দেশের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার শেষ রচনা যদি শেষ হইয়া থাকে, তবে তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের একটা সম্পদ্ হইবে। তিনি পরিণত বয়সেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য শোক করিবার কিছু নাই, তবে তাঁর তিরোধানে দেশের যে অভাব ও ক্ষতি হইল তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "জগত্তারিণী পদক" দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯এ শ্রাবণ ১৩৩৬, ৪ঠা আগষ্ট ১৯২৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি-উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান্ বাহাদুর সি আই ই, (খ) বৈদ্যনাথ সাহা এম এ এবং (গ) ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "গোবিন্দদাস কবিরাজ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৩৫শ বার্ষিক দশম মাসিক ও পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহাররূপে প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন—

(ক) নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সি আই ই, (খ) বৈদ্যনাথ সাহা এম এ, (গ) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এবং (ঘ) ললিতমোহন ঘোষাল।

তিনি বলিলেন যে, নবাব নবাব আলী চৌধুরী মহাশয় বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একজিকিউটিব কাউন্সিলের অন্যতম মেম্বর ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, যদিও তিনি উর্দ্দু ভাষার প্রচলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজকর্ম্মচারিরূপে দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন।

বৈদ্যনাথ সাহা এম এ মহাশয় ভূ-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁহার দেশে আমলা-সদরপুর গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন ও পরিষদের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় শিক্ষকতা করিতেন। সেই অবস্থায় তিনি "বাঙ্গালার নবাবী আমলের ইতিহাস" লিখিয়া বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোক-গমনে দেশের ও পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। পরিষদের অধিবেশনেও তিনি প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন।

ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি এককালে রাজনৈতিক ছিলেন, পরে হিন্দু ও পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের তুলনা-মূলক আলোচনা করিতেন। মধুসূদনের প্রত্যেক বার্ষিক স্মৃতি-সভায় বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। তিনি গত ১৫ই আষাঢ় তারিখে এই পরিষদে মধুসূদনের স্মৃতি-সভায় শেষ বক্তৃতা করেন। তারপরই অসুস্থ হইয়া মৃত্যুপথে গমন করেন।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃতব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

৫। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় তাঁহার "গোবিন্দদাস কবিরাজ" নামক প্রবন্ধ পড়িলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, সাতক্ষীরা হাই স্কুল, সাতক্ষীরা, খুলনা, ২। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বসু, ম্যানেজার, লাহা রাজ এষ্টেট, মণ্ডলঘাট, বাগনান, হাওড়া, ৩। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, ৬০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী, সাব ইন্‌সপেক্টর অব স্কুল্‌স্‌, ব্যারাকপুর, ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী বি এ (ক্যাণ্টাব), ৭।১৪৩ লোয়ার সার্কুলার রোড; ৬। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় বি এ, বি টি, নর্ম্মাল স্কুল, চট্টগ্রাম, ৭। শ্রীযুক্ত ডক্টর জে এম দাস এম বি, পি-এচ্ ডি (এডিন), ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণ ও পুস্তক-সংখ্যা

Bengal Government—৭, Smithsonian Institution—১১, Calcutta University—৩, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২০, শ্রীযুক্ত নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়—১, Museum of Fine Arts, Boston—১, The Director of Archæology, Hyderabad (Deccan)—২, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ—৪৯, শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় —৩, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১, India Government—২, শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র দাস—১, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—১, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বটব্যাল—১, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—২, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সাহা—১, শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র—১, শ্রীযুক্তা নিশারাণী ঘোষ—২১, ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৫এ শ্রাবণ ১৩৩৬, ১০ই আগষ্ট ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় "সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে বাঙ্গালী কি ভাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতে থাকেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেন। মৌর্য্য যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পাল যুগ, সেন যুগ, মুসলমান ও ইংরেজ যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদির ও গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ করেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যে সকল গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিলেন তাহাতে মেদিনী কর, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকটি নাম বাদ পড়িয়াছে। এগুলি সন্নিবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এল মহাশয় বলিলেন যে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-লেখকগণের নাম ও কীর্ত্তি ধারাবাহিকরূপে জানিতে পারা গেলে ব্রাহ্মণগণের কুল-পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে যথাস্থানে এ সকল গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুর গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সকলেরই তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত। যাঁহার নিকটে যে উপকরণ আছে তাহা দিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করা উচিত। গ্রন্থ শেষ হইলে ইহা বঙ্গদেশের এক বিভাগের ইতিহাসের ইতিহাসরূপে গণ্য হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক এবং আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৯ই ভাদ্র ১৩৩৬, ২৫এ আগষ্ট ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার" বিষয়ে প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ-লেখক—অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার "জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ্ সি এস মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩৩৬, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"নাট্য-সাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

প্রবন্ধ-পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় "নাট্য-সাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব" বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন, জ্যোতিষ সম্বন্ধে সংস্কৃত-সাহিত্যে কিছু নাই—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে ইংরেজী সাহিত্যে আলোচিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা করেন। তাহা ঠিক নহে। আজকাল জ্যোতিষের গণনার জন্য ঠিক সময় অনেকে ধরিতে পারেন না, সংগৃহীত বিষয় পরীক্ষা করেন না এবং অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণদ্বারা বল সঞ্চয় করেন না—এই জন্য জ্যোতিষের ফল মিলে না।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধে বহু শিক্ষার ও আলোচনার বিষয় রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, জ্যোতিষের সাহায্যে জীবনের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা যে চলে, তা নানাক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আর জীবনের গতি জ্যোতিষের প্রভাবে কিরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে আজ এ প্রবন্ধে বিশেষভাবেই দেখা গেল। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের গণনা গ্রহণ করা সঙ্গত, তাহা স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় দেখা গিয়েছে।

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় বলিলেন যে, অনেক বিষয় হিন্দু জ্যোতিষে আছে তাহা পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে নাই। তেমনি পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে যে সব বিষয় আছে তাহা আমাদের জ্যোতিষে দেখা যায় না। উভয় জ্যোতিষ শাস্ত্র মিলাইয়া দেখা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন—লেখক মহাশয় আজ একটা ধারা নিয়ে আলোচনা করলেন। আগেও এমনি এক একটা ধারা নিয়ে আমাদের "জ্যোতিষ-শাখার" প্রস্তাবে এই পরিষদে আলোচনা হয়েছে। গণনায় ষোল আনা মিলতে নাও পারে—ভুল-ভ্রান্তির হাত হতে এড়াবার উপায় কি? এমন অনেক বিখ্যাত জ্যোতিষী আছেন, যাঁদের গণনা অভ্রান্ত। দুঃখের বিষয়, তাঁরা সেই গণনার পদ্ধতি অন্যকে জান্তে দেবেন না—নিজেদের পরিবারের মধ্যে তাহা আবদ্ধ রাখ্বেন। তা হলে সাধারণের পক্ষে আলোচনা হয় কিরূপে? আমাদের অনেক ছিল বলে গুমোর করে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না—এখন ত নাই! পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এ বিষয়ে বেশী চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিদ্যা ও জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, জ্যোতিষের ফলাফল বিচার করবার জন্য রাম শর্ম্মা অনেক statistics নিয়েছিলেন: শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শঙ্করের কাল

নির্ণয় করবার সময়ও বহু statistics নিয়েছিলেন। তিনি তার জন্য নানা সাহিত্য, ইতিহাস ও জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এইরূপ আলোচনাই বিজ্ঞান-সম্মত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এখন কি ভাবে জ্যোতিষের আলোচনা হতে পারে তাহা দেখিয়ে এসেছেন। Astrologyকে অনেকে Pseudo-Science বলেন। বিলেতে জ্যোতিষের আদর বেড়েছে, কাজেই এ দেশে আবার জ্যোতিষের আলোচনা নূতন করে সুরু হয়েছে! বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে ঠাট্টাই করতেন। সুখের বিষয়, শিক্ষিতগণের মধ্যে জ্যোতিষের আদর হয়েছে। সাহিত্য-সম্মিলনে মানমন্দিরের প্রস্তাব হয়েছিল—সে প্রস্তাব কোথায় ভেসে গেল! এখন সকল বিষয়ে statistics সংগ্রহ করা দরকার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষের সমন্বয় হলে যে বিশেষ উপকার হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

তৃতীয় এবং চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৩ই আশ্বিন ১৩৩৬, ২৯এ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল, এড্‌ভোকেট মহাশয়-প্রদত্ত—(ক) তারামূর্ত্তি ও (খ) বজ্রপাণিমূর্ত্তি, ৫। শোক-প্রকাশ—অম্বুনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। পুরস্কার ও পদক বিতরণ, ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা-তত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়-লিখিত "ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্ট" এবং (খ) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "নিমাই সন্ন্যাসের পালা" নামক প্রবন্ধ, এবং ৮। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, গত ৬ই আশ্বিন উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায় তৃতীয় মাসিক অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। অদ্য তৃতীয় এবং চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য এক অধিবেশনেই হইবে।

১। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ মহাশয়-প্রদত্ত পিত্তল-নির্ম্মিত একটি তারা ও একটি বজ্রপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন এবং উপহারদাতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য (ক) অম্বুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং (খ) পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। অম্বুনাথ বাবু পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইংরেজি বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক আছে এবং সরল ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ আছে। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তিতে সাহিত্য-জগতের বিশেষ ক্ষতি হইল।

৬। সম্পাদক মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত নিম্নলিখিত পুরস্কার ও পদক দান করিলেন—

(ক) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়কে "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর পুরস্কার"—১০০৲

(খ) শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে "হেমচন্দ্র স্বুবর্ণ পদক" এবং

(গ) শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার বসু এম এ মহাশয়কে "রামগোপাল রৌপ্য পদক।"

৭। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন,—ধর্ম্মপুথি সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না। আমাদের পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, এ সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুথি। কিন্তু আমাদের কিছু দিন হতে সন্দেহ হচ্ছে যে, ধর্ম্ম কি বুদ্ধ? এ সম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে আলোচনা চল্‌ছে। ধর্ম্ম বুদ্ধ কি বিষ্ণু, তা ভেবে বল্‌তে হয়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এ মহাশয় ধর্ম্মপুরাণ ও তাহার রচয়িতাগণ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রবন্ধ হইতে সে সকলের উত্তর দিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, ধর্ম্মপুরাণ ও ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে হুগলী জেলায় অনেক মালমস্‌লা আছে। সেগুলি এবং অন্যান্য দেশ হইতেও এ বিষয়ে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা দরকার। কোন মতবাদ স্থাপন করতে হলে ভিত্তি শক্ত হওয়া প্রয়োজন। হুগলীর হরিপালের নিকট ধর্ম্মঘটিত অনেক কথা চলিত আছে। লেখক মহাশয় প্রবন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

(খ) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "নিমাই সন্ন্যাসের পালা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অন্যতম ছাত্র-সভ্য। পরিষদের উদ্দেশ্যই এই যে, এইরূপ প্রাচীন গান, ছড়া, পালা প্রভৃতি সংগ্রহ করা। উৎসাহী ছাত্র-সভ্য ২।৪ জন আগে এরূপ কার্য্য করিয়া পুরস্কৃত হইয়াছেন। দেশের মধ্যে কত রকমের পালা ছড়িয়ে আছে। বর্ত্তমান বিষয়ে আরও পালা সংগ্রহ হলে বিষয়টি প্রকাশ করা চলতে পারে। এই বলিয়া তিনি সংগ্রাহককে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশকে ধন্যবাদ দিলে পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বি এ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা। ২। শ্রীযুক্ত কালীচরণ ত্রিবেদী, অন্নপূর্ণা প্রেস, পুরুলিয়া। ৩। শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ সরকার এম এ, বি এল, পুরুলিয়া। ৪। শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, গবর্ণমেণ্ট অডিটার, পুরুলিয়া। ৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় দাসগুপ্ত এম এ, বি এল, পুরুলিয়া। ৬। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পুরুলিয়া। ৭। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিদ্‌, ১৪ শ্রীনাথ দাস লেন। ৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় বসু লেন। ৯। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শেঠ বি এল, উকীল, ১৫৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ১০। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার শেঠ বার-এট্-ল, ৩ বাঁশতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, শিবপুর। ১২। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, বি এল, এটর্ণি, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন। ১৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু। ১৪। শ্রীযুক্ত এন্ এন্ বসু বার এট্-ল, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ১৫। শ্রীযুক্ত বটবিহারী বসু, ৬৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট্। ১৬। শ্রীযুক্ত হরপার্ব্বতীকুমার মিত্র এম এস্-সি, ১।১ কাঁটাপুকুর লেন। ১৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়। ১৮। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। ১৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, গৌরাঙ্গ প্রেসের স্বত্বাধিকারী, কলেজ স্কোয়ার। ২০। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায়, সায়ান্স কলেজ। ২১। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ বি এ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা। ২২। আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্পাদক গৌড়ীয় মঠ, ১ উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা। ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু বি এ, শান্তিনিকেতন। ২৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম এ, ডি লিট্, পি-২৫৩ সাহানগর রোড, কালীঘাট। ২৫। শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ, বেলঘড়িয়া। হারীলাল সরকার, এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ, মেদিনীপুর।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ১, ২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ১৩, ৩। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন ৩, ৪। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২, ৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু ১, ৬। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ২, ৭। শ্রীযুক্ত মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ১, ৮। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার ২, ৯। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১, ১০। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ সাহা ১, ১১। Smithsonian Institution ২, ১২। Bengal Government ২, ১৩। India Government ১, ১৪। বেঙ্গল ইণ্ডাস্‌ট্রিস্‌ ২, ১৫। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র ২, ১৬। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১৭১।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২০এ আশ্বিন ১৩৩৬, ৬ই অক্টোবর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান—দার্শনিক বিষয়ে" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় "সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান—দার্শনিক বিষয়" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ন্যায়, নব্য-ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত, বৈষ্ণব-দর্শন, সাংখ্য ও যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক, বৌদ্ধ-ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালীর দান সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বক্তা মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালীকে দার্শনিক বলিয়াই জানিতাম। এখন দেখিতেছি যে, দর্শনের সমস্ত বিভাগেই বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অপরিসীম। সকল বিষয়েই বাঙ্গালী স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরা চলিতেছে। আর বঙ্গদেশেই কেবল দায়ভাগের প্রচলন। শঙ্করের মায়াবাদ বঙ্গদেশেই ধাক্কা খেয়েছিল। নালন্দায় ও বিক্রমশিলায়—সমগ্র ভারতে বিদ্যার কেন্দ্র ছিল—এ সকল স্থানেও বাঙ্গালী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই বাঙ্গালী আজ সব হারিয়েছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ১লা ডিসেম্বর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

ডক্‌টর রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়দাতা, বান্ধব, সহকারী-সভাপতি এবং পরমাত্মীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তাঁহার প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে ডক্‌টর রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম এ, এম ডি বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সহানুভূতিসূচক প্রাপ্ত নিম্নোক্ত মহোদয়গণের টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ করিলেন,—

১। মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর; ২। রায় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, সেরপুর-টাউন; ৩। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, রাঁচী; ৪। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, গণকর, মুরশিদাবাদ; ৫। রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, নেহালিয়া, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ; ৬। শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, জাড়া, মেদিনীপুর।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার "মণীন্দ্র-বিয়োগে" নামক মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। [এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল।]

তৎপরে কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র" এবং শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ-লিখিত, "মহারাজা মণীন্দ্র-স্মৃতি" নামক দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে তাঁহাদের "দাতাকর্ণ মণীন্দ্রচন্দ্র" এবং "দীনবন্ধু মণীন্দ্রচন্দ্র" নামক কবিতাদ্বয় পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় নিম্নোক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া, উহা গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন,—

(ক) বঙ্গের অদ্বিতীয় দানবীর, যাবতীয় সদনুষ্ঠানের উৎসাহ-দাতা, বহু জনহিতকর-প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়-দাতা ও পরমাত্মীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাল্যাবস্থা হইতে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই পরিষদের উদ্দেশ্য-সাধনে অতন্দ্রভাবে অবহিত ছিলেন। তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির উপর পরিষদ্‌ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। তিনি পরিষদের অন্যতম বান্ধব (Patron) ছিলেন এবং বহু বৎসর ইহার সহকারী সভাপতিরূপে ইহার কার্য্য পরিচালনে সহায়তা

করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন তাঁহারই আন্তরিক সহানুভূতি ও চেষ্টায় এবং অকুণ্ঠিত ব্যয়ে সম্ভবপর হইয়াছিল। পঞ্চম বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির আসন তিনি অতি সুদক্ষভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে সমধিক সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবে বাঙ্গালী জাতি, বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহা কখনও পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। পরিষদের এই অকৃত্রিম সুহৃদের পূত আত্মার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য এই সভা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) এই সভা মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-পরিজনবর্গের সহিত এই নিদারুণ শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

(গ) উপরি উক্ত মন্তব্যদ্বয়ের অনুলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, পরিষদের নবগৃহ প্রবেশের দিন যে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা "দাতা শতং জীবতু," বলিয়া সমবেতভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। কিন্তু আমাদের সে প্রার্থনা ভগবান্ শুনেন নাই। তাই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ৭৩ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। তিনি যে শুধু পরিষদ্-মন্দিরের জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহা নহে—ঐ যে সম্মুখে রমেশ-ভবন, উহার জন্যও তিনি ভূমি দান করিয়াছেন। শুধু ভূমি-দান নহে—আরও কত প্রকারে তিনি যে পরিষদের কত উপকার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজ তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন। যদিও পরিষদের সহিত তাঁহার স্থূল শরীরের বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত পরিষদের বিয়োগ হয় নাই। বৈকুণ্ঠ হইতে—যেখানে মহর্ষি নারদের বীণা সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছে, সেইখানে মহাবিষ্ণুর পার্ষদরূপে অবস্থান করিয়া তিনি পরিষদের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া মহারাজের বিবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করেন এবং পরিষদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কত গভীর, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেন। বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী-জাতি ও সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার কত মমত্ব, ভালবাসা ও শুভ আকাঙ্ক্ষা ছিল, এ জন্য তিনি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, বক্তা নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার উল্লেখ করেন এবং মহারাজের ত্যাগের অনন্তসাধারণতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ মহাশয় বলেন যে, মহারাজের মত লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে খুবই কম। সুতরাং সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা অনাবশ্যক। এই বলিয়া তিনি মহারাজার জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন।

তৎপরে ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে,

মহারাজার মৃত্যুর দিন হইতে আজ পর্যান্ত সমগ্র বঙ্গদেশে যে শোক প্রকাশ করা হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি বাঙ্গালীর মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগকে দান, শিক্ষার উন্নতিকল্পে দান, শিল্পোন্নতির জন্য দান, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে দান—এইরূপ নানা সদ্বিষয়ে তিনি যে কত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাহিত্য বিষয়েও তাঁহার দান কম নহে। তিনি সাহিত্য-পরিষৎ এবং রমেশ-ভবনের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন, সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এইরূপে নানা সদনুষ্ঠানে তিনি সারা জীবনে চারি কোটি টাকা দান করিয়াছেন। তাই আজ তাঁহার জন্য সারা বঙ্গদেশ জুড়িয়া শোকের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। সাহিত্য-পরিষৎ তাহার আশ্রয়দাতা, ভয়ত্রাতা, রক্ষাকর্ত্তাকে হারাইয়া আজ একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। এই বলিয়া বক্তা উপরিউক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মহারাজার দানশীলতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, আতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, আমরা জীবনে যদি মহারাজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই আমাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইবে।

অতঃপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন।

পরিশেষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, আপনারা যদি মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে চান, তবে তিনি পরিষদের প্রতি যেরূপ স্নেহশীল ছিলেন, আপনারাও পরিষদের প্রতি সেইরূপ স্নেহপরায়ণ হউন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায় — সভাপতি।

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২১এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় "সুরদাস" সম্বন্ধে তাঁহার প্রাথমিক বক্তৃতা করিলেন।

এই বক্তৃতায় তিনি সুরদাসের জন্মের পূর্ব্বেকার ও তাঁহার সময়কার হিন্দী-সাহিত্যের পরিচয় ও লেখকগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সুরদাসের জন্ম ও মৃত্যুর বিবরণ, তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার বক্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী-সাহিত্যের অধ্যাপক—এ সাহিত্যে তিনি কীটের ন্যায় প্রবেশ করিয়া অনেক জিনিসের সন্ধান পাইয়াছেন। সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন কি না, এ বিষয়ে তিনি দুইটি মতের কথা বলিয়াছেন। সুরদাস যে সকল রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বস্তুর সহিত চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলে সেরূপ বর্ণনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সুরদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের রচনার বহু আলোচনায় তিনি কানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে জন্মান্ধ হইয়াও সকল রকম রূপ বর্ণনা করা অসম্ভব নহে। বাঙ্গালী কবি ভবানীদাসও জন্মান্ধ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, পশ্চিমা অন্ধলোক মাত্রকেই "সুরদাস" বলা হয়। বোধ হয় সুরদাসের প্রতি সহানুভূতি ও তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইহা একটা নিদর্শন। তবে ইহার দ্বারা সুরদাসের জন্মান্ধতা সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, বক্তা মহাশয়ের মতে চাঁদ বরদাই হইতে সুরদাস ৬ষ্ঠ পুরুষ। চাঁদ বরদাই ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দের লোক, আর সুরদাস ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দের। তাহা হইলে হিসাবে প্রায় তিন শত বৎসরের মধ্যে ছয় পুরুষ হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া বোধ হয়।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয়কে তাঁহার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, আমরা পরিষদে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনাই করিয়া থাকি, কিন্তু হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বঙ্গভাষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে—এই হিসাবে এখানে হিন্দী সাহিত্যের আলোচনা হওয়াও সঙ্গত। বক্তা বলিয়াছেন যে, সুরদাস রাধার নাম বোধ হয় জয়দেবের নিকট পাইয়াছেন। কিন্তু জয়দেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী খ্রীঃ প্রথম শতকে গাথা সপ্তশতী গ্রন্থে ও খ্রীঃ তৃতীয় শতকে গুপ্ত-অক্ষরে লিখিত বায়ুপুরাণে রাধাকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং রাধার নামের জন্য সুরদাসকে জয়দেবের নিকট ঋণ স্বীকার করিতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ৮ই ডিসেম্বর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, (গ) সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধপাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের, প্রথম মাসিক অধিবেশনের ও পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও প্রাপ্তপুস্তক-সংখ্যা জ্ঞাপন করা হইলে উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ দিলেন—(ক) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, (গ) অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এবং সতীশচন্দ্র ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, (ক) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র। তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের আবহাওয়ায় তাঁহার সাহিত্য-সেবা যে স্ফুর্ত্তি পাইয়াছিল, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। (খ) হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের বঙ্গসাহিত্যে, বিশেষতঃ বিভিন্ন কলাবিদ্যায় ও সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার নাটক লিখিবার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁহার রচিত একখানি নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। তিনি রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া বীরভূমের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া তিন খণ্ডে বীরভূম-বিবরণী প্রকাশ করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। (গ) অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন এম এ মহাশয় বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় যে সুযশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার ছাত্রেরা কোন দিনই ভুলিতে পারিবেন না। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। বঙ্গসাহিত্যের নানা রসের আলোচনা করিয়া দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হাস্যরসের অনেক রচনা আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান চিরদিন অক্ষয় থাকিবে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়

লেখক সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস-চর্চ্চার জন্য তিনি দেশ-বিদেশের পাণ্ডিত-সমাজ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক আলোচনা ব্যতীত তিনি দেশের প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বহু পরিশ্রম করিয়া বেশীর ভাগ পূর্ব্ব বঙ্গ হইতেই প্রায় ছয় হাজার শব্দ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

সমবেত শ্রোতৃগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় লিখিত "স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি" নামক প্রবন্ধের বিষয় চিত্রাদি অঙ্কন করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　শ্রীশরৎকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক।　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। মহর্ষি যোগানন্দ, পাবনা। ২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ইনসিওরেন্স অফিসিয়াল, ৮নং শ্যামাচরণ মৈত্রের লেন, পোঃ বরাহনগর, চব্বিশপরগণা। ৩। প্রবোধচন্দ্র কাঞ্জিলাল এম এ, বি এল, বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড্ মাষ্টার, ৪।১এ কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায় লেন, কাশীপুর। ৪। শ্রীযুক্ত নকুলেশ মুখোপাধ্যায় বি এল, একজামিনার অব একাউন্টস্, ই আই রেলওয়ে, ৪৫ জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী, ১৭বি ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৬।১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭। শ্রীযুক্ত তপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, পোঃ বাদু, গ্রাম মহেশ্বরপুর, বারাশত। ৯। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সরকার, ১৪ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত, গুরুহিত, পোঃ কমলাসাগর, ত্রিপুরা। ১১। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায়, মানসিংহপুর, পোঃ পাতিহাল, জেলা হাওড়া। ১২। শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৩৫।১২ মণ্ডল ষ্ট্রীট বাই লেন, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা। ১৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস বিদ্যারত্ন এম এ, পি-এইচ ডি, ৯৯।১-এইচ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার এম এ, বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের এসিষ্টান্ট সেক্রেটারী, ২৭।১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। The Secretary and Trustee, Guttulalji Samastha ১, ২। Bengal Government ১, ৩। India Government ৫, ৪। The Secretary, Smithsonian Institution. ৩, ৫। তাঞ্জোর মহারাজা শেরফোজীর সরস্বতীমহাল লাইব্রেরী ৩, ৬। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ১, ৭। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৪, ৮। গৌড়ীয়-সম্পাদক ২, ৯। শ্রীযুক্ত নারায়ণহরি বটব্যাল ২, ১০। শ্রীযুক্তা কনকলতা ঘোষ ১, ১১। রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সাস্যাল ৩, ১২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১, ১৩। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন ১, ১৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা ১।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড এ দোস্তেন্—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

শ্রীযুক্ত এ দোস্তেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় হিন্দী কবি "সুরদাস" বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সুরদাসের কাব্যের রস, মাধুর্য্য প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন এবং উদাহরণ স্বরূপে বহু পদ পাঠ করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, তিনি বিলাতে থাকিতে হিন্দী পড়িয়াছিলেন। এ দেশে আসিয়া বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিতেছেন। এক্ষণে হিন্দী সাহিত্যের মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইলেন। এই বলিয়া বক্তা মহাশয়কে তিনি ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীশরৎকুমার রায়
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাক্‌চী এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "নেপালে ভাষা নাটক" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত ২য়, ৩।৪র্থ, ৫ম মাসিক এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী, (খ) অধ্যাপক পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম এ, এবং "শিশু"-সম্পাদক বরদাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাক্‌চী এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "নেপালে ভাষা নাটক" প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় "মহাযান" সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নেপালে গিয়া আড়াই মাস বাস করেন। তাঁহার এই বিষয়ের আলোচনার সময় তিনি কতকগুলি ভাষা নাটকের সন্ধান পান এবং কতকগুলি নাটকও তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। আর্য্যভূমির সঙ্গে নেপালের খুব বেশী সম্বন্ধ ছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৫০ শতকে অশোক নেপালে গমন করিয়াছিলেন। তারপর হইতে ভারতের নানা স্থান হইতে বিশেষতঃ মিথিলা ও বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত নানাকার্য্য ব্যপদেশে নেপালে গমন করেন। সেই জন্য নেপালে মৈথিলী ও বাঙ্গালা ভাষার প্রবেশ লাভ হয়। যে সকল নাটকের কথা আজ আলোচিত হইল, তাহার মধ্যে বাঙ্গালার প্রাচীন রূপ যে বিশেষ ভাবে আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। নেপালে সাধারণ লোকে নেওয়ারী ভাষায় কথা বলিত, কিন্তু লিখিবার সময় উত্তর-ভারতের ভাষাই ব্যবহার করিত। যে সব গান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি মৈথিলী, পূর্ব্বী ও বাঙ্গালায় রচিত। বিলাতে ও জার্ম্মানীতে আমি কিছু নেওয়ারী ভাষার পুথি দেখিয়াছি। তার মধ্যে "গোপীচন্দ্রের" উপাখ্যান

পাইয়াছি। এ বিষয়ে আমার কাজ কিছু বাকী আছে। শেষ হইলেই উহা পরিষদে দিব। এ পর্য্যন্ত ননীবাবু, প্রবোধবাবু ও আমার সন্ধানে ৬ খানি নাটকের পরিচয় পাওয়া গেল। এগুলিতে বাঙ্গালার রূপ বিশেষ ভাবেই রহিয়াছে। লেখকও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী কিংবা মৈথিলী। পুরাণ বাঙ্গালার সঙ্গে মৈথিলীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রবোধবাবুর আনীত পুঁথি পরিষৎ হইতে প্রকাশ করা সঙ্গত।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বিশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, এ জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, নাটকগুলিতে বাঙ্গালা ভাষার বহুল ব্যবহার থাকিলেই সেগুলি বাঙ্গালীর লেখা, তাহা ঠিক বলা যায় না। এ কথায় আমার সন্দেহ আছে। সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী বড় লোকে আশ্রিত লেখক বা পণ্ডিতগণের দ্বারা গ্রন্থাদি লিখাইয়া নিজ নামে প্রচার করেন—এ কাজ সে কালেও হইত—এখনও হইয়া থাকে। ননীবাবু যে নাটকে বাঙ্গালী লেখকের নাম পাইয়াছেন, সে নাটকগুলি যে তাঁহাদেরই লেখা তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। নট-নটীকে স্থানীয় নেওয়ারী ভাষায় অভিনয়-কলা বোঝান হইত। কিন্তু গানগুলিতে বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক, পাঠক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোক-গমনে পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সেই শূন্য পদে রায় ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম এ, এম ডি বাহাদুরকে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত — সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকিশোর ঘোষ, বেলগাছিয়া ভিলা, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস এম এ, সলিসিটর, ২।১০ চীৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক, জমিদার, চন্দননগর, বারাসত।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ২, ২। The Secretary Smithsonian Institution ৩।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৫এ মাঘ ১৩৩৬, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডকৃটর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"শব্দ চয়ন" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

প্রবন্ধ-লেখক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডকটর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন্), এফ আর এস্ ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে আলোচ্য শব্দগুলি আমাদের মাথায় করে নেওয়া উচিত। তিনি এগুলি রচনা করেন নাই—আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ যে সকল শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছেন, তিনি সেইগুলি সংগ্রহ করেছেন মাত্র। এগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে আলোচনার সুবিধা হবে। বিশেষ অনুসন্ধান না করে কোন বিদেশীয় শব্দের বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে কি ফল হয়, তাহা এই দৃষ্টান্ত হতে বোঝা যাবে,—স্কুলপাঠ্য বই লিখবার সময় Weather cockএর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ করা দরকার হল। অনেক গবেষণার পর উহার প্রতিশব্দ হল—"আবহাওয়া নির্ণয়কারী মোরগ"। আমাদের ছেলেরা তাই মুখস্থ করতে লাগল। আবহাওয়া অর্থ জল বায়ু। জল বায়ুর ইংরেজি অর্থ climate; আজকাল সংবাদ-পত্রাদিতে Weather Report-এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহার হয়,—আবহাওয়ার বিবরণ। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় এই অপপ্রয়োগের প্রতিবাদ করতেই এই শব্দ সংগ্রহ করেছেন। রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বর্ষমধ্যে যে সকল নূতন পারিভাষিক শব্দ প্রকাশ হয়, তাহাদের তালিকা সংগ্রহ করে বর্ষমধ্যে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা সেগুলির আলোচনা হবে, পরে পরবর্তী অধিবেশনে কোন্ শব্দ গ্রহণযোগ্য ও কোন্‌গুলি পরিত্যাজ্য, তাহা স্থির হবে। ঐরূপে বাঙ্গালার শব্দ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করা হবে। আমার বিবেচনায় সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা এক্ষণে প্রয়োজন হইয়াছে। যাহা হউক, বহু দিন পরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিষদের জন্য যে লেখা পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক	সভাপতি

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৬এ মাঘ ১৩৩৬, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডকটর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এবং (খ) সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক গমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুর-লিখিত "আঙ্কিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পরিষদের সদস্য (ক) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এবং (খ) সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুরের লিখিত "আঙ্কিক শব্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল মহাশয় "বৃদ্ধবোধ ব্যাকরণ" নামক পুস্তিকা হইতে অক্ষর-সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি পৃথক্ প্রবন্ধে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক	সভাপতি

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস, রূপবাবুর বাড়ী, ঢাকা, ২। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম এ, ৯।১ রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ এস্ এ, ই এস আর এ এস, স্থপতি, ৪৯ মলঙ্গা লেন, কলিকাতা, ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার

এম এ, সিটি কলেজ, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ভবানীপুর, কলিকাতা, ৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৫১ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। The Supdt. of Naval Observatory, Washington ১, ২। The Secretary, Smithsonian Institution ৪, ৩। The Punjab Government ১, ৪। The Madras Museum ১, ৫। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস ৩, ৬। The Bengal Government ১, ৭। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী ৪, ৮। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ ২, ৯। ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১, ১০। শ্রীযুক্ত রামশশী কর্ম্মকার ২, ১১। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায় ৩, ১২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ২, ১৩। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১, ১৪। শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ১, ১৫। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ ১, ১৬। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ২, ১৭। শ্রীযুক্ত ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ ১, ১৮। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু ২, ১৯। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ ১, ২০। India Government ১।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৬, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় "সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা করিলেন।

এই বক্তৃতায় তিনি বঙ্গের স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদের লেখকগণের ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন

৭ই ফাল্গুন ১৩৩৬, ১৯এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় "সুরদাস" সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে বক্তা কবি সুরদাস-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও রাধার উৎকণ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার পদাবলী হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া তাহার পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১১ই ফাল্গুন ১৩৩৬, ২৩এ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র এম এ, বি এল মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের চিত্র, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়-লিখিত "কালিদাসের রামগিরি কোথায় ?" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

পরিষদের সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ্ আর্ এস্ ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ বিশেষ এবং ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্রের জীবনী পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের জীবনের প্রধান ঘটনা, বংশ-পরিচয় এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল মল্লিক মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয় আমাদের সমাজে বিশেষ মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া মানিতেন, তাহা ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, যদিও সে কথা প্রচলিত হিন্দু মতের বিরোধী হইত। তাঁর সময়ে স্বদেশী আন্দোলন বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু তখন তিনি তাঁহার লেখায় স্বদেশী প্রচার করিতেন। তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল—তাঁহার সকল কাজেই আন্তরিকতা। তাঁহার মধ্যে ভণ্ডামী বা কপট সৌজন্য ছিল না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের লেখা পড়িয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, কলিকাতা ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে জন্মলাভ করে। কিন্তু সে কলিকাতা ইংরেজের কলিকাতা নহে, আরমেনিয়ান প্রভৃতি জাতির লোকেরা ব্যবসার জন্য নগর স্থাপন করে, তাহা সেই কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, বাল্যকালে স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়াছি। তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বাঙ্গালাতে লিখিয়াছিলেন। স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থ-ভ্রমণ লেখেন। চন্দ্র মহাশয়ের লেখা সুসম্বদ্ধ, এই জন্য উহা পাঠে বিশেষ তৃপ্তি হয়। তিনি চাকরী করার বিপক্ষে ছিলেন। যে কোন ব্যবসায়ই হউক, তাহা নিষ্ঠার সহিত চালাইলেই যে উন্নতি হয়—ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি নিজে যশোহরে গুড়ের ব্যবসা করিতেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু বলিলেন যে, যদিও চন্দ্র মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহ কেহ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ন্যায় কেহ বিশুদ্ধ প্রণালীতে ও ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখেন নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিলেন যে, ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দেই কলিকাতা নগরের পত্তন হয়।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় বলিলেন যে, কলিকাতা সহর ১৬৯০ খ্রীঃ ২৪এ আগষ্ট, রবিবার বেলা ২॥০টার সময় স্থাপিত হয়।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার ইংরেজী অতি সুন্দর ছিল। কলিকাতা সহর পূর্ব্বেও ছিল, তবে চার্ণক ইংরেজের কলিকাতা স্থাপন করেন।

সভাপতি মহাশয় আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, জাতির মনে কি পরিমাণ বল আছে, তাহা প্রকাশ হয় সাহিত্যের দ্বারা। ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় বাঙ্গালায় না লিখিয়া ইংরেজিতে যে ভাবে তাঁহার নিজের ও সমসাময়িক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারা বাঙ্গালার ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের সাহিত্য-সাধনার সফলতার সূচনা হয়—তিনি যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে বঙ্গভাষার সাহায্যে সেই

দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মনগড়া কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই—যেমনটি দেখিয়াছিলেন তেমনই লিখিয়া গিয়াছেন। কোন অবান্তর উপাখ্যান তাহাতে নাই। আমাদের আগেকার সাহিত্য বাস্তব হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন ছিল, পুরাণ বা লোক-প্রবাদই প্রাধান্য লাভ করিত। ভোলানাথ বাস্তবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের তৈল-চিত্রের আবরণ উন্মোচনা করিলেন। স্বর্গীয় মনীষীর পৌত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র এম এ, বি এল মহাশয় এই চিত্রখানি পরিষৎকে দান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের সমাজের (সুবর্ণবণিক্ সমাজের) ধনিগণকে এবং শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবুকে স্বর্গীয় চন্দ্র মহাশয়ের ইংরেজি লেখাগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পরিষদের ইতিহাস-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়-লিখিত "কালিদাসের রামগিরি কোথায় ?" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ আমার লিখিত ও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "রামগিরি" নামক প্রবন্ধের আলোচনা ও প্রতিবাদ। তৎপরে তিনি অস্মৎকার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এখানে উপস্থিত নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় ইহা প্রকাশ হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "চিত্রকূট" পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, মূল প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত নিখিলবাবুর আলোচনা এক সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি দেশবিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার জন্য শোক প্রকাশার্থ সত্বরেই পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইবে। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে এম এ (ক্যাণ্টাব), বি এস্-সি, ১২ ফার্ণ রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত কামদাচরণ চক্রবর্ত্তী এম এ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান,

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, পোঃ বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়া, ৩। শ্রীযুক্ত ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি, ১২৪।২।৩।২ই মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৪। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী এম এস্-সি, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামী ভক্তিবিনোদ, নীলমণিকুঞ্জ, পুরাণা-সহর, আটখাম্বা, বৃন্দাবন, ৬। শ্রীযুক্ত দামোদরলাল শাস্ত্রী ন্যায়রত্ন সার্ব্বভৌম, বুলানালা, কাশী, ৭। শ্রীযুক্ত ডক্টর ব্রজবল্লভ সাহা এম বি, ডি টি এম, ডি পি-এচ (লণ্ডন), ৪৬ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৮। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী এম এ, বি এল, অবসর-প্রাপ্ত জজ, ৫এ মাণিকতলা রোড, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ১, ২। The Registrar, Calcutta University ১, ৩। বেঙ্গল লাইব্রেরী ৫৭।

ষোড়শ বিশেষ অধিবেশন

১৩ই ফাল্গুন ১৩৩৬, ২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৯:০, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬।০টা।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" বিষয়ে চতুর্থ বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং তৎপরে "সুরদাস" বিষয়ে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সহকারী সম্পাদক।　　সভাপতি।

সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন

২৪এ ফাল্গুন ১৩৩৬, ৮ই মার্চ্চ ১৯৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরকে সভাপতিপদে প্রস্তাব করিয়া বলিলেন যে, আজ আমরা মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছি। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে নূতন পথে নূতন ধারায় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়া অক্ষয়কুমার, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভাণ্ডারকর প্রভৃতির ন্যায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অদ্যকার সভায় অক্ষকুমারের সমসাময়িক ও বাল্যবন্ধু রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বলিলেন,—ঢাকায় প্রাদেশিক-সম্মিলনে আমি অক্ষয়-বাবুকে প্রথম দেখি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ডায়মণ্ড-জুবিলী সেরিকালচারাল স্কুলের ছাত্রগণের প্রস্তুত রেশমী কাপড়-চোপড় পরিয়া সেই সম্মিলনে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিলাম। তিনি অনর্গল বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। তারপর ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটাইয়া দেন। তিনি তখন বলেন, বরেন্দ্রভূমে অনেক কাজ করিবার উপকরণ রহিয়াছে। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে ৺হরগোপাল দাস কুণ্ডু, ৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী যুবক বরেন্দ্রের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তারপর ১৯১০ হইতে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজসাহীতে আমি অবস্থান করি। সে সময় তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার অবকাশ হইয়াছিল। সেখানে বরেন্দ্রভূমির প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের অর্থ-সাহায্য ও উদ্যম এবং অক্ষয় বাবুর প্রেরণা ও পরামর্শ দ্বারা ঐ সমিতি এক্ষণে বঙ্গের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বরেন্দ্রভূমি-অনুসন্ধানের সেই প্রথম দিনে—সে দিন দোল-পূর্ণিমা—তাঁহার যে উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। এখান হইতে শ্রীযুক্ত রাখালবাবু, শ্রীযুক্ত রামকমলবাবু প্রভৃতি গিয়াছিলেন। তিনি "সিরাজদ্দৌল্লা" লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া ইতিহাস লেখা অসম্ভব নহে। তখনকার দিনে দলিল-দস্তাবেজ দেখার প্রয়োজনীয়তা লেখকগণ অনুভব করিতেন না। সেই জন্য তখনকার ঐতিহাসিক বিবরণগুলি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইত না। তিনি প্রাচীন পন্থা ত্যাগ করিয়া যে ভাবে ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনমান্য হইয়াছে। প্রত্ন-বস্তু দেখিলে তাঁহার অপার আনন্দ হইত—তিনি প্রত্নবিলাসী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষতঃ নাটকের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার হৃদয় দয়া, মায়া, মমতায় পরিপূর্ণ ছিল। কোন বিষয় সম্যগ্‌ভাবে বুঝিয়া তিনি যেমন তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তেমন শক্তি অনেকেরই দেখি নাই। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় একটা দিকের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ অনুকরণীয়।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় বলিলেন, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপকরূপে আমি ১৪ বৎসর রাজসাহীতে ছিলাম। সেই সূত্রে আমার সহিত

অক্ষয়কুমারের বিশেষ জানাশুনা হইয়াছিল। বহুদিন হইল চলিয়া আসিয়াছি। সে দিন ঘটনাচক্রে উক্ত কলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে রাজসাহী গিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি "সিরাজদ্দৌলা" লিখিয়া দেশমধ্যে বিশেষ পরিচিত হন। ছেলেবেলা হইতে আমরা সিরাজকে যে ভাবে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি আমাদের সে ভ্রান্ত ধারণা দূর করেন। অন্ধকূপ হত্যায় যে সিরাজের হাত ছিল না, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন তিনি রাজসাহীর Intellectual নেতা ছিলেন, এবং সুলেখক ও বক্তা ছিলেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি নানাস্থান হইতে মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগৃহীত করিয়া টাউন হলে রাখিতেন। পরে অক্ষয়কুমারকে নেতা করিয়া কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গৃহের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির মূলে কুমারের অর্থ এবং অক্ষয়কুমারের বিদ্যা ও মস্তিষ্ক। এই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া তিনি বাঙ্গালীর মান বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এ কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় বলিলেন, অক্ষয়কুমারের বিয়োগে জাতীয় মন্দিরের রত্নবেদীর যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। অক্ষয়কুমার আমার নিকট আত্মীয় ছিলেন। এই বিশাল মনীষীর সংস্পর্শে আসিয়া আমি যে কত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। আমি তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করি। সারনাথে বসিয়া মূর্ত্তির শিল্পকলা বিষয়ে আমি তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। তিনি আমাকে অনেক নূতন জিনিষ দেখিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি পুরাতত্ত্বকে শিল্পকলা হইতে পৃথক্ করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেন এবং তাহা হইতে নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাইতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ইতিহাস অপেক্ষা শিল্পের বিষয়ে আমি তাঁহার কাছ হইতে অনেক পাইয়াছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে কাশিমবাজারের রাজবাটীতে অক্ষয়কুমারের বক্তৃতা প্রথম শুনি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তেমন বক্তৃতা আমরা পূর্ব্বে শুনি নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথবাবুও এই কথাই বলিয়াছিলেন। স্বদেশ ও মাতৃভাষা তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। দেশের প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করা বিশেষ দরকার, তাহা তিনি বুঝিতেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রও তিনি ভালই জানিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার রাম-চরিতের বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মানসীতে উহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। একটা বিষয়ের আলোচনায় তিনি পঞ্চাশটা বিষয় আনিয়া তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতেন। মন্দির প্রস্তুত করার বিষয়ে আমি তাঁহার কাছে অনেক জিনিষ শিখিয়াছি। তাঁহার প্রথম রচনা "বঙ্গবিজয়"। তিনি এক জন অভিনেতাও ছিলেন। সংস্কৃত শকুন্তলা, বেণী-সংহার প্রভৃতি নাটকের কোন কোন ভূমিকা তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তির মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিলেন,—

(ক) "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, দেশবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, বাগ্মী ও প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পরলোকগমনে

বঙ্গদেশের ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

(খ) "এই মন্তব্যের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

(গ) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় এই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিয়া বলিলেন, অক্ষয়-বাবুর লেখা পড়িয়াই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। শিল্প, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ব্যতীত জাতীয়তার দিক্ দিয়াও তিনি অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও তাহা প্রকাশ করিবার ধারা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

অতঃপর সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, যখন আপনারা আমাকে এই সভাপতি পদে বসাইলেন, তখন আমি ভাবিলাম এটা নিছক বিধিলিপি। যে আমার স্বগ্রামবাসী, আমার বাল্যসুহৃদ্, সখা, সুখে দুঃখে আমার চিরসঙ্গী—সেই অক্ষয়কুমারের স্মৃতি-তর্পণের পুরোহিত হইলাম আমি! বঙ্গদেশ একজন ঐতিহাসিক, একজন প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিক, সুবক্তা, সাহিত্যিক, নেতা হারাইল। কিন্তু আমার যে কে গেল—আমার বুকের ভিতরটা দগ্ধ করে দিয়ে গেল, তা আপনাদিগকে বোঝাতে পারব না। তার কথা বলবার ও লেখবার ঢের আছে, কিন্তু আজ আর নয়। তার কর্ম্মভূমি রাজসাহী হলেও তার বাড়ী আমাদের গ্রামে-কুমারখালীতে। কাঙ্গাল হরিনাথ আমাদের উভয়েরই গুরু। আমরা উভয়ে অভেদাত্মা ছিলাম। তার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণের ভিতর গাঁথা আছে। তার আত্মার সদ্গতি হউক, এই বলিয়াই আজ আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২রা চৈত্র ১৩৩৬, ১৬ই মার্চ্চ ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ৮ম মাসিক ও ১৬শ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার "রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যখন আমি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করি, তখন উহার ভাষাতত্ত্ব আমাদের লক্ষ্য ছিল। নানা কারণে উহার রস, ভাব, অলঙ্কার প্রভৃতির আলোচনায় হাত দিতে পারা যায় নাই। স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন যে, এই বই প্রকাশ হইলে পণ্ডিত মহলে লড়াই লাগিয়া যাইবে। বাস্তবিক কৃষ্ণ-কীর্ত্তন লইয়া এ পর্য্যন্ত বহু আলোচনাই বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু রসের দিক্ দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যে আলোচনা করিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ এ ভাবে আলোচনা করেন নাই।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ অনেকেই করেন, কিন্তু এ ভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই।

৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, (২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, (৩) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু এবং (৪) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৬। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

(ক) সিদ্ধেশ্বর ঘোষ—(কলিকাতা) এবং (খ) শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(যশোহর)।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের বহু সৎকীর্ত্তির ও

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, ৮২।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত মৌলভী গোলাম রহমান বি এল, এডভোকেট, চুচুঁড়া; ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন এম এ, হুগলী কলেজ, ৩ বাবুতলা রোড, নাগরবাজার, দমদম, ২৪ পরগণা; ৪। শ্রীযুক্ত অমু ঘোষ, ৪২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণ ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী বর্দ্ধন ১, ২। রায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মল্লিক বাহাদুর ২, ৩। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ ১, ৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ১।

অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৫ই চৈত্র ১৩৩৬, ২৯এ মার্চ্চ ১৯৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"নাম-সংখ্যা"—শব্দ-সংখ্যা লিখনপ্রণালী বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ-পাঠক—অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয় তাঁহার "নাম-সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে। বেদের প্রভাব ভারতবর্ষের বাহিরে গ্রীস্, রোম, ইজিপ্ট প্রভৃতি

সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধে এইরূপ কয়েকটি শব্দের বিষয় আজ শুনিলাম। আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, ইহা প্রকাশিত হইলে বিশেষজ্ঞগণ ইহার আলোচনায় সুবিধা পাইবেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিভূতিবাবুর এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এই বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক। ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা যেভাবে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন ও তাহা প্রচার করেন, তাহার গতিরোধ করিবার জন্য আমরা অধ্যাপক দত্ত মহাশয়ের সাহায্য চাই। আমরা এ বিষয়ে আরও প্রবন্ধ তাঁহার নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা করি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

১৬ই চৈত্র ১৩৩৬, ৩০এ মার্চ্চ ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত (ক) "কীর্ত্তনওয়ালা ও মহাজন পদাবলী" এবং (খ) "শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের ছড়া" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন্), এফ আর এস্ ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ১৭শ ও ১৮শ বিশেষ এবং ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পরিষদের অন্যতম ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার (ক) "কীর্ত্তনওয়ালা ও মহাজন পদাবলী" এবং (খ) "শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের ছড়া" নামক প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, লেখক ছাত্রসভ্য। পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্দ্দেশ ও উপদেশ অনুসারে নানা স্থানে ঘুরিয়া এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদ এবং উৎসাহের পাত্র।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্গদেশে প্রাচীন পদাবলী, হাফ আখড়াই প্রভৃতি বহু পদ রহিয়াছে। সে গুলি সংগ্রহ না করিলে কালের কবলে পড়িয়া নষ্ট হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় বঙ্গদেশেই এই সকল পদের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। এ গুলির প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, বঙ্গদেশের বাহিরেও এই শ্রেণীর পদ প্রচুর রহিয়াছে। হিন্দী ভাষার ভিতর বহু অপ্রকাশিত পদ লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। পদ ও গান হইতে দেশের সভ্যতার বিকাশ, চিন্তার ধারা ও রুচির বিষয় জানিতে পারা যায়। যাত্রা, গান, কীর্ত্তন প্রভৃতি লোক-শিক্ষার সহায়তা করে। আমরা যদি এই সকল গান সংগ্রহ করিতে পারি, তবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটা দিকের উপর আলোক সম্পাত হইবে। সংগ্রহকারের উৎসাহ ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন গানগুলি সংগ্রহ করা, সেগুলি বিশ্লেষণ করা ও তাহাদের সময় নির্দ্ধারণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই শ্রেণীর গান বা পদাবলীর যে কত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বিদেশের একটা কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে দেশে একটা কথা চলিত আছে যে, "কে কোন্ দেশ জয় করেছে, তা আমরা জান্‌তে চাই না, সে দেশের লোক কার গান গায়, তাহার নাম জান্‌তে চাই।" প্রবন্ধলেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত স্বরজিৎকুমার মৌলিক, ৯ ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, পোঃ বারাকপুর, ২৪ পরগণা, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ৩।২ সি তালতলা লেন, কলিকাতা।

খ—উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। The Secretary, Smithsonian Institution ৩; ২। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ২; ৩। তাঞ্জোরের মহারাজা শিবাজীর সরস্বতী-মহাল লাইব্রেরী ৩; ৪। মাদ্রাজ মিয়াম ১; ৫। India Government ১।

ঊনবিংশ বিশেষ অধিবেশন

২৩এ চৈত্র ১৩৩৬, ৬ই এপ্রিল ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় – সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"শিশু ও প্রসূতির অকাল মৃত্যু" বিষয়ে বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় "শিশু ও প্রসূতির অকাল মৃত্যু" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শিশু মৃত্যু, মাসিক ঋতু ও গর্ভস্রাব, গর্ভিণীর মৃত্যু, শিশুর রিষ্ট, পিতামাতার সন্তানহানিযোগ; সর্পশাপে সুতক্ষয়, পিতৃশাপে সুতক্ষয়, মাতৃশাপে সুতক্ষয়, ভ্রাতৃশাপে সুতক্ষয়, পত্নীশাপে সুতক্ষয়, মাতুলশাপে সুতক্ষয়, ব্রহ্মশাপে সুতক্ষয় ও প্রেতশাপে সুতক্ষয়, গর্ভরিষ্ট, পতাকীরিষ্ট, শিশুরিষ্ট ও মাতৃরিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গ্রহ সমাবেশে শিশুরিষ্ট হয়। এই শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া সদ্যজাত শিশুর উপর অধিকার বিস্তার করে। শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা এই রিষ্ট অপনোদনের ব্যবস্থা দরকার। প্রবন্ধলেখক মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি প্রধানতঃ 'বৃহৎ পরাশর' অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'বৃহৎ পরাশরে'র অনুবাদ আজিও হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, গ্রহের প্রভাব এ দেশে কেন, পৃথিবীর সকল দেশের মানবের উপরই বিস্তার হয়। তবে আমাদের দেশেই বা কেন শিশু মৃত্যু এত বেশী, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। সে সব দেশের লোক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে বলিয়াই কি তাহারা গ্রহের প্রভাব কাটাইতে পারিয়াছে?

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সকল দেশের শিশু মৃত্যুর Statistics লইতে হয়। যে দেশের লোক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া চলে, সে দেশেও শতকরা ৫০টি শিশুর মৃত্যু হয়। এ দেশে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত এবং পরাশরের মতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর যে মৃত্যু হয় তাহা তাহার জন্মঘটিত কোন কারণে, অথবা পিতৃমাতৃরিষ্ট জন্য হইয়া থাকে। তাহা সত্ত্বেও যারা বাঁচে, তা

খুব বেশী থাকে। যাহা হউক, জ্যোতিষের সঙ্গে বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণ আলোচনা করিলে এ বিষয়ে অনেক হদিস্ পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে আমি জ্যোতিষ-শাখার পক্ষে ও পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিতেছি।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, জ্যোতিষের আলোচনা দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। জ্যোতিষ মতে যে সকল ঘটনার গণনা ফলে, সে গুলি প্রচার করা দরকার। জ্যোতিষিগণ একটা জ্যোতিষিক-সম্মিলনে এ বিষয়ের আলোচনা করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

কৌলমার্গ-বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি*

বঙ্গভাষায় কৌলমার্গ বা তন্ত্রবিষয়ে কোনও পুথি একান্ত দুর্ল্ভ। আমাদের দেশে প্রচলিত সাধন-ভজনের বিশেষ বিশেষ প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তথাপি সহজিয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ পুথি পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত প্রণালীসমূহ লইয়া চর্চ্চা বা আলোচনা করিতে পারি; কিন্তু তন্ত্রের সম্বন্ধে সে কথা বলা বড় খাটে না,—এ বিষয়ে পুথির যথেষ্ট অভাব আছে এবং সে অভাব পূরণ করিতে পারিলে বাঙ্গালী-চরিত্রের ও সভ্যতার একটা ধারার সহিত পরিচয় ঘটিবে—একথা স্বীকার করিতে পারা যায়। তিন চার বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুরাতন পুথির সঙ্গে অদ্যকার আলোচ্য কৌলমার্গবিষয়ক পুথিটী আমার হস্তগত হয়। যদিও সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাই নাই, মাত্র পাঁচ পাতা পাইয়াছি, তথাপিও মনে করি যে, ইহার সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে ততটুকুই বাহির করিয়া দিলে ভাল হয়, নতুবা অনেকানেক অসমাপ্ত উদ্দেশ্যের অনুরূপ, ইহাও কর্ম্মে পরিণত না হইয়া শুধু মনঃপীড়ারই কারণ হইবে। সুতরাং পুথিটীর যতটুকু পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

এই স্বল্পাকৃতি পুথিটী পড়িবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী কথা বলিতে চাই। মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ মহাশয়দের তত্ত্বাবধানে কৌলমার্গ-সম্বন্ধীয় একখানি মাত্র প্রাচীন পুস্তক—(পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কৌলমার্গ-রহস্য, সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা)—প্রকাশিত হইয়াছিল; পুস্তকটীর নাম 'সাধক-রঞ্জন'। তাহার পত্র-সংখ্যা ছিল ১-১৭,১৯-২১,২৩। এই পুস্তকটীর পত্র-সংখ্যা ১-৫। মনে হইতেছে যে, ইহা খণ্ডিত; কারণ, প্রথানুযায়ী আত্ম-পরিচয় নাই, তাহা নিশ্চয় উপসংহার ভাগে রহিয়া গিয়াছে। তাহার সন্ধান আমরা আজ দিতে পারিলাম না। সাধক-রঞ্জনের লিখন-রীতি ইহা হইতে ভিন্ন—সাধক-রঞ্জন উভয় পৃষ্ঠে লেখা; আর এটী এক পৃষ্ঠে। সাধক-রঞ্জনের প্রতি পৃষ্ঠায় ৬-৭ পঙ্‌ক্তি ধরিয়াছে, ইহার পৃষ্ঠা-প্রতি ৯-১০ পঙ্‌ক্তি দেখিতে পাইতেছি। সাধক-রঞ্জনে মোট প্রায় ৮০০ পঙ্‌ক্তি বা ৪০০ শ্লোক—ত্রিপদীকে তিনের স্থলে এক পঙ্‌ক্তি ধরিয়া; ইহাতে আছে প্রায় ২০০ পঙ্‌ক্তি। কিন্তু সাধক-রঞ্জনে কাব্যাংশ যথেষ্ট, ইহাতে তাহার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। সাধক কমলাকান্তের রচনায় আধ্যাত্মিক সত্যের বিবৃতি স্বল্প, ষট্‌চক্রভেদের ব্যাখ্যাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিপাদ্য, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগমিলন কাব্যের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে; কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব একমাত্র প্রতিপাদ্য ও বক্তব্য, রূপক বা অলঙ্কারের ভারে তাহা ঢাকা পড়ে নাই, স্নিগ্ধ ও স্পষ্ট ভাষা সোজাসুজি মনের ভিতরে প্রবেশ করে।

উপসংহারভাগ না পাওয়ায় গ্রন্থকারের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তবে

---

* ১৩৩৭।১৯এ পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ভণিতার ব্রহ্মানন্দ নামটী ছদ্ম-নাম বা উপাধিমাত্র বলিয়া বোধ হয় ; সাধক-রঞ্জনেও ব্রহ্মনামের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। যোগমার্গে যিনি গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য, তিনিই ব্রহ্ম,—কথাটীর এইরূপ বিশেষ অর্থ অনুমান করিতেছি।

সাধক-রঞ্জনে আছে—"বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্মদরশনে।" (১ পৃঃ)

"একে একে ছয় চক্র ভেদ কৈল রামা।
নিশ্চয় জানিল এই ব্রহ্মের দুয়ার।
পুনর্ব্বার উঠিল ছাড়িয়া হুহুঙ্কার॥" (২৯ পৃঃ)

"ব্রহ্মনিরূপণম্" নামে এক স্বতন্ত্র প্রকরণ রহিয়াছে। (৩০-৩৩ পৃঃ)

পরিশেষে আত্মনিবেদনেও আছে—

"অতঃপর কহি শুন আত্ম নিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমঠ গোপালের স্থান॥" (৫১ পৃঃ)

ব্রহ্মকুল অর্থে ব্রাহ্মণকুল না বুঝাইয়া তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায় বুঝাইতেছে মনে করিতেছি।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥

নমস্কার গুরু পদে স্নান কৈলে ব্রহ্ম হ্রদে
পরম পবিত্র হয় মন॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈলে পরে গুরু কৃপা হয় তারে
নাহি হয় যমের দর্শন॥
মুক্তি হয় অনায়াসে নাহি পড়ে ভবপাশে
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয় সদা।
নিত্য সুখে মগ্ন থাকে আপনারে আপনি দেখে
গর্ভের যন্ত্রণা নহে কদা॥ ২॥
কৌলমার্গ মহাবিধি নিরূপিলা গুণনিধি
শক্তি সঙ্গে করিয়া বিচার।
গুহ্যাৎ গুহ্যতর কথা শুন শুন বীরমাতা
সাধকেরে করিতে নিস্তার॥ ৩॥
শিব আজ্ঞা সত্য বটে একথা আগমে রটে
ভাব বুঝি করহ নিশ্চয়।
বুঝিলে শিবের ভাব সর্ব্ব সিদ্ধি হয় লাভ
আনন্দেতে সদাকাল রয়॥৪॥
শিবোক্তি বিশ্বাস যারে কৃতান্ত কি করে তারে
সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা হবে মান্য।
শোক মোহ নাহি পাবে মহাজ্ঞানোদয় হবে
লোকেতে বলিবে ধন্য ধন্য॥৫॥

ভাব বুঝে কর্ম্ম করে শ্রেষ্ঠ বলি কয় তারে
ব্যত্যয় হইলে বলে ভ্রষ্ট।
কহিলেন ব্রহ্মানন্দ তত্ত্ব করো ভাল মন্দ
তন্ত্র মধ্যে লেখা আছে স্পষ্ট ॥৬॥

কৌলধর্ম্ম নিরূপণ করিলেন শিব।
আচরিলে অনায়াসে তরিবেক জীব ॥১॥
কারণের প্রতি যদি অনুরাগ হয়।
সমূহ আনন্দহ্রদে সদা মগ্ন রয় ॥২॥
ঐহিকে হইবে সিদ্ধ অন্তে মুক্তি পায়।
নিতান্ত শিবের উক্তি নাহিক সংশয় ॥৩॥
ব্রহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ।
আচরিলে কৌলধর্ম্ম যায় ভববন্ধ ॥৭॥

প্রমাণমাহ :—

সংত্যজ্য ভজনাচারং যো মে জ্ঞানং প্রপদ্যতে।
নিরস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যঃ কৌলাচারো বিধীয়তে ॥ ইত্যাদি রুদ্রজামল

সত্ত্বরজতমোগুণে বাঁধা সর্ব্ব জনে জনে
বৃথা মনে করএ কল্পনা।
তিন গুণে লিপ্ত হৈয়া নিজরূপ বিসরিয়া
ভোগে দুঃখ সংসার যন্ত্রণা ॥
কর্ম্মপাশ কাটিবারে নিরন্তর কর্ম্ম করে
পঙ্কে পঙ্ক করয়ে ক্ষালন।
জ্ঞানের সাধন কর্ম্ম না জানি তাহার মর্ম্ম
অন্য কর্ম্মে করয়ে যতন ॥
না করিয়া বিবেচনা করে নানা কারখানা
অবশেষে নিন্দা করে লোকে।
জানিতে পরম তত্ত্ব ব্যয় করে নিজ অর্থ
প্রকাশ হৈলে জাতি ঠেকে ॥
কামনায় যে যে কর্ম্ম সকল মূঢ়ের ধর্ম্ম
হয় নয় মনু কর দৃষ্ট।
শ্রবণে কর্কশ হয় কেহ কেহ মন্দ কয়
পরিণামে হয় বড় মিষ্ট ॥

প্রমাণমাহ। ধর্ম্মবাণিজীকা মূঢ়া কনকামানরধিমান্ ॥
ইতি মনুবচনাৎ ॥

পয়ার। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গুণ প্রকৃতির।
হয় নয় শাস্ত্র মতে দেখ সর্ব্ব ধীর ॥ ১ ॥
গুণ প্রতি তিন গুণ বেদশাস্ত্রে কয়।
গুণেতে ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা নাহিক সংশয় ॥
সত্ত্বগুণে দিব্যভাব হয়ত উৎপত্তি।
স্বভাবে করয়ে কর্ম্ম নিজ নিজ বৃত্তি ॥
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসে হয় রত।
অন্তর্যাগে১ সদা থাকে চলে বিধিমত ॥
রজগুণে বীরভাব বহির্যাগে রত।
লোভের প্রভাব আর নীচ অনুগত ॥
অহং কর্ত্তা বলিয়া বিচারে করে স্থির।
ক্রিয়ায় প্রবর্ত্ত হয় বলে আমি বীর ॥
তমগুণে পশুভাব বিধিহীনে রত।
তামস জনের সঙ্গ জ্ঞান হয় হত ॥
সত্যাসত বিবেক না হয় কদাচিত।
অজ্ঞানে সদাই থাকে করে বিপরীত ॥
প্রকৃতির গুণে যতো হইতেছে কর্ম্ম।
কে করে করায় কেবা নাহি জানে মর্ম্ম ॥
ব্রহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ।
আচরিলে কৌলমার্গ যায় ভববন্ধ ॥
পঞ্চ মকারের বিধি কৈল নিরূপণ।
মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা অপরে মৈথন ॥
ইত্যাদি বিষয় ভোগে সাধন করিবে।
ঐহিকে হইবে সিদ্ধ অন্তে মুক্তি পাবে ॥

শ্লোক। আত্মতত্ত্বং ন জানাতি কথং সিদ্ধিঃ বরাননে ॥ ইতিশিবোক্তিঃ ॥
জ্ঞানান্মুক্তির্লভে সত্যং জাতিভেদাদিকং ন হি।
সর্ব্বজাতিষু নির্ব্বাণং জ্ঞানেন পরমেশ্বরি ॥ ইত্যাদি কুলার্ণবতন্ত্রে ॥

পদ পদার্থের অর্থ নিশ্চয় পরমতত্ত্ব
জ্ঞান হৈলে মুক্তিপদ পাবে।

১। অন্তর্যজন আর ভক্তির লক্ষণ।
বিস্তার করিব ষট্‌চক্র বিবরণ ॥
(সাধক-রঞ্জন, পৃঃ ২)

শোক মোহ নাহি হবে　সর্ব্বদা আনন্দে রবে
নিজস্বরূপবোধ হৈবে যবে ॥
না জানিলে নিজ তত্ত্ব　তাহার সকল ব্যর্থ
অতএব নিজরূপ জান।
সকল শাস্ত্রের মত　ইহা বিনে অন্য পথ
নাহি কবে বিশেষে সুজন ॥

প্রমাণমাহ ॥ স্বস্বরূপমজানন্ বৈ জনোঽয়ং দৈববর্জ্জিতঃ।
বিষয়েষু সুখং বেত্তি পশ্চাৎপাকে বিপন্নবৎ　ইত্যাদি বাশিষ্ঠসারে ॥

সুষম সাধনে যদি　পার হৈত ভবনদী
বিষম সাধন কেন কয়।
সংযম নিয়ম করি　দিবানিশি ধ্যান ধরি
ঋষি মুনিগণ কেন রয় ॥
আহার করিয়া পত্র　মুদিত হইয়া নেত্র
বহুকাল করেন সমাধি।
অনশন বহুকাল　পরে ফল মূল জল
আহারের করিতেন বিধি ॥
সকল ছাড়িয়া শেষে　গোফার ভিতরে বসে
বায়ু করে ভক্ষণ নির্ণয়।
পরে বায়ু রোধ করে　মহানন্দ ধ্যান ধরে
সমাধি করিয়া তারে কয় ॥

পয়ার ॥ এসব কাষ্ঠার পরে জ্ঞানোদয় হবে।
জ্ঞানোদয় হৈলে পরে মুক্তিপদ পাবে ॥
বিশেষে লেখেন শমদম উপরতি।
তিতিক্ষু সমাধি শ্রদ্ধা সাধকের প্রতি ॥
এই মত সাধন করিতে চতুষ্টয়।
সাধন উত্তীর্ণ পরে জ্ঞানোদয় হয় ॥
জ্ঞানোদয় হৈলে পরে সদ্‌গুরু সেবিবে।
করিলে সদ্‌গুরু সেবা পরে মুক্তি পাবে ॥
যে যে কর্ম্ম ব্রাহ্মণের কৈল নিরূপণ।
তাহার মধ্যে কিছু নাহি নিদর্শন ॥
দ্বিবিধ কৌলের ধর্ম্ম করিল নির্ণয়।
নির্দ্ধাস করেন ইহা ব্যাস মহাশয় ॥

শিব অভিপ্রায় জানি করিলা বিভাগ।
অন্তর্যাগ লিখিলো আর বহির্যাগ ॥
অন্তর্যাগ বিধি লেখে ব্রাহ্মণের প্রতি।
শ্রেষ্ঠকর্ম্ম ব্রাহ্মণের অন্য নাহি গতি ॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণ গুরু বেদশাস্ত্রে কয়।
আছয়ে প্রবল শ্রুতি জ্ঞান হয় নয় ॥
বহির্যাগ বিধি লেখে ব্রাহ্মণ ইতরে।
হইবেক রতিমতি অন্তর্যাগ পরে ॥
অন্তর্যাগ পরে জ্ঞান উদয় হইবে।
অনায়াসে অবশেষে কৈবল্য পাইবে ॥
বন্ধ মুক্ত সত্যজ্ঞানে করে নানা কর্ম্ম।
কো বা বন্ধ কো বা মুক্ত নাহি জানে মর্ম্ম।
বন্ধ মুক্ত দুই মিথ্যা ভাগবতে আছে।
আর আর অনেক শাস্ত্রে লেখে দুই মিছে।
আগম নিগম দুই প্রবল প্রমাণ।
হয় নয় জান গিয়া যদি থাকে জ্ঞান ॥
মিথ্যা অন্য কর্ম্ম করে করিয়া যতন।
অজ্ঞানে মোহিত হয় না জানে কারণ ॥
বেদাগম সর্ব্বশাস্ত্রপ্রকাশক ব্যাস।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া করিলে নির্যাস ॥
অদেয়ো অপেয়ো করি লিখিলে অগ্রাহ্য।
এমত চাতুরি তবে লেখার কি কার্য্য ॥
মৎস্য মাংস ব্যবহারে মুক্তি যদি হয়।
দুর্গম সাধনবিধি তবে কেন কয় ॥
মুক্তির কারণ যদি হইতো মৈথুন।
যত্ন করি করে কেন ইন্দ্রিয় দমন ॥
এসব বিষয় ভোগে মুক্তি হৈত যদি।
মুক্তি ইচ্ছুক ঋষি করিতো নিরবধি ॥

নখছেদে যাহা হয় অস্ত্র লয় কে কোথায়
বিচারিয়া করো অনুমান।
সুষম সাধনে কেন সমাধা না হয় মন
দুর্গম সাধনে করে জ্ঞান ॥

পয়ার ॥ অপরে লিখিলে যাহা করহ শ্রবণ।
অভিপ্রায় বিচারিলে হয় দিব্য জ্ঞান ॥

নারিকেলোদক যদি কাংস্যপাত্রে রাখে।
সর্ব্বলোক শাস্ত্র মতে দুষ্ট করি লেখে॥
তাম্রপাত্রে পয়ঃ পান কেহ যদি করে।
ভ্রষ্ট বলি নিরন্তর নিন্দয়ে তাহারে॥
ঐ পাত্রে গুড় দ্রব্য স্পর্শ যদি হয়।
ভদ্রলোকে দুষ্ট বলি সর্ব্বক্ষণ কয়॥
যে যে পাত্রে অন্ন পাক হয় একবার।
সে সে পাত্রে অন্ন পাক নাহি করে আর॥
তাহাতে করিলে পাক অন্ন দুষ্ট হয়।
কি জন্যে নিষেধ করে করহ নির্ণয়॥
এমত নিষেধ লেখে অনেক প্রকার।
সকল লিখিলে পুথি হয়তো বিস্তার॥
স্তুতিশেষে ফলশ্রুতি করিলে নিশ্চয়।
অগম্যাগমন সুরাপান পাপ যায়॥
আঁচমনের জল যতো আছএ নির্ণয়।
তাহার অধিক হৈলে সুরাতুল্য হয়॥
সুরা তুল্য হৈলে পরে ক্রিয়া হয় পণ্ড।
ঐহিকেতে লোকনিন্দা পরে যমদণ্ড॥
তুল্য তার এই মত করিলা বিচার।
আসলের কতো গুণ কে ক(রে) নির্দ্ধার॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য শুন শিখীলেম পুনঃ পুনঃ
শাস্ত্রমধ্যে অনেক প্রকার।
শুনিলে এসব কথা দূর হয় ভবব্যথা
গর্ভবাস নহিবেক আর॥
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম চরমের এই ধর্ম্ম
সভে বলে করিয়া যতন।
মৃত্যু হয় গঙ্গাজলে লোকে ধন্য ধন্য বলে
সর্গে যায় চড়িয়া বিমান॥

পঞ্চম পাতকী যদি গৃহমধ্যে মরে।
শব কিম্বা অস্থি লৈয়া যায় গঙ্গাতীরে॥
সেই অস্থি গঙ্গাজলে করে সমর্পণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া স্বর্গে করেন গমন॥
যোজন মধ্যের পথে থাকে গঙ্গা গঙ্গা বলে ডাকে
হয় সেই শিবের সমান।

সর্ব্বদা কৈলাসে বাস নাহি হয় কোন ত্রাস
বেদশাস্ত্র ইহার প্রমাণ ॥
গঙ্গা হৈতে জল যদি চণ্ডালে আনয়।
পাত্রান্তরে শুদ্ধ হয় শাস্ত্র মতে কয় ॥
গোহত্যাদি পাপ ধ্বংস হয় গঙ্গাজলে।
ত্রৈলোক্যতারিণী গঙ্গা বেদাগমে বলে ॥
গঙ্গার কণিকা জলে যাহারে অশুদ্ধ বলে
হয় সেই পরম পবিত্র।
এমত গঙ্গার জল কে বলে তাহার ফল
কেবা জানে সে সব চরিত্র ॥
অশুদ্ধ পবিত্র হয় জলস্পর্শ মাত্র।
আপনি অশুচি হন স্পর্শে সুরাপাত্র ॥
আশ্চর্য্য শাস্ত্রের গতি বুঝা কিছু ভার।
রচিলেন ব্রহ্মানন্দ করিয়া পয়ার ॥ ঃ ঃ ॥
কালাপাত উপাখ্যান শুন সবে দিয়া মন
সংক্ষেপে কহিব তার কথা।
যে জন্যে তাহার কষ্ট সংসারে বিদিত স্পষ্ট
বাহুল্য করণ ফল বৃথা ॥

পয়ার ॥ বিশেষে বৃত্তান্ত সবে আছ অবগতো।
বিস্তারিত করি লিখি জানাইব কতো ॥
অভিপ্রায় বুঝে দেখ ইহাতে যে হয়।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ইহা কভু নাহি হয় ॥
অপরে লেখেন যাহা করহ শ্রবণ।
বিচারিলে সবে তারে বলে বিচক্ষণ ॥
হস্তিপদাঘাত হৈতে প্রাণ যদি যায়।
শুণ্ডিকা আলয় গেলে প্রাণ রক্ষা হয় ॥
তথাপিহ নাহি যাবে আলয় তাহার।
শাস্ত্রমধ্যে নিষেধ লেখেন বারম্বার ॥
শাস্ত্রের নিষেধ মতে নাহি হয় ত্রাস।
আচার্য্য বলিয়া গিয়া করেন সম্ভাস ॥
পুরোহিত সংজ্ঞা যার আচার্য্য আস্পদ।
কি মতে আচার্য্য হয় চুয়াইয়া মদ ॥
আচার্য্য হইতে যার হইল উৎপত্তি।
কারণ বলিয়া তারে করেন নিষ্পত্তি ॥

জনক যাহার তারে জন্য করি কয়।
আচার্য্য জনক বটে নাহিক সংশয়॥
জন্ম দিয়া আপনি জনক বলি ডাকে।
আনন্দের গুণ সেটা ক্ষণমাত্র থাকে॥
অকারণে কারণ করেন বিবেচনা।
এমত উন্মত্ত লোকে কে করিবে মান'॥

ভাল মার্গ কহ যদি মন্দ বলে নিরবধি
পাষণ্ড বলিয়া তারে কয়।
কহিতে উচিত কথা মনেতে পাইয়া ব্যথা
লাঠি লৈয়া মারিবারে ধায়॥

প্রমাণমাহ॥ দিব্যৌষধিং ন সেবন্তে মহাব্যাধিবিনাশ[ন]ং।
তদ্ব্যাধিবর্জ্জনং পথ্যং কুর্ব্বন্তি চ কুভোজনং॥ ইত্যাদি কুলার্ণবতন্ত্রে॥

লিখিয়া কৌলের বিধি করিল খণ্ডন।
নিষেধ করিলে যাহা শুন দিয়া মন॥
কলিতর বলি লেখে দুর্গোৎসবতত্ত্বে।
হয় নয় জ্ঞান গিয়া ভবদেবে বর্ত্তে॥
নিষেধে মানেন বিধি বিধিতে নিষেধ।
চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া বলে নাহি ভেদ॥
লোকে নিন্দা করে যদি শুনে না সে সব।
কিছু জ্ঞান থাকে যার সে হয় নীরব॥

চক্রের বাহির হৈয়া দেহেতে চৈতন্য পাইয়া তখন বলেন ভেদ আছে।
এমত অভেদ করে খণ্ড জ্ঞান বলে তারে হয় নয় জ্ঞান গুরুর কাছে।
অজ্ঞানে অভেদ করে কারণের ধর্ম্ম।
ভেদাভেদ কিসে যায় নাহি জানে মর্ম্ম॥

জ্ঞান হৈলে ভেদ যায় অভেদ তাহারে কয় ভেদাভেদ তখনি সে যায়।
ভেদাভেদ গেলে শেষে মুক্তি হয় অনায়াসে পুণ্য পাপ কিছুই না রয়॥
বাহ্য কর্ম্মে ভেদাভেদ কখন না যায়।
আছএ শুকের লিপি দেখহ নিশ্চয়॥

প্রমাণমাহ॥ ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
ইত্যাদি শুকবচনাৎ॥

কর্ম্মপাশ কাটা যাবে তখন কৈবল্য হবে যতন করিয়া কাট পাশ।
শাস্ত্রে করো দৃঢ়মতি জ্ঞান সাধনের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানে কর কর্ম্ম নাশ।
ব্রহ্মানন্দ রচিলেন পয়ারের ছন্দ।
কৌলমার্গ আচরিলে যায় ভববন্ধ॥

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা

আদিশূর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় লইয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে দক্ষ একজন। ইনি কাশ্যপগোত্রের লোক ছিলেন। ইঁহার বংশে ১৬ জন লোক গ্রাম প্রাপ্ত হন এবং গ্রামীণ উপাধি লাভ করেন। গ্রামীণদিগকে বাঙ্গালায় গাঞি বা গাঁই বলে। ঘটকদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—কাশ্যপগোত্রে ষোল গাঁই। এই ১৬ গাঁইয়ের মধ্যে চাটুতি গাঁইয়ের ছয় ঘর বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করেন। তাঁহারা আপনাদের চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা কখনও দক্ষের দোহাই দেন না।

আমাদের চিরঞ্জীব শর্ম্মা দক্ষের দোহাই দিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে, তিনি কুলীন নন—চট্টোপাধ্যায় নন। কাশ্যপগোত্রের আর যে পনরটী গাঁই আছে, তাহার কোনওটীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। সেটী কোন্ গাঁই, তাহা আমরা জানি না। তবে চিরঞ্জীব শ্রোত্রিয় ছিলেন, এটা ঠিক।

এই বংশে ইংরেজী ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে কাশীনাথ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হাত দেখিয়া লোকের ভাগ্যের কথা বলিতে পারিতেন—তিনি লোকের আকৃতি দেখিয়াও তাহার স্বভাব-চরিত্র এবং ভূত-ভবিষ্যৎও বলিতে পারিতেন। হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনার নাম সামুদ্রিক শাস্ত্র। । কাশীনাথের উপাধি ছিল—সামুদ্রকাচার্য্য।

তাঁহার তিন পুত্র ছিল—রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র, মহেন্দ্র। ইঁহারা সকলেই কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। রাঘবেন্দ্রের প্রতিভা খুব উজ্জ্বল ছিল। ইনি অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ইনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ন্যায়শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির উপর রঘুনাথ শিরোমণি যে দীধিতি নামে টীকা করেন, তিনি তাহার উপর প্রকাশিকা নামে টীকা লেখেন। এই গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে ভবানন্দী নামে প্রসিদ্ধ। ভবানন্দী বাঙ্গালা দেশে বড় চলে না। চলে পশ্চিমে, চলে মহারাষ্ট্রদেশে। মহাদেব পুন্তামকর নামে একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত, ভবানন্দীর উপর দুই টীকা লেখেন। একখানির নাম—সর্ব্বোপকারিণী। এখানি ছোট। আর একখানি বড় টীকা লেখেন, ইহার নাম ভবানন্দীপ্রকাশ। ভবানন্দী বাঙ্গালায় চলিল না কেন? ভবানন্দের টোল ছিল নবদ্বীপে। তিনি মুখোপাধ্যায় ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কুল ভাঙ্গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এবং তান্ত্রিক হইলে যাহা হয়—অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। তাই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যে গঙ্গাতীরে নলাহাটী নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশের পৌত্র ও দৌহিত্রে নলাহাটী এককালে একটা বড় পণ্ডিতসমাজ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাঘবেন্দ্র নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিও ছিল।

তাঁহার পাশে বসিয়া এক শত জন লোকে এক শতটী কবিতা পাঠ করিল। তিনি প্রত্যেকের কবিতা হইতে এক একটি কথা লইয়া নূতন এক শতটী কবিতা করিয়া দিলেন। এইটী তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। লোকে তাঁহাকে শতাবধান বলিত। সাধারণতঃ শতাবধান বলিতে যে এক শত বিষয়ে মন দিতে পারে, তাহাকে বুঝায়। পর পর এক শত লোক কথা বলিল—সেই কথা মনে করিয়া যে বলিতে পারে, তাহাকে শতাবধান বলে। কিন্তু রাঘবেন্দ্র আর একরূপ শতাবধান। সমস্যাপূরণেও রাঘবেন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি নানারূপ সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেন। তিনি দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন। একখানির নাম মন্ত্রদীপ, আর একখানির নাম রামপ্রকাশ। একখানি বৈদিকমন্ত্রের বই, আর একখানি স্মৃতির। মন্ত্রের অর্থ না জানার দরুণ যে সকল বৈদিক কার্য্য তখনও চলিতেছিল—তাহাতে অনেক গোল ছিল। সেই গোল দূর করিবার জন্য তিনি মন্ত্রদীপ লেখেন। এখানি বোধ হয়, বৈদিকমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ। রামপ্রকাশ ধর্ম্মকার্য্যের কালনির্ণয়ের বই।

দুই জন কবি তাঁহার সম্বন্ধে দুইটী কবিতা লিখিয়াছেন। প্রথমটী এই,—

অহং হরিহরঃ সিদ্ধেরবলম্বা সরস্বতী।
সাক্ষাচ্ছতাবধানত্বমবতীর্ণা সরস্বতী ॥

হরিহর নামে তাঁহার কোন ছাত্র বা বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন, সরস্বতী হইতেই আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। সেই সরস্বতীও সাক্ষাৎ শতাবধানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আর একজন কবি বলিয়াছেন,—

পুংরূপাদরিণী সাক্ষাদবতীর্ণা সরস্বতী।
জিতঃ শতাবধানোঽতো বিষ্ণুনাপি ন জিষ্ণুনা ॥

সরস্বতী পুরুষের রূপ ভালবাসেন বলিয়া পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই জন্য বিষ্ণুও শতাবধানকে জয় করিতে পারেন নাই।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ছাত্র হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকার্দ্ধ বলিয়াছিলেন,—

অয়ং কোঽপি দেবোঽনবদ্যাতিবিদ্য-
শ্চমৎকারধারামপারাং বিভর্ত্তি ॥

এ ছাত্রটী কোনও দেবতা হইবেন। ইঁহার পড়াশুনা করিবার ধারা নূতন রকম ও চমৎকার।

রাঘবেন্দ্রের একটী পুত্র হইয়াছিল। পিতা রাশি দেখিয়া নাম রাখিলেন—বামদেব। তাঁহার জেঠা মহাশয় তাঁহাকে আদর করিয়া বলিতেন—তুমি চিরঞ্জীব। তিনি জেঠার দেওয়া নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বালককালে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি পিতার নিকট প্রায় সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিভার বলে অপঠিত শাস্ত্রেরও তিনি অধ্যাপনা করিতেন।

তিনি অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রে বই লিখিয়া গিয়াছেন,—দর্শন, ন্যায়, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি। তিনি যশোবন্ত সিংহ নামক রাঢ় দেশের একজন জমিদারের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নায়েব-

দেওয়ান হইয়া প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। তখন মুর্শিদকুলি খাঁর জামাই বাঙ্গালার স্বাধীনপ্রায় রাজা—নামে মাত্র দিল্লীর সুবেদার। ঢাকায়ও তখন একজন ফৌজদার থাকিতেন। যশোবন্ত তাঁহারই কাছে নায়েব ছিলেন। ১৬৬২ সালের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। তখন ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী। শায়েস্তা খাঁর সময় বাঙ্গালায় আট মণ করিয়া চাউল টাকায় বিক্রয় হইত। এটা একটা মস্ত কথা। শায়েস্তা খাঁ এই ব্যাপারের স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকায় একটা গেট নির্ম্মাণ করেন ও তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া যান এবং বলিয়া দিয়া যান—আর যাহার রাজত্বকালে টাকায় আট মণ চাউল হইবে, সেই এই গেট খুলিতে পারিবে। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তের নায়েব-দেওয়ানির সময় আবার টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হয়। তাই তিনি মহা সমারোহে শায়েস্তা খাঁর গেট খুলিয়াছিলেন। এখনও ঢাকার কেল্লায় লোকে সেই গেট দেখাইয়া দেয়।

চিরঞ্জীব এই যশোবন্ত সিংহের বাড়ীর পণ্ডিত ছিলেন বা তাঁহার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে অলঙ্কারের বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম কাব্যবিলাস। কাব্যবিলাসে তিনি সিংহভূপতির নাম করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তরত্নাবলীতে তিনি যশোবন্ত সিংহের প্রচুর স্তুতিগান করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটী শ্লোক তুলিয়া দিলাম। তিনি ৭২ শ্লোকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

কোদণ্ডধ্বনিখণ্ডিতারিপৃতনাসর্ব্বার্তিগর্ব্ব প্রভো
গৌড় **শ্রীযশবন্ত সিংহ** নিতরামাকর্ণয়াকর্ণয়।
যত্র স্যাম্‌সজা গণাস্ততগণৌ তাখ্যো গণোঽন্তেগুরু-
বিশ্রামো রবিভির্নগৈস্তদুদিতং শার্দূলবিক্রীড়িতম্‌॥

তিনি তাঁহার কাব্যবিলাসে জয়সিংহ নামক এক নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোকটী এই,—

উপেত্য ত্রেতাতো নিজচরণহানিক্রমমতঃ
সমস্তাদ্ধর্ম্মোঽভূদ্‌বলবতি কলাবেকচরণঃ।
পুরস্তাদদ্যৈবং জয়িনি জয়সিংহক্ষিতিপতৌ
বভূবুশ্চত্বারঃ পুনরভিনবাস্তস্য চরণাঃ॥

এই জয়সিংহ বোধ হয়, জয়পুরের রাজা। ইঁহার নাম ছিল—সেওয়াই জয়সিংহ। জয়পুরে ইঁহার রাজত্ব ছিল। এখনকার আলোয়ার তখন তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। সেখাবাটীও তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। তাহার উপর তিনি বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন এবং প্রায়ই দিল্লীতে থাকিতেন। কয়েক বার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুবার সুবেদারীও করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বলিতেছেন,—তিনি জয়লাভ করিলে ধর্ম্ম যে যুগে যুগে এক একটী পা হারাইয়াছিলেন, সেই সব কয়টী পা তিনি নূতন করিয়া পাইয়াছিলেন। যে জয়সিংহ সম্বন্ধে চিরঞ্জীব এত বড় কথা বলিলেন, তিনি বাঙ্গালার সাধারণ জমিদার হইতে পারেন না। তিনি এই বড় জয়সিংহই হইবেন। জয়সিংহের নাম সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইনি ১৭১৪ সালে দক্ষিণ হইতে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া জয়পুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সময় বাঙ্গালী এক বৈদিক ব্রাহ্মণ জয়পুরনগর পত্তন করেন। ইঁহার নাম বিদ্যাধর। ইঁহার পূর্ব্বে আমের জয়পুরের রাজধানী ছিল। আমের দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা গলি। রাজ্য বড় হইলে সেখানে আর রাজধানী রাখা চলে না বলিয়া সেখান হইতে ৭ মাইল দূরে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহা এক কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমির উপর নির্ম্মিত—চারি দিকেই জল চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত আছে। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থাও অতি চমৎকার। এই নগর নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, জয়সিংহের অশ্বমেধ করিবার ইচ্ছা হয়। অশ্বমেধ করিতে হইলে অশ্বকে ত যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিতে হয়। জয়সিংহ ত তাহা পারেন না। তাই তিনি অশ্বকে নিজের মণ্ডলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—দিল্লীর এলাকায়ও যাইতে দেন নাই—যোধপুরের এলাকায়ও যাইতে দেন নাই।

জয়পুরের রাজা মানসিংহ সম্বন্ধেও চিরঞ্জীব অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। মানসিংহ আকবরের সময় দিল্লীর প্রধান ওমরাহ ছিলেন। জাহাঙ্গীরের ত তিনি মামাই ছিলেন। তিনি দুইবার বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। শেষবার প্রতাপাদিত্যকে দমন করিয়া যান। বাঙ্গালায়—বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে—তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। তিনি অনেককে অনেক ভূমি ইত্যাদি দান করেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতরাও তাঁহার অনেক গুণগান করিয়াছেন, তাঁহার নামে নিজেদের বই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। চিরঞ্জীব তাঁহার সম্বন্ধে এই কবিতাটী লিখিয়াছেন,—

অদ্যৈবায়ং প্রলয়জলধিস্ত্যক্তবেলোহপ্যবেলম্
অদ্যাপ্যেষ ভ্রমতি পরিতো ভূপতির্মানসিংহঃ।
ইত্থং কীর্ত্তিক্ষিতিপ! ভবতো জৈত্রযাত্রান্তরালে
ভূয়োভূয়ঃ প্রসরতি সতাং ত্যক্তবাদঃ প্রবাদঃ॥

মানসিংহ প্রায় এক শত বৎসরের পূর্ব্বেকার লোক হইলেও তখনও তাঁহার কথা লোকের নিকট প্রত্যক্ষের মত ছিল।

চিরঞ্জীব তাঁহার কাব্যবিলাসে বিজয়সিংহ নামক এক রাজার গুণের কথা বলিয়াছেন। এই বিজয়সিংহ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না; তিনি বলিয়াছেন, মৃগমদ পাত্র হইতে সরাইয়া লইলেও যেমন অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার গন্ধ থাকে, সেইরূপ বিজয়সিংহের মৃত্যু হইলেও তাঁহার যশ ভুবনবিস্তৃত ছিল।

চিরঞ্জীব অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার যা কিছু লেখাপড়া, তাহা পিতার নিকট হইতেই শেখা। তিনি পিতাকে শিবস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহা হইতে বড় অন্য দেবতা কেহ আছেন বলিয়া জানিতেন না। মাধবচম্পূ নামে তাঁহার যে কাব্য আছে, তাহার প্রত্যেক সর্গের সর্গ-ভঙ্গ শ্লোকে তিনি তাঁহার পিতার গুণগান করিয়াছেন। তিনি বড় বাপের ছেলে বলিয়া গুমর করিতেন—নিজের কার্য্যকে ছোট বলিয়া প্রচার করিতেন। আমরা সর্গ-ভঙ্গের একটী শ্লোক তুলিয়া দিলাম,—

দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিনির্ণয়বিধিপ্রাদুর্ভবুদ্ধিশ্রুতো
ভট্টাচার্য্যশতাবধান ইতি যো গৌড়োদ্ভবোঽভূৎ কবিঃ।
বাল্যে কৌতুকিনা তদাত্মজচিরঞ্জীবেন যা নির্ম্মিতা
চম্পূর্ম্মাধববর্ণিকেহ সমভূত্তুচ্ছ্বাসকঃ পঞ্চমঃ॥

এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায়, তিনি এই গ্রন্থখানি তাঁহার পিতার জীবিতকালেই লিখিয়াছিলেন। তিনি ইহা কৌতুকবশতঃ বা বাল্যকালের চাপল্যবশতঃ লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পিতা যখন কাশীবাস করেন, তখন তিনি সঙ্গে ছিলেন। পিতার কাশীপ্রাপ্তি হইলে তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনি অতি বিনয়সহকারে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

বাগ্‌দেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্যাসদীব্যন্নব-
দ্বীপপ্রাপ্তজনৈরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ।
বিদ্যাসাগরজাগরোন্নতমতের্ভাব্যা মমৈষা কৃতি-
র্বিদ্বদ্ভিঃ কৃপয়া কয়াপি সহসা মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য তৈঃ॥

ইনি ইহাতে যে বিদ্যাসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বাঙ্গালায় যত পণ্ডিত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক বিদ্যাসাগরের নাম সুবিখ্যাত, তিনি কলাপ ও ভট্টির টীকাকার। কিন্তু তাঁহার কাল নির্ণীত হয় নাই।

ইনি কাব্যবিলাসে গুরুবিষয়া রতির উদাহরণে গুরু রঘুদেব ভট্টাচার্য্যের নাম করিয়াছেন। বোধ হয়, ইনি ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার মতে রঘুদেবের নিকট যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের আর অন্য গুরুর উপাসন করিবার কোনও দরকার হইত না। ইনি লিখিয়াছেন,—

ইমৌ ভট্টাচার্য্যপ্রবররঘুদেবস্য চরণৌ
শরণ্যৌ চিত্তান্তর্নিরবধি বিধায় স্থিতবতঃ।
কিমন্যৈর্বাগ্‌দেবীপ্রমুখভাজাং প্রভজনৈঃ
পরিস্ফূর্ত্ত্যৈ বাচামমৃতলহরীনির্ঝরজুষম্॥

রঘুদেব, জগদীশ তর্কালঙ্কারের সমসাময়িক লোক। ইনি জগদীশের ছাত্র ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার লেখা অনেকগুলি বই আছে।

চিরঞ্জীব শর্ম্মার একখানা কাব্যের নাম মাধবচম্পূ। গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। এই চম্পূর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার রাজধানী মধুপুর। তিনি একবার মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়ায় যে সকল পশু লক্ষিত হয়, কবি সে সকলের বেশ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের আকার, প্রকার, গতি প্রভৃতির বেশ বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয়, কখনও মৃগয়া দেখেন নাই—কখনও শিকার খেলিতে যান নাই। তাঁহার গ্রন্থে শিকারের আমোদ আমরা পাই না। কিন্তু তবু তিনি জানোয়ারদের যেরূপ প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 'নহি কিঞ্চিদবিষয়ো ধীমতাম্।' এই মৃগয়াব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের এক সহচর ছিলেন, তাঁহার নাম কুবলয়াক্ষ। এ নাম আমরা

পুরাণাদিতে পাই না। মৃগয়ার বর্ণনায় জানোয়ারদের পরস্পর লড়াইয়ের বর্ণনাই বেশী। হাতীতে হাতীতে লড়াই, কুকুরে হরিণে লড়াই, সিংহে শূকরে লড়াই, বানরের উকুন খাওয়া—এই সকলই দেখিতে পাই।

অনেকক্ষণ মৃগয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণা পাইল, তিনি এক হ্রদের ধারে বসিলেন। সেখানে কলাবতী নামে একটী মেয়ে স্নান করিতে আসিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিলেন—কলাবতীও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিল। উভয়ে উভয়ের মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পৌছিলে কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল—'উড়িষ্যার রাজার কন্যা কলাবতীর স্বয়ংবর। সেখানে অনেক দেশের রাজা আসিবেন, আপনিও চলুন।'

স্বয়ংবরে আসিয়াছিলেন বাঙ্গালদেশের রাজা, গৌড়দেশের রাজা, মিথিলার রাজা, কাশীর রাজা, নেপালের রাজা, দক্ষিণদেশের রাজা, কাশ্মীরের রাজা ও মধুপুরের স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ংবরের যাহা ফল, তাহা ত জানাই আছে। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। রাস্তায় রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি মধুপুরে কিছুকাল কলাবতীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে বসবাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় যাইতে বলিলেন। তিনি দ্বারকায় গেলে কলাবতী বিরহে ছট্ফট্ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি এক হংসকে দূত করিয়া দ্বারকায় পাঠাইলেন। হংস কলাবতীর বিরহের অবস্থা বর্ণনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া দিলেন—'ভারতখণ্ডে বড় রাক্ষসের উপদ্রব। আমি তাহা নিবারণ করিতে চলিলাম।' এই বলিয়া তিনি মধুপুরে কলাবতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার আর একখানি বই বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, ইহাতে আটটী তরঙ্গ আছে। প্রথমটীতে কবির নিজের এবং বংশের পরিচয়। দ্বিতীয় তরঙ্গ হইতে গ্রন্থের আরম্ভ। এক প্রভুর বাড়ীতে অনেক পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাঁহারা ক্রমে আসিতেছেন। প্রথম আসিলেন বৈষ্ণব—নাক হইতে মাথা পর্য্যন্ত তিলক; সমস্ত শরীরে শঙ্খ, চক্র, পদ্মের ছাপ; হলুদে ছোপানো কাপড়; গলায় তুলসীর মালা; মুখে হরিনাম। তিনি আসিয়া প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'নারায়ণ আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হউন।' তাহার পর শৈব আসিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, কোমরে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্বাঙ্গে বিভূতি আর আধখানা শরীর রুদ্রাক্ষে ঢাকা। তার পর শাক্ত আসিলেন—মাথায় জবাপুষ্প, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, গায়ে চন্দন মাখা। তাহার পর আসিলেন হরিহরাদ্বৈতবাদী ও নৈয়ায়িক—নৈয়ায়িকের হাত ধরিয়া আছেন বৈশেষিক। তাহার পর মীমাংসক, বৈদান্তিক, সাংখ্য পণ্ডিত ও পাতঞ্জল পণ্ডিত, পৌরাণিক, জ্যোতির্ব্বিদ্, কবিরাজ মহাশয়, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক, নাস্তিক পর পর আসিলেন। নাস্তিক ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে এবং পাছে কীট পতঙ্গ মারা যায়, এই ভয়ে সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক

মুণ্ডিত—চুলগুলি উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন,—বঞ্চকেরা তোমাদের শিখাইয়াছে—দেবতাদের অর্চনা কর, প্রতিদিন জন্মান্তরে ভোগের জন্য পুণ্য কর, মহাযজ্ঞের জন্য হিংসা কর। এই সকল কথা তোমরা শুনিও না। যাহাতে প্রত্যক্ষ পদার্থ নাই, এমন পথে তোমাদের এই বুদ্ধি যাউক অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের বুদ্ধি কল্পনার বিষয় হউক। সকলে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—এ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ কে, কোথা হইতে আসিল? সে বলিল,—আমি পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, আর তোমরা ভারী পুণ্যশীল—কেবল বৃথা পশু হিংসা কর। মীমাংসক সদর্পে বলিলেন,—যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে যায়। তাহাতে দেবতাদের তৃপ্তি হয়,—যজমানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এমন বৈধ হিংসাকে তুমি অন্যায্য বল। নাস্তিক বলিল,—কি ভুল, দেবতা কোথায়, যজ্ঞ কোথায়, জন্মান্তরই বা কোথায়? মীমাংসক বলিলেন,—এ কি, বেদ-পুরাণশাস্ত্রে যে সমস্ত জিনিষের প্রশংসা আছে, তাহাকে তুমি নিন্দা করিতেছ?

নাস্তিক—বেদ ত বঞ্চকের কথা। তাহার প্রামাণ্য কি? পুরাণেরই বা প্রামাণ্য কি? তাহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা দিয়া সমস্ত জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র।

মীমাংসক—কর্ম্ম যদি না থাকে, কি কারণে লোক সুখ-দুঃখ ভোগ করে?

নাস্তিক—কর্ম্ম কোথায়? কে দেখিয়াছে? কে সেই কর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছে? যদি বল, জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম, তবে তাহার প্রমাণ কি? সুখ-দুঃখাদি ত প্রবাহধর্ম্ম। মানুষ কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে, তাহার ঠিকানা নাই। বস্তুতঃ জগৎটাই অসৎ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই ভ্রম।

এই কথা শুনিয়া মীমাংসক চুপ করিয়া গেলেন। তখন বেদান্তী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—ঠিক বলিয়াছ, জগৎ মিথ্যা ঠিক। কেবল সত্য এক ব্রহ্ম আছেন। তাহাতেই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। নাস্তিক বলিলেন,—বেশ, বেশ, তুমি ত আমার মতেই আসিয়াছ। তবে আবার একটা ব্রহ্ম কেন? তোমার ব্রহ্ম কিরূপ?

বেদান্তী—তিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বগামী, তেজঃস্বরূপ, তিনি পরমানন্দ ও বাক্য এবং মনের অগোচর।

নাস্তিক—তবে আর মিথ্যা আকারশূন্য ক্রিয়াশূন্য একটা ব্রহ্ম লইয়া কি করিবে?

এই কথা বলিলে বেদান্তী চুপ করিয়া গেলেন। তখন লোকে নৈয়ায়িকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নৈয়ায়িক গর্ব্বভরে বলিলেন,—তুমি আপনার মতটা আগে পরিষ্কার করিয়া বল, তার পর অন্য কথা কহিও। যে কাণা, সে যদি বলে—তোমার চক্ষু সুন্দর নয়, তবে লোকে কেবল হাসিবে। নাস্তিক ভাবিলেন,—আমরা যুক্তিধারা ঘর্ষণ করি। এ দেখিতেছি, ঝড় হইয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে আসিতেছে। কিছু ভাবিয়া বলিল,—আমাদের মত শোন—মাধ্যমিকদিগের শূন্যবাদ, যোগাচারদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকদিগের জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ, বৈভাষিকদিগের ক্ষণিক বাহ্যার্থবাদ, চার্ব্বাকদিগের দেহাত্মবাদ এবং দিগম্বরদিগের দেহাতিরিক্ত দেহ-পরিমাণবাদ, আমাদের এই ছয়টী প্রস্থান। আমাদের সকলেরই এই সিদ্ধান্ত—স্বর্গ নাই, নরক নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, এ জগতের কর্ত্তা, হর্ত্তা, ভর্ত্তা কেহ নাই। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ

নাই। দেহ ভিন্ন কর্ম্মফলভোগী কেহ নাই। সমস্তই মিথ্যা। এগুলিকে যে সত্য বলিয়া মনে হয়, সে কেবল মোহ। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপ্রপীড়ন মহা পাপ, অপরাধীনতাই মুক্তি, অভিলষিত বস্তু ভক্ষণের নাম স্বর্গ।

তার্কিক উপহাস করিয়া বলিলেন,—যদি তোমার প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর প্রমাণ না থাকে, তবে তুমি যখন বিদেশে যাও, তখন তোমার স্ত্রী বৈধব্য আচরণ করুক; কেন না, বিদেশগত আর মৃত, এই দুই জনই অদর্শন বিষয়ে তুল্য।

নাস্তিক বলিলেন,—মৃতের পুনর্বার দর্শন হয় না। কিন্তু যে বিদেশে গিয়াছে, তাহার পুনর্বার দর্শনের সম্ভাবনা আছে।

তার্কিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে সম্ভাবনা আছে? সে যখন বিদেশে গিয়াছে, তখন না-আছের দিকেই সম্ভাবনা বেশী। তাহা হইলে, কেন শোক না হইবে?

নাস্তিক—পত্রাদির দ্বারা যখন খবর পাওয়া যায়, তখন কেন তাহার জন্য শোক করিবে?

তার্কিক—তাহা হইলে পত্রাদি পড়িয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে ত? তবে অনুমানও ত প্রমাণ দাঁড়াইল, এইরূপে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কেন না, যদি আপ্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস না থাকে, তবে চিঠিতে তোমার বিশ্বাস কি?

নাস্তিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—মানিলাম, শব্দ ও অনুমান প্রমাণ হইল। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় কি করিয়া?

নাস্তিক যদি অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মানিলেন, তাহা হইলেই ত তিনি হারিয়া গেলেন। তাঁহার আর সে সভায় কথা কহা উচিত নহে। কিন্তু চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহাকে দিয়া আরও কথা কহাইয়াছেন।

এইরূপে নাস্তিক প্রতি পদেই হারে এবং হারিয়া একটা নূতন প্রশ্ন তোলে। সকল কথায় সে হারিয়া গেল। তখন সভার যিনি প্রভু ছিলেন—তিনি প্রথম নৈয়ায়িককে, তাহার পর মীমাংসককে, তাহার পর সাংখ্যমতবাদীকে, তাহার পর যোগবাদীকে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন এবং অন্য অন্য দর্শনের সহিত যে যে বিষয়ে তাঁহাদের বিবাদ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। যোগশাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিলে পর শৈব বলিলেন,—যোগীকে মুক্তি দিবার কর্ত্তা শিব। বৈষ্ণব বলিলেন,—না, বিষ্ণু। তাহার পর রামাইত আসিয়া বলিলেন,—রাম। তখন তিন জনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। মাঝে আর একজন আসিয়া বলিলেন,—না, না, মুক্তি ত রাধা দিবেন। এইরূপে চার পাঁচ জনে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বিচারের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন,—হরি ও হরের অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ এবং উপসংহারে বলিলেন,—

যে চাত্মনো নূনমভিন্নতায়াং
শরীরভেদাদপি ভেদমাহুঃ।
তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ
দেহার্দ্ধধারী হরিরপ্যকারি॥

এই বইএ চিরঞ্জীব শর্ম্মা লোকায়ত, দিগম্বর জৈন, আর বৌদ্ধদের চারি দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি লোকায়তদের জৈনদের মত পথ ঝাঁট দিতে দিতে যাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এরূপ কখনও করিত না। তাহাদের মত যথার্থ নাস্তিক। কেন না, যাহারা পরকাল মানে না, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। লোকায়তেরা পরলোক মানিত না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই পরলোক মানে। তাহাদিগকে লোকায়তদের সহিত এক করা ভাল হয় নাই। যদি বল, উহারা সকলেই নিরীশ্বর; সেই জন্য নাস্তিক বলিব,—তাহা হইলে সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকদিগকেও নাস্তিক বলিতে হয়। চিরঞ্জীব মনে করিতেন—যাহারা বেদ মানে না, তাহারাই নাস্তিক।

দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে যে সমস্ত কথা আছে, তাহা দর্শন শাস্ত্রের চটি বইএর অপেক্ষা অনেক বেশী। চটি বইএ এক এক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি মাত্র পাওয়া যায়—অন্য দর্শনের মতের খণ্ডন-মণ্ডন পাওয়া যায় না। চিরঞ্জীব দুইই দিয়াছেন। তাহাতে চিরঞ্জীবের বই সাধারণের খুব উপযোগী হইয়াছে এবং নাট্যাকারে ও একটু রসাল ভাষায় লেখা বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট খুব মিষ্ট লাগে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থখানির একটী বাঙ্গালা তর্জমা করিয়াছিলেন, তর্জমা এখন আর পাওয়া যায় না—কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি আরও রসাল ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন—পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইএর এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে এখন আর দর্শন শাস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ব্রজবুলি

[১]

ব্রজবুলি বাঙ্গালার একটী উপভাষা। উপভাষা হইলেও ইহা কখনই কথ্যভাষা ছিল না। ব্রজবুলি মূলতঃ মৈথিলভাষা হইতে উদ্ভুত হইলেও, ইহা বঙ্গদেশে, বাঙ্গালী কবির হস্তে এবং বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের আশ্রয়ে ও রসসঞ্চারে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে বাঙ্গালার উপভাষা বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে মৈথিলভাষার অন্তর্ভুক্ত করিতে এবং কবিরাজ-গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদকে মৈথিল সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ গণ্য করিতে চাহেন। এই চেষ্টা ভ্রান্তিমূলক, এবং অত্যন্ত আপত্তিজনক। ব্রজবুলি সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যেরই একদেশ।

পূর্ব্বভারতে মুসলমান শাসনের প্রথম অবস্থায় মিথিলা ও তীরভুক্তি প্রদেশ বহুদিন যাবৎ হিন্দু রাজার অধীনে স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সেই কারণে মগধ ও বঙ্গদেশে যখন হিন্দুজাতির ও ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার অতীব দুর্দ্দিন যাইতেছিল, তখনও হিন্দু রাজার শাসনে মিথিলায় ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছিল। পরে যখন দুর্দ্দিন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে এবং শান্তিপুর ও নবদ্বীপ প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাস্থলীতে সংস্কৃতবিদ্যার আলোচনা অবাধে হইতেছে, তখনও বাঙ্গালা দেশ হইতে অধীতবিদ্য ছাত্র তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য, অথবা নব্যন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য, মিথিলায় যাইত, এবং তথা হইতে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত বিদ্যাপতি প্রভৃতি মৈথিল কবির গান কণ্ঠস্থ করিয়া আসিত। এই গানগুলি তখনকার দিনে শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। স্বল্পকাল পরেই বাঙ্গালী কবি ভাঙ্গা-মৈথিল ভাষাতে এই গানগুলির অনুকরণে গান বা কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিল। সেই ভাঙ্গা-মৈথিলই ব্রজবুলির আদিম রূপ। এই ব্যাপার—অর্থাৎ ব্রজবুলির সৃষ্টি—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু কাল পরেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ যতদূর জানা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন প্রভৃতি চৈতন্যদেবের অনুচরই এই উপভাষার প্রথম কবিদিগের অন্যতম। আসাম এবং উড়িষ্যাতেও এই সময়ে এইরূপ ব্রজবুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাপ্রভু যাহা শুনিয়া প্রেমে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, রায় রামানন্দের সেই বিখ্যাত পদ "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" ইহার প্রমাণ।

এই ভাষায় 'ব্রজবুলি' নামকরণ পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর ভক্ত এবং তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্যদিগের হস্তে এই সাহিত্যের সৃষ্টি এবং বিস্তার হয়। সেই হেতু এই সাহিত্যের বিষয় খুবই সঙ্কীর্ণ—মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রধান অনুচরদিগের স্তুতি ও বন্দনা—এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা। শেষোক্ত বিষয়টী এই সাহিত্যের প্রধানতম বিষয়বস্তু

হওয়াতে এই ভাষার 'ব্রজবুলি' আখ্যা প্রচলিত হইল। ব্রজবুলির সহিত মথুরা অঞ্চলের আধুনিক কথ্যভাষা 'ব্রজভাষা'র কোন সম্বন্ধ নাই। তবে নানা কারণে ব্রজবুলির মধ্যে কিছু কিছু হিন্দী শব্দ ও রূপ প্রবেশ করিয়াছে।

যে সময়ে ব্রজবুলি ভাষার উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়, সে সময়ের মৈথিল ও বাঙ্গালাভাষার মধ্যে পার্থক্য এখনকার অপেক্ষা খুবই কম ছিল। সুতরাং মৈথিলভাষা তখনকার বাঙ্গালীর নিকট যথেষ্ট সুবোধ্য ছিল। অথচ মৈথিল ভাষায় তখনও বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অ-কার লোপ পায় নাই। এই জন্য শ্রুতিমধুর মাত্রা-বৃত্ত কবিতা রচনা—যাহা তাৎকালিক বাঙ্গালায় সম্ভবপর ছিল না—তাহা এই ভাঙ্গা-মৈথিল ব্রজবুলিতে সম্ভবপর হইয়াছিল। এই শ্রুতি-মাধুর্য্য ও সংস্কৃতরীতি-অনুগামিতার জন্যই এই কৃত্রিম ভাষায় লিখিত সাহিত্য তখনকার দিনে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত এবং বৈষ্ণব ভক্ত-সমাজে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল। কৃত্রিম ভাষায় যে উচ্চদরের সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব, এবং কৃত্রিম ভাষায়ও যে মানবমনের চরম আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি অসম্ভব নয়, তাহা এই ব্রজবুলি হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে।

[২]

ব্রজবুলিতে সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের প্রাচুর্য্য অত্যধিক। শক্তিহীন কবিদিগের হস্তে এই তৎসম শব্দ-বাহুল্য স্থানে স্থানে ভাবপ্রকাশের বিলক্ষণ বাধা জন্মাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছন্দের সুরকে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে তরঙ্গিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার মধ্যে দুটী একটী কথার অর্থ সাধারণ লোকের না জানা থাকিলেও তাহাতে আসিয়া যায় না, কারণ ছন্দের নৃত্যচপলতা এবং ভাষার শ্রুতি-মাধুর্য্য তাহার মনকে সম্পূর্ণ ভাবে কাড়িয়া লইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ কবিরাজ গোবিন্দদাসের এই কবিতাটী উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

নন্দ-নন্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম-আকুল গোপ গোকুল-কুলজ-কামিনি-কন্ত।
কুসুম-রঞ্জন-মঞ্জু-বঞ্জুল-কুঞ্জমন্দির সন্ত॥
গণ্ড-মণ্ডল-বলিত-কুণ্ডল উড়ে চুড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব-তাল-পণ্ডিত বাহু-দণ্ডিত-দণ্ড॥
কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন-ভাষ।
অমল-কোমল-চরণ-কিশলয়-নিলয়-গোবিন্দদাস॥

সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের পরেই প্রাকৃত (অর্দ্ধতৎসম) শব্দের বাহুল্য। অবশ্য এইরূপ অর্দ্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগ তৎকালের বাঙ্গালা ভাষায়ও কিছু কম ছিল না। তবে ব্রজবুলির অর্দ্ধতৎসম শব্দের মধ্যে অনেকটা অংশ যে ছন্দানুরোধে তৎসম শব্দের বিকৃতি ঘটিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রভাব ব্রজবুলির উপর যথেষ্ট পড়িয়াছিল। এক হিসাবে ধরিতে গেলে এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য্য (সংস্কৃত-প্রাকৃত) সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বাঙ্গালায় অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে।

ব্রজবুলিতে বৈদেশিক শব্দের মধ্যে কেবল এই ফারসী শব্দগুলি প্রচলিত আছে। আর তাহার প্রয়োগও শুধু অর্ব্বাচীন সময়ের কবিতাতেই বেশী দেখা যায়। বিদ্যাপতির লেখাতেও আরও দুই একটী ফারসী শব্দ পাওয়া যায়।—

কবজ, খত, কলম, দোত (দোয়াত), কাগজ, দোকান, দালাল, কিতাব, ওয়াজ (আওয়াজ), মুহর (মোহর), মহল, বাজার, মাফ, নফর, কামান (=ধনু), কুলুপ, সরম, কম, নালিশ, বালিশ, জীদ (জিদ), আতর, গুলাব। 'মুহর' শব্দটীর নামধাতুরূপে প্রয়োগ আছে।

[৩]

ব্রজবুলিতে অ-কারের তিন রকম উচ্চারণ ছিল,—(১) সংবৃত, যেমন 'অন্ধ' শব্দের আদিস্থিত 'অ', অথবা ইংরাজী 'hot' শব্দের 'o'; (২) বিবৃত (খুব হ্রস্ব আ-কারের মত) যেমন ইংরাজী 'but' শব্দের 'u'; (৩) অতি সংক্ষিপ্ত (অর্দ্ধমাত্রা) স্বর, যেমন ইংরাজী 'about' শব্দের 'a'; এই তিন রকম উচ্চারণের মধ্যে প্রথম দুইটী-ই সুপ্রচলিত, এবং ইহার মধ্যে পরস্পরের অদল-বদল সকল ক্ষেত্রেই হইতে পারিত। তবে দ্বিতীয় উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে না থাকার দরুণ প্রথম উচ্চারণটীরই পরে প্রাধান্য দাঁড়াইয়া যায়। তৃতীয় উচ্চারণ খুব বিশেষ স্থলে ভিন্ন পাওয়া যায় না, যেমন,—

"ভাগবত-শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতিধন";
"অমল-কমল-চরণ-কিশলয়-নিলয়-গোবিন্দদাস"।

আ-কারেরও তিন রকম উচ্চারণ ছিল,—(১) দীর্ঘ, (২) হ্রস্ব, এবং (৩) বিবৃত অ-কারের মত। আ-কারের তৃতীয় প্রকার উচ্চারণ হইলে অনেক ক্ষেত্রে লিপিতে অ-কার লেখা হইত। যথা,—

"বনি বনমাল আজানু (পাঠান্তর 'অজানু') বিলম্বিত";
"কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ (পাঠান্তর 'অভরণ)"।

ই-কার এবং ঈ-কারের দুই রকম উচ্চারণ ছিল,—(১) হ্রস্ব, এবং (২) দীর্ঘ। হ্রস্ব ই-কার (ঈ-কার)-এর উদাহরণ,—

"কালি-দমন দিন মাহ";
"উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব"।

দীর্ঘ ঈ-কার (ই-কারের)-এর উদাহরণ,—

"দেই রতন পুন লেয়লি চোরি।"
"উন্নত-গীম সীম নাহি অনুভব"।

উ-(ঊ-) কারেরও সেইরূপ দুইটী উচ্চারণ,—(১) হ্রস্ব, যথা,—

'প্রেমমুকুটমণি-ভূষণ-ভাবাবলি";
"সনাতন-রূপ-কৃত গ্রন্থ ভাগবত";

(২) দীর্ঘ, যথা,—

"প্রেমপ্রবর্দ্ধন-নবঘনরূপ" ;

"অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল" ।

এ-কারেরও দুই প্রকার উচ্চারণ—(১) হ্রস্ব, যথা,—

"যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল" ;

(২) দীর্ঘ, যথা,—

"বিপুল-পুলক-কুল-আকুল-কলেবর" ।

ও-কারেরও দুই রকম উচ্চারণ—(১) হ্রস্ব, যথা,—

"আপন করম-দোষে ভেল বঞ্চিত" ;

"মদন-হিলোলে তো বিনু দোলত" ;

(২) দীর্ঘ, যথা,—

"সুর-মুনি-গণ-মন-মোহন-ধাম ।"

অ-কার এবং ও-কার আবার অনেক সময় অন্তঃস্থ ব-কারের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

"রতন-মন্দির মাহা বৈঠলি সুন্দরী
সখি-সঞে রস-পরথাঅ (পাঠান্তর-'পরথায়') ।"

"দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ।"

ব্রজবুলির ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায় বাঙ্গালারই মত। বিশেষত্ব কেবল এইগুলিতে।—য-কারের সাধারণ উচ্চারণ ছিল "খ," কিন্তু ইহার উষ্ম উচ্চারণও (বিশেষতঃ অর্ব্বাচীন ব্রজবুলিতে) দেখা যায়। ছ-কারের উচ্চারণ কতক স্থলে স-কারের মত ছিল বলিয়া বোধ হয়। শ-কার ও স-কারের উচ্চারণ ব্রজবুলিতে একাকার হইয়া যায় নাই। অন্তঃস্থ ব-কার একেবারে লুপ্ত হয় নাই ; একটী মহাপ্রাণ অনুনাসিক (হ্ন, = ন্‌হ)ও বর্ত্তমান ছিল।

[৪]

ব্রজবুলির তদ্ভব ও অর্দ্ধতৎসম শব্দগুলির মধ্যে অনেক স্থলে স্বরবর্ণের ব্যত্যয় দেখা যায়। এই স্বর-ব্যত্যয় স্থূলতঃ এই প্রকারের,—

আ-কার স্থলে অ-কার :—

(১) আদ্য। যথা,—অখাড় (আষাঢ়), অবেশিত (আবেশিত), অগোরল (আগোরল), অরাধল (আরাধল)।

(২) মধ্য। যথা,—কন্ত (কান্ত), পষাণ (পাষাণ), কহিনী (কাহিনী), সমধান (সমাধান), মধাই (মাধাই), চঁদনি (চাঁদনি), লগে (লাগে), বতাস (বাতাস)।

(৩) অন্ত্য। যথা,—বালিক (বালিকা), বাধ (বাধা), মাত (মাতা), লোচনতার (-তারা), গঙ্গ (গঙ্গা), পাদুক (পাদুকা), শলাক (শলাকা), সেব (সেবা), কামন (কামনা)।

অ-কার আ-কারের বিপর্য্যয়—

যথা,—যামুন (যমুনা), মাথুর (মথুরা), উপাম (উপমা), গাঙ্গ (গঙ্গা)।

অ-কার স্থলে আ-কার—

যথা,—বন্ধান (বন্ধন), নয়ান (নয়ন), বয়ান (বয়ন < বদন), শয়ান (শয়ন), সুজান (সুজন), চাতুর (চতুর)।

ই-কার স্থলে অ-কার—

যথা,—রুচ (রুচি), রীত (রীতি), প্রীত (প্রীতি), ছব (ছবি)। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার নিয়মানুগত।

য-ফলার স্থলে ই-কার—

যথা,—লাবণি (লাবণ্য), ভাগি (ভাগ্য), ধনি (ধন্য), সাখি (সাক্ষ্য), নিতি (নিত্য), সাফলি (সাফল্য), সতি (সত্য), শেলি (<*শেল্য <শেল+শল্য), মধি (মধ্য), বাকি (বাক্য), মুগধি (মৌগ্ধ্য)।

বিপ্রকর্ষ—

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ প্রায়ই বিপ্রকৃষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হয়, এবং 'অ', 'ই' এবং 'উ' বিপ্রকর্ষ স্বররূপে ব্যবহৃত হয়।

'অ'—সনেহ (স্নেহ), পরাত (প্রাতঃ), করম (কর্ম্ম), ভরম (ভ্রম), তীখন (তীক্ষ্ণ), ভসম (ভস্ম), মারগ (মার্গ), কলেশ (ক্লেশ), ভগন (ভগ্ন), উনমত (উন্মত্ত), সিতকার (সীৎকার), বিরকতি (বিরক্তি), চরবণ (চর্ব্বণ), খুবধ (ক্ষুব্ধ), নরতন (নর্ত্তন) বরজ (ব্রজ), ধৈরজ, ধীরজ (ধৈর্য্য), মুরতি (মূর্ত্তি)।

'ই'—লখিমি, লছিমি (লক্ষ্মী), হরিখ (হর্ষ), পরিযঙ্ক (পর্য্যঙ্ক), কিরিতি (কীর্ত্তি) মরিয়াদ (মর্য্যাদা)।

'উ'—খুবুধ (ক্ষুব্ধ), পুহুপ (<*পুসুপ<পুষ্প), পদুম (পদ্ম), মুগুধ (মুগ্ধ)।

[৫]

দ্বিত্বযুক্ত ব্যঞ্জনের একটীর লোপ হয়, এবং পূর্ব্বস্বরের ক্বচিৎ দীর্ঘতা-প্রাপ্তি হয়। যথা,—

ধিকার (ধিক্কার), উচ (উচ্চ), বিছেদ (বিচ্ছেদ), উতর (উত্তর), উতপত (উত্তপ্ত), উনমত (উন্মত্ত), উমত (<*উম্মত্ত<উন্মত্ত), বিপতি (বিপত্তি), অলত (<*অলত্ত<অলক্ত), অনুরত (<*অনুরত্ত<অনরক্ত), সাধস (<*সাদ্ধস<সাধ্বস) সিধি (সিদ্ধি), বুধি (বুদ্ধি), শুধি (শুদ্ধি), উধ (উর্দ্ধ), উদণ্ড (উদ্দণ্ড), উদেশ (উদ্দেশ), ছদ (<*ছদ্দ<ছদ্ম), পলব (পল্লব), দুলহ (দুর্ল্লভ), উলাস (উল্লাস), উনিদ (উন্নিদ্র), ছিন (ছিন্ন), হিলোর (হিল্লোল)।

'ম' ব্যতীত কোন স্পর্শবর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে 'শ', 'ষ' কিংবা 'স' প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা,—

নিচয় (নিশ্চয়), নিচুপ (নিশ্চুপ), নিচল (নিশ্চল), নিকরুণ (নিষ্করুণ), নিকলঙ্ক (নিষ্কলঙ্ক), খলত (<√স্খল্), অটমী (অষ্টমী), ওঠ (ওষ্ঠ), নঠ (নষ্ট), দিঠি (দৃষ্টি), শাতি (শাস্তি), তুতর (দুস্তর), মধত (মধ্যস্থ), অথির (অস্থির), থল (স্থল), থেহ (স্থৈর্য্য), থাবর (স্থাবর), বিথার (বিস্তার), পরথাব (প্রস্তাব) থোর (<স্তোক) বিথ্‌রল (<√বি+স্তৃ)।

'খ', 'ঘ', 'থ', 'ধ' ও 'ভ' পদমধ্যস্থিত হইলে অনেক সময় ইহাদের স্থানে 'হ' হয়। যথা,—

সহিনি (*সখিনী), মেহ (মেঘ), পাহুন (প্রাঘুণ), লহু (লঘু), নাহ (নাথ), সুনাহ (সুনাথ), বিহি (বিধি), পসাহন (প্রসাধন), মাহ (<*মাধ <মধ্য), শোহ (শোভা), দুলহ (দুর্ল্লভ)।

আদিস্থিত না হইলে স-কারের স্থানে ক্বচিৎ 'হ' হয়। যথা,—মাহ (মাস), পুহু, (<*পুষুপ <পুষ্প), উছাহ (উচ্ছ্বাস)।

স্বরমধ্যস্থিত স্পর্শবর্ণের ক্বচিৎ লোপ ও তৎস্থানে য়-শ্রুতির আগম হয়। যথা,—

কনয় (কনক), কাতিয় (কার্ত্তিক), সায়র (সাগর), নায়র (নাগর), ময়ঙ্ক (মৃগাঙ্ক) রয়নি (রজনি), বয়ন (বদন), ময়মত্ত (মদমত্ত)।

দুই একটী স্থলে 'গ' ও 'দ'-এর বিপর্য্যয় দেখা যায়। যথা,—

ভাগি (=পলাইল, পলাইয়া) এবং ভাজি; ভিজি (=ভিজিয়া) এবং ভিগি; ভাঁগি এবং ভাঁজি।

মৈথিলভাষাতে 'ষ'-কারের উচ্চারণ 'খ'-এর মত ছিল বলিয়া ব্রজবুলিতে প্রায়ই ষ-কারের স্থলে খ-কার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—পাউখ (প্রাবৃষ), দোখ (দোষ), রোখ (রোষ)। স-কারও ক্বচিৎ অন্য শব্দের প্রভাবে 'খ' হইয়া গিয়াছে। যথা,—তরখি (<√ত্রস্)—; 'হরখি (<√হৃষ্)' এই শব্দের প্রভাবে।

র-ফলার প্রায়ই লোপ হয়। যথা,—চন্দ (চন্দ্র), গাহক (গ্রাহক), অনত (অন্যত্র), গুণগাম (গুণগ্রাম), পয়াগ (প্রয়াগ), পহরি (প্রহরী)।

ছন্দের অনুরোধে কখনও কখনও সংযুক্ত 'ন', (ক্বচিৎ 'ঙ' এবং 'ঞ') লুপ্ত হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণকে আনুনাসিক করিয়া দেয়। যথা—

কাঁতি (কান্তি), ভাঁতি, ভরাঁতি (ভ্রান্তি), আঁগ (অঙ্গ), নিঁদ (<নিন্দ, নিন্দা<নিদ্রা), মুঁদল (=মুন্দল <মুদ্রা), বিঁদু (বিন্দু), সঁচার (সঞ্চার), কঁচুক (কঞ্চুক), পাঁতর (প্রান্তর), শাঁতি (শান্তি)।

ছন্দের অনুরোধে কখনও কখনও শব্দাংশের লোপ হয়। যথা,—

মরন্দ (মকরন্দ), আন্দে (আনন্দে), অবগান (অবগাহন), প্রীতম (প্রিয়তম), জগ (জগৎ), বিদু (বিদ্যুৎ), অরু (অরুণ), আত (আতপ), অনুপ (অনুপম), দরশ (দরশন), গহ (গহন), অট্টালি (অট্টালিকা)।

[৬]

ব্রজবুলিতে শব্দের বহুবচনের স্বতন্ত্র রূপ নাই। বহুবচন করিতে হইলে সাধারণতঃ 'সব' এই শব্দের প্রয়োগ হয়, নতুবা বহুত্ববাচক কোন তৎসম শব্দের সহিত সমাস করিতে হয়। যথা,—

সখী সব (=সখীরা), হাম সব (=আমরা); সব সখী মেলি (=সখীরা মিলিয়া); সো সব দিন (=সেই দিনগুলি); সো কি কহব ইহ সখিনি-সমাজ (=সখীদিগকে); ঘাম-কুল (=ঘর্ম্মবিন্দু সকল) সঞ্চরু; শুক-পিক-শারিক-পাঁতি; সহচরি-কুল; সখিগণ; যুবতি-নিকর; রঙ্গিনী-যূথ; ভ্রমর-জাল; পক্ষ-গণ; দ্বিজ-কুল; কোকিল-বৃন্দ; সখি-মালা; অলি-পুঞ্জ; আরতি-রাশি; সহচরি-মণ্ডলি।

কারক ছয়টী—কর্ত্তা (প্রথমা), কর্ম্ম-সম্প্রদান (দ্বিতীয়া-চতুর্থী), করণ (তৃতীয়া), অপাদান (পঞ্চমী), সম্বন্ধ (ষষ্ঠী) ও অধিকরণ (সপ্তমী)। প্রথমার বিভক্তি—'-এ', তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভক্তির লোপ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়া-চতুর্থীর বিভক্তি—'-এ', '-কে'; '-ক', '-কি'; বিভক্তির লোপও বিরল নহে। তৃতীয়ার বিভক্তি—'-এ', '-হি' '-হিঁ', '-সেঁ (-সে)'; বিভক্তির লোপও কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমীর বিভক্তি—'-হি', '-হিঁ', '-সেঁ', '-সোঁ', '-তেঁ (-তে)'; বিভক্তির লোপও কচিৎ দেখা যায়। ষষ্ঠীর বিভক্তি— '-ক (-কা)', '-কি', '-কে', '-কো', '-কর', '-র'। সপ্তমীর বিভক্তি— '-এ' '-হি', '-হিঁ', '-ওঁ', '-মে', '-মি'; বিভক্তির লোপও বিরল নহে।

প্রথমা

বিভক্তিহীন প্রথমা—সুন্দরি, **মাধব** তুহে অনুরাগী; **গোবিন্দদাস** কহই অব না শুনিয়ে **সঙ্কেত-মুরলী-নিসান** (কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা); জল বিনু **জলচর** নিমিখ না জীব। **চকোর** অমিয়া বিনু তিলেক না পীব।

বিভক্তিযুক্ত প্রথমা—দূরে রহু **ঘুমে**; **রমণি-সমাজে** তোহারি গুণ ঘোষই; **কিশলয়-মলয়জ-চন্দনে** দগধই।

তৃতীয়ার বিভক্তি '-হিঁ', '-হি' অনেক সময় প্রথমায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা— **নামহিঁ** যাক অবশ করু অঙ্গ; **ভকতহিঁ** মেলি; মরমক বেদন **মরমহি** জানত। এই বিভক্তির সহিত অনেক স্থলে অবশ্য নিশ্চয়ার্থক অব্যয় 'হি' একীভূত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী

দ্বিতীয়া (-চতুর্থী) '-এ' বিভক্তি প্রথমা ও সপ্তমী বিভক্তি হইতে আসিয়াছে।— রে মন, কাহে করসি **অনুতাপে**; পীতবাসে মোছই **রাই-মুখ-ঘামে**; মাধব বধিলে কি সাধবি **সাধে**; যাহে শির সোঁপি কোর পর শূতিয়ে সো যদি করু **বিপরীতে**; **মাধবে** মিনতি জনায়বি মোয়।

'-ক', '-কি', '-কে' প্রভৃতি বিভক্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে চতুর্থী (সম্প্রদান) বিভক্তি, উহারা পরে দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই জন্য অচেতন-বস্তু-বাচক শব্দে এই বিভক্তির

প্রয়োগ হয় না। যথা,—তুয়া ভানে (মূলে 'ভানে' স্থলে 'ভাবে' আছে; তাহা স্পষ্টতঃই অসমীচীন পাঠ) ভরু দেই কোর। প্রাচীন মৈথিলভাষায় চতুর্থী বিভক্তি ছিল— '-কএ', '-কই', '-কেঁ' [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৫৩]

উদাহরণ,—**গোবিন্দদাসকে** কাহে উপেখি; **রাইক** পরিহরি; মৃদুতর-বচনে প্রবোধই **নাহক**; **লাভকে** মূল হারাই; কহল **সখিমীকি** বাত।

বিভক্তি-হীন দ্বিতীয়া-চতুর্থীর প্রয়োগ,—তোহে সোঁপলুঁ **রাই**; কর জোড়ি রাই প্রণতি করু **দেবী**; না যাইহ সো **পিয়া**; যাকর দেহলী **রজনি** গোঙায়লি; সো কি কহব ইহ **সখিনি-সমাজ**।

তৃতীয়া

'-এ (-এঁ)' সংস্কৃত তৃতীয়া একবচনের বিভক্তি '-এন' হইতে আসিয়াছে; '-হি' সংস্কৃত সর্ব্বনামের সপ্তমীর প্রত্যয় '-স্মিন্' অথবা পূর্ব্বতর আদি আর্য্যভাষার (সপ্তমীর) * '-ধি' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে; '-হিঁ' সংস্কৃত তৃতীয়া বহুবচনের বিভক্তি '-ভিঃ' ও ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি '-নাম্' এই দুইয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৫১, ৫২]। '-সেঁ', '-সোঁ'—'সমম্' এই সংস্কৃত অব্যয় হইতে আসিয়াছে; 'সঞে' শব্দেরও তৃতীয়াবাচক প্রয়োগ বিরল নয়, তবে ইহা পঞ্চমীতেই বেশী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কাব্যের ভাষার 'সনে'-ও এই 'সমম্' হইতে আসিয়াছে।

উদাহরণ,—বাহিরে **তিমিরে** না হেরি নিজ দেহ; শূতলি নাগরি **নাগর-রাজে**; **ইঙ্গিতভঙ্গিয়ে** দুহুঁ সব কহই; **কানুসে** প্রেম বাঢ়াই; **সখি সঞে** পুছত প্রেমকি বাত; মুখ হেরি **লাজসেঁ** সায়রে লুকায়ল; **করহি** নিবারত গোরি; **কিরণহি** নিরগম বাধে; **চন্দ্রাবলী সঞে** বিলসই মাধব।

বিভক্তিহীন তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ—**শীত** কিয়ে ভীতহিঁ; সো ভিগি আওল **শাওন-মেহ**।

পঞ্চমী

'-হি', '-হিঁ' তৃতীয়া হইতে আসিয়াছে; '-তে (-তেঁ)' (<সংস্কৃত'-ত্র+হি', বা '-ত্র+ধি') সপ্তমী হইতে আসিয়াছে। '-সেঁ (-সে)', '-সোঁ', '-সঞে', 'সঞ', এইগুলি সংস্কৃত 'সমম্' হইতে আসিয়াছে।

উদাহরণ,—**কুঞ্জসেঁ** নিকসে বহার; অপন মালতিমাল **হিয়সেঁ** উতারি; **গীমতে** (=গ্রীবা হইতে) ঢরকত; **কুঞ্জহি** বাহির ভেল; জনু বাঁধি ব্যাধা **বিপিনসোঁ** মৃগি তেজই তীখন শ্বাস; **কোরহিঁ** জোরি উবরি পুন সুন্দরি চললি তেজি বরনাহ; **ঘর সঞে** ভেলি বহার; **শেজ সঞে** উঠল; **বনতেঁ** গিরিধর ঘর আওয়ে।

বিভক্তিহীন পঞ্চমীর দুই একটী উদাহরণ পাওয়া যায়,—তেরে **বধূ-হাথ** ভিখ হাম লেয়ব; অরুণবসন খসয়ে **গাত**।

'-ক' : **হাথক** দরপণ **মাথক** চূল ; **কুঙ্কক** মাহ ; **মকরিপত্রক চিত্রক** লেখ ; **দুহুঁক** প্রেম নাহি তুল।

'-কি (-কী)' : **সুরভকি** রীত ; **মকরন্দপানকি** লোভে ; **অধরকি** পানে ; **মাঘকি** মাস ; **জেঠকি** মাস ; **হরিকি** রিতিনিতি।

'-কে' : **রূপকে** রূপ ; **বেণিকে** লাবণি ; **বৃষভানুনন্দিনিকে** শোভা।

'-কো' : **প্রিয়াকো**।

দুইটী স্থলে '-হক' বিভক্তি পাওয়া যায়। যথা,—**মুনিহক** মানস ; **নিবিহক** বন্ধ। '-হ-ক' < সংস্কৃত ষষ্ঠী বিভক্তি '-স্য'+ব্রজবুলি বিভক্তি '-ক'।

'-কর' : **পিয়াকর** ; **শৈলসুতাকর** ; **দুহুঁকর** কেলি দরশক আশে।

ক্বচিৎ বিভক্তিহীন ষষ্ঠী পদ পাওয়া যায়। যথা,—পহিল সমাগম **রাধা-কান** ; **গোবিন্দদাস** তঁহি পরশ না ভেলি ; দশদিন **দুরজন** একদিন সুজনক।

'-এ' : **বাহে** (= বাহুতে) ; **হিয়ে** ; **চূড়ে**।

'-হি (-হিঁ)' : **মনহি** না ভাওত আন ; মণিময়হার-তরঙ্গিনী-**তীরহি** কুচ-কনকাচল ছায়, ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব গোবিন্দদাস যশ গায় ; **গোঠহি মাঝহি** করল পয়ান।

'-হুঁ' : যাহে বিনু জাগরে **নিঁদহুঁ** না জীবসি ; **চিতহুঁ** ; **করহুঁ**।

'-মে (-মি)' [<সংস্কৃত '-স্মিন্'] : **জলমে** ; **কোটিমে** ; **কালিন্দি-কূলমে** ; **খনমি খনমি** (খনমে খনমে ?) ; **গিরিবরসান্ধিম** (গিরিবর-সন্ধিমে ?)।

ব্রজবুলিতে বিভক্তিহীন সপ্তমীপদের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। প্রাচীন মৈথিল ভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ ছিল [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৫৫-৫৬]।

উদাহরণ,—যাকর **দেহলি** রজনি গোঙায়লি ; পাণি রহল **কুচ** আপি ; **পন্থ** মিলব তুয়া কান ; বান্ধি রাখত পুন **গেহ** ; প্রেমলছমী নাচে **নদীয়ানগরী** ; অলসে **আঙ্গিনা** শুতলি রাই ; কপটে ঘুমাওল শুতি রহু **ধরণী**।

[৭]

ব্রজবুলি সর্ব্বনামের বহুবচনে স্বতন্ত্র রূপ নাই। 'সব' এই শব্দের অনুপ্রয়োগ দ্বারা বহুবচনের কার্য্য সম্পন্ন হয়। 'হামরা' প্রভৃতি পদ বাঙ্গালার অনুকরণে অর্ব্বাচীন ব্রজ-বুলিতে ঢুকিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বনাম : উত্তম পুরুষ

প্রথমা। **হাম (হম)**; **হামি (হমি)** [< হাম+আমি] : নিশি জাগরি হামি; হমি পলটি বৈঠব; **হামে** : কামসায়রে মরব হামে; **মুঝে** (অর্ব্বাচীন ব্রজবুলিতে চতুর্থী হইতে আসিয়াছে) : মুঝে কয়ল; **মুঞি** (বাঙ্গালা হইতে অর্ব্বাচীন ব্রজবুলিতে গৃহীত) : মুঞি জানহুঁ; **মো** : কহল মো তোয়।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। **মোয়** : অকপটে কহবি ন বঞ্চবি মোয়; **মুঝে** : মুঝে ভেজল কান; চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরী; **মোহে** : মোহে ধনি তেজব; সজনি কাহে মিনতি করু মোহে; **হামে** : কান্দায়সি হামে; হামে হেরি; **হামা** : কটাখে নেহারত হামা।

তৃতীয়া। **মোয়** : মিলব মোয়; **মোহে** : যদি মোহে না মিলব সো বররামা; **হমে** : ওহি দিবস হমে মথুরা-সমাগম-পন্থহি দরশন ভেল।

ষষ্ঠী। **মঝু** (< সংস্কৃত 'মহ্যম্'– পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); **মেরে** (হিন্দী হইতে) : মন্দিরে অব তুহুঁ চল মেরে কান; **মোর**; **মোহর** : ঐছন শ্যাম বিনু মোহর পরাণ; **মোরি**; **হামার (হমার)**; **হামারি (হমারি)**; **মোহরি**; **মোয় (মোই)** : মরমক বেদন জানসি মোয়; **মো** : তৈখনে হরব মো চেতনে; **হামরা** (?) : চির ধরি পিয়ব অধররস হামরা; **হামক** : হামক মন্দির যব আওব কান।

সপ্তমী। **মোহে** (?) : এ সখি হেরি রহল মোহে ধন্দ।

সর্ব্বনাম : মধ্যম পুরুষ

প্রথমা। **তুহু, তুহুঁ**; **তো**; **তোই**; **তু** : অকপটে এক বাত মুঝে কহবি তু।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। **তোয়, তোই**; **তোহে, তুহে**।

তৃতীয়া। **তোহে** : তোহে মিলায়লুঁ; **তুয়া** : পন্থ মিলব তুয়া কান।

ষষ্ঠী। **তুয়া, তুয়** : কি খনে তুয় সনে লেহ করল হে; **তোহে**; **তুয়াক**; **তুহুঁক**; **তুহার, তোহারি**; **তুহুঁকর** : তুহুঁ কর রীতহি ভীত অব পাওল; **তোরা** : সুন্দরি দেহি পলটি দিঠি তোরা; **তেরা, তেরি, তেরে** (হিন্দী হইতে আগত) : তেরে বধুহাথ ভিখ হাম লেয়ব।

সপ্তমী। **তোহে** : ধিক রহু সো ধনি তোহে অনুরাগ; **তুহে** : সুন্দরি, মাধব তুহে অনুরাগী; **তোহারি** (?) : হামারি বিশোয়াস তোহারি।

সর্ব্বনাম : প্রথমপুরুষ (সাধারণ)

প্রথমা। **সে**; **সো** (পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); **সেহ**; **সোহি**; **সোঙ্**; **তহু** (?)।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। **সো, সোই**; **তহি** : তহি পুন হেরি; **তহি**; **তাহে**
তাহ : অতএ সোঁপল তহু তাহ; যাবক-রঞ্জিত ও নখচন্দ্রক কাম রোয়ত তাহ রে।

তৃতীয়া। **তায়** : সারথি লেই মিলায়ব তায়।

ষষ্ঠী। **তাক**; **তাকর**; **তছু** (< সংস্কৃত 'তস্য'—পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); **তহ্নিক, তিহ্নিক** (সম্মানসূচক, = তাঁহার) : অনুখন তহ্নিক সমাধি।

সপ্তমী। **তাহে**; **তছু**; **তাহি**; **তহি**, **তাহ**।

সর্ব্বনাম : প্রথমপুরুষ (বিদূর)

প্রথমা। **উহ**; **ও, ওই, ওহি**; **উহ্নি** (সম্মানসূচক = উনি) : উহ্নি নিরাপদ গৌরিক সেবি; **ওয়়**।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। **উহে** : উহে কি তেজিয়ে রে।

তৃতীয়া। **উনসে** (হিন্দী হইতে)।

ষষ্ঠী। **ওর**; **উহ্নক, উহ্নিক, উহ্নকে** (সম্মানসূচক = উঁহার); **উন্‌কি** (ঐ, হিন্দী হইতে) : উন্‌কি শোহে গলে বনমালা।

সপ্তমী। **উনহি** [প্রথমা (?)] : ইন্‌কে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব; **উনতে** (হিন্দী হইতে) : শাঙর চীত উনতে লাগিও।

সর্ব্বনাম : প্রথমপুরুষ (অদূর)

প্রথমা। **এ**; **ইহ**; **এহ**; **এতহুঁ**; **এতনি** (?); **ইথে** (?)।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। **এতহুঁ**।

ষষ্ঠী। **অছু** (<সংস্কৃত 'অস্য'—পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); **অছুক**; **ইহ্নিক** (সম্মানসূচক, = ইঁহার); **ইন্‌কে, ইন্‌কি** (ঐ, হিন্দী হইতে)।

সর্ব্বনাম : সম্বন্ধবাচক

প্রথমা। **যে**; **যেহ**; **যো** (পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); **যোহি**; **যোই**।

পঞ্চমী। **যহাঁসেঁ** (হিন্দী হইতে)।

ষষ্ঠী। **যছু** (সংস্কৃত 'যস্য'—পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে); **যছুকা**; **যাক, যাকে**; **যাঁক, যাঁকে** (সম্মানসূচক, = যাঁহার); **যাকর**; **যাহে**।

সর্ব্বনাম : প্রশ্নবাচী

প্রথমা। **কেহ, কেহু**; **কো** (পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে), **কোই**; **কোনে** : বেকত লুকায়ত কোনে; **কৌন**; **কি, কিয়ে (কীয়ে)** (অচেতন বস্তু বুঝাইতে)।

দ্বিতীয়া-চতুর্থী। **কি** (অচেতন বস্তু বুঝাইতে দ্বিতীয়ায়); **কাহু** : কাহু না উপেখি; **কাহুকে**; **কাহি, কাহে; কাহ, কায়**।

তৃতীয়া। **কাহাঁ** (সপ্তমী হইতে) : উপমা দেয়ব কাঁহা।

কাহু (<সংস্কৃত 'কস্য') সজনি ঐছন হোয়ে জনি কাহ ; কায় ; কাহু ; কাহুক ; কাহুঁকে ; কনুক (?) ; কা ; কাহে।

সপ্তমী। কাহাঁ ; কাহেঁ।

সর্ব্বনাম : ক্রিয়াবিশেষণ

উত্তম ও মধ্যমপুরুষ ভিন্ন সকল সর্ব্বনাম হইতেই ক্রিয়াবিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতপক্ষে কারক পদ (যথা,—তেঁ, তেঞিও, কাহে, কিয়ে ইত্যাদি), অপরগুলি প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ।

'অতএব' অর্থে—তেঁ, তেঞিও, ইথে।

'তথায়' অর্থে—তহি, ততহি, তাঁহা, তথি, তথিহুঁ, তাঁহি।

'এই সময়,' অর্থে—অব, অবহি।

'এই স্থানে' অর্থে,—ইথে, ইহ।

'যে স্থানে' অর্থে—যাহাঁ, যাহিঁ, যহিঁ, যথি।

'যে জন্য' অর্থে—যাহে, যথি।

'যে সময়ে' অর্থে—যব, যৈখনে।

'সে সময়ে' অর্থে—তব, তৈখনে, তহিঁ।

'যখন হইতে.. তখন হইতে' অর্থে—যব (যা) ধরি,...তব (তা) ধরি, যব...তবহুঁ।

'কিজন্য' অর্থে—কাহে, কথি, কিয়ে।

'অথবা' অর্থে—কিয়ে।

'কোথায়' অর্থে—কথি, কথিহুঁ, কাহাঁ; কাহুঁ।

'কোন সময়' অর্থে—কব।

[৮]

ব্রজবুলিতে দুইটী স্ত্রীপ্রত্যয় আছে— -ইনী (-ইনি) এবং -ঈ (-ই), তন্মধ্যে প্রথমটীই প্রবল। '-ইনী (-ইনি)' জাতি, গুণ এবং কর্ম্মবাচক। বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে -'ঈ (-ই)' প্রত্যয় হয়, যথা,—আকুলি, চলী, টলী।

'-ইনী (-ইনি)'—চকোরিনি, ভুজগিনি, চটকিনি, মুগধিনি, পুলকিনি, সৌতিনি, লখিমিনি, উমতিনি, সতি-বরতিনি, কুল-বরতিনী, নটিনি, কুরূপিনি, গুণহিনি, আহিরিনি।

'-ঈ (-ই)'—উমতি, শাঙরি, পুতলী, অবনতবয়নী, মুগধি, গোঙারি, সাপী, নমুণ্ড-বদনী, গজগমনী, পিকবচনী, দেবতি, সুনাগরী।

ব্রজবুলিতে -ল প্রত্যয়ান্ত অতীতকালের ক্রিয়াপদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং স্ত্রীলিঙ্গ-পদের বিশেষণ হইলে তাহা সাধারণতঃ স্ত্রীপ্রত্যয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তখন অবশ্য '-ইনী' প্রত্যয় না হইলে '-ঈ (-ই)' প্রত্যয় হয়। যথা,—মুরছলি গোরী ; (রাই) শুতলি আছলি ; লাজে লাজায়লি গোরি।

ব্রজবুলিতে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যাকরণানুগত নহে, স্বভাবানুগত। স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতিরিক্ত সকল শব্দই পুংলিঙ্গ।

[৯]

ক্রিয়াপদের তিনটী কাল—বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। তিন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। কিন্তু একবচন ও বহুবচনের রূপের পার্থক্য নাই। বর্ত্তমান ও অতীত কালে প্রত্যেক পুরুষের একাধিক প্রত্যয় আছে।

বর্ত্তমান

উত্তমপুরুষের প্রত্যয়— -হুঁ (-হু), -উ (-উ), ওঁ (-ও) [এইগুলি সংস্কৃত 'অহ < * 'হউ' হইতে আসিয়াছে] ; -মো, -ও [এই দুইটী সংস্কৃত উত্তমপুরুষ পরস্মৈপদম্ বহুবচনের প্রত্যয় '-মঃ' হইতে আসিয়াছে] ; -ই [সংস্কৃত উত্তমপুরুষ পরস্মৈপদ একবচনের প্রত্যয় '-মি' হইতে আসিয়াছে] ; -ইয়ে [কর্ম্মবাচ্য দ্রষ্টব্য] ; -অত, -অ [প্রথম পুরুষ দ্রষ্টব্য]। উদাহরণ,—

করহুঁ, প্রার্থহুঁ ; সাধহু ; যাউ, কহুঁ, করু, পূজউ, রহু ; করোঁ ; কহো, ভও, যাও ; পূছমো ; যাও, ঘুচাও, পরবোধও, পাও, হও, হেরও, পুছও ; যাই, ভাখি, অনুভই, সোঙরি ; নহিয়ে, যাইয়ে, পারিয়ে, অনুমানিয়ে, পড়িয়ে, পশিয়ে, নিবেদিয়ে, আছিয়ে, সাঁচিয়ে (= সঞ্চিত করি) ; ধরত, মাগত ; জান, নহ, মান।

মধ্যমপুরুষের প্রত্যয়— -সি ; -ই ; -উ ; -অ ; -হ [অনুজ্ঞা দ্রষ্টব্য]। উদাহরণ,—

জানসি, মানসি, মেটসি, হেরসি, উতরোলসি, রহসি, পুছসি, করসি, তাপায়সি, কান্দায়সি, মুদসি, ঘোষসি ; অনুমানি, যাই ; করু, রহু ; জান, রহ ; বাঢ়াহ।

প্রথমপুরুষের প্রত্যয়— -অই ; -ই ; -অয়ে, -ওয়ে, -এ ; -অত, -ত [সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে] ; -অ ['-অই' প্রত্যয়ের 'ই' লোপ হইতে আসিয়াছে, অথবা অনুজ্ঞা হইতে আসিয়াছে, তুলনীয়—পুরীম্ অবস্কন্দ লুনীহি নন্দনম্ মুষাণ রত্নানি হরামরাঙ্গনাঃ। বিগৃহ্য চক্রে নমুচিদ্বিষা বলী য ইত্থমস্বাস্থ্যম্ অহর্দিবং দিবঃ॥ (শিশুপালবধ)] ; -অহু [পূর্ব্বোক্ত '-অ' + নিপাত 'হু'] ; উ [অতীতকাল হইতে আসিয়াছে] ; -অন্ত [তৎসম প্রত্যয়] ; -তি [মৈথিল সম্মানসূচক প্রত্যয় '-থি' + তৎসম প্রত্যয় '-তি']। উদাহরণ,—

করই, চলই, হসই, পুছই, ভণই ; হোই, যাই, রোই, পরাই, সমঝাই, পাই, লেখি, কাপি, ভণিয়া (= ভণি + স্বার্থে '-আ'), জাগি, ধরি, পাতিয়াই, গড়াই, দেই, পড়ি, হেরি, হাসি, পেখি ; আওয়ে, রচয়ে, বৈঠয়ে, আছয়ে, উগয়ে, গণিয়ে (কর্ম্মবাচ্য), ভাওয়ে, ধাওয়ে, নাচাওয়ে, খাওয়ে, ইছয়ে ; বৈঠে, ইছে, চলে ; নৃত্যত, চলত, দেত, লেত, দেওত, নাচাওত ; আছ [প্রাচীন মৈথিল 'অছ' : শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৬০], কহ, খেলি, গুঞ্জ, গাথ (গাও), চাহ, জাগ, ফুর, ভণ, রহ, সহ, সাজ, দেখ, পরশংস, সঙ্কুচ, চুম্ব, অবগাহ, ভাষ, পরকাশ, রম, মান, শোহ, হাস ; ভণহু, লেপহু, খেপহু, নিন্দহু, দেখহু ; করু, ঝরুরু, রহুঁ (আনুনাসিক সম্মানসূচক) রহু, লিখু, সঞ্চরু, চলু, জাগু, অছু, ধরু, সহু, কহু, নিঃসরু, অভিসরু ; গরজন্তি, বিছুরন্তিয়া (+ স্বার্থে '-আ') বরিখন্তিয়া (+ স্বার্থে '-আ') ; নিবসতি, পরশতি, হোতি,

গুঞ্জতি, যাতি, মিলাতি, যাতিয়া (+ স্বার্থে '-আ'), ধরতি, পড়তি, বদতি, ভণতি, নটতি, মীলতি।

অতীত

ধাতুতে -অল (-ল) প্রত্যয় যোগ করিয়া ব্রজবুলিতে অতীত verb stem বা ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন হয়। এই প্রত্যয় মূলতঃ বিশেষণ প্রত্যয়, সেই কারণে কর্ত্তৃপদ স্ত্রীবাচক হইলে ক্রিয়াপদে স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ হয়। বাঙ্গালার প্রভাবে অর্ব্বাচীন ব্রজবুলিতে স্ত্রী-প্রত্যয় প্রায়ই হইত না।

-অল ছাড়া ব্রজবুলিতে মাগধী হইতে প্রাপ্ত আরও একটী অতীত প্রত্যয় ছিল -ই, ইহা সংস্কৃত '-ক্ত' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে। এই প্রত্যয়ান্ত অতীত ক্রিয়াপদ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। যথা,—আই, উভারি, গই, জাগি, দংশি, পলটাই, পূরি, বিহসি নেহারি। তবে প্রথমপুরুষেই বেশী প্রযুক্ত হইত।

-ও প্রত্যয়ান্ত অতীত ব্রজবুলিতে হিন্দী হইতে আসিয়াছে। যথা,—গও, গেও (গতঃ); ভেও, ভও (ভূতঃ); লিয়ো; কিয় (কৃতঃ)। ইহার উত্তম ও মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ পাওয়া যায় না।

-উ প্রত্যয়ান্ত অতীত পশ্চিমা অপভ্রংশ হইতে আসিয়াছে। ইহার মূলেও সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয় [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Varnaratnakara, পৃঃ ৬২]। ইহারও উত্তম এবং মধ্যমপুরুষে প্রয়োগ দেখা যায় না। উদাহরণ,—ধরু, রহু, পড়, অনুরু, হেরু, করু, লেখু, মীলু।

-অল প্রত্যয়যুক্ত অতীতের উত্তমপুরুষের বিভক্তি— -উ (<অহম্) এবং -ম (= 'মো' = আমি) প্রথমপুরুষের দৃষ্টান্তে প্রত্যয়হীনতাও দৃষ্ট হয়। উদাহরণ,—গেলুঁ, পেখলুঁ, জীয়লুঁ; বুঝলম, কহলম; অছল, দেল, কয়ল।

মধ্যমপুরুষের বিভক্তি— -লি। যথা,—আওলি, পরিপোষলি, আছলি।

প্রথমপুরুষের কোন বিভক্তি নাই। যথা,—আছল, ছল; দেল, রহল, নেল; কয়ল, কেল; স্ত্রীলিঙ্গে—আছলি, কহলি, শুতলি, নিঁদায়লি।

তিন পুরুষেই কচিৎ -লা প্রত্যয় দেখা যায়। যথা,— ভেলা, ভুললা, ছিলা; গণলা, কহলা। এই '-আ' এর পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ '-আহ' প্রাচীন মৈথিলে পাওয়া যায় (ইহা সম্মানসূচক বহুবচনের বিভক্তি) [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Varnaratnakara, পৃঃ ৬১]। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই (সম্মান সূচক)—'-আ (লা)' প্রথমপুরুষেই দেখা যায়।

-অল অতীতের সহিত প্রায়ই স্বার্থে বা নিশ্চয়ার্থে 'হি', 'হুঁ' নিপাতের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—ভেলহি, চললিহুঁ, ধরলহি, দেলহি।

বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদের অতীতকালে প্রয়োগ বিরল নহে।

ভবিষ্যৎ

উত্তমপুরুষের বিভক্তি— -ব; -বি (স্ত্রীপ্রত্যয়ের '-ই' ?)। উদাহরণ—করব, দেয়ব, বোলব; দেবি, নেবি [পদকল্পতরু, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯]।

মধ্যমপুরুষের বিভক্তি— -বি। যথা,—বৈঠবি, করবি, মোড়বি, ঝাঁপবি।

প্রথমপুরুষের বিভক্তি— -ব, -বে। যথা,—মিলায়ব, হব, ধরবহি (+'হি'); ধরবে, করবে [পদকল্পতরু, ঐ]।

[১০]

অনুজ্ঞা

অনুজ্ঞার দুইটী রূপ আছে—(১) সাধারণ অনুজ্ঞা, (২) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

সাধারণ অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষের প্রত্যয়—-অ, -হ। যথা, —নহ, কর, বদ, চল; পীলহ, শুনহ, হেরহ, চলহ, ভেটহ, সমুঝহ।

প্রথমপুরুষের প্রত্যয়— -অউ, -উ। মেটউ, বরুউ, সেবউ, পীবউ, সমুঝউ, রাখউ, চলউ, হসউ; রহু, রহুক (+'ক' স্বার্থে), যাউ, ধরু, করু।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রত্যয় (কেবল মধ্যমপুরুষেই প্রয়োগ আছে) -ইহ। যথা,— যাইহ, করিহ, পুরাইহ।

[১১]

কর্ম্মবাচ্য

কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ নিম্নোক্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে।

লীলাকমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি (<'বারিতঃ'–'বার্য্যতে'); ঐছন প্রেম কথিহুঁ না হেরিয়ে; বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ; কছু নাহি দীশই ('দৃশ্যতে'); এমন পিরিতি আর কথিহুঁ না পেখিয়ে; নাহ-আরতি যত কহন ন হোয়; যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন যাই। ভণত ন আওত।

[১২]

ণিজন্ত ক্রিয়া

ধাতুতে -আয় (-আও) প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রযোজ্য ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন হয়। যথা— শিখায়ব, পঠাওল, বাঢ়ায়সি, জনায়ই, কহায়সি।

[১৩]

নাম-ধাতু

ব্রজবুলিতে নামধাতুর প্রয়োগ অত্যধিক। নামধাতুর কোন বিশিষ্ট প্রত্যয় নাই। যে কোন তৎসম বা অর্দ্ধতৎসম শব্দ ব্রজবুলিতে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা,— উমতায়লি (<'উন্মত্ত'); সিধায়ব (<'সিদ্ধ'); অনুমানল (<'অনুমান'); সম্বাদল (<'সংবাদ'); অনুলেপহ (<'অনুলেপ'); বিলম্বায়ত (<'বিলম্ব'); পরলাপসি (<'প্রলাপ'); পরিবাদসি (<'পরিবাদ'); অর্ব্বাঞ্চই (<'অর্ব্বাচ্'); বিষাদই (<'বিষাদ'); সিতকারই (<'সীৎকার'); শ্রুতি-অবতংসহ (<'শ্রুত্যবতংস')।

[১৪]

অসমাপিকা

অসমাপিকার দুইটী প্রত্যয়—(১) -ই (-অই), এবং (২) -অ; তন্মধ্যে প্রথমটীই প্রবল। উদাহরণ,—

দেখি; ছাপাই; দরখি, দরশি; ভোরি; আই, আয়; ভই; গোই, গোয়; পী, পিবি; আপি; রোষাই; লাই, লাগি; বিসরি; লুবুধাই; বিমুকাই; অলসাই; হরখি; পহিরি; পাই; পরবোধিয়া (+'আ' স্বার্থে); মাতিয়া (+'আ' স্বার্থে); বোলই, শ্লাঘই, তোড়ই; ধরই, নিরখই, বুঝই, রোপই, শুনই, করই; মোর; ভর; মেল; ঝাঁপ; তেজ; গুঞ্জ; জাগ; জান।

প্রকৃত অসমাপিকা ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্রিয়াপদও অসমাপিকার অর্থে কখনও কখনও প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। যথা—

রাইমুখে **শুনলহি** ঐছন বোল। সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল॥

করইতে গমন ভেল উপনীত।

জ্ঞানদাস কহ ও রূপ **হেরইতে** কো ধনি ধরু নিজ দেহ।

শুনতহিঁ জাগি পুনহু পহু ঘুমল।

[১৫]

তুমর্থ-ভাববচন

তুমর্থ-ভাববচনের একাধিক প্রত্যয় আছে— -**অইতে** (মৈথিল '-অইত' <সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়), -**অত** (<সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়); -**অই**, -**উ**। উদাহরণ,—

চলইতে, জিবইতে, ধরইতে, ভেটইতে; আগোরত [পদকল্পতরু, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২৯৩], উঠত, দেওত, পরিখত; সহই, কহই, করই, বহই, পীবই, বুঝই; সহু [ঐ, পৃঃ ১১৫]।

[১৬]

শতৃবোধক-অসমাপিকা

শত্রর্থ-অসমাপিকার প্রত্যয় -**অত** (সংস্কৃত শতৃ-প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে)। যথা,— জপত, চলত, খলত, উঠত। -**অইতে** (-**অইত**) প্রত্যয়ও হয়।

[১৭]

ব্রজবুলির সমাস সংস্কৃতানুযায়ী। তবে ছন্দের অনুরোধে পূর্ব্ব-নিপাতের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—না বুঝলুঁ **অন্তর-নারী** (=নারী-অন্তর); তুহুঁ বড়ি **হৃদয়-পাষাণ** (=পাষাণ-হৃদয়); নৃপ-আসন খেতরি মাহা বৈঠত **সঙ্গহি ভকত-সমাজ** (=ভকত-সমাজ-সঙ্গহি); **কবিগণ** চমকয়ে **চীত** (=কবিগণ-চীত); **হার-উর** (=উর-হার)।

[১৮]

সংস্কৃত '-ইমন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্রজবুলিতে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,—নীলিম বাস; পীতিম চীর; মধুরিম নাম; মধুরিম হাস; গুণহিঁ গরীম; ত্রিভঙ্গিম ঠাম; রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন-নাচনিয়া; বঙ্কিম ভঙ্গি; চতুরিম বাণী।

সংস্কৃত '-ক্ত' প্রত্যয়ের (বিশেষণ) অর্থে ব্রজবুলিতে -**অল** প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

এবং এই প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী প্রত্যয় -ঈ (-ই) গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা,—ছুটলি বাণ ফুটল হিয়ে মোরি; নিশসি নেহারসি ফুটলি কদম; মুরছলি গোরি।

ভাবার্থে বা কার্য্যার্থে ব্রজবুলিতে -পন (তদ্ধিত) প্রত্যয় হয়। বাঙ্গালায় এই প্রত্যয় নারীর ভাষায় পর্য্যবসিত [শ্রীসুকুমার সেন, Women's Dialect in Bengali (Journal of the Department of Letters, Vol. xviii), Calcutta University, পৃঃ ২৮]। যথা,—রসিকপন, চতুরপন, সতীপন, নিঠুরপন, শঠপন।

ভাবার্থে তদ্ধিত -আই প্রত্যয় হয়। যথা,—নিঠুরাই, চতুরাই, মধুরাই, বাধাই, অধিকাই, লুবধাই, গুতাই।

[১৯]

জনি (<'যৎ+ন') নিষেধার্থক অব্যয়। যথা,—ভূলহ জনি পাঁচবাণ; জনি তুহু হাস; ও তিন আঁখর মনে জনি রাখসি সপনে করসি জনি সঙ্গ; সজনী ঐছন হোয়ে জনি কাহ। ভোজপুরিয়া ভাষায় এই শব্দ 'জিন' রূপে পাওয়া যায়।

জনু (<'যৎ+নু') উপমাদ্যোতক অব্যয়। যথা,—পাকল ভেল জনু ফল সহকার; কেসরি জনু গজকুম্ভ বিদারি।

[২০]

নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে ব্রজবুলিতে যুক্ত-ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বুঝা যাইবে।

'বাঢ়া': ভরমহি তা সঞে নেহ বাঢ়ায়লি; মিছই বাঢ়ায়সি মান; নাহক আদর অধিক বাঢ়ায়; কাহে বাঢ়ায়লি বাত; বিঘন বাঢ়াওসি; কাহে বাঢ়ায়সি খেদে; কলহ বাঢ়ায়বি।

'রচ': রচই সিতকার; অব তুহুঁ বিরচহ সো পরবন্ধ।

'বাঁধ': নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই; জিউ বান্ধব; কথিহুঁ না বাঁধই থেহ; বচন না বান্ধবি।

'মান': না মানয়ে বোধ; কাহে তুহুঁ মানসি লাজে; রোখ মানসি; নাহি মানে ভীতে; মান মানসি; প্রাণ পিরিতি-বশ নিরোধ না মান।

'দঢ়া': যুগতি দঢ়াই।

'রোপ': তাহে না রোপলুঁ কান; আরোপলি নয়ন-চকোর।

'সাধ': তব তুহুঁ কা সঞে সাধবি মান; সাধসি মানে; সাধই দান; সাধবি সাধে।

'বাস': বাসই লাজ।

'ধর': মান ধরলি করি যতনে; মান গুরুয়া কাহে ধয়লি।

'হো', 'যা' (কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ): করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যায়; হৃদয় জুড়ন ন গেলা; মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়।

[২১]

'রহ্‌' ও 'আছ' ধাতুর যোগে ক্রিয়ার continuity বা ব্যাপ্তি সূচিত হয়। মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা ছাড়া অন্যান্য রূপও হইতে পারে। উদাহরণ,—

সজল নয়নে রহু হেরি; যব হাম রহল নেহার; আছইতে আছল কাঞ্চন-পুতলা একলি আছিলুঁ হাম বলইতে বেশ।

[২২]

এই স্থানে ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের উৎপত্তি-বিচার করা হইতেছে।

আগোর, আগর

এই কথাটি ব্রজবুলিতে বিশেষণ ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষণ হইলে 'আগোর' 'আগর' শব্দের অর্থ 'অগ্রগণ্য', স্ত্রীলিঙ্গে 'আগোরী' 'আগরী'='অগ্রগণ্যা'। যথা—শুন শুন নাগর সব গুণ-আগর; এক অনুরাগ -সোহাগহি আগরি। আগর, আগোর <অগ্র+র (ল); তুলনীয় বাঙ্গালা 'আগল'—'নিত্যানন্দ-অবধূত সভাতে আগল'। 'আগোর' শব্দের এক গৌণ অর্থ 'বিহ্বল'—তখন ইহাতে 'আকুল' এই শব্দের মিশ্রণ হইয়াছে। যথা,—হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর; পরিমল-লুবধ সুরাসুর ধাবই অহনিশি রহত অগোর।

যখন ক্রিয়ারূপে 'আগোর' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার অর্থ 'বন্ধ করা, আবৃত করা, বাধা দেওয়া'। যথা—রঙ্গিনিযূথ নিশি বাসর আগোরলি; হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি; জনু রাহু চাঁদে আগোরল; চলইতে আলি চলই পুন চাহ। রস-অভিলাষে আগোরল নাহ॥ এখানে 'আগোর' <'অর্গল', নামধাতু রূপে ব্যবহৃত।

আগুনি

'ঘরের যতেক লোক করে কানাকানি। জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি॥' —ইত্যাদি স্থলে 'আগুনি' শব্দের অর্থ সকলেই 'অগ্নি' করিয়া থাকেন (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী [চয়ন]' পৃঃ ৭৩, পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 'ভেজ' ধাতুর অর্থ 'দ্বারাদি বন্ধ করা'—এই অর্থে এই ধাতুর প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে—'অগ্নি প্রদান, বা জ্বালান' এই অর্থে ইহার প্রয়োগ কুত্রাপি নাই। এই স্থলে 'আগুনি' শব্দের অর্থ 'খিল'। ইহার যথার্থ ব্যুৎপত্তি 'আগুনি=আগুলি<অর্গলিকা'।

'আনল'

'আনল ভেজাই ঘরে'—ইত্যাদি স্থলেও সকলে 'ভেজাই আগুনি' ইহার মত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহাও ঠিক মনে হয় না। 'আনল' পাঠ শুদ্ধ নহে। ইহা আগল (<অর্গল) হইবে। পূর্ব্বোক্ত 'আগুনি (=আগুলি)' শব্দের সাহায্যেই এই ভ্রান্ত পাঠের সূত্রপাত হইয়াছে।

সাঙ্গাতি, সাঙ্গাত (সাঙ্গাত)

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় 'সাঙ্গাত, সাঙ্গাতি' শব্দ প্রচলিত আছে। ব্রজবুলিতে

ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা—ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম-সাজ্যাতি ; নিরজন জানি কানু তহি় উপনিত সহচর সুবল সাঙ্গাত। 'সংঘ' শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। 'ডাকাইত', 'সেবাইত (<সেবাবৃত্তক' ?) প্রভৃতি শব্দের আদর্শে 'সাজ্যাইত> সাজ্যাত> সাঙ্গাত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'সংঘমিত্র' শব্দটী এই সঙ্গে তুলনীয়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সাঙ্গাত, < সঙ্গ+আ(ই)ত [Origin and Development of the Bengali Language, পৃঃ ৬৬৩]।

সুলেহ, সুনেহ

সুনেহ (সুলেহ) = সনেহ < স্নেহ ; সুনাগর, সুনাহ (< সুনাথ) প্রভৃতি শব্দের প্রভাবে এবং তৎসম 'সু' শব্দের অর্থের প্রভাবে 'সনেহ' 'সুলেহ' হইয়াছে।

বিজ

ব্রজবুলিতে গমনার্থক একটী 'বিজ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে, যথা,—বিজই, বিজহ ইত্যাদি। ইহা সংস্কৃত 'বিজয়' (= রাজার জয়যাত্রা) হইতে আসিয়াছে। তুলনীয় সংস্কৃত 'বিজয়স্কন্ধাবার,' 'বিজয়রাজ্যে' > প্রাচীন উড়িয়া 'বিজে রাজ্যে'। সংস্কৃত 'ব্রজ্' ধাতুর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীসুকুমার সেন।

শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ*

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহের কাজ অনেক দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সম্ভবতঃ ইহার প্রথম উদ্যোক্তা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে তাঁহার সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পরে উক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায় মধ্যে মধ্যে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার পল্লীশব্দসংগ্রহ প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। এখনও সকল জেলার শব্দ সংগ্রহ হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে এটী অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্য। মদীয় শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একাধিক বার লেখা দ্বারা এবং মুখে ইহার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টা এবং উপদেশে বিগত কিছুদিন যাবৎ কেহ কেহ শব্দসংগ্রহ কাজটী অনেকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে করিতে চেষ্টা করিতেছেন; ও তাঁহারই নির্দ্দেশমত Sir G. A. Grierson সাহেবের Bihar Peasant Life-এর প্রণালীর অনুকরণে বাঙ্গালার পল্লীশব্দসংগ্রহ হইতেছে। ঐ প্রণালী বাস্তবিকই সুন্দর ও কার্য্যকরী। ঐ প্রণালীতে শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহমদ মোল্লা বেশ সুন্দররূপে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার গীতগ্রামের শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৩শ ও ৩৪শ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দ অনেক দিন যাবৎই সংগ্রহ করিতেছি; কিন্তু শব্দের তো সীমা নাই, কাজেই এখন পর্য্যন্ত যতদূর সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়া দিলাম। আমার বর্ত্তমান সংগ্রহ হবিগঞ্জ মহকুমার উত্তর ও পূর্ব্ব এবং মৌলবীবাজার মহকুমার পশ্চিমদিকের গ্রাম্য ভাষার উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। তবে শ্রীহট্ট সদর এবং করিমগঞ্জ মহকুমারও কোন কোন গ্রামের শব্দ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বর্ত্তমান সংগ্রহেও যতদূর সম্ভব গ্রিয়ার্সন সাহেবের প্রণালীর প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা হইয়াছে।

শ্রীহট্টের উচ্চারণ প্রণালীরও কতকটা বিশেষত্ব আছে। সে সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সে জন্য এখানে আর পৃথক্ ভাবে করা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষিকর্ম্ম সংক্রান্ত শব্দ

১। জমির প্রকার ভেদ—

ভুই, খেৎ, জমি—চাষের ভূমি।

পতিত জমি, খিল—যে জমি পূর্ব্বে কখনও চাষ করা হয় নাই।

বিচ্‌রা—বাড়ীর সংলগ্ন ফসলাদি উৎপাদনের উপযুক্ত ভূমি।

টুমা—জমির টুকরা (যেমন এক কেরী টুমা) (ভুমা, বরিশাল)

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৭শ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

২। সীমা,—

আইল—আলি (তুলনীয়—হিন্দী আর, আরি কিম্বা আরী; আইল, আল—গয়া ও মুঙ্গের জিলার বিহারী ভাষায়)।

রাজ্ আইল—বড় আলি, যাহার উপর দিয়া লোক চলাচল করে (তুলনীয়—রাজপথ)।

খাল, নালা—খাল।

বান, বান্ধ্—বাঁধ।

তেমনিয়া, তেমন্তা, তিকাটি (করিমগঞ্জ)—তিন সীমার মিলনস্থান।

চৌমন্তা (নিয়া), চৌমনি (না)—চারি সীমার মিলনস্থান।

ধুর=দুই জমির ধানের মধ্যের ফাঁক; দুই টিলার মধ্যের ছোট রাস্তা (ফেঁচুগঞ্জ)।

। চাষের আসবাব পত্র—

লাঙ্গল।

জুআল—জোয়াল।

কুদাল—কোদাল।

পাজুন, পাজইন—গোতাড়ন যষ্টি।

চৌকাম, মই—মই (৪ খিলবিশিষ্ট মই চৌকাম, ৬ খিলবিশিষ্ট মই, শ্রীহট্ট সদর)।

দড়া—মোটা দড়ি।

খন্তা—মাটি খননের যন্ত্র, কুরপি (করিমগঞ্জ)।

কুন্দ—ক্ষেত্রে জলসেচনের কাষ্ঠনির্ম্মিত লম্বাকৃতি সেচনীবিশেষ।

হেঅইৎ, হেঅৎ—জলসেচনের ত্রিকোণাকৃতি সেচনীবিশেষ (করিমগঞ্জ সদর)।

৪। ফসল রক্ষা ও কর্ত্তনের আসবাব—

ছেল, জাটা=অস্ত্রবিশেষ।

উগার, টঙ্গ্=বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত ক্ষেত্ররক্ষকদের রাত্রিতে অবস্থানের নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চবিশেষ।

টাক=শূকর প্রভৃতি পশু তাড়াইবার জন্য বংশার্দ্ধ-নির্ম্মিত শব্দকারী যন্ত্রবিশেষ।

ছুল্‌পি=লৌহনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রবিশেষ।

কাচি=ধান কাটার অস্ত্র, কাস্তে।

জুত—সরু দড়ি, ধান কাটার পর বাঁধিতে ইহা লাগে, (তুলনীয় পালি, যোত্তানি)।

রাউজ্—দড়ি (করিমগঞ্জ; <রজ্জু)।

বেউ, বাঙ্গ্—ধান্য বহনের বংশনির্ম্মিত দণ্ড (করিমগঞ্জ সদর)

হুজা—ধান্য বহনোপযোগী সূক্ষ্মাগ্র বংশদণ্ড।

৫। চাষের কার্য্যে ব্যবহৃত জন্তু—

হাড়—ষাঁড়।

বিচাল, ভুলুয়া (করিমগঞ্জ অঞ্চল)=লড়াই করাইবার জন্য যে ষাঁড় পোষা হয়।

বলদ, দামা—বলদ।

দামা ছাও=ছোট বলদ।

ডেকা=বৃষ।

ডেকী=প্রসবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত গাভীকে ডেকী বলা হয়।

বাজুয়া ডেকী=বন্ধ্যা ডেকী।

বয়রা, ভইস্, মইষ=মহিষ।

কাকুনি=স্ত্রীমহিষ।

৬। কৃষির সরঞ্জামের অংশভেদ—

লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ—

ইশ্=লম্বা কাষ্ঠখণ্ড।

ফাল=লৌহনির্ম্মিত ধারাল ছোট কোদালের মত, যাহাদ্বারা ভূমি কর্ষণ হয়।

জোয়ালের বিভিন্ন অংশ—

হইল, হালি (করিমগঞ্জ)=সলি।

হড়্কি=জোয়ালের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কাষ্ঠ কিম্বা বংশখণ্ড।

আন=জোয়ালের মধ্যের লাঙ্গল আটকাইবার দড়ি।

৭। কৃষিকর্ম্ম ও কর্ম্মী,—

হাল তোলন লামানি=শুভ দিন দেখিয়া প্রথম হল চালন করা। ঐদিন পূজাদিও হয়।

হাল বাওয়া=চাষ করা।

বাইন করা=বপন করা।

পালট=লাঙ্গলের লম্বা লম্বা অঙ্কিত রেখা।

চাদেওয়া=চাষ করা।

হালুচা=কৃষক, চাষা।

চা (হ্)=চাষা। ইহাকে সাধারণতঃ রোজ রোজ পয়সা দিয়া চাষ করাইতে হয়। খাদ্য দিতে হয় না। যাহাদিগকে খাদ্য দিতে হয় ও মাহিনা দিতে হয়, তাহাদিগকে 'হালুচা' বলে।

বাছা উল=যাহারা জমির আগাছা বাছিয়া ফেলে।

বাইন উমানি=বপন শেষ করিয়া মই দিয়া ক্ষেত সমান করিয়া দেওয়া।

বাইন বাত্নি=ক্ষেতে জল জমাইয়া ২।৩ দিন আবদ্ধ রাখিয়া অন্য ঘাস ও তৃণ পচাইয়া জমি শস্য বপনের উপযোগী করা।

কাম্লা=কর্ম্মী।

রাখাউল, রাক্খুয়াল, রাখাল=গোরুর রাখাল।

বালা=বদল কর্ম্মী (একজনের সাহায্যে অন্য জন কাজ করিলে উপকৃত ব্যক্তি নিজে আবার সমান পরিশ্রম করিয়া তাহা শোধ করে,—এই প্রথাকে 'বালা' বলা হয়।

অজ=বদলী; গরু কিম্বা মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই 'অজ' হইতে পারে। 'বালা' শুধু চাষের বেলায় হয়; কিন্তু 'অজ' সাধারণ পরিবর্ত্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (যেমন,চাউল আজাইয়া আন)

বারি = পালা (জমির পাহারা দিবার)।

রাখালি = মাঠের ক্ষেত পাহারা দেওয়া।

পরদেও = পাহাড়ের ক্ষেতে রাত্রে পাহারা দেওয়া।

মড়ল, পাটাদার (করিমগঞ্জ) = মণ্ডল, কৃষকেরা শস্য বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যে জমিদারের খাজানা আদায় করিয়া লয়।

কাটাউল = যাহারা পয়সা লইয়া ধান কাটে।

দাওয়াউল = যাহারা পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে ধানই লয় (তুলনীয়—দাঐল, বরিশাল)

দাওয়া = ধানের জন্য ধান কাটা। তুলনীয়—পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ (শূন্যপুরাণ)।

লুড়াউল = যাহারা ধান কাটা হইয়া গেলে পরিত্যক্ত ধান্য সংগ্রহ করিয়া দেয়। ইংরেজী—*Gleaner* (লুড়া = কুড়ানো ধান, gleanings ; তুলনীয়—লোঢ়ী, চম্পারণ জেলা)

মাড়া দেওয়া = গোরুর সাহায্যে ধান গাছ হইতে ধান পৃথক্ করা।

উয়ানি = বাতাসের সাহায্যে আবর্জ্জনা হইতে ধান্য পৃথক করা; ইংরেজী—winnowing.

বীচধান = বীজের ধান।

হালি = অঙ্কুরিত ধান্যের গাছ, স্থানান্তরে রোপণের জন্য যাহা জন্মান হয়।

হালি বিচরা = যে স্থানে হালি জন্মান হয়। (বিচ্‌রা—দক্ষিণ ভাগলপুরে)।

চুচা (ধান) = যাহার সার নাই ও কখনও অঙ্কুরিত হয় না। (তুলনীয়—চিটা বরিশাল)।

আঁটি, আটি, আটা = ধানের আঁটি।

আম্বার = আঁটির অংশবিশেষ।

(হালি) রুআ = ধান্যরোপণ।

রুআউল = রোপণকারী।

(ধানের) পারা = একত্র সাজানো কাটা ধান।

ঢেরী, তুপ (করিমগঞ্জ) = ধানের স্তূপ।

খের = খড়।

তুষ, চুকন = চাউলের বাহিরের আবরণ।

ধান্যের বিভাগ

বাট = ক্ষেত্রস্বামী ও চাষার মধ্যে বিভাগ (তুলনীয়—বাঁট, চম্পারণ ও গয়া)

ভাগী জমি, বাগী = যে জমির কর ধান্য দ্বারা দিতে হয়। কিন্তু যে জমির কর মুদ্রায় দিতে হয় তাহাকে 'খাজনাই জমি' বলে।

চুক্তি বাগী = যে জমির করস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য দিতে হয়।

আধিয়া বাগী, আদ্যা(ধ্যা) আধা = যে জমির ধান অর্দ্ধেক ভূস্বামী ও অর্দ্ধেক কৃষক পায়।

তেভাগী = যে জমির ফসল ⅓ জমিদার ও ⅔ কৃষক পায়।

চৌথাই = যে জমির ধান ¼ জমিদার ও ¾ কৃষক পায়।

কেওয়াল, কেআল = যে ধান ওজন করে।

পরিমাণের দ্রব্য

সে(হে)র, পুরা, কাটি, পালি, ভুতা, পাইলা।

বীজবপনের প্রকার ভেদ

ধুল্যা বাইন = শুষ্ক জমিতে (ধূলির মধ্যে) বীজবপন।

পেকী বাইন = কাদার মধ্যে বীজবপন।

ছিট্(টা) মারা = উপযুক্ত রূপে চাষ না করিয়াই বীজ ছড়াইয়া দেওয়া (তুলনীয়—ছিট্টা, ছিটুআ, বিহার)

ধান্যের প্রকারভেদ

আড়াই, দুমাই = দুইমাস কিম্বা আড়াই মাসে যে ধান্য উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে।

চেংরি = চৈত্র—আষাঢ়, এই ৩ মাসে হয়।

কাতারি = অগ্রহায়ণ মাসে হয়। কাতারি নানা রকম যথা,—লাকি; বাজাই; বাদাল—১। বুরা বাদাল। ২। মুখ বাদাল। কাতি-বাগদার; বিরইন; ছিরমইন।

আমন—আমন ধান নানা প্রকারের, যথা—কচু; মাটিয়া; লাল; কালা; সুনার টেকই; গড়িয়া; উরুলা; মেতি; পরিছক; দুপানি; জুয়াল ভাঙ্গা।

বিরইনের প্রকারভেদ,—কাতি; সুনা; পুটি; বর্ম্মা; কালি।

কাইন—ইহা নানা প্রকার, যথা,—লাটি বা লাট্যা সা(হা)ইল; ঠাকুরভোগ; বাইজন বীচি; কালিজিরা; মেতি চিকণ; বীর পাক; দু(ধ)রাজ; বালাম; ভেড়া পাওয়া (করিমগঞ্জ); সায়েব সা(হা)ইল; বুর ধান; টুপা বুর; খইয়া বুর।

মনুষ্যদেহ

মুড়ি, মুড় = মাথা।

গিলু(য়া) = মস্তিষ্ক।

চউখ = চক্ষু।

থুতা = চিবুক।

রগ = শিরা।

বুনি = স্তন, স্তন্য।

চুপা = মুখ (নিন্দার্থে) [চুপাকরা = মুখে মুখে উত্তর দেওয়া]।

আটু = হাঁটু (আসামী—আঠু)।

মুড়া = গোড়ালি।

নাই = নাভী।

ঘাড় = কাঁধ।

উরাৎ = উরু।

লাইড় = নিতম্ব।

ড্যানা = বাহু।

মাড়ইল হাড় বা মাড়ল্যা = মেরুদণ্ড।

কৈল্জা = হৃৎপিণ্ড।

করট্ = পার্শ্ব।

চল্না, চন্না = কপালের পার্শ্ব।

সম্বন্ধবাচক শব্দ

ছাইলা ; ছালিয়া ; পুলা ; পুয়া ; পুত = ছেলে।

মুনি = মনুষ্য।

পরি ; কৈন্যা ; ঝেলা, ঝি ; মাইয়া = মেয়ে।

আবু = খোকা।

আবুদিয়া, আবুদ্যা = অবোধ শিশু।

দুদু = দিদি।

সাতাইমা বা হাতাইমা = সৎমা, বিমাতা।

সতি পুত, হতি পুত = সপত্নী পুত্র।

সতি ঝি = ঐ কন্যা।

পিআ = পিশা [পিশা > * পিহা > পিআ]

পী, পু = পিশী [পিশী > পিহী > পী]

মই, মসি = মাসী।

মৌআ = মেসো। তুলনায়—মাউসা (বরিশাল)

খুড়া = কাকা

পুতি = গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর বয়োজ্যেষ্ঠ ও পিতার সঙ্গে ভ্রাতৃভাবাপন্ন ব্যক্তি

দাদি = নিজের ভ্রাতৃভাবাপন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি।

দেওর = দেবর।

ভাউর = ভাসুর।

দেওরকর = দেবর পুত্র।

দেওর কৈন্যা = দেবর কন্যা।

ভাউরকর = ভাসুর পুত্র।

ভাউর কৈন্যা = ভাসুর কন্যা।

হৌর = শ্বশুর (শ্বশুর > *হহুর > হউর > হৌর)

হরী = শাশুড়ী (শাশুড়ী > * হাহুড়ী > হাউড়ী > হরী)

নাতি, নাতন = নাতী, নাত্নী।

মাউগ = স্ত্রী (গালি অর্থে।

মাউগা = স্ত্রীর বশীভূত ব্যক্তি।

ননয়ী = স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

ননন্দ্ (ননন্), নন্দ = স্বামীর কনিষ্ঠা ভগিনী।

জাল = জা।

কাচা পোয়াতি = নব প্রসূতি।

কাকু (আহ্লাদার্থে) = কাকা।

নয়া (নওয়া) বউ = নববধূ।

শালা (হালা) = শ্যালক।

শালী (হালী) = শ্যালিকা।

বৈ (বৈ) নারী = সই।

বৈন = ভগ্নী।

খুড়ন = খুড়ী (করিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে)।

জেঠন = জেঠী।

সুয়ামী, হাই (= সাঁই) = স্বামী।

তিরী = স্ত্রী (প্রাচীন বাঙ্গালায়ও 'তিরী')।

ঘর বাড়ী

দলান = দালান।

বড় ঘর = বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী যে ঘরে বাস করেন ও যেখানে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি থাকে।

লাকারী ঘর, কাচারী ঘর = বৈঠকখানা।

ঠাকুর ঘর = দেবতার ঘর। তুলনীয়—গোঁসাই ঘর (বরিশাল)।

টঙ্গী ঘর, আটচালা = বাড়ীর বাহিরের বড় ঘর।

মাণ্ডব = শ্রীহট্টে সাধারণতঃ দুর্গা ও চণ্ডী পূজার ঘরকে মাণ্ডব ঘর বলে ; তুলনীয় মণ্ডপ (বরিশাল)।

রসই ঘর = পাকের ঘর।

একচালা ; দুচালা, দোচালা ; চৌচালা = ঘরবিশেষ।

চবুতারা (চবুতরা = চত্বর) রোয়াক

আলং, ছায়ালা, ছাপটা, মাড়োয়া (ফেঁচগঞ্জ) = উৎসবাদি উপলক্ষে ২।৪ দিনের কাজ চালাইবার জন্য অস্থায়ী ঘর। তুলনীয় ছাপ্‌রা (বরিশাল), ছাবরা, ছায়লা (ফরিদপুর-কোটালিপাড়া)।

গুয়াইল ঘর, গরুঘর = গোশালা।

গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জাম

চাল = চালা।

পালা = খুঁটি।

ছন = উলুখড়।

বাশ = বাঁশ।

কুআ = এক জাতীয় ছোট বাঁশ।

ইকর, বাতা = যাহা দ্বারা বেড়া দেওয়া হয়। তুলনীয়—আসামী ইকরা।

মাড়ইল = ঘরের চালের নীচে লম্বালম্বি যে বাঁশ থাকে।

তীর, ঠাউক্‌রা = ঘরের চালের নীচের বংশখণ্ড;

বাকা = বাঁকা বা তেরছা বংশখণ্ড।

কোঞ্চি = সরু বাঁশ।

ঢিকা = ঠেকা।

খাপ = বাঁখারি।

বর্‌গা = বরগা।

চটী = পাতলা বাঁখারি।

বেত = বেত্র।

খালি = বেত তৈয়ার করিবার উপযুক্ত বাঁশের টুক্‌রা।

পুতা (= পোতা) = ঘর তোলার পূর্ব্বে ঘর তৈয়ারের উপযোগী উচ্চ ভূমি।

ভিটা = যে ভূখণ্ডে বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়।

উসারা, উছ্‌রা; হাইত্‌না; ধাইর = বারান্দা।

পুলি = ঘরের কোঠা। (আসামীতেও)

উগার = ঘরের মধ্যে জিনিষ পত্র রাখিবার মাচা। তুলনীয়, উগের (কোটালিপাড়া) উঘের, হাপার (বরিশাল)।

চাঙ্গী = বাঁশের চটী প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পুস্তকাদি রাখিবার মাচা।

চাঙ্গ = কাঠ প্রভৃতি রাখিবার মাচা।

থাক্‌ = জিনিষপত্র রাখিবার মৃত্তিকা কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত সিঁড়ি।

ছেইচ্‌, ছাইচ্‌ = বৃষ্টি হইলে যেখান দিয়া ঘরের চালের জল পড়ে।

পল্লব = ছেইচ্‌ এবং বারান্দার মধ্যস্থান।

চান্দর, গজ = ঘরের প্রস্থের দিকের পার্শ্ব।

কানি, বাজু = কিনারা।

ঝাপ = একজাতীয় বেড়া।

বেড়্‌, বেড়া = বেড়া।

টাট্টি = এক জাতীয় বেড়া, ঝাঁপ। (কোন কোন স্থানে পায়খানা অর্থেও হিন্দুস্থানী 'টাট্টি' শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

রন্ধন বিষয় শব্দ ও গৃহস্থালীর তৈজসাদি

রসই (রসুই) ঘর = রান্নাঘর।

পাখাল, চুলা = উনুন। তুলনীয় আখা (ফরিদপুর-কোটালিপাড়া) আহাল (বরিশাল, < পাকশালা)।

পাতিল = মাটির হাঁড়ি।

তসলা — পিতলের হাঁড়ি।

ডেগ = পিতলের বড় হাঁড়ি।

কড়াই — কড়া।

হাতা — হাতা, দর্ব্বী।

বাউলি — বেড়ী (তুলনীয়—বাওলী, ফরিদপুর-কোটালিপাড়া)।

খন্তা — খুন্তি।

পিড়া — উনুনের উপরের মাটীর উচ্চ শৃঙ্গত্রয়।

লাক্‌ড়ি, খড়ি, দারু = জ্বালানী কাঠ (খরি, আসামী)

দেড়িয়া (দেরিয়া) হওয়া = হাঁড়ির একদিকে ভাত কম ও একদিকে বেশী সিদ্ধ হইলে 'ভাত দেড়িয়া হওয়া' বলে।

টানান = মাছ প্রভৃতিকে অল্প ভাজা করিয়া রাখা।

সাত্‌লান = তরকারির মধ্যে জল দেওয়ার পূর্ব্বে মশলা দিয়া নাড়িয়া একটু ভাজার মত করা।

সম্ভার দেওয়া = উত্তপ্ত তৈল কিম্বা ঘৃতে পাঁচফোড়ন লঙ্কা প্রভৃতি দিয়া ডাল প্রভৃতি ঢালিয়া দেওয়া।

পাটা = শিল।

পুতাইল = নোড়া (তুলনীয়—পুতা বরিশাল, ফরিদপুর-কোটালীপাড়া)।

ছিক্কা = শিকা।

পিড়ি, পিড়া = পিড়ি।

থাল = থালা।

গেলাস, গলাস, গল্লাস = গ্লাস।

কাচন — ছোট বাটী।

লুটা = ঘটী।

থাদা = পাথর বাটী।

পাথৈর, পাথুর = পাথরের থালা।

ঘুটনি — কাঁটা।

মালসা — পিতলের।

মটকি(কা), হাড়া = বড় মাটির হাঁড়ি।

পাতিল — ছোট হাঁড়ি।

ডালিয়া = মাটীর মাল্‌সা।

কাই = মাটীর পাত্রবিশেষ।

মুছি — খুরির আকারের পাত্র, প্রদীপরূপে ব্যবহৃত হয়।

ঘটি — ঘটী।

চাটা — প্রদীপ দেওয়ার।

কটরা, কট্টা — কৌটা।

গাছা, ঠনা = প্রদীপ রাখার জন্য কাষ্ঠ কিম্বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উচ্চ পিলসুজ; অন্যত্র—দেরখুয়া, দেউরখা।

টুকরি; আগুল; উড়া; উড়ি = ঝুড়ি; তুলনীয় আগৈল (বরিশাল, ফরিদপুর)।

ধুচৈন, ধুচনি = ধুচুনি।

চালৈন = চালুনি।

কুলা = কুল্য, কুলা।

খলৈ, ডুলা, কাকরাল = মাছ রাখার পাত্র।

পেটেরা, ঝাপি = পেটা।

পুরা = ধান মাপের পাত্র-বিশেষ।

সে (হে) র = ঐ ছোট।

চৈতা

ছুরইন = ঝাঁটা।

খাদ্য দ্রব্য

আলা চাউল, আলুয়া = আতপ তণ্ডুল।

উনা = সিদ্ধ চাউল (<উষ্ণ)।

আম্বল = টক।

ডাইল = ডাল।

তরকারী, বেন্নুন, বেঞ্জন = ব্যঞ্জন।

চরচরিয়া, চর্চ্চরা, তর্তর = ঝাল তরকারী।

আনাজ = অপক্ব তরকারী।

করুয়', কউরা, করু শুকনা ঝাল।

শুক্তানি, শুকৎ = শুকতানি।

হাও, হাগ = শাক।

খুদের (= খুদর) জাউ = খুদের তৈয়ারী ভাত। তুলনীয়—সাত হাড়ী মোহা বীর খায় খুদ জাউ (কবিকঙ্কণ ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃঃ)।

জাউ = শ্রীহট্ট সহর ও তন্নিকটস্থ স্থানে প্রাতর্ভোজন মাত্রকেই জাউ বলে।

পানিভাত = জলভাত

বাই ভাত, কর্‌করা ভাত = বাসিভাত।

লাবড়া = নিরামিষ ডালনা, ইহার প্রধান উপাদান লাউ।

রসর জাউ = আখের রস দিয়া প্রস্তুত অন্ন। মিষ্টান্ন।

পরমন্ন = মিষ্টান্ন।

পুলাও = পোলাও।

পিষ্টক-ভেদ—পুরি; মালপো; পাটী-হা (সা)প্‌টা; চই পিঠা; দুধ পুলি; সিদ্ধ পুলি; খোলা (খুলা) পিঠা; উনা পিঠা (<উষ্ণ); পাইতলা, রুটী, তসলা; চুঙ্গা পিঠা = একজাতীয় বাঁশের সাহায্যে ইহা প্রস্তুত হয়; কাছনি পিঠা।

নালিগুড় = একজাতীয় পাত্‌লা গুড়।

উকরা = গুড়মিশ্রিত চিড়া অথবা খই (মুড়্‌কি)।

পাগ দেওয়া = খৈ চিড়া প্রভৃতি উত্তপ্ত গুড়ে মাখান।

লাড়ু = মোয়া।

সেওয়াই = ডাল ও গুড়দ্বারা প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

কালাইর সন্দেশ = কলাইর সন্দেশ।

তক্‌তি = নারিকেল দ্বারা তৈয়ারী মিষ্ট খাদ্য।

চিরা জিরা = নারিকেল দ্বারা তৈয়ারী চিড়া জিরা।

তরকারী ও ফল

আনাজ = তরকারী।

বাইঙ্গন, বাঙ্গইন (মুসলমান) = বেগুন।

পাতি লাউ = কদু (মুসলমান) = লাউ।

স(হ)পরি লাউ = মিষ্ট কুমড়া।

উদাইয়া = উচ্ছে।

করলা

ঝেঙ্গা = ঝিঙ্গা।

উরি = সিম।

ফান = মানকচু।

মুখি = কচুর মুখি, অঙ্কুর।

ডেঙ্গা, ডুগি = ডাঁটা।

হুআ, খিরা = শশা।

কুশ্যাইর, কুশিয়াইর, কুশার = আঁক।

কয়ফল = পেঁপে।

চিনার

বাঙ্গী = ফুটি।

জামীর = কমলা।

লেম্বু = লেবু।

তেতই, আমলি = তেঁতুল।

চৈল্‌তা = চাল্‌তা (—অউ, আসামী)

আনানাস = আনারস

জাম্বুরা = বাতাবি লেবু। তুলনীয়, ছোলম (বরিশাল)

ডেফল

টকুরই, লুকলুকিয়া।

কাঠল = কাঁঠাল।

কাউ = ফলবিশেষ।

ডেউয়া = ফলবিশেষ

করচ, করঞ্চা = ঐ

কামরেঙ্গা, কাপরেঙ্গা = ঐ

পিষ্টি, পিসণ্টি = ঐ

আমড়া = ফল ; তুচ্ছার্থেও ব্যবহার হয়।

ভূবি = ফল বিশেষ। (= লটকা, ফরিদপুর)।

স(হ)পরি = পেয়ারা।

বরই = কুল।

কলার প্রকারভেদ—

কলা,—

ডিঙ্গামাণিক

লম্বী = শাইল কলা।

চাম্পা কলা = চাঁপা কলা।

আগ্নি চাম্পা

আজী কলা

ভূষা শা (= হা) ইল }

ঐ লম্বী }

গেরা কলা

পূজার জিনিষ

তামার টাট্।

রিকাব (রিকাবি) }

টাটী } পিতলের ছোট থালি

ছিপ কুশা = কোষা কুষী।

ধূপতি = ধূপের পাত্র।

চাটা = প্রদীপ।

সইল্তা, হি(সি)জ = সলিতা।

নবিদ, নবিদ্দি, চাউল পসাদ = নৈবেদ্য।

ছেপায়া = তেপায়া (কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে), নৈবেদ্যের থালা রাখার ত্রিপদ-বিশিষ্ট গোল টুলবিশেষ।

নৌকা ও তাহার সরঞ্জাম

ছরমদান = সরঞ্জাম।

নাও = নৌকা।

চৈর, লগি।

বৈঠা।

দাড।

ম (মা) স্তল

ডাণ্ডি—পালের দণ্ড।

পাল।

ডাণ্ডি দড়ি।

হেওইৎ, হেওৎ = সেঁউতি ; "কাঠের সেঁউতি মোর হৈলা অষ্টাপদ"—অন্নদামঙ্গল

উ(হু)ক্কা—হুঁকা।

কল্কি—কল্কে।

তামাউক, তামুক = তামাক।

টিক্কা, টিকি—টিকিয়া।

আল্যা, আলিয়া।

তুষ।

চুকল।

লেম্টন—লণ্ঠন।

চাটি—নল কিম্বা মূর্ত্তার তৈয়ারী।

ছইয়া, ঘুম্টি—নৌকার উপরের আচ্ছাদন।

কেওর—দরজা।

ধাপর—পার্শ্বের আচ্ছাদন।

নাওর তলি—নৌকার নিম্নদেশ। তুলনীয়, নাব্র তলি (আসামী)

ভাট্টোল, ভাইট্টল = পিছনের আচ্ছাদন।

দাড়গনা = দাঁড়ের ত্রিকোণাকৃতি কাঠ।

হরই—দাঁড়ের দড়ি।

চরাট = নৌকার ভিতরের আচ্ছাদন। (উপুর চরাট, মুর চরাট)।

মাচাইল—বাহিরের চরাট।

গলই, ছেও।

চণ্ডীপাট।

বাতা।

পাতাম—চেপ্টা লোহা।

পেরাগ—পেরেক।

গালা, নাওয়ের গালা

গুড়া

গেরাবি, নঙ্গর।

গুণ—দড়ি।

পাড়া = নৌকাবন্ধনের কাঠ কিম্বা বংশদণ্ড।

বাইছা = নৌকা চালক। (আসামীতেও)

বাইছ—নৌকাদৌড়।

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, ৬ই জুন ১৯৩০, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় বলিলেন, অদ্য স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমার আর এক প্রিয় বন্ধুর কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িতেছে—তিনি আমাদের স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা উভয়েই রামেন্দ্র-বাবুর সহকর্ম্মীরূপে তাঁহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পরিষৎ ও বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি আমাদের উভয়কে তাঁর ডান ও বাঁ হাতরূপে অনেকের নিকট পরিচয় করাইয়া দিতেন। আজ রাখালবাবুর অভাব অত্যন্ত বড় বলিয়া অনুভব করিতেছি। রামেন্দ্রবাবুর সব চেয়ে বড় স্মৃতি এই পরিষৎ, আর তার চেয়ে বড়—পরিষদের জন্য তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা। পরিষদের কাজকে তিনি নিজ জীবনের দৈনন্দিন কাজ বলিয়া মনে করিতেন, এবং পরিষদের কাজেই তিনি নিজেকে মিশাইয়া দিতেন। তিনি এবং ব্যোমকেশবাবুর সাধনা না থাকিলে পরিষৎকে আজ যে অবস্থায় দেখিতেছি, তাহা হয় ত দেখিতে পাইতাম না।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, পরিষৎ আমাদের বাঙ্গালী জাতির একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান। ইহার স্থাপয়িতাগণ ইহা পরিচালনের যে গুরু ভার আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন আমরা কখনই ভুলিয়া না যাই। জাতীয় শক্তি যাহাতে ক্রমশঃ অধিকতর বলশালী হয়, তজ্জন্য বর্ষে বর্ষে শক্তিমান্ পুরুষগণের জীবনী আলোচনা করা দরকার। এই পরিষৎ যে সকল শক্তিমান্ পুরুষের শক্তি ও সাধনার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া শরীরে শক্তির সঞ্চার হইতেছে। আমি তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে যেমন স্বর্গীয় স্যর আশুতোষকে বুঝায়, তেমনি আমাদের এই পরিষৎ বলিতে রামেন্দ্রসুন্দরকেই বুঝায়। ইহার প্রতি ইষ্টকখণ্ড তাঁহার ও ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতি-জড়িত। আমাদের দেশের শত শত প্রতিষ্ঠানের মত ইহার শৈশবেই লোপ না হইয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন; তাহার জন্য দেশবাসী তাঁহাদের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি অন্যান্য সহকর্ম্মিগণের প্রতি বিশেষ স্নেহ-মমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সকলকে পরিষদের প্রেমিক করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিষদের বলবৃদ্ধির জন্য যেমন একদল সাহিত্যিক ও কর্ম্মী গড়িয়া তোলেন, তেমনি ইহার অর্থ-সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য নিজ আত্মীয় লালগোলার মহারাজ বাহাদুরকে পরিষদের কাজে নামাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বধামগত আত্মার উদ্দেশে আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজকে ধন্য মনে করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, তাঁহার কথা এত মনের ভিতর আসিয়া এক সঙ্গে জমা হয় যে গুছিয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত। তিনি পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পরিষৎ বলিতে তাঁহাকেই আমরা বুঝিতাম।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর আমার বাল্যবন্ধু। ১৮৮০ হইতে আমরা উভয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম। অনেকের ধারণা যে, স্যর আশুতোষের সহিত তাঁর মনোমালিন্য ছিল। সে কথা মোটেই ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ সৃষ্টি করিয়া স্যর আশুতোষ রামেন্দ্রসুন্দরকেই বাঙ্গালা বিভাগের কর্ত্তা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অসুস্থতাবশতঃ সে কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। লালগোলার মহারাজ বলেন, রামেন্দ্রবাবু তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট, সম্বন্ধে বৈবাহিক, তথাপি তিনি তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, এখানে এমন কেহই নেই, যিনি জানেন না যে, রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের কতখানি ছিলেন। পরিষদের আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে কাশিমবাজার রাজবাটীতে "মাতৃমূর্ত্তি" নামে যে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া বক্তা বলিলেন যে, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পড়াইতে হইলে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া পড়াইতে হয়। ইহা অপেক্ষা বিসদৃশ ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালা বুঝাইতে বাঙ্গালীর পক্ষে অন্য ভাষার সাহায্য লওয়া অপেক্ষা আর কি বিড়ম্বনা হইতে পারে! তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিলেন বাঙ্গালায় "যজ্ঞকথা" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালা মাকে তিনি যে ভাবে চিনিতেন, যেমন ভালবাসিতেন, আমরা সে রকম চিনিতে ও ভালবাসিতে পারিলে আমাদের অভাব কিসের?

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় অদ্যকার এই বিশেষ অধিবেশনে তরুণ সাহিত্যিকগণের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই এই পরিষৎ বা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের জিনিষ মনে করে চল্‌তে হবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁর পিতা অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন—অনেক চিন্তার পর ছেলের নাম রেখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরের সকল কাজ, সকল কথাই সুন্দর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর হাতের লেখা অতি অসুন্দর ছিল। আমাদের মত অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকের পক্ষে তাঁর লেখা পড়ে হজম করা কঠিন হত। এই পরিষৎ যে তাঁর সব চেয়ে বড় সাধের স্মৃতি মন্দির, তা সকলেই স্বীকার করবেন। তাঁর স্মৃতি পূজা অন্য রকমে না করে যাতে এই পরিষদের সেবা করতে পারি—তার জন্য আমাদের সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত—আর তা' হ'লেই বোধ হয়, তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করবে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৩২এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, ১৫ই জুন ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়ের অভিভাষণ, ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের এবং (খ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের চিত্র, ৩। ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৪। সপ্তত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৫। সপ্তত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৬। সপ্তত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৭। সহায়ক ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৮। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ বর্ত্তমান বর্ষের ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

২। সভাপতি মহাশয় (ক) ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ মহাশয়ের এবং (খ) ৺রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাঁহাদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। প্রথম চিত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় দান করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় চিত্রখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি উদ্দেশে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়াছেন। চিত্র-প্রদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয় ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কোন কোন বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইলে উক্ত কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হইল এবং ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণ গৃহীত হইল।

৪। সম্পাদক মহাশয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, হিসাব পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহা ছাপা হইবে।

৫। সপ্তত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করা হইল এবং নিম্নোক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

সহকারী সভাপতিগণ—

১। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

৩। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

৪। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৫। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

৬। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী।

৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

" হেমচন্দ্র ঘোষ।

" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

" চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

সমর্থক— " সতীশচন্দ্র বসু।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

সমর্থক— " শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনে

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

সমর্থক— " কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমর্থক— " নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবক—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ অনাথনাথ ঘোষ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

সমর্থক— „ অনাথবন্ধু দত্ত।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপদপ্রার্থিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—*১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৩। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, *৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, *৫। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৭। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৮। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, *৯। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ১০। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ১৫। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর, ১৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, ১৮। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *১৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, *২০। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

* তারকাচিহ্নিত ৬ জন সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ার ২০শ সভ্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নিম্নলিখিত নির্ব্বাচিত ছয় জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন,—

১। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর, ৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন।

এতদ্ব্যতীত শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত মণীবিনাথ বসু সরস্বতী, ৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। শাখার প্রতিনিধি ছয় জনের মধ্যে উক্ত চারি জন ব্যতীত নিম্নোক্ত দুই জন শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে নির্ব্বাচিত হইলেন,—৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, উপরিউক্ত ২৬ জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৭। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে গড়বেতা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৮। সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৭ই আষাঢ় ১৩৩৭, ২২এ জুন ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসসি মহাশয়-লিখিত "জৈনসাহিত্যে নাম-সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১০ম মাসিক ও ১৯শ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। কোন নূতন সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব না থাকায় এ বিষয়ের আলোচনা হইল না।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত ও তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৪। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসসি মহাশয় তাঁহার "জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় বলিলেন, আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতায় অঙ্কের বামাগতিই বেশী দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল (হুসেন সাহের সময়ে ১৪১৭ শকে লিখা) অঙ্কের ডান দিকে গতি দেখা যায়। অঙ্কের বামাগতি কবে হইতে হইল, তদ্বিষয়ে জানাইতে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ করি

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ও রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুরের লিখিত শব্দ-সংখ্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি হইতে আমাদের মত গণিত শাস্ত্রের অব্যবসায়ী সাধারণ সংস্কৃতালোচীদিগের বিশেষ উপকার হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই বিষয়ে আমার কয়েকটি বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে প্রবন্ধকারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি,—প্রবন্ধ-লেখকগণ শব্দ-সংখ্যা প্রকাশের কতকগুলি উপায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নক্ষত্রাধিপের সাহায্যে গণনার কোন নির্দ্দেশ নাই। অথচ

বঙ্গদেশে অন্ততঃ ১৫০।২০০ শত বৎসর যাবৎ নিমন্ত্রণ-পত্রে 'মান' নির্দ্দেশের সময়ে 'অগ্নিষম দহন কমলজ' প্রভৃতি নক্ষত্রাধিপের সাহায্য লওয়া হইতেছে। এই প্রথা বঙ্গে খুব বেশি প্রচলিত। ইহার মূল কি, এবং প্রাচীনতাই বা কত?

ডক্‌টর দত্ত মহাশয় "জৈন-সাহিত্যে নাম-সংখ্যা" প্রবন্ধে নাম-সংখ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের যে মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা খুবই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, অনতিপ্রাচীন গ্রন্থাদিতে সময়-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে এবং আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ-পত্রে লাঘবের উদ্দেশ্যে আদৌ এই প্রথা অবলম্বিত হয় নাই—পক্ষান্তরে কাঠিন্য সম্পাদন, গৌরবরক্ষা এবং অপণ্ডিতের দুর্ব্বোধ্যতা সম্পাদনই পরবর্ত্তী যুগে এই প্রথা অবলম্বনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমানেও সেই কারণ অব্যাহত রহিয়াছে। প্রাকৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থে "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" এই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নিয়ম অতিক্রম করিয়া দক্ষিণগতি প্রবর্ত্তনের কারণ সাধারণের সৌকর্য্যসাধক বলিয়া মনে হয়, বামগতি বোঝা সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণের পক্ষে কষ্টসাধ্য। শব্দ-সংখ্যা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ায় প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সময় নির্দ্দেশক দুর্ব্বোধ্য অংশগুলি বুঝিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইচ্ছা করিয়াই পাঠকের অসুবিধার জন্য যে সকল অংশ দুর্ব্বোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই সকল অংশ বুঝিবার উপায় কি? আমি দুইটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের লিপিকাল-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"শাকে ব্যাঘ্রী-কুচগিরিহরেঃ পুত্রকাবাস্য নেত্রে।" সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় কাশীদাসী মহাভারতের একখানি পুথিতে সময়নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে একটি হেঁয়ালির মত কথা আছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৪শ ভাগ ২২৩ পৃঃ) আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। এই সকল অংশের অর্থ করিবার উপায় কি?

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি "অঙ্কস্য বামাগতি" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শীঘ্রই তাহা পরিষদে দিবেন। তিনি নক্ষত্রাধিপের সাহায্যে গণনার কোন প্রসঙ্গ পান নাই, তবে বৃহজ্জাতকে কিছু কিছু আছে বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয়।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা

১। Bengal Government ২; ২। রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১; ৩। Smithsonian Institution ৩; ৪। India Government, Central Publication Branch ২; ৫। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১; ৬। শ্রীযুক্ত গণপতি-

সরকার বিদ্যারত্ন ৩ ; ৭। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসু মল্লিক ১ ; ৮। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২ ; ৯। The Director of Industries, Bengal ১ ; ১০। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২৭ ; ১১। কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি ১ ; ১২। শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক ১৪ ; ১৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ১ ; ১৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৩ ; ১৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় ৪ ; ১৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ১ ; ১৭। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ১ ; ১৮। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ১ ; ১৯। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর ১ ; ২০। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বটব্যাল ১ ; ২১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সিংহ ১ ; ২২। সাধু শান্তিনাথ ১ ; ২৩। শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর কটকী শর্ম্মা ১ ; ২৪। The Surveyor General of India ১।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

১০ই আষাঢ় ১৩৩৭, ২৫এ জুন ১৯৩০, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—(ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং (খ) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম এ মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "আমরা" নামক কবিতা আবৃত্তি করিলেন, তৎপরে বলিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু বঙ্গদেশের পক্ষে অতিশয় ক্ষতি-জনক হইয়াছে। তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ কবিতায় তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দান করিয়াছেন। পরিষৎ এই শ্রেণীর কবি ও সাহিত্যিকের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গৌরবান্বিত হইবেন।

তৎপরে তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয় বলিলেন যে, তিনি বন্ধুবৎসল, স্বল্পভাষী ও সংযমী ছিলেন। তিনি কোনরূপ দলাদলি পছন্দ করিতেন না। হৃদয়-বিনিময়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান গুণ ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। তিনি দেশীয় নৃত্যকলার উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া গিয়াছেন এবং এই জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হওয়া অগৌরবের হইবে না, তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "মনের মরম"—এই গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নজরুল ইস্‌লাম মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের "নবজীবনের গান" আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, এই চিত্র প্রস্তুতের জন্য বালীগঞ্জ সানি পার্কস্থিত "ললিতকলা-সংসদ্" পরিষৎকে এক শত টাকা দান করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত কবির কতিপয় বন্ধু ও গুণগ্রাহী অন্যকার অধিবেশনের ও চিত্রের বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয় স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মণিলাল-প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া বলিলেন, মণিলাল প্রথমে স্বদেশী সানাইয়ে সুর দেন, শেষে ললিতকলার আলোচনা করেন। সমাজসংস্কারেও তিনি হাত দেন। সভা-সমিতিতে স্ত্রীলোকের বক্তৃতা দেওয়াইবার ও সভায় নেতৃত্ব করাইবার সূত্রপাত তিনিই করেন। আমাকে দিয়া এই সব কাজ করান। আমরা প্রতাপাদিত্য উৎসব ও পরে বীরাষ্টমী উৎসবের সৃষ্টি করি। এই আন্দোলনে গোঁড়ার দলও বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উদয়াদিত্য-উৎসবাদি মণিলালের সহায়তা ব্যতিরেকে হইতে পারিত না, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। সাহিত্য-প্রচার ও সাহসিকতা-প্রচারে তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁকে পুত্রসম স্নেহ করিতাম। বঙ্গ-সাহিত্যে তিনি অমর স্থান অধিকার করায় আমি গৌরবান্বিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক মহাশয় একটি গান করেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার ভাদুড়ী মহাশয় দান করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

সভাপতি মহাশয় সভায় আলোচনাকারিগণকে ও বিশেষভাবে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী মহাশয়াকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের "টিকি-মঙ্গল" গান গাহিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব।

১৪ই আষাঢ় ১৩৩৭, ২৯এ জুন ১৯৩০, রবিবার।

প্রাতে—গোরস্থানে

প্রাতে ৭॥০টায় লোয়ার সার্কুলার গবর্ণমেণ্ট সিমেট্রিতে কবিবরের ও তাঁহার পত্নীর সমাধি পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও প্রার্থনা হয়। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত, ডক্টর শ্রীযুক্ত মরেনো এই প্রার্থনায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয় এক কবিতা পাঠ করেন।

অপরাহ্নে—পরিষদ্ মন্দিরে

এই দিন পরিষদ্ মন্দিরে অপরাহ্ণ ৬টায় তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন হয়।

ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে রোগশয্যায় শায়িত জরাজীর্ণকলেবর কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ প্রদান করিয়া, কবির অপ্রকাশিত গান পাঠ করিলেন। এই গানগুলি তিনি ক্ষেত্রমোহন আশ মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

৩। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের কথোপকথন' আবৃত্তি করিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "নীলধ্বজের প্রতি জনা" আবৃত্তি করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ২য় সর্গ হইতে 'ব্রহ্মলোকবর্ণনা' পাঠ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, মধুসূদনের অন্তঃকরণ অতি উদার ছিল; তাঁর নিকট টাকা পয়সার কোন মূল্য ছিল না। তাঁর মক্কেলদের কেরাণীরা তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁদের নোট দিয়া কি গিনি দিয়া বিদায় করিতেন, তাহা তাঁহার খেয়াল থাকিত না। তিনি সর্ব্ববিধ রচনায় নূতনত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

৭। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকৃষ্ণ দেব এম এ, বি এল এডভোকেট মহাশয় 'খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর' কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন যে, যেন তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শুধু "মধুসূদন গ্রন্থাগার" নাম করেন। মধুসূদন মাইকেল হইলেও সনাতনী রামায়ণ-মহাভারত হইতে তিনি তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খিদিরপুরে দুইটি পার্ক আছে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ একটির নাম "মধুসূদন উদ্যান" রাখা উচিত।

৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, ৫০০ বছরের আগেকার

কাব্যের তুলনায় এখনকার কাব্যের যথেষ্ট রূপান্তর হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে বাহিরে রেখে এখন আর ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা চলে না। তখনার কাব্যে রস যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু আজকালকার কাব্যের মত তাহাতে দেশাত্মবোধ, বিশ্বমানবতা প্রভৃতির প্রভাব ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যেন একটু পাগলামি আছে, তাঁরা গতানুগতিক পথে চলেন না—পুরাতনের নিয়মের নিগড় মানেন না—তাঁরা সৃষ্টি করেন। মধুসূদন আমাদের সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। মধুসূদনের সৃষ্টি দেশ মেনে নিয়েছে : তাঁর বিশ্বমানবতা, খাঁটী বাঙ্গালীত্ব তাঁর কাব্যের অঙ্গ। কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের ছাপ তিনি হৃদয় হ'তে মুছে ফেলতে পারেন নাই। তিনি একবার আমাদের ঢাকায় গিয়াছিলেন—কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে ঢাকার পক্ষে অভিনন্দিত করেন।

৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, মধুসূদন একাধারে কবি ও বিদ্রোহী ছিলেন। প্রকৃত কবি হন দ্রষ্টা—সাধারণের চোখে যেটা পড়ে না, কবি তা দেখতে পান। সেই দৃষ্টিতে যেটা তাঁরা দেখেন, সেটাকে তাঁরা ভাষায় ফুটিয়ে মূর্ত্ত করেন—সে জিনিষটা একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়। Volcanic Fire বা গৈরিক প্রভাব কবির আর একটা রূপ ; উচ্ছৃঙ্খলতাও তাঁর একটা রূপ। মধুসূদনের এই সব রূপ নানা ভাবে দেখতে পাই। এই বলিয়া তিনি মেঘনাদবধকাব্য ৬ষ্ঠ সর্গ হইতে কিছু আবৃত্তি করেন।

১০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন, কবি মাত্রেই বিদ্রোহী। মধুসূদন বিদ্রোহী হ'য়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করে কাব্য লিখলেন, তাঁকে ঠাট্টা করে ছুছুন্দরী বধ কাব্য রচিত হ'ল। তখনকার লোকের মানসিক অবস্থাই এইরূপ ছিল। মাইকেল নারী-জাগরণের পথ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাই এত দিনে আমরা নারী-জাগরণের প্রভাব বুঝতে পারছি।

১১। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, মধুসূদনের ছিল ঐশী প্রতিভা। এক বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে তিনি কাব্য রচনা করেন। কখনও তিনি মক্‌স করেন নাই। তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একাধারে তেজস্বী ও কোমলস্বভাব ছিলেন। স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় বলতেন, মধুসূদন দরিদ্র হ'লেও তাঁর প্রতি চাওয়া যেত না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমি ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক হ'লেও মধুসূদনের কাব্য রীতিমত পড়িয়া থাকি। যতই পড়ি, ততই মুগ্ধ হই। মধুসূদন পুরামাত্রায় ইংরেজী ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ডি-রোজিওর ছাত্র ছিলেন, তার ফলে তিনি খ্রীষ্টান হন। তিনি যে প্রতিভাশালী ছিলেন, তা তাঁর জীবনী আলোচনা করলেই বেশ জানা যায়। সে প্রতিভা ফোটবার পরিচয় পাই, তার ইংরেজী কবিতা-চেষ্টায়। তাতে তিনি খ্যাতি লাভ করতে পারেন নাই। প্রতিভা ফোটবার আবশ্যক হলে ভাষা আবশ্যক হয় না। তিনি ইংরেজি কাব্য লিখে খ্যাতি পান নাই বলে তাঁর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদিগের উৎসাহে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করে তা আয়ত্ত করলেন। তার ফলে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে যে অমূল্য রত্নরাজি তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তাতে জগদ্‌বাসী মুগ্ধ হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর স্থান হ'য়েছে। আমি তাঁর ভক্ত। তাঁর স্মৃতি-বাসরে তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার অবসর পেয়ে আমি ধন্য হ'লাম।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২১এ আষাঢ় ১৩৩৭, ৬ই জুলাই ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ সামসুখা মহাশয়-লিখিত "জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত তিন জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলি উপহারদানের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখা মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার "জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরসম্প্রদায়ের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাঠ করিলেন। তৎপরে বলিলেন, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়-ভুক্ত। তিনি দিগম্বর-সম্প্রদায়ের বিষয় যথেষ্ট মত উদ্ধৃত করেন নাই। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ বিবাদ চলিতেছে, বোধ হয়, অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ততটা নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলেন যে, তাঁহারাই প্রাচীন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে এই সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় এম এ, পি-এচ ডি (লণ্ডন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কুমিল্লা। ৩। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৪৬ জি হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণ ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা।

১। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৬, ২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৭, ৩। Bengal Government ১, ৪। Manager, Government of India Central Publication Branch ১, ৫। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ১, ৭। রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণ ১৬৮ ও ক্যালেণ্ডার ৩২)।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

২১এ আষাঢ় ১৩৩৭, ৬ই জুলাই ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সুরদাস" সম্বন্ধে পঞ্চম বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ।

সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ মহাশয় "সুরদাস" বিষয়ে তাঁহার শেষ বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুকে তাঁহার বিপুল পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় বলিলেন,—এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালায় আগে হিন্দী চলিত। সুরদাস ও তুলসীদাসের আলোচনা এ দেশে ছিল ও এখনও আছে।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২৮এ আষাঢ় ১৩৩৭, ১৩ই জুলাই ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও পরম-সুহৃদ্ জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, যাদের শেষে যাবার কথা, তাঁরা আগে চলে যায়। আর তাদের এক একজনের শোক-সভায় আমাদের নেতৃত্ব ক'রতে হয়।—এ কাজ নিষ্ঠুর ও গ্লানিকর কর্ত্তব্য। রাখাল আমার পুত্রের সহপাঠী ছিল। সেই জন্য তাকে ছেলেবেলা হ'তে জানতাম। তার সরল প্রাণ, অকপট বন্ধুবাৎসল্য ও নিঃশঙ্ক চিত্ত দেখে মুগ্ধ হ'তাম। অনেক সময়ে নিজেকে বিপন্ন ক'রে সে বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছে। সে প্রকৃত ঐতিহাসিক ছিল। পল্লবগ্রাহিতা তার মধ্যে ছিল না। রাজা রাজেন্দ্রলালের পর স্বাধীনভাবে ঐতিহাসিক আলোচনায় ডক্টর রামদাস সেন ও মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম করা যায়। তাহার পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে রাখালের নাম সর্ব্বাগ্রে করা চলে। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার তাকে অমর করে রাখবে। তার মৃত্যুতে পরিষদের, বঙ্গদেশের, কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সমগ্র ভারতের বিশেষ ক্ষতি হ'ল।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় রাখালবাবুর অন্যতম সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ বাহাদুর রাখালবাবুর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি রাখালবাবুর ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও চিত্রশালার স্থাপয়িতা, বঙ্গসাহিত্যের প্রতিভাবান্ লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে পরিষৎ গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনতিদীর্ঘ জীবনে প্রতিভা ও অধ্যবসায়গুণে দেশে ও বিদেশে একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও মনস্বী প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসালোচনায়, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি পুরাকালের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারে এবং মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ ঐতিহাসিকসমাজের এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে

ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।”

তৎপরে তিনি বলিলেন, রাখালবাবুর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের বিবরণ কখনও লোপ হইবে না। এই সকল আবিষ্কারের দ্বারা নিজ নামের সঙ্গে তিনি বাঙ্গালীর নাম অমর করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই পরিষদে এককালে সহকর্ম্মী ছিলাম। স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া পরিষদে কিরূপ আলোচনা হওয়া উচিত ও কি উচিত নয়, তাহা আমরা অবগত হই ও আমরা তদনুসারে আমাদের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করি। কোন সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমাদের মতানৈক্য হওয়ায় আমরা রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করিতে সংকল্প করি—কেন না, আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, পরিষৎ নিজ আদর্শ হইতে যেন কিছু দূরে সরিয়া যাইতেছেন। যাহাই হউক, পরে আবার আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলি। আমাদের বরাবরই লক্ষ্য ছিল যে, পরিষদে যাহা কিছু আলোচনা হইবে, তাহাতে মৌলিকত্ব থাকা চাই,—সমস্ত আলোচনাই যেন বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে হয়। রাখালবাবু পরিষদের চিত্রশালা স্থাপনের মূল—ইহা সকলেই জানেন। ইহার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বহু মূল্যবান্ মূর্ত্তি ও মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকায় তিনি বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং ‘লেখমালানুক্রমণী’ গ্রন্থের প্রথমাংশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি নানা কারণে পরিষদের কোন কাজ করিতে পারেন নাই—তার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখ করিতেন। তিনি হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাথা হৃদয় হইতেও বড় ছিল।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, রাখালবাবু যে যুগের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেন, আমি তার ধারও ধারি না। তিনি তাঁহার আবিষ্কারাদির দ্বারা বঙ্গদেশের ভাষাকে ও জগৎকে উপকৃত করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের আলোচনায় তাঁহার সহিত সংবাদপত্রে আমার মসিযুদ্ধ হইয়াছে—মনান্তরও হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে খাওয়া দাওয়ায় যেন তিনি অন্য মানুষ, যেন কোন কালে তাঁর সঙ্গে আমার কখনও মনান্তর হয় নাই।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন, রাখালবাবু অনেক জিনিষ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার আশ্রয়ে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।”

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, রাখাল আমার ছোট ভাইয়ের মত ছিল। তার সম্বন্ধে আলোচনায় অনেক ব্যক্তিগত কথা এসে পড়ে। মানুষ হিসাবে তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলতে চাই যে, তার প্রাণ ছিল খাঁটি সোনা, বন্ধুবান্ধবদের প্রাণঢালা ভালবাসায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার অনেক দুঃস্থ আত্মীয়কে সে সাহায্য করত ও নিজ বাড়ীতে স্থান

দিত। পুনার তার বাঙ্গলা ছিল মুসাফিরখানা। অমন সদানন্দ মানুষ ত দেখব না! পরিষদের জন্য সে অনেক খেটেছে। শেষ জীবনে হাতে কলমে কিছু করতে না পারলেও ইহার মঙ্গলকামনা সে করত। তার মনীষা ছিল অসাধারণ। ইতিহাসে সত্যের উপাসনা করা ও শবব্যবচ্ছেদ-কারীর মত সংগৃহীত তথ্যগুলি হ'তে সত্য নিষ্কাষণ করাই তার কাজ ছিল। সুচারু সাহিত্যেও তার স্থান ছিল। যৌন সাহিত্যের উপর তার অসাধারণ বিদ্বেষ ছিল। অকালে সে গেল চলে—তার অনেক কাজ যে বাকী পড়ে রইল!

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন যে, রাখালকে বাল্যকাল হইতে জানতাম ও স্নেহ করতাম। তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি হ'লে তাকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতাম।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, গত ১৫ বৎসর হ'তে তাঁকে জানতাম, কিন্তু গত ৮।৯ বৎসর হ'তে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার অবসর পেয়ে আমি বিশেষ উপকৃত হ'য়েছি। তাঁর চরিত্র যেমন উজ্জ্বল, তেমনি মধুর ছিল। তাঁর বদান্যতা, কুশাগ্রবুদ্ধি, অল্প আলোচনায় ঐতিহাসিক জটিল বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা, সর্ব্বোপরি তাঁর সারল্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্যর জন মার্শেল সাহেব ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ পত্রে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের বিবরণে রাখালবাবুরই সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল, তাহা প্রকাশ করেন। তৎপরে আমি তাঁর নির্দ্দেশ মত মডার্ণ রিভিউ পত্রে ১৯২৪ সালে ঐ আবিষ্কারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করি। তাঁর এই আবিষ্কারের দ্বারা সভ্যতার উৎপত্তির অনেক কথাই উল্টে যাচ্ছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, বি এস মহাশয় বলিলেন, রাখালবাবুর একটা গুণ ছিল যে, তাঁহার ঐতিহাসিক-সুলভ ঈর্ষ্যা ছিল না। প্রাচীন মুদ্রার লিপি পাঠ, অক্ষরের কাল-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান ছিল—এরূপ খুব কম লোকেরই দেখা যায়। কোন নূতন মুদ্রা হস্তগত হ'লে সেটা রাখালবাবুকে না দেখিয়ে নিলে আমাদের তৃপ্তি হ'ত না।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বিদ্যার্ণব মহাশয় বলিলেন,—তাঁর মেধা ও মনীষার কথা অনেক শুনতে পাব। কিন্তু তিনি যে আস্তিক ছিলেন ও হিন্দুধর্ম্মে তাঁর গাঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি গভীর রাত্রে তান্ত্রিক সাধনা করিতেন ও সাধু-সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে ফিরিতেন, তাহা অনেকেই হয় ত জানেন না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস আলোচনা করেও যে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা করিতেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রাখালের বন্ধুগণের মধ্যেই তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার ভার থাকিলেই যে তাহা সম্ভব হবে, তাহা নিশ্চিত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় রাখালের অনেক কাজ বাকী রইল বলে দুঃখ করেছেন। কিন্তু দুঃখ করবার হেতু নাই। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র যা শেষ করে যেতে পারেন নাই, তা পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণই করেছেন। রাখালের আরব্ধ কাজ তাঁর বন্ধুগণ ও ছাত্রগণ করবেন, ইহা আমরা আশা করি।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া

বলিলেন, রাখালবাবু পরিষদে তাঁর সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি রস-সাহিত্য সমৃদ্ধ করতে বিশেষ চেষ্টা করেছেন। নিজে তিনি ভাল নট ছিলেন—সুন্দর অভিনয় করতেন। নাটকও লিখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক কি ভাবে হওয়া উচিত ও ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে কি ভাবে ঐতিহাসিক আবেষ্টনীর প্রয়োজন, তাহা তিনি রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিতেন। রস-সাহিত্য-রচনার ক্ষমতা তাঁর অদ্ভুত ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী　　　　　　　　শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহকারী সম্পাদক।　　　　　　　　সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

৬ই ভাদ্র ১৩৩৭, ২৩এ আগষ্ট ১৯৩০, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও পরম হিতৈষী সদস্য রায় চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম্ বি, এফ সি এস্ বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ এবং তদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় কর্ত্তৃক মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমেই নিম্নলিখিত মন্তব্য উপস্থিত করিলেন,—

"পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতে তিনি ইহার সদস্য ছিলেন এবং দক্ষতার ও আন্তরিকতার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন এবং স্বীয় গ্রন্থাবলী ও বক্তৃতাদির দ্বারা বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পরিষদের এই হিতৈষী বন্ধুর ও একনিষ্ঠ সেবকের পরলোক-গমনে বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না। পরিষৎ মৃত মহাত্মার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় "চুণীলাল-স্মৃতি" নামক কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্ এ মহাশয় "বঙ্গসাহিত্যে চুণীলাল" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (বিশ্ববাণী, ১৩৩৭ ভাদ্র সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।)

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি মহাশয় বলিলেন, চুণীবাবুর চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া দেখা যায়। মানুষের শক্তিকে কি ভাবে কাজে লাগান যায়, তাহা চুণীবাবুর কার্য্য-কলাপ দেখিলেই জানিতে পারা যায়। তিনি 'অনাথ-আশ্রমের' প্রাণস্বরূপ ছিলেন, ডিষ্ট্রিক্ট

চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। স্ত্রীলোকদের সাহায্যের জন্য তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। ব্লাইণ্ড স্কুল, ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব্ স্কুল, অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের কবল হইতে বালিকাদের উদ্ধার-সমিতি, পানিহাটীর গোবিন্দকুমারী হোম্ প্রভৃতির কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। অনেক সময়ে অনাথ বালিকাদের বিবাহে তিনি নিজ ব্যয়ে যৌতুকাদি দিতেন। সায়ান্স এসোসিয়েশনে তিনি অনেক কাজ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকে তিনি নিজের কাজ মনে করিতেন। আমরা পরিষদের একজন বড় নেতা হারাইয়াছি—এই বলিয়া তিনি সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন,—

"স্বর্গীয় রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় চুনীবাবু আমার গুরু, তাঁর কাছে আমি রসায়নশাস্ত্র পড়েছিলাম। তিনি সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালায় রসায়ন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরিষদে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ও সাহিত্য-সভায় তাঁর সংস্রবে এসে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। তাঁর চরিত্রে একটা দৃঢ়তা দেখেছি। কোন কোন সময়ে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। সব দেশেই বিজ্ঞানের সাধারণ কথাগুলি সাধারণকে শেখাবার ব্যবস্থা আছে; এদেশে সে ব্যবস্থা নাই দেখে তিনি সরল বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বই লেখেন ও অনেক বক্তৃতাদিও দেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা দেশ কখনও ভুলবে না। দেশের সর্ব্ববিধ শুভ কাজে নিজেকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের আদর্শস্থানীয়।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, চুনীবাবু বাল্যকালে শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের ছাত্র ছিলেন। উত্তরকালে ইহার কর্ণধার হইয়া ইহাকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য তিনি ও স্বর্গীয় অমৃতবাবু বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৬৪০০০৲ টাকা দান সংগ্রহ করিয়া স্কুলের জন্য এক বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী এমন কি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল পরীক্ষক নিযুক্ত হন। District Charitable Society-র Indian Committee-র তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিক্ষাদীক্ষার অনুগামী ছিলেন। কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানের উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা-পরায়ণ ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন,—বেলুড় মঠ, বিবেকানন্দ সোসাইটী, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। কোন ছাত্র তাঁর নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসে নাই। তিনি কলিকাতার শেরিফ ছিলেন। কলিকাতা ব্লাইণ্ড স্কুল, কলিকাতা অরক্যানেজ প্রভৃতি কলিকাতার বহু জনহিতকর অনুষ্ঠানের তিনি কর্ণধার ছিলেন এবং সেগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পরিষদের তিনি পরম বন্ধু ছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, আমি চুনীবাবুকে অত্যন্ত

শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। যে প্রতিষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন, তাঁকে দেখিলে মনে হইত যেন সেই প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি-চিন্তা তাঁহার জীবনের ব্রত। আমাদের তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁর পরলোক-গমনে আমরা যেন নিজ আত্মীয় হারাইয়াছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁর সঙ্গে এক সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষত্বের বিষয় জানিয়াছি। তিনি প্রত্যেক কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতেন। প্রত্যহ ভোরে ৫।৫৷৷০টায় শয্যা ত্যাগ করিয়া একটু বেড়াইতেন, তারপর চিঠি-পত্রাদি লিখিতেন। তিনি ছোট-বড় সকল কাজকেই সমান দরকারী মনে করে কাজ করিতেন। তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন, কাহাকেও কোন কালে রূঢ় বাক্য বলিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্গদেশে অতি অল্পই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে যাহার সহিত চুণীবাবুর সম্বন্ধ ছিল না। এই জন্যই সকল শ্রেণীর কর্ম্মীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার কার্য্যশক্তি ছিল বহুমুখী। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ও গবেষণা সর্ব্বজন-পরিচিত— ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর মত মেধাবী ছাত্র তাঁহার অন্তেবাসীরূপে তাঁহার কাছে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরিষদের এই মঞ্চ হইতে তিনি সহজ ও সরল ভাষায় খাদ্য সম্বন্ধে কত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পরিষদের কত অধিবেশনে যে যোগ্যতার সহিত সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিনি বিজ্ঞানকে পরব্যোম হইতে অবতরণ করাইয়া আমাদের গ্রাহ্য করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বেদান্তের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি কর্ম্মব্যূহ রচনা করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেন ও অনুপ্রাণন করিতেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন বহু ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ছিল। আমাদের প্রার্থনা যে, তিনি অমরধাম হইতে আমাদের প্রতি শুভ দৃষ্টি অর্পণ করুন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী　　　　শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

৩য় ও ৪র্থ মাসিক অধিবেশন

৭ই ভাদ্র ১৩৩৭, ২৪এ আগষ্ট ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ,—(ক) মহেশচন্দ্র ঘোষ, (খ)

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, (গ) সত্যচরণ মিত্র এবং (ঘ) শ্রীনাথ সেন মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের চিত্র, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" নামক প্রবন্ধ, ৭। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন—(ক) ৩য় নিয়মের ১৪শ ছত্রের 'সভ্যের' ও 'সম্মতি' এই দুইটী শব্দের মধ্যস্থিত 'লিখিত' শব্দ উঠাইয়া দিবার বিষয়ে এবং আজীবন-সদস্য সংক্রান্ত ১৪শ নিয়মের "পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য" এই শব্দ কয়টী উঠাইয়া দিবার বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৮। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নোক্ত মন্তব্য অনুমোদনের প্রস্তাব,—(ক) পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর রমেশ-ভবন-সমিতি কর্ত্তৃক অর্পিত ভার গ্রহণের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হউক, (খ) রমেশ-ভবন-সমিতিকে পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে যে ১০,০০০৲ দশহাজার টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শোধ লেখা হউক, এবং (গ) রমেশ-ভবন-নির্ম্মাতা কণ্ট্রাক্টর মেসার্স কে সি ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর বাকী প্রাপ্য টাকা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা হইতে পরিশোধ করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ক্ষমতা প্রদান করা হউক এবং ৯। বিবিধ।

৪র্থ মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয়-লিখিত "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৩৬শ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের উপহৃত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোক-গমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—(ক) মহেশচন্দ্র ঘোষ, (খ) হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, (গ) সত্যচরণ মিত্র এবং (ঘ) শ্রীনাথ সেন। তিনি বলিলেন যে, মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দার্শনিক পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সমালোচক ছিলেন। 'প্রবাসী'তে এবং অন্যত্র তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় কবি ছিলেন। সত্যচরণ মিত্র মহাশয় "প্রতিবাসী" কাগজ প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত পুস্তক (প্রায় ৯০০ খানি) তিনি পরিষৎকে বিনা সর্ত্তে দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনাথ সেন মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অবসর সময়ে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে দুইখণ্ড পুস্তক বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কতিপয় খণ্ড পরিষদের ভাণ্ডারে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে ইংরেজীতেও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ মহাশয়ার লিখিত কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের আত্মজীবনী হইতে কিছু বলিলেন। সভাপতি মহাশয় চিত্র-প্রদাতা, প্রবন্ধলেখিকা এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে, (ক) পরিষদের তৃতীয় নিয়মের ১৪শ ছত্রের "সভোর" ও "সম্মতি" এই দুইটি শব্দের মধ্যস্থিত "লিখিত" শব্দ উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং (খ) আজীবন-সদস্য সংক্রান্ত ১৪শ নিয়মের "পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য" এই শব্দ কয়টি উঠাইয়া দেওয়া হউক। যথাক্রমে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রস্তাব দুইটি সমর্থন করিলেন। তৎপর প্রস্তাবদ্বয় গৃহীত হইল।

৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত রমেশ-ভবনের সম্পর্কের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া সম্পাদক মহাশয় পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২৩এ শ্রাবণ ১৩৩৭ তারিখের অধিবেশনে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রস্তাব তিনটি উপস্থিত করিলেন,—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর রমেশ-ভবন-সমিতি কর্তৃক (৮ই আগষ্ট ১৯৩০ তারিখের অধিবেশনে) অর্পিত কার্য্যভার গ্রহণের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হউক।

(খ) রমেশ-ভবন-সমিতিকে পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে যে, ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শোধ লেখা হউক।

(গ) রমেশ-ভবন নির্ম্মাতা কন্ট্রাক্টর মেসার্স কে সি ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর বাকী প্রাপ্য টাকা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা হইতে পরিশোধ করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ক্ষমতা দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে রমেশ-ভবনের কর্তৃত্ব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপর আসিবে। তৎপরে তিনি সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ বিষয়ে যদি কেহ আইন-ঘটিত সংবাদ জানিতে চাহেন, তাহা তিনি ব্যাখ্যান করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ কোন প্রশ্ন করিলেন না। অতঃপর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল।

৮। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত সদস্য-নির্ব্বাচন ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদানের কার্য্য স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের

ঐ সকল আলোচ্য বিষয়ের সহিত শেষ হইয়াছে। তৎপরে তাঁহার আহ্বানে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় তাঁহার "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক এবং আলোচনাকারীদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, ৮১এ গার্ডিনার রোড, লিলুয়া, হাওড়া; ২। শ্রীযুক্ত শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্ত রায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা; ৩। শ্রীযুক্ত দয়ারাম পোদ্দার, ৫ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৪। শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০।১ পিয়ারীমোহন সুরের লেন, কলিকাতা; ৫। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মাহিন্দার, ২ ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ এম এ, মুন্সেফ, বাঁকুড়া; ৭। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, হাপানিয়া, পাটুলী, বর্দ্ধমান; ৮। শ্রীযুক্ত শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী, এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনার, ভবানীপুর।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা—

১। The Secretary, Smithsonian Institution—২, ২। Bengal Government—২, ৩। India Government—২, ৪। The Director of Industries, Bengal—২, ৫। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র—২, ৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৬, ৭। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৩১২ পুস্তক ও ৫২ খানি মাসিকপত্র, ৮। বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান—৬৯, ৯। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায় ১—১, ১০। শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ১, ১১। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার পাল—১, ১২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার গুহ—১, ১৩। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ—১, ১৪। শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়—১, ১৫। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৪, ১৬। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ—১।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৭, ৩১এ আগষ্ট ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এম এ, বি এল, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়, অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এম্ এ, বি এল, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য দিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, জমিদার, আমলা-সদরপুর, নদীয়া; ২। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ বি এল, সেওড়াফুলী রাজবাড়ী, সেওড়াফুলী; ৩। শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ১ কৈলাস বসু লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া; ৪। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দাস, ১১ উল্টাডাঙ্গা রোড; ৫। শ্রীযুক্ত ফখরুল ইসলাম ওয়াহীদ, ৫১ বৈঠকখানা রোড, রুম নং ৩২।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তকসংখ্যা

১। The Bengal Government—১, ২। The Director of Industries,

Bengal—১, ৩। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১৭, ৪। শ্রীযুক্ত বসুধারঞ্জন চক্রবর্ত্তী—২, ৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য—২, ৬। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু—৩।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২৮এ ভাদ্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"লক্ষ্মী" বিষয়ে বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই পরিষদে "সরস্বতীর" বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবারে তিনি "লক্ষ্মী" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "লক্ষ্মী" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ৩৪ খানি ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিলেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় বক্তৃতার জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, নানা শাস্ত্রে ভগবতী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই তিন দেবীই এক বলিয়া বর্ণিত আছেন। তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ইহার সামঞ্জস্য করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু "লক্ষ্মীর" বিষয়ে কোনরূপ দার্শনিক ভিত্তি লইয়া আলোচনা করেন নাই, লক্ষ্মীর ঐতিহাসিক ও মূর্ত্তিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া 'সৌভাগ্য লক্ষ্মী' উপনিষদের উল্লেখ করিলেন এবং উপনিষদ্ হইতে এ বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। মূর্ত্তির পরিকল্পনা সম্বন্ধে মূর্ত্তিতত্ত্ব বা Iconography এবং শাস্ত্রাদির কোন সংযোগ আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শ্রীরঙ্গমে জলশয্যায় শায়িত বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন, সেখানে লক্ষ্মী আছেন কি না ও শ্রী দক্ষিণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত কিরূপে হইলেন, তাহারও অনুসন্ধান করিতে তিনি অমূল্যবাবুকে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন; তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"যুধিষ্ঠিরের সময়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ।

প্রবন্ধ-পাঠক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় "যুধিষ্ঠিরের সময়" বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি এই প্রবন্ধ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কল্যব্দের প্রারম্ভই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের কাল। তিনি এ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যে মতবিরোধ আছে, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রব্যাখ্যাতাদিগের আদর্শে সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতবাদগুলির একবাক্যতা প্রদর্শনেরও চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল, ডক্টর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এইচ ডি ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। এই অবসরে তিনি বলিলেন যে, অস্মদাকার আলোচ্য বিষয়ে এবং তাহার আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য ও আর্য্য প্রণালীতে পার্থক্য আছে এবং এরূপ আলোচনারও উপকারিতা আছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৮এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ (ক) শশধর রায় এম এ, বি এল, (খ) বলাইচাঁদ মল্লিক, (গ) মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং (ঘ) সূর্য্যকুমার পাল মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত ৺সত্যচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্র, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "রামগোপাল দাসের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" এবং ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের এবং দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে পুস্তক প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

(ক) শশধর রায় এম এ, বি এল—ইনি রাজসাহীর ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী হইয়াও একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি বাঁকীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া এবং বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গভাষার বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

(খ) বলাইচাঁদ মল্লিক—ইনি বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

(গ) মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়—প্রবীণ হিতৈষী সদস্য ছিলেন।

(ঘ) সূর্য্যকুমার পাল—ইনি একজন সদস্য ছিলেন এবং পরিষদের প্রাচীন সেবক ছিলেন। তিনি পরিষদের হিসাব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষদের সমধিক ক্ষতি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লণ্ডন হইতে লিখিত পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত পরিষদের স্বর্গীয় সহায়ক-সদস্য সত্যচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন যে, সত্যবাবু শেষ জীবনে তাঁহার সংগৃহীত প্রায় ৯০০ বহি পরিষৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক সময়ে "প্রতিবাসী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-প্রশস্তি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। চিত্র প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত নারায়ণবাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়-লিখিত "রামগোপাল দাসের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-সকল্পবল্লী" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত হীরালাল চৌধুরী, ১১ বিলক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম বি, ৯ রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা; ৪। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, সাংখ্যকাব্যপুরাণতীর্থ, এম এ, নীলমণি মিত্র রোড, টালা, কাশীপুর; ৫। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম এ, বি এল, ডিষ্ট্রীক্ট এণ্ড সেসন জজ, ১ নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলিকাতা; ৬। শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার গুপ্ত, ৫২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা।

১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ—২, ২। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৩৮, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—১, ৪। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—১, ৫। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল—৮, ৬। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়—৫, ৭। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—৭, ৮। শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর দত্ত—১, ৯। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৯, ১০। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী—১, ১১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১, ১২। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত—১, ১৩। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১১, ১৪। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু—২, ১৫। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১, ১৬। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত—৩, ১৭। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ১, ১৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার—১, ১৯। শ্রীযুক্ত কবিরাজ সারদামোহন বিদ্যাবিনোদ ২, ২০। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত শশিশেখর বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু—১৪ খানি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ২১। শ্রীযুক্তা শুভদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়—১০, ২২। শ্রীযুক্ত জি, বাগারিয়া—১, ২৩। শ্রীযুক্ত সম্পাদক, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর—১০, ২৪। India Government—৬, ২৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার—২, ২৬। Bengal Government—৫, ২৭। The Secretary, Smithsonian Institution ৮, ৩০। The Director of Industries, Bengal—২, ৩১। The Supdt. Govt. Museum, Madras—১, ৩২। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু—১১, ৩৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত এস রায়—১, ৩৪। The Supdt. Govt. Printing, Punjab—১, ৩৫। তাঞ্জোর মহারাজার সরস্বতীমহল লাইব্রেরীর সম্পাদক—৩, ৩৬। The Supdt. Naval Observatory, U. S., Washington—১।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১৯এ পৌষ ১৩৩৭, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "কৌলমার্গ বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি" এবং (খ) শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী এম এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ" এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ-পাঠ স্থগিত রহিল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের নাম ও তাঁহাদের প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার "কৌলমার্গ বিষয়ে একখানি পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে এই পুথি আবিষ্কারের জন্য এবং প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, বঙ্গভাষায় কৌলমার্গ বিষয়ে পুথি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। তন্ত্রের অনেক বাঙ্গালা মন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও সে সব প্রকাশ হয় নাই। পরিষৎ হইতে কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' প্রকাশ হইয়াছে—উহাতে ষট্‌চক্রভেদের কথা আছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক মহাশয় প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন, সেই সম্পর্কে তিনি অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে একটি পুথিশালা করিয়াছেন। আলোচ্য পুথিখানিও তাঁহারই সংগৃহীত। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, বঙ্গদেশে তন্ত্রের পুথি বেশি পাওয়া যায় নাই। কাশ্মীরে কৌলমার্গ বিষয়ে ও তন্ত্রের অন্যান্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে অনেক কৌল আছেন, তাঁহাদের কাছে কিছু কিছু গ্রন্থ থাকিবার সম্ভাবনা। বটতলায় কিছু তন্ত্রের বই ছাপা হইয়াছে। পরিষৎ হইতে "সাধক-রঞ্জন" ব্যতীত "কৌলমার্গ-রহস্য" নামক এক গ্রন্থ ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশ হইয়াছে। বঙ্গদেশে

কৌলদের পুথি যদিও কিছু কিছু পাওয়া যায়, তাহা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজান নাই। কেম্ব্রিজে সহজ চৈতন্যপুরীর "অধ্যাত্মপ্রদীপ" নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে কৌলধর্ম্ম ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনেক কথা আছে—গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়-লিখিত "শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় এই শব্দ সংগ্রহের জন্য প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী　　　　শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণভূষণ, কাব্যস্মৃতিতীর্থ, সাং জীরাট, বলাগড় পোঃ, জেলা হুগলী, ২। শ্রীযুক্ত এন চক্রবর্ত্তী, ষ্টেনোগ্রাফার, ই আই আর, এজেন্টস্ আফিস, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী ; ৩। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল, ৭৮।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল বি এ, চলিশা, হুলারহাট পোঃ, বরিশাল ; ৫। শ্রীযুক্ত মহাশয় অমরনাথ ঘোষ, ভাগলপুর লজ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা, ৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম এ, লালকুঠী, তেলেনীপাড়া, হুগলী ; ৭। শ্রীযুক্ত বিকাশ-চন্দ্র নন্দী বি এ, লালকুঠী, তেলেনীপাড়া, হুগলী ; ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম বি, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ৯। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র গুপ্ত এম বি, দি নিউ মেডিক্যাল হল, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা।

১। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১, ২। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৪, ৩। শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন সেন গুপ্ত—১, ৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট—১, ৫। শ্রীযুক্তা শুভ্রজা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯, ৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২, ৭। The Asst. Secty. to the Govt. of India Deptt. of Education—১, ৮। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১, ৯। The Secy. Students Welfare Committee—১, ১০। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী—২, ১১। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৪এ মাঘ ১৩৩৭, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

লেখক—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি, শারীরিক অপটুতাবশতঃ পরিষদে উপস্থিত হইতে অক্ষমতা জানাইয়া অন্তকার প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয়কে আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অন্তকার প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত প্রবন্ধ। প্রবন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার ভাব উজ্জ্বল রহিয়াছে—এবং শাস্ত্রী মহাশয় এই বিষয়টি শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়াছেন। চিরঞ্জীবের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' রাজবাটী হইতে এক শত বৎসর আগে ছাপা হইয়াছিল, ইহা সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ হইতে শোভাবাজার প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুকে শোভাবাজার রাজবাটীতে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপর তিনি প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি আরও জানাইলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গের অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এইরূপ পরিচয়-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৫এ মাঘ ১৩৩৭, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম ডি, (খ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "ব্রজবুলি" নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণের মর্ম্ম পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের দুই জন প্রাচীন সদস্য (ক) ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম ডি এবং (খ) কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেশের সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জানিত। তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষরূপে এই প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট উপকার করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রবাবু পরিষদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তিনি প্রায় ১৭।১৮ বৎসর ইহার সদস্য ছিলেন।

৪। লেখকের অনুপস্থিতিবশতঃ সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "ব্রজবুলি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠক ও লেখক মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, ১৪৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ভড়, ১৮ গোয়ালপাড়া লেন, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানেজার, বেঙ্গল ভেটারনারী কলেজ, বেলগাছিয়া; ৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র সোম, ১৬।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; ৫। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ সাধু, অ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, পি ডবলিউ ডি, 'মোহিনী-মঞ্জিল,' কলেজ রোড, চুঁচুড়া; ৬। শ্রীযুক্ত নীহারকুমার পাল চৌধুরী, নর্থ ব্যাটরা, হাওড়া; ৭। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মিত্র, ১ মেন স্কয়ার রোড, কালীঘাট; ৮। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত পুলিস ইন্স্পেক্টর, ১৭

গোবিন্দ সেন লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ; ৯। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ বি এ, এম এল সি, দমদমা ; ১০। শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ পাল চৌধুরী, ২৮ সুরি লেন, কলিকাতা ; ১১। শ্রীযুক্ত খানবাহাদুর টি আমেদ, এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পি ডবলিউ ডি, ১২। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায়, ডি-এস্-সি, সায়ান্স কলেজ ; ১৩। শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, ১৭ জাষ্টিস দ্বারকানাথ রোড, এল্‌গিন রোড পোষ্ট, কলিকাতা ; ১৪। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্ট ইষ্টার্ণ সার্কল, ৬ এস্‌প্লানেড রো, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক-সংখ্যা।

১। শ্রীযুক্ত পি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়—১, ২। The Director, Geological Survey of India—২, ৩। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১, ৪। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—৪, ৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৫, ৬। The India Goverment—১, ৭। সাধন-সমর-আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ—১, ৮। শ্রীযুক্ত ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ—১, ৯। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু—১।

ভ্রম সংশোধন

১৩৩৬ মাসিক অধিবেশনগুলির পরিশিষ্টে প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকায় এবং উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত পুস্তকসংখ্যা ও উপহারদাতৃগণের নাম মুদ্রণে কিছু কিছু ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে ঐ সকল বিষয়ের সংশোধিত তালিকা প্রদত্ত হইল,—

প্রথম মাসিক অধিবেশনে

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ—

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৩১।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এল, এড্‌ভোকেট, ৩১ হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

(খ) উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত পুস্তকসংখ্যা ও উপহারদাতৃগণ,—

১। Government of India—৫, ২। Government of Bengal—৩, ৩। Curator, Watson Museum—১, ৪। Surveyor General of India—১, ৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১২১, ৬। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—৭, ৭। ৺শ্রীনাথ সেন—৪ ৮। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—৩, ৯। শ্রীযুক্ত এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং—১, ১০। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন—১, ১১। শ্রীযুক্ত নন্দকুমার গোস্বামী—১, ১২। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—১, ১৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী—১, ১৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়—১, ১৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বটব্যাল—১, ১৬। শ্রীমতী কুমুদিনী মজুমদার—১, ১৭। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার—১, ১৮। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—২, ১৯। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১, ২০। শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ রায়—১, ২১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি—১, ২২। শ্রীযুক্ত কে এন দীক্ষিত—১, ২৩। শ্রীযুক্ত মেহেরোব জে শেঠ—৩, ২৪। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—১।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে

১। Government of Bengal—৪, ২। Smithsonian Institution—৪, ৩। Director of Archæology, Hyderabad—২, ৪। Museum of Fine Arts—১, ৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১, ৬। শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ—৯০, ৭। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ—৫১, ৮। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৮, ৯। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—২, ১০। শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র দাশ—১, ১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—১, ১২। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বটব্যাল—১, ১৩। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সাহা—১, ১৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল মিত্র—১, ১৫। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১, ১৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১, ১৭। শ্রীযুক্ত নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়—১।

তৃতীয় ও চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে

১। Government of India—২, ২। Government of Bengal—৩, ৩। Smithsonian Institution—৭, ৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২, ৫। শ্রীযুক্ত অম্বিকাকুমার তত্ত্বরত্ন—৩, ৬। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—২, ৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস মজুমদার—২, ৮। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২, ৯। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১, ১০। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৬, ১১। শ্রীযুক্ত ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু—১, ১২। শ্রীযুক্ত মতিলাল চট্টোপাধ্যায়—১, ১৩। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—৩, ১৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সাহা—১।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে

১। Government of India—৫, ২। Government of Bengal—১, ৩। তাঞ্জোর মহারাজ সারফোজীর সরস্বতী মহল লাইব্রেরী—৩, ৪। Smithsonian Institution—৩, ৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৪, ৬। রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর—৩, ৭। শ্রীযুক্ত 'গৌরী'-সম্পাদক—২, ৮। শ্রীযুক্ত নারায়ণহরি বটব্যাল—২, ৯। শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ—১, ১০। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন—১, ১১। শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তত্ত্বরত্ন—১, ১২। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা—১, ১৩। গট্টুলালজী সংস্কার সম্পাদক—১, ১৪। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—১।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে

১। Smithsonian Institution—৩, ২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন—২।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনে

১। Government of India ১, ২। Government of Bengal ১, ৩। Government of Punjab—১, ৪। Government Museum, Madras—১, ৫। Superintendent, Naval Observatory—১, ৬। Smithsonian Institution—৪, ৭। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়—৬, ৮। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী—৫, ৯। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস—৩, ১০। শ্রীমতী মানকুমারী বসু—২, ১১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ—২, ১২। শ্রীযুক্ত রামশশী কর্ম্মকার—২, ১৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২, ১৪। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত—২, ১৫। রায় শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর—১, ১৬। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১, ১৭। শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—১, ১৮। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ—১, ১৯। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ—১, ২০। শ্রীযুক্ত ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ—১।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনে

১। Bengal Government Library—৫৭, ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১, ৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—৬, ৪। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়—৫, ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—২, ৬। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—১, ৭। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল—১, ৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১, ৯। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ—১।

দশম মাসিক অধিবেশনে

১। Government of India—১, ২। Government Museum, Madras—১, ৩। Smithsonian Institution—৩, ৪। তাঞ্জোর মহারাজ সারফোজীর সরস্বতী মহল লাইব্রেরী—৩, ৫। শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ—৮, ৬। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—৫, ৭। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ—৩, ৮। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল—২, ৯। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন—১, ১০। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১।

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস*

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস নিজে একজন বড়লোক ও বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরাও বেশ বড় লোক ছিলেন। তাঁহার বংশেও অনেক বড়লোক জন্মিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম আখণ্ডল বংশ। রাঢ়ীয় সমাজে আখণ্ডলেরা আদি বংশজ। বল্লালের সভায় যাঁহারা কুল পাইয়াছিলেন, আখণ্ডল তাঁহাদেরই একজনের প্রপৌত্র। ইনি কেন কুল হারাইয়াছিলেন, ঘটকেরা তাহা বলিতো পারেন। কুল হারাইয়া তাঁহাদের বিবাহ দিতে কষ্ট পাইতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার মান হারান নাই। বঙ্গদেশে একটা কথা চলিত আছে,—'বঙ্গে আখণ্ডলঃ পূজ্যঃ' ইহার কারণ, এই বংশে অনেক অসাধারণ ধনী ও অসাধারণ পণ্ডিতের উৎপত্তি হয়।

ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল—মধ্যমগ্রাম বা মাঝের গাঁ। লোকে সকালে এই গ্রামের নাম করে না; বলে,—করিলে সেই দিন আহার জুটে না। কারণ আখণ্ডলেরা অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন—অতিথিদের আদৌ সৎকার করিতেন না। অনেক সময় অতিথিরা দ্বিপ্রহরে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন কিন্তু সেই গ্রামে আখণ্ডল আর নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের দৌহিত্র-বংশে সেই গ্রাম ছাইয়া গিয়াছে। আখণ্ডলদের আদিস্থান মাঝের গাঁ হইলেও ইঁহারা নবদ্বীপেই টোল করিতেন। কেহ পুরী, কেহ বা কাশীতেও বাস করিতেন। একঘর আখণ্ডল লোহাগড়াতে (যশোহর) সসম্মানে বাস করিতেছেন। নলডাঙ্গার রাজারা আখণ্ডল-বংশের লোক। তাঁহারা বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। লোকে বলে—'দানে কৃষ্ণনগর, মানে নলডাঙ্গা।'

রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ প্রথম নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভাই। তিনি নিজেও খুব পণ্ডিত ছিলেন এবং পঠন-পাঠন লইয়াই থাকিতেন। বাঙ্গালার সুলতানেরা ও সুবেদারেরা তাঁহার পায়ে নমস্কার করিতেন। তাহাতে তাঁহার পায়ের নখ মুকুটের হীরার রংএ রঞ্জিত হইয়া যাইত। তাঁহার পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। ইনি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং নানাশাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি কবিচন্দ্র নামে একজন কায়স্থকে বাড়ীতে রাখিতেন এবং তাঁহার দ্বারা পুরাণ পুথি নকল করাইয়া লইতেন। ১৫৮৮ সালে কবিচন্দ্র তাঁহার জন্য লক্ষ্মীধরের কৃত্যকল্পতরুর এক অংশ নকল করেন। সে পুথিখানি এখন ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে আছে।

বিদ্যানিবাস এইরূপে অনেক পুথি নকল করাইয়াছিলেন। তাঁহার একটা বেশ ভাল লাইব্রেরী ছিল। তাই তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা অনেক বই লিখিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ চালান। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়—দেবগিরিতে—মহারাষ্ট্রদেশে। যখন হিন্দুস্থানে মুসলমান অধিকার হইয়া

* ১৩৩৭।১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যে একেবারেই হয় নাই, সেই সময় বোপদেবের বাপ কেশব রাজার ছাউনিতে প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। বোপদেব সেই ছাউনিতে বসিয়া অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুগ্ধবোধ লিখিলে চারিদিকে ঐ গ্রন্থের পসার হইয়া উঠে। এক সময়ে এমনও বোধ হইয়াছিল যে, মুগ্ধবোধই ভারত ছাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না; কারণ, ব্রাহ্মণদের ভিতর একটা সংস্কার আছে যে, যে বাড়ীর যে ব্যাকরণ সেই বাড়ীর সব ছেলেই সেই ব্যাকরণ পড়িবে। যদি না পড়ে তবে ব্যাকরণ-সরস্বতী কুপিত হন এবং তাহাদের ব্যাকরণে সংস্কার হয় না।

যখন সংস্কার এতই দৃঢ় তখন আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যাকরণগুলি সরাইয়া দিয়া নবদ্বীপের মত পণ্ডিতবহুল স্থানে, এমন কি, গঙ্গার দুই ধারেই, মুগ্ধবোধ চালান যে কি কঠিন কাজ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মুগ্ধবোধের যে সব টীকা প্রচলিত আছে, সকলেই বিদ্যানিবাসের টীকার দোহাই দেন। কেহ বলেন,—তিনি আদি টীকাকার; কেহ বলেন,—তিনি প্রাচীন টীকাকার; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এখন পর্য্যন্ত তাঁহার টীকা পাই নাই।

এঁড়েদার ঘোষালদের আদিপুরুষ মুগ্ধবোধের টীকাকার রাম তর্কবাগীশ একজন বড় শাব্দিক ছিলেন। শব্দশাস্ত্রে তাঁহার অনেক বই আছে। একখানি প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, অন্য অন্য গ্রন্থও আছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি মুগ্ধবোধের টীকা। তিনি এই টীকার গোড়ায় লিখিয়াছেন,—

পরেঽত্র পাণিনীয়জ্ঞাঃ কেচিৎ কালাপকোবিদাঃ।
একে বিদ্যানিবাসাঃ স্যুরন্যে সংক্ষিপ্তসারকাঃ॥

তিনি বিদ্যানিবাসকে পাণিনি, সর্ব্ববর্ম্মা ও ক্রমদীশ্বরের ন্যায় একটা মতপ্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গে সমান আসন দিয়া গিয়াছেন। বিদ্যানিবাসের এরূপ আসনপ্রাপ্তির একমাত্র অধিকার তাঁহার রচিত মুগ্ধবোধের টীকা। অন্য ব্যাকরণে এবং অন্য শাস্ত্রেও বিদ্যানিবাসের অধিকার ছিল। বিদ্যানিবাসেরই তুল্য কালে ভট্টোজি দীক্ষিত পাণিনির সূত্রগুলি বিষয়ানুসারে সাজাইয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী নামে একখানি ব্যাকরণ লেখেন। উহার অর্থ এই যে, উহাতে কেবল সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া আছে। সে সিদ্ধান্ত কাহাদের? ব্রাহ্মণদের। পাণিনির যে সকল বৌদ্ধ টীকাকার ছিলেন, ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই; কেবল পাণিনি, কাত্যায়ন ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ভর্ত্তৃহরি ও কৈয়ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার পুস্তকের নাম হইয়াছে—সিদ্ধান্তকৌমুদী। ভট্টোজি নিজেই এই সিদ্ধান্তকৌমুদীর একখানি টীকা লেখেন; তাহার নাম 'প্রৌঢ়মনোরমা'। ভট্টোজি দীক্ষিতের ছাত্র বরদরাজ সিদ্ধান্তকৌমুদী ছাটিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তিনখানি পুস্তক লেখেন। একখানির নাম 'লঘুকৌমুদী' আর একখানির নাম 'মধ্যকৌমুদী' আর এক-খানির নাম 'সারকৌমুদী'। ইহাদের মধ্যে একখানি নিতান্ত ছোট। যাহারা ব্যাকরণ আরম্ভ করিতেছে, তাহাদের জন্য একখানি; যাহাদের ব্যাকরণে কিছু দখল হইয়াছে তাহাদের জন্য আর একখানি।

সিদ্ধান্তকৌমুদীর যে মনোরমা টীকা ছিল, রামচন্দ্র শর্ম্মা শিবানন্দ ভট্ট বা শিবানন্দ গোস্বামীর অনুরোধে তাহা হইতে বাছিয়া লইয়া এবং নিজের মত যোজনা করিয়া মধ্যকৌমুদীর এক টীকা লেখেন; তাহার নাম মধ্যমনোরমা এই বইখানি রামচন্দ্র বিদ্যানিবাসের নামে উৎসর্গ করেন। যে ভাবে উৎসর্গ করেন, তাহাতে বোধ হয়, বিদ্যানিবাস তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,--

কণ্ঠে বিদ্যানিবাসস্য স্থিতা মধ্যমনোরমা।
গোস্বামী শ্রীশিবানন্দো মুদং বিতনুতাং সদা॥

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বিদ্যানিবাস সে সময়ে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। ১৮৭৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মধ্যমনোরমার বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন,—"Nothing can be said with certainty concerning the time and place of Ramachandra Sarma, the author, nor of Sivananda Bhatta or Gosain at whose request the work was written nor about Vidyanivasa, the tutor or spiritual guide of the author."

ভারতবর্ষের যেখানেই যাও দেখিবে নৈয়ায়িকেরা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালায় কথা কহিতে পারেন এবং নবদ্বীপের নাম করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিদ্যানিবাসের নাম জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন বিদ্যানিবাস বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা। আর বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের ভাষাপরিচ্ছেদ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সকল দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পড়িয়া থাকেন, মুখস্থ করেন এবং উহার মুক্তাবলী টীকা লইয়া বিচার করেন।

এইখানে বলিয়া রাখি, ভট্টোজি দীক্ষিতের প্রৌঢ়মনোরমাতেই অধিক পরিমাণে মুগ্ধবোধের মত খণ্ডন করা হইয়াছে এবং মুগ্ধবোধ যে পশ্চিম ও মধ্য ভারত হইতে তাড়িত হইয়াছে, তাহার কারণও এই মনোরমা। বিদ্যানিবাস যখন মুগ্ধবোধের পক্ষ হইয়া বাঙ্গালায় উহাকে আশ্রয় দিলেন, তখন ভট্টোজির তিনি বিরুদ্ধবাদী হইলেন। রামচন্দ্র শর্ম্মা বোধ হয়, এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সমন্বয় করিয়াছিলেন। তাই ভট্টোজির বইএর টীকা করিতে গিয়া বিদ্যানিবাসকে স্মরণ করিয়াছেন।

বিদ্যানিবাস যে সময়ে বাঙ্গালার প্রধান ভট্টাচার্য্য, সে সময়ে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। চৈতন্যদেবের গুরু মাধবেন্দ্র পুরী মথুরা ও বৃন্দাবন উদ্ধার করেন। সন্ন্যাসীরা কুরুক্ষেত্র উদ্ধার করেন। এইরূপে এই সময়ে অযোধ্যা প্রভৃতি অনেক তীর্থ উদ্ধার হয়। কাশীর উপর মাঝে মাঝে মুসলমান আক্রমণ হইলেও কাশী তীর্থটার লোপ হয় নাই। কারণ প্রত্যেক শতাব্দীতেই আমরা দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে অনেকগুলি উড়িয়া পণ্ডিত রাজার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কাশীবাস করেন। চতুর্দ্দশের শেষে বা পঞ্চদশের গোড়ায় জন কতক কাশীবাস করিয়াছিলেন। বিদ্যানিবাসের পিতামহ নরহরি বিশারদও কাশীবাস

করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও কাশী গিয়াছিলেন। তিনি বাস করিয়াছিলেন নীলাচলে অর্থাৎ জগন্নাথক্ষেত্রে। তখনও জগন্নাথক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত পড়ে নাই। বাঙ্গালাদেশের —বিশেষ রাঢ়ের—প্রধান তীর্থই ছিল জগন্নাথ। সেইজন্য জগন্নাথতীর্থের যাত্রা ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক পুথি বাঙ্গালা দেশে লেখা হয়। এই সকল লেখকদের মধ্যে বিদ্যানিবাস একজন প্রধান। বার মাসে জগন্নাথের যে বার পর্ব্ব হইয়া থাকে, তিনি তাহার এক বিবরণ লিখিয়া যান। এই বার পর্ব্বকে দ্বাদশ যাত্রা বলে। এ দ্বাদশ যাত্রা ছাড়া তিনি আরও অন্যান্য যাত্রার কথাও লিখিয়া যান। যাত্রার বিবরণ লিখিতে অনেক কাঠখড়ের দরকার। প্রথম জ্যোতিষ জানা চাই। না হইলে যাত্রার সময় জানা যায় না। তারপর পুরাণ জানা চাই, নহিলে যাত্রার ফলাফল বুঝা যায় না। তাহার পর প্রতি যাত্রায় কিরূপ পূজাপাঠ করিতে হয়, কিরূপে ব্রত উপবাস করিতে হয়, কোন্ কোন্ ফুল দিতে হয়—এসকল জানা চাই। স্বতরাং অনেক শাস্ত্রের বই দেখা না থাকিলে যাত্রার বই লেখা যায় না। বাঙ্গালীর যে প্রধান তীর্থ সে তীর্থে যাত্রা ও পূজা পদ্ধতির কথা লিখিয়া বিদ্যানিবাস রাঢ় ও গৌড়মণ্ডলের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রঘুনন্দনের নামেও যাত্রার কতগুলি বই চলে, তবে উহা কে লিখিয়াছেন, বলা যায় না।

কাশীতে ছয় ঘর বড় বড় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আছেন। প্রায়ই তাঁহারা মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—ভট্টবংশ, বিশ্বামিত্র গোত্র; আদি বাড়ী প্রতিষ্ঠানপুর, গোদাবরীর ধারে। রামকৃষ্ণ এই বংশের একজন পণ্ডিত। তিনি আসিয়া কাশীতে বাস করেন। ইনি আমাদের রঘুনাথ শিরোমণির একজন গুরু। ইঁহার পুত্র নারায়ণ ভট্ট প্রকাণ্ড পণ্ডিত হইয়াছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ দুই দেশেরই স্মৃতির বই তিনি লিখিয়াছেন। অনেক তীর্থ তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শঙ্কর ভট্ট একজন ব্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ বংশের একখানি ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন; উহার নাম গাধিবংশানুচরিত। রামেশ্বর, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির গুণবর্ণনা করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি তাহা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক পণ্ডিতের কথা তিনি বলিয়াছেন। দিল্লীতে এবং বোধ হয়, টোডরমলের বাড়ীতে দুইবার ভারতবর্ষের সব স্থানের পণ্ডিত লইয়া সভা হয়। শঙ্কর লিখিয়াছেন,—দুই সভায়ই ভট্টনারায়ণের জয় হয়। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"দাক্ষিণাত্য মতমূর্জ্জিতত্বং নিনায়।" একবার সভা হয় —কে গ্রহণ দেখিতে পারে এবং কে পারে না, তাহা লইয়া। আর একবার হয়—জীবন্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, না কুশময় ব্রাহ্মণের উপর শ্রাদ্ধ করিতে হইবে—এই লইয়া। শঙ্কর বলিতেছেন,—এই দুই সভাতেই বাঙ্গালীর প্রধান পণ্ডিত বিদ্যানিবাস উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, এখনও দক্ষিণীরা জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করে অথচ আমরা দর্ভময় ব্রাহ্মণে করি। যদি বিদ্যানিবাস প্রভৃতি কয়েক জন বড় পণ্ডিত আমাদের মত সমর্থন না করিতেন, তাহা হইলে আমরাও বোধ হয়, এতদিনে দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের মত জীবন্ত ব্রাহ্মণ বসাইয়া শ্রাদ্ধ করিতাম। স্বতরাং এই সকল স্থানে বিদ্যানিবাসই বাঙ্গালীদের রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র*

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে যখন একটা নূতন সাড়া পড়িল, বাঙ্গালার সেই নবজাগরণের দিনে সাহিত্য-প্রচেষ্টা যে কত বিচিত্রমুখী হইয়াছিল, তাহা যেমনি বিস্ময়ের ব্যাপার তেমনি কৌতুকাবহ। একদিকে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তার নব শিক্ষালব্ধ জ্ঞান নিজ মাতৃভাষায় প্রকাশ ও প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক, অন্যদিকে শুদ্ধ সংস্কৃতনবীশ, শুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে শিক্ষিত বাঙ্গালী, পুরাতন সংস্কারকে বর্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক—তবু উভয়ের মনই নূতন প্রকার সাহিত্য-রচনায় উন্মুখ। উনবিংশ শতাব্দীর সমস্তটাই প্রায়,—বিশেষ করিয়া প্রথমার্দ্ধ,—এই দ্বিমুখী চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নূতন রাজধানী কলিকাতা ছিল এই সব নূতন নূতন প্রয়াসের কেন্দ্রস্থল;—বহু আলোচনা-সভা ও তর্ক-সমিতির কোলাহলে তখনকার কলিকাতার সমাজ মুখর; নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণ নিরন্তর নূতন ভাবে, নূতন প্রণালীতে নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে ব্যস্ত; নূতন সমাজের ও সভ্যতার অগ্রদূত যাঁহারা, তাঁহারাও বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বা অন্য কারণে কলিকাতাবাসী। আর রাজধানী হইতে দেশের অন্য সর্ব্বত্র এই নূতন প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবার কথা। তখনকার দিনে কলিকাতা হইতে সুদূর রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনাতে শম্ভুচন্দ্রের বিদ্যোৎসাহ কি ভাবে এই নবলব্ধ জ্ঞান ও নবসঞ্চারিত ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

শম্ভুচন্দ্রের কুলপরিচয় তাঁহার সভাসদ্ কোনও কবির রচনায় দেওয়া আছে।

রমানাথ রায়
|
রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী
|
রামনারায়ণ রায়চৌধুরী
|
রুদ্র রায়চৌধুরী
|
রসিক রায়চৌধুরী
|
রামরুদ্র রায় চৌধুরী (ইনি কাকিনায় "আনন্দময়ী" কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন)
|
রামচন্দ্র | কৃষ্ণনাথ | ভৈরবচন্দ্র
ভৈরবচন্দ্র
|
কালী
|
কৈলাস | মহিমারঞ্জন

শম্ভুচন্দ্র কিছুদিন বারাণসীক্ষেত্রে বাস করেন; সেখানে "আনন্দ সভা" স্থাপিত হয়। এই সভার জন্য তিনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২৭এ ফাল্গুন, শনিবার, মদনপুরা হইতে "আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূ" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন। পুস্তকটী কলিকাতা তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। 'আনন্দ' কথাটায় ও ইহার শেষভাগে সন্নিবিষ্ট 'তত্ত্বসঙ্গীতে' তত্ত্ববোধিনী সভার কিছু প্রভাব আছে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু নির্ণয় হইবার উপায় নাই। কারণ, পৌরাণিক তত্ত্বের প্রতিও কবির বিলক্ষণ বৈরাগ্য দেখা যায় না। গ্রন্থখানি ১১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রথমে প্রার্থনা, তারপর "জ্ঞান হিতোপদেশ", তারপর শচীন্দ্র-কাব্য, তারপর বারাণসীর দেওয়ানী, আগরার তাজমহল, যমুনার নহর, রুড়কী ও হরিদ্বার,—এই সকলের বর্ণনা। তারপর আত্মপ্রসাদ, উর্দ্দু সায়র, সংস্কৃত কাশিকা, তত্ত্বসঙ্গীত। ক্রমে ক্রমে শম্ভুচন্দ্রের রচনারীতি, পাণ্ডিত্য ও দেশভ্রমণ-প্রীতির কথা বলিতেছি। একে ত চম্পূমাত্রই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত, সন্দেহ নাই, তাহাতে এই চম্পূর রচনা খানিকটা আলোচনা করিলে তাঁহার ভাষা কিরূপ সংস্কৃতের অনুগত ও সেই জন্য কৌতুকাবহ, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এতদর্থে 'বিজ্ঞাপনের' (অর্থাৎ ভূমিকার) শেষ বাক্যটী উদ্ধৃত করা গেল,—

"এক্ষণে বিদ্যাবিনোদ বন্ধুব্যূহের বিদিতে প্রার্থনা এই যে জঘন্য জ্ঞানে ঘৃণা না করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করতঃ গ্রন্থকারের শ্রম সফল করুন এবং ভ্রমপ্রমাদবশতঃ কোন স্থানে যদি অবিহিত রচনাদি দোষ দৃষ্টি হয় তাহা স্বকৃত দোষের ন্যায় গোপন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শোধন করিয়া স্বীয় মহত্বগুণ বিস্তারিত করুন।"

গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিলে অনুপ্রাসের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। বাঙ্গালা রচনায় শম্ভুচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও রীতি যে কতদূর অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা দেখাইবার জন্য প্রথম দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করা গেল, রসজ্ঞ পাঠক ইহার সহিত "কাদম্বরী"র তুলনা করিয়া দেখিবেন।—

"সভাজনসম্বোধন পুরঃসর কথিত হইতেছে যে পূর্ব্বস্মিন্ কালে চরাচর প্রবর নিকর অমরনগর সদৃশ ভূমণ্ডল স্থিত সর্ব্বজন সন্দোহ স্পৃহণীয় বিশ্রামপুত্র নাম নগরে পরম পবিত্র বিচিত্র চারুমনোহর হর্ম্ম্যবিনির্ম্মিত পুরে অপরিমিত স্পর্দ্ধা প্রবন্ধে চণ্ডচণ্ডাংশুতুল্য প্রবল প্রতাপান্বিত সভ্য ভব্য অভিনব্য হব্য কব্য কর্ত্তব্য বিশিষ্ট গরিষ্ঠ শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ মিষ্টভাষি গুণরাশি শিষ্টপক্ষে প্রকৃষ্ট দৃষ্ট দুষ্টযুষ্টে অনিষ্টকষ্টপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্টকারিমন্ত্রীচ্ছাচারী স্বকীয়দারী নিত্যবিহারী নবদন্তধারী অমূল্যহারী দ্বাত্রিংশৎসচিহ্নে চিহ্নিত শ্রীল শ্রীযুক্ত দিগ্‌দর্শননামা মহারাজাধিরাজ চক্রচূড়ামণি ছিলেন। তাঁহার একা মহিষী অতীব প্রেয়সী দীর্ঘকেশী সুচারুবেশী কুরঙ্গনেত্রা সুরঙ্গচেতা ভুজঙ্গহস্তা তুরঙ্গহাসা বিহঙ্গনাসা মাতঙ্গগামিনী নবাঙ্গ-ভঙ্গিনী শ্রীমতী হিরণ্যগর্ভা সাধ্বী সতী পতিপ্রতি রতিমতি বিবিধ-ব্রতচারিণী।"

শম্ভুচন্দ্রের বাক্যযোজনার সহিত সংস্কৃত ভাষার এতদূর সৌসাদৃশ্য আছে যে, এই প্রসঙ্গে উক্ত "জ্ঞানহিতোপদেশ"-অধ্যায় হইতে আর দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই বাহুল্যদোষ মার্জ্জনীয়।

শাস্ত্রাধ্যয়ন বিষয়ে মূলীভূত কারণ পিতামাতার ভদ্রাভদ্র ক্রিয়া প্রতি নিয়োগ বিয়োগ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অনুযোগ আবশ্যক সুতরাং তাহার বৈপরীত্যে সচ্চরিত্রের পবিত্রতার পদ্ধতি লুপ্ত হইয়া চঞ্চল চিত্তের স্বাধীনতার বিচিত্র চারুচংক্রমণে সংক্রমের উপক্রমব্যতিক্রমে ক্রমে ক্রমে অসংক্রমের আক্রমণ সপরাক্রমে স্বভাব সংক্রম হইতে নিষ্ক্রম হইতে লাগিল।”

আবার—“অহমপি উপত্যকা হইতে সভারোহণরূপ উৎসেধ সমাশ্রয়ে উপস্থিতানুসন্ধানে চারুচক্ষুঃ চরণে সংক্রমণ করত সদুল্লাসভাবে প্রকাশ করিতেছি যে ভূপতিরূপ এমন যে রত্নসানু ইহার শোভা দিন দিন পীন হইয়া দীন হীন প্রীণনে চিরদিন প্রবর্ত্তমান থাকুক।”

শম্ভুচন্দ্র পয়ার ছন্দই ভালবাসিতেন, ইহাই তিনি সাধারণতঃ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থাদৌ প্রার্থনা, তাহার মধ্যে খানিকটা দেহতত্ত্ব, রূপক ও আত্মপরিচয় —সংস্কৃত রচনারীতির প্রভাব সূচিত করিতেছে। অধুনা যে আদর্শ নিতান্ত পুরাতন হইয়াছে, তাহা যে তখনকার দিনে মানুষের মনে কিরূপ গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট ছিল, তাহা প্রথম অংশ পাঠ করিবামাত্র হৃদয়ঙ্গম হয়। কবির আত্মপরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল,—

“জেলা রঙ্গপুর অতি রঙ্গপুর ধাম।
তার অন্তর্গত গ্রাম কাকিনীয়া নাম॥
তথায় ভূম্যধিকারী রামরুদ্র রায়।
ছিলেন ধার্ম্মিক তিনি মহা তপস্যায়॥
তাঁহার প্রথম পক্ষে তৃতীয় কুমার।
ঈশ্বর ভৈরবচন্দ্র ভৈরব প্রচার॥
শিবলোকে গেলা তিনি রাখি সুতদ্বয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীল কালীচন্দ্র রায় মহাশয়॥
কনিষ্ঠ শ্রীশম্ভুচন্দ্র রসজ্ঞ নায়ক।
ঈশ্বর ইচ্ছায় যার রচিত পুস্তক॥”

পয়ার ও ত্রিপদী ব্যতীত অন্যান্য বহুছন্দে রচনা করাও শম্ভুচন্দ্রের অভ্যাস ছিল; “জ্ঞানহিতোপদেশ”-অধ্যায়েই আছে। বিভিন্ন ছন্দ অবলম্বনে ‘রসশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া’ গুরু শিষ্যদিগকে হিতোপদেশ দিতেছেন,—

পয়ার :—ব্যসনে মুর্খের কাল অকারণ যায়।
বুদ্ধিমান রসশাস্ত্র আলাপে কাটায়॥

দীর্ঘ চতুষ্পদী :—জনকের নিবসতি গিয়া রাম রঘুপতি
হেলায় হরের ধনু বিভঞ্জন করিয়া।
করিলেন উপযম অনুপাম রূপঠাম
জানকী কনকীলতা করে কর ধরিয়া॥

কুসুম-মালিকা :—কহে রেণুকা তনয় কহে রেণুকা তনয়।
আর বাহুজ বালক মনে বাস নাহি ভয়

ভুজঙ্গ-প্রয়াত :—ভ্রূভঙ্গে মহারোষ কোপ প্রকাশা।
শ্রুতিদ্বন্দ্ব নিস্পন্দ ঝঙ্কার নাশা॥
নবাম্বু প্রবাহে যথা চঞ্চলালি।
তথা লোচনদ্বন্দ্ব লালী বিশালী॥

এইরূপ ভঙ্গত্রিপদী, ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ত-তিলক, তরঙ্গাবলি, ত্রিপদী, ভঙ্গ-পয়ার—নানা ছন্দে শম্ভুচন্দ্র কবিতাদেবীর আরাধনা করিয়াছেন।

"জ্ঞান হিতোপদেশে"র পর শচীন্দ্রকাব্য। ইহাতে সংস্কৃত রীতির অনুযায়ী আদিরস যথেষ্ট পরিমাণে আছে, আর ইন্দ্রের পরস্ত্রী-বশ্যতা তো সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদির বহুশঃ অনুমোদিত। আমাদের আলোচনার পক্ষে ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, তাই ইহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। পরের কয়েকটী রচনায় একটু নূতন সুরের আমেজ আসিয়াছে,—সেগুলি খণ্ডশঃ দেব-বর্ণনা। আগ্রা, কাণপুর, কাশী, যমুনার নহর, রুড়্‌কী ও হরিদ্বার—এই সব স্থানের বর্ণনা। "বারাণসীর দেওয়ালী"—গদ্যে লেখা। আগরার তাজমহাল-রৌজা, প্রথমে তাজমহালের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি, খাড়াই-চওড়াই ইত্যাদির মাপ। একটা সহজ কৌতুকানন্দ বর্ণনার মধ্যে স্থানে স্থানে উঁকি মারিতেছে; কিন্তু এই নিতান্ত গদ্যময় বর্ণনার শেষভাগ আবার গম্ভীর ও রূপকাশ্রয়,—

এই সূত্রে বোধ কর অর্ব্বাচীন জন।
শরীরে চৈতন্য বস্তু আছেন তেমন॥
আনন্দ সভার জয় আনন্দ কৃপায়।
আনন্দ কোষের বস্তু আনন্দ দেখায়॥
আনন্দ সভার ভৃত্য নিত্যানন্দে মজি।
আনন্দেশ্বরেতে মত্ত তেজ তত্ত্ব ভজি॥
ইতি তাজমহল রৌজাদর্শনানন্দরস পরিপাক সমাপ্তশ্চেতি।

ষোল অক্ষরের পয়ার আবার—একটু নূতন রকমের ছন্দ, কিন্তু ছন্দ মাত্রই, রস কিছুমাত্র নাই। যথা,—

আসার নিবৃত্তি নাই, চক্ষুরাদি কাহারোই।
বারেক দেখিলে শান্ত তৃষ্ণা পুন তাহারই॥
এ যাত্রা বাসনা খর্ব্ব সুতরাং গেল করা।
ধন্যবাদ দেই সেই যার সৃষ্টি হাতে ধরা॥

চম্পূখানিতে ইহা ছাড়া দুই পাঠ আত্মপ্রসাদ, দুই পাঠ উর্দ্দু সায়র, দুই পাঠ সংস্কৃত কাশিকা আছে। তখনকার দিনে উর্দ্দু বা ফারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত—তিনটী ভাষার তিন ধারা যে কেমন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মধ্যে খেলা করিত ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা হইত, তাহার বিচিত্র নিদর্শন শম্ভুচন্দ্রের রচনাবলীতে পাওয়া যায়। যেমন, তাঁহার উর্দ্দু ছন্দ অবলম্বনে বাঙ্গালা কবিতা। ছন্দ,—

ও জন জলেখা

ফায়লাতুন ফায়লাতুন্ ফায়লা

মফউলন্ মফউলন্ মফউলন্

"বিমোহে ভুলিয়া ভুমা তোমারে।

ক্ষমস্ব সে গুণাদোষং আমারে॥"

কাশিকাদ্বয় হইতে বসন্ত ও শরৎকালের বর্ণনা পাই, শম্ভুচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষায় নৈপুণ্যের নিদর্শন হিসাবে দুইটী শ্লোক বাছিয়া পাঠকসমাজে উপহার দেই,—

বসন্তে— তুরগরথনিষণ্ণা স্ত্রীঙ্গবালা সুচেলা

চিকুররচনশিল্পে স্তব্ধ নানাত্ববেণী।

মৃদুমৃদুবদযুক্তা দক্ষিণস্থং স্বকান্তং

ঋতুপশুভহসন্তে কাশিকা কং ন মোহা॥

শরৎকালে— জবাবন্তী জাতী টগর করবীরারনি মণিঃ

সমুৎফুল্লৎফুল্লং চরণগতচেতাজনগণং।

পথে রথ্যা ঘোরা কিল জবনবার্ত্তামুপদিশন্

নভদ্বারে দ্বারে সরদি শুভকাশী বিলসতি॥

শেষের পংক্তি প্রতিবার বহুলীকৃত হইয়াছে, ইংরাজী refrain-এর মত।

শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় যাহাদের শিক্ষাদীক্ষা এতদিন চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের উপর সহসা একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার ভার দিলে ও দেশে বিশুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের বিস্তর চর্চ্চা না থাকিলে যেরূপ রচনা আশা করিতে পারা যায়, আধুনিক সমালোচক শম্ভুচন্দ্রের রচনায় সেইরূপ দোষগুণ অল্পবিস্তর দেখিতে পাইবেন। অন্ততঃ একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ধ্বনির প্রভাব অতীতে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নাই; অথবা আমাদের জীবনে ছন্দের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে, কথাবার্ত্তা আলাপ-আলোচনাও নীরস হইয়া পড়িতেছে।

একমাত্র রসসৃষ্টিই শম্ভুচন্দ্রের সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার মনে দেশের নানারূপ সংস্কার প্রবর্ত্তনের ইচ্ছাও জাগিয়াছিল, এবং দেশের শিল্পোন্নতি কি ভাবে হইতে পারে, ধর্ম্মবিষয়ে একটা জীবন্ত আগ্রহের সৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে, বাঙ্গালা অক্ষরে সকল ধ্বনির প্রতিরূপ কি উপায়ে পাওয়া যায়,—এইরূপ বহুবিষয়ে তিনি মন দিয়াছিলেন। শ্রমশিল্পের উন্নতির প্রতি তাঁহার যে সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল, "আনন্দসভারঞ্জন-চম্পূ"-তে রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারী সভার প্রতি তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। স্ব-রচিত দশটী গান গ্রন্থশেষে দেওয়া আছে, সবগুলি তত্ত্বমূলক, রসবেগে চঞ্চল নয়, সুতরাং তাহাদের আলোচনায় আমাদের উপকার নাই। শেষের গানটী তবু সহজ,—

বড় আনন্দের বিষয়।

এ-আনন্দ কাননে উদয়॥

আনন্দ কানন একে সদা সদানন্দ ঠেকে
তায় আনন্দ সভা দেখে কে আনন্দ নয় ॥
যত সভ্য সভাপতি সর্ব্বদা নির্ম্মলমতি
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যতি সঙ্গে সদা রয় ॥

শম্ভুচন্দ্রের ভাষাসংস্কারের চেষ্টার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। কার্য্যানুরোধে বহু বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার বাহিরে থাকিতে হয়, ফারসি ও উর্দ্দ শিখিতেও হয়, কিন্তু ফারসি হরপে লেখা উর্দ্দু জোবান অভ্যাস করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। "পার্‌সি আরবি শব্দে যে যে স্থানে জ্জিম খে শে্জ আয়েন গায়েন ফে কাপ—এহি সপ্তাক্ষর তাদৃশ কখনই হয় না, বরং অশুদ্ধ উচ্চারণে উর্দ্দ অভ্যাস করিয়া আলাপ করিতে গেলে, বিদ্রূপ ব্যঙ্গই লাভ হয়।" সুতরাং আকবর বাদসাহের সময় যে ভাবে সংস্কার হইয়াছিল, সেইভাবে কাজ করা উচিত। শম্ভুচন্দ্রের ভাষায়ই তাঁহার বক্তব্য বলি।—

"পারসীতে বাঙ্গালা বর্ণ বর্গের প্রায়শ দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অন্যান্য বর্ণই অভাব অর্থাৎ প্রথমত ট প চ ড ড় দ্বিতীয়তঃ ভ থ ফ ঠ ঝ ছ ধ ঢ ঢ় খ ঘ সমুদয়ে ষোড়শ বর্ণই ছিল না, তখন কতিপয় পারসীক বিদ্বান ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া উক্ত কয়েক অক্ষর আপনাদিগের পারসী অক্ষরে গঠিয়া লইলেন প্রথমতঃ তের উপর চারি নোক্তাতে ট ও বের নীচে তিন নোক্তাতে প ও জ্জিমের নীচে তিন নোক্তাতে চ এবং দালের উপর চারি নোক্তাতে ড ও রের উপরে তো অক্ষরে ড় দ্বিতীয়তঃ বে হে ভ। তে হে থ। পে হে ফ। টে হে ঠ। জ্জিম হে ঝ। চে হে ছ। দাল হে ধ। ডাল হে ঢ। ড়ে হে ঢ়। কাফ হে খ। গাফ হে ঘ। ইত্যাদি। পারসীক বিদ্বানেরা যেমন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দেশী ঠে ট প্রভৃতি লিখার সুবিধা করিয়া লইলেন কিন্তু হিন্দুস্থানীরা পারসী ও আরবী শব্দসকল শুদ্ধরূপ লিখাপড়া করার নিমিত্ত বাঙ্গলা অক্ষরের রূপান্তর অথবা কোন চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া উচ্চারণের কিছুই সুবিধা করিলেন না। সুতরাং উক্ত অক্ষরে বঙ্গীয় সাধুভাষা ভিন্ন অন্যভাষা শুদ্ধরূপ লিখনের রীতি ও ব্যবহারও নাই শ্বেতকান্তি পুরুষেরা যাঁহারা সমুদয় বিদ্যাতেই দৃষ্টি সমান রাখেন তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বিদ্যার সহিত পারসী, আরবী বিদ্যার বিশেষরূপ সমন্বয় বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন; কিন্তু স্বজাতীয় ইংলিশ অক্ষরের দ্বারা উর্দ্দ ও বাঙ্গলা শুদ্ধরূপ লিখার অক্ষর গঠনের বিধিস্বরূপ রোমেন্‌ ক্যারেক্‌ট নামে বিলক্ষণ এক বিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা অনেক ইংলিশমাত্রবেত্তার যথেষ্ট উপকার দর্শিতেছে এ অবস্থায় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে পারসী আরবী অক্ষরের সহিত বাঙ্গলা অক্ষরকে কোন চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ঐক্য করতঃ বাঙ্গলা অক্ষরে উর্দ্দ পারসী লিখার কোন এক সঙ্কেত যদি করা যায় তাহা হইলে সাধারণের উপকার হইতে পারে কি না।"

শম্ভুচন্দ্রের "আনন্দসভারঞ্জন-চম্পূ" হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তদানীন্তন বিদ্যানুরাগীর মনের উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সমাজের আদর্শ কি ভাবে কাজ করিয়াছিল; সাহিত্যের পুরাতন আদর্শ ও পুরাতন রচনানীতির আকর্ষণ তখনও বেশ প্রবল ছিল, আর অন্যদিকে নূতন নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করার লোভও দুর্নিবার। তাই একদিকে যেমন চম্পূ

লেখা হইত এবং সে চম্পূতে বিষ্ণুশর্ম্মা-হিতোপদেশের প্রতিচ্ছায়া পড়িত, অন্যদিকে আবার তেমনই স্থানবিশেষের বর্ণনা, নূতন করিয়া অক্ষর গড়িয়া ভাষার পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয় দেখা যাইতেছে ;—জ্ঞানের স্বল্পতা তাঁহাকে পীড়া দিত না, তাঁহাকে সাহিত্য রচনা হইতে বিরত করিত না।

শম্ভুচন্দ্র-সম্পর্কিত আর একটী বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহার সভায় কোনও এক পণ্ডিত পারস্য উপন্যাস সংস্কৃতে অনুবাদ করেন ; এই অনূদিত কাব্যের নাম "ফখলাজাখ্যং কাব্যম্"—এই অভিনব গ্রন্থের সামান্য পরিচয় দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। ফখলাজ-কাব্যের প্রথম খণ্ড (অন্যান্য খণ্ড আমি দেখি নাই) পঁচিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ; গ্রন্থরচনার ইতিহাস গ্রন্থশেষে বিজ্ঞাপন-ভাগে দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"বিবিধসদ্‌গুণ নিকেতন কাকিনীয়াধিপতি শম্ভুচন্দ্ররায় চতুর্ধুরীয়ঃ স্বয়মেকদা স্বসমজ্যায়াং মামাহূয় সংস্কৃতগদ্যপদ্যৈঃ পারস্যোপন্যাসং রচয়িতুমাদিশৎ প্রযত্নেন। তন্নিদেশস্যালঙ্ঘ্যতয়া স্বস্মিন্ কবিত্ববিত্তাদ্যসদ্‌ভাবেঽপি নির্লজ্জতামঙ্গীকৃত্য যথাশক্তি বর্ণ্ননং করবাণীতি প্রতিজ্ঞায় মদীয় সস্নেহ-সম্মানাস্পদ শ্রীমদ্‌গোবিন্দমোহন রায় সদাশয়েনাধ্যবসায়িতঃ এতস্মিন্ প্রবন্ধরচনাকর্ম্মণ্যহং প্রবর্ত্তিতঃ। কতিপয়বাসরানন্তরম্ প্রোক্তসোৎসাহনিদেশকর্ত্তু র্জীবিতকালেন সমমেব গ্রন্থরচনাঽপ্যবসিতাভূৎ। সম্প্রতি তত্তনয়-সদ্বিদ্যানুরাগি-সদাশয়-শ্রীমন্মহিমারঞ্জনরায়েণ প্রযত্নতো মুদ্রণং কারয়িত্বৈতৎ পুস্তকম্প্রকটীকৃতম্। অস্মিন্ ভ্রম-প্রমাদিভি র্বহবো দোষা সংজাতা এব। তদাদ্যন্তং কৃপয়া সংশোধ্য গুণিগণাঃ পঠন্ত্বিত্যো-বার্থয়েঽহং। "গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে" অলমতি বিস্তরেণ। রচয়িতা

শাকে চন্দ্রনবাঙ্গীন্দু প্রমিতে কাকিনাপুরে।
কেনচিন্মুদ্রিতঞ্চৈতৎ পুস্তকং শম্ভুচন্দ্রতঃ॥

পারস্য রাজকন্যার নামে গ্রন্থের নাম। প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পর কাকিনীয়াধিপতির বংশাবলী ও সভার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। শম্ভুচন্দ্র যে একটা পণ্ডিত-সভা গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন, স্মৃত্যাদিশাস্ত্রবিৎ গুরুদাস শিরোমণি, জ্যোতির্ব্যাকরণাদি বিবিধশাস্ত্রপ্রবীণ কালীচন্দ্র চূড়ামণি, কাব্যব্যাকরণবিচক্ষণ বিশ্বেন্দ্র-ন্যায়রত্ন, বিবিধশাস্ত্রদর্শী শ্রীকান্ত বাচস্পতি, কাব্যাদিবিশারদ শ্রীশ্বর বিদ্যাভূষণ—ইঁহারা ছিলেন তাঁর সভাপণ্ডিত। সকলদর্শী লেখক, অমাত্যবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সেখ মছরফ প্রমুখ সর্দ্দার, শ্রীমোছাবুদ্দিন জেল্‌দকার ও সেখ বাহালি জমাদার পর্য্যন্ত সকলেরই নাম করিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দবাগ, মোহনবাগ, সুললিতবাগ, আনন্দবাগ, কালীবাগ, লোচনবাগ, বর্দ্ধনবাগ, বেগমবাগ, সুমানেবাগ, কাঞ্চনবাগ—ইত্যাদি উপবন ও তাঁহার দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে যে সভার উৎসাহে ও অনুমোদনে পারস্য-উপন্যাস পর্য্যন্ত সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহার সম্বন্ধে আশা করি, বলিবার আর কিছু নাই, উপাখ্যানভাগ তো সকলেরই জ্ঞাতপূর্ব্ব। শুধু কাব্যের পাদটীকায় রচয়িতার লেখা কয়েকটী ব্যুৎপত্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতে চাই।

(১) হারুনল রসীদ ইতি। দময়ন্তীবিচ্ছেদজনিতবিষাদেন হা ইতি রৌতি শব্দং করোতীতি হারুঃ। হারুশ্চাসৌ নলশ্চেতি হারুনলঃ হারুনলস্য রসো গুণোঽস্যাস্তীতি হারুনলরসী ঈদঃ শ্রীদঃ ইতি হারুনলরসীদঃ।

(২) বগদাদ ইতি। বস্য বলবজ্জনস্য গদা ইতি বগদা বগদাং দদাতীতি বগদাদঃ॥ বঃ বলবান্ ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতশব্দরত্নাবলী॥

(৩) জাফর ইতি। জেন জেত্রা জয়কর্ত্রা অফরঃ ন ফরং যস্য স জাফরঃ। জঃ জেতা ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃতশব্দরত্নাবলী। ফরং ফলং ইতি তদ্ধৃতামরটীকায়াং ভরতঃ॥

(৪) দামাশ নগর ইতি দামনি আশা যস্য স দামাশো নগরঃ॥

(৫) আবাল কসম ইতি উদারতাদিভি রাবালস্য সমঃ তুল্যঃ ইতি আবালকসমঃ॥

শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধে জগদ্বন্ধু নামে জনৈক লেখক আরব্য-রজনী "আরব্য যামিনী" নাম দিয়া সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন; ১২৯৯ বঙ্গাব্দের লিখিত ইহার এক পুথি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

উপরোদ্ধৃত শব্দব্যুৎপত্তি হইতে তখনকার সমাজের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। শম্ভুচন্দ্র নিজের চারিদিকে একটা সাহিত্যের, শিক্ষার, বিদ্যার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। তখনকার দিনে তাঁহার গ্রন্থসংগ্রহের আয়োজন সুবিদিত ছিল; দুঃখের কথা, আজকাল তাহা গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার পুস্তকাগার দেখিতে যাই, তখন শুনিলাম, তাঁহার গ্রন্থগৃহ সর্পবহুল এবং দিবালোকে দীপ জ্বালিয়া সাত আটজন লোক লইয়া অতি সতর্কতার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে—নতুবা বিপদের সম্ভাবনা আছে। মনে করি, তাঁহার সেই অযত্ন রক্ষিত পুস্তক-সংগ্রহ দেখিয়া লাভবান্ হইয়াছি। তখনকার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-ভাষায় রচিত বহু পুস্তক ও পুথি হেলায় পড়িয়া আছে,—যাঁহাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহারা অর্থের অনটনেই হউক আর অন্য যে কারণেই হউক, এবিষয়ে দৃষ্টি দিতে অক্ষম। তথাপি বিচিত্র বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে ও নবোদ্বুদ্ধ বঙ্গ-সাহিত্যের আত্মপ্রকাশচেষ্টায় সমাজে যে বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, শম্ভুচন্দ্রের নিজের ও সভাসদের রচনার মধ্যে সে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন আছে মনে করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলাম।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৩৭।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ঝাঁপান

"ঝাঁপান্" মেদিনীপুরের* পর্ব্বের নাম, বিষহরী মনসাদেবীর পূজা ও তাহার সঙ্গে সাপ লইয়া যে খেলা ও উৎসব তাহাকে চলিত কথায় "ঝাঁপান্" বলা হয়।

আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই উৎসবটি পালিত হয়। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও মেদিনীপুর সহরে এই পর্ব্বটি খুব ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। যাহারা এই পর্ব্বটি করে তাহাদিগকে গুণিন্ বা গুণী বলা হয়।

যাহারা ডাইনীর হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে, যাহারা মন্ত্রের শক্তিতে সর্পদংশন হইতে মানুষকে বাঁচাইতে পারে, বা যাহারা তুকতাক্ প্রভৃতির দ্বারা নানারূপ অলৌকিক ও অদ্ভুত ক্রিয়া সকল করিতে পারে, তাহাদিগকেই গ্রাম্যলোকে গুণিন্ বলে।

ঝাঁপাইয়া পড়া বা ঝাঁপান কথা হইতে এই ঝাঁপান্ কথার উৎপত্তি কিনা বোঝা যায় না। বিষাক্ত হিংস্র সর্পের সহিত অবাধে খেলা করার যে বিপদ্, তাহার মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে বলিয়া এই নাম হইয়াছে কি না, অথবা ঝাঁপানের দিন পূজার সময় কাহারও উপর যে 'ভর' বা 'আবেশ' হয়, যাহাকে তাহারা গ্রাম্য কথায় 'ঝুপার' বলে, তাহা হইতে এই ঝাঁপান্ কথার উৎপত্তি কিনা, বোঝা কঠিন।

মেদিনীপুর জেলার অনেক স্থানই সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান। বিশেষতঃ ইহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ অসমতল ও জঙ্গলে আবৃত থাকায় নানারূপ সর্পের আবাস ভূমি। অতীতকালে ঐসকল স্থানে অসভ্য জাতিগণের বাস ছিল। এখনও যে জায়গায় জায়গায় ইহাদের বাস নাই, এমনও নহে।

যাহারা সর্পকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত বা এখনও করিয়া থাকে তাহারাই এই পর্ব্বের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ঝাঁপানের একটি গীতের কিয়দংশ হইতে এই কথা যে সত্য, তাহা মনে হয়। গীতটি এই,—

মাকে আন্‌তে যাব রে শিলাই নদীর কুল।
মায়ের পায়ে দিব রাঙা জবা, হাতে দিব ফুল ॥

এই শিলাই বা শিলাবতী নদী মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। মানভূম জেলায় উৎপন্ন হইয়া মেদিনীপুর জেলার উত্তর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই জেলার পূর্ব্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত ঘাটালের নীচে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে যত দূর জানা যায়, এই শিলাবতী নদীর তীরেই পূজার অধিক চলন।

পূজার দিন বা তার পরদিন প্রতিমার সম্মুখে নানা রকম খেলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহার নাম 'তুড়মি' খেলা। ইহার আবার প্রতিযোগিতা আছে। এক একজন গুণিন্ তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ও শিষ্যবর্গের সহিত একত্র হইয়া এক জায়গায় উপস্থিত হয়। গোরুর

* ১৩৩৭ সালের ৯ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার ১৮শ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

গাড়ীর চাকাগুলিকে উপরি-উপরি সাজাইয়া তাহার উপরে এক-একজন গুণিন্ নানা রকমওয়ারী সাপ দিয়া শরীরের অলঙ্কার করে; ঐ গাড়ীর চাকা-সকলের উপর গুণিন উঠিয়া বসে ও কুৎসিত ভাষায় সকলকে গালাগালি করে এবং তাহাকে মন্ত্র দিয়া আক্রমণ করিতে আবাহন করে।

উচ্চ জায়গায় বসিবার উদ্দেশ্য এই যে, শূন্যের উপর সর্প দংশন হইলে বা লোককে সাপে কাটিলে আর উদ্ধার নাই। তখন তাহার দলের সকলে লাউয়ের তৈয়ারী এক রকম বাঁশী যাহার নাম 'তুড়মি', সেইটি বাজাইতে থাকে। এই 'তুড়মি' বাঁশী বাজাইয়া খেলা হয় বলিয়া ইহার নাম 'তুড়মি' খেলা।

একটি বাঁশ প্রোথিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে চাবুক মারে আর যাহাকে উদ্দেশ করিয়া চাবুক মারা হয় তাহার পৃষ্ঠে নাকি বাস্তবিক সত্য সত্য দাগ পড়ে ও রক্ত বাহির হইতে থাকে। কিন্তু তাহার বিপক্ষ পক্ষের যদি মন্ত্রের শক্তি অধিক হয়, সে প্রতিরোধ করিতে পারে; অবশ্য মন্ত্রের সাহায্যে। ইহাতে অন্য পক্ষ যতই চেষ্টা করুক প্রতিপক্ষের কিছুই অনিষ্ট হইবে না।

নানা রকমের 'বাণপড়া' আছে। একমুষ্টি মুড়কিকে মন্ত্রপূত করিয়া গুণিন্ কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করে, আর ঐ মুড়কিগুলি বোলতা হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে। 'রক্তবাণ' আছে, যাহার দ্বারা মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে; এবং 'বালিবাণ' দ্বারা গা ঝাড়িলে কেবল বালি বাহির হইতে থাকে।

তিনটি গোল চাকার মত দাগ কাটিয়া তাহার মধ্যে পর পর বাতাসা, কাগজি নেবু ও আধলা পয়সা রাখিবে। আর অন্যান্য সকলকে ঐ গুলি তুলিয়া লইতে বলিবে। যে লইতে যাইবে সে কিছুতেই ঐ দাগের কাছে অগ্রসর হইতে পারিবে না। পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিবে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকিবে। তবে যদি সে তাহার আক্রমণকারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়, তবে তাহার বিপক্ষ ঐ সকল জিনিসের মধ্য হইতে যাহা তুলিয়া আনিতে বলিবে, সে তাহাই অবলীলাক্রমে তুলিয়া আনিতে পারিবে।

যাহারা 'তুড়মি' বাজাইতেছে, বাজাইতে বাজাইতে ঐ 'তুড়মি' বাঁশী তাহাদের মুখ হইতে আর বাহির হইবে না; যতই টানাটানি করুক্, বরং বাঁশীটি আরও মুখের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে।

আরও শোনা যায়, একটি শালুক ফুলের ডাঁটার ছাল যে লোকের নাম করিয়া, মন্ত্র পড়িয়া ছাড়াইবে, সেই লোকের গায়ের চামড়াও নাকি সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া আসিতে থাকিবে।

ঝাঁপানের দিন মনসা দেবীর পূজা না হওয়া পর্য্যন্ত সকলে উপবাস করিয়া থাকে। এই ব্রতধারীদের মধ্যে সময়ে সময়ে কাহারও কাহারও 'ঝুপার' হয়। 'ঝুপার' হইলে সে মাটিতে হাত চাপড়াইতে থাকে ও মাথা চালিতে থাকে। যথার্থই তাহার 'ঝুপার' হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার মুখের সম্মুখে ধূনার 'ভাপরা' অর্থাৎ একটি হাঁড়িতে প্রজ্বলিত অগ্নি করিয়া তাহাতে অনবরত ধূনার গুঁড়া দেওয়া হয়। সমস্ত ধূম তাহার নাকে মুখে প্রবেশ করিতে থাকে; তথাপি সে অবিচলিতই থাকে।

তারপর বাবুই বা জুন দড়িকে চাবুকের মত করিয়া পাকাইয়া তাহার পৃষ্ঠে মারিতে থাকে। তাহাও যদি সে নীরবে সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে সকলের বিশ্বাস হয় যে যথার্থ-ই তাহার উপর দেবীর 'ভর' হইয়াছে। তখন তাহাকে দেবীর প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, ও ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করা হয়, বা দুঃসাধ্য রোগসমূহ সম্বন্ধে ঔষধ জিজ্ঞাসা করা হয়।

পূজার দিন নিকটবর্ত্তী নদী বা পুষ্করিণীতে ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া ঘট ডুবাইতে যাওয়া হয়, কোথাও বা একজন গুণিন্‌কে সাপের অলঙ্কার পরাইয়া চতুর্দ্দোলে চড়ান হয়। মেদিনীপুর সহরে গুণিন্‌রা হাঁটিয়া যায়, গলায় ও বাহুতে বড় বড় বিষাক্ত সাপগুলি জড়ান থাকে। রাস্তার লোকে মজা দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে জুতা ও ঝাঁটার মালা গাঁথিয়া রাস্তার উপরে টাঙ্গাইয়া দেয়। এরূপ করিবার অর্থ, জুতার নীচ দিয়া ঠাকুরের ঘট লইয়া যাওয়া চলে না,—কাজেই সেই মালার দড়িটি মন্ত্রবলে কাটিতে হইবে। এরূপ দড়ি কাটিতে আমরা কখনও দেখি নাই। গুণিন্‌রা বলে তাহাদের এরূপ করিবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু পুলিশের ভয়ে তাহারা এই ক্ষমতার ব্যবহার করে না। কেন না, ফাঁসীর আসামীদিগকে ফাঁসীর দড়ি মন্ত্রবলে কাটিয়া দিয়া তাহারা বাঁচাইতে পারে, এই আশঙ্কায় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। যে ঘটটি আনা হয়, তাহার একটু বৈচিত্র্য আছে। ঘটের নিম্নে শত শত ছিদ্র থাকে কিন্তু ঘট ডুবাইবার সময় বা লইয়া যাইবার সময় যেন জল না পড়ে। ঐ কলসীটির মুখে একটি কলা-মোচার ছুঁচালো মুখ ঊর্দ্ধমুখে বসান থাকে। বাঁশের কুঁচি সরু করিয়া কাটিয়া তাহাতে জবা ফুল গাঁথিয়া মোচাতে ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া সাজাইয়া দেওয়া থাকে। কলসীটি একটি ত্রিশূলের উপর বসান হয়। একজন গুণিন্ ঐ ত্রিশূলটি বহিয়া লইয়া যাইতে থাকে।

নদীর ধারে ঘট ডুবাইবার সময়ও নানারূপ 'গুণ্' বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হয়। যে গুণিন্ ঘট ডুবাইবার সময় ঘট মাথায় করিয়া ডুবিবে, তাহার এমন নাকি মন্ত্র আছে যাহার দ্বারা তাহাকে আর জলের উপর উঠিতে দিবে না। বাঁশের ছিদ্রময় চালুনীতে জল ভর্ত্তি করিয়া তুলিতে হইবে, যেন জল ছিদ্র দিয়া না গলিয়া পড়ে। আরও নানা রকম খেলা, দেখান হয় সেগুলি আর বাহুল্যভয়ে লেখা হইল না।

ঘট ডুবাইবার পর যখন শোভাযাত্রা ফিরিয়া যায় তখন গুণিন্‌রা গান গাহিতে গাহিতে যাইতে থাকে; এবং মধ্যে মধ্যে শোভাযাত্রা থামাইয়া ঢোলের তালে তালে 'সাক্ষী' গাওয়া হয়। এই 'সাক্ষী' হইতেছে পুরাণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে রচিত কতকগুলি কবিতা। এগুলি গুণীন্‌রা অনেক পুরাণ ঘাঁটিয়া নিজেরা রচনা করিয়া রাখে, যাহাতে অন্য কেহ সে 'সাক্ষীর' উত্তর দিতে না পারে। কাজেই গুণিন্ অনুসারে 'সাক্ষী' ও নূতন নূতন হয়। 'সাক্ষী'-গুলির শেষে অনেক সময় রচয়িতার নাম ও ঠিকানা দেওয়া থাকে। গুণিন্‌রা যদি 'সাক্ষী'র উত্তর দিতে না পারে, বড় অপ্রস্তুত হয়, আর যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়, তবে ঢাক ঢোল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে শোভাযাত্রা লইয়া মিছিল করিয়া চলিয়া যায়।

এইবার কতকগুলি 'সাক্ষী' যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার মধ্যে কয়টি আপনাদিগকে উপহার দিব ; আশা করি, সুধীগণ তাহার উত্তর দিয়া গুণিন্‌গণের মান রক্ষা করিবেন।

(১)

একদিন পুরঞ্জন মৃগয়ার তরে।
প্রবেশ করিল গিয়া বনের ভিতরে ॥
পথশ্রমে বসিল এক বৃক্ষের ছায়ায়।
আচম্বিতে রমণী এক দেখিবারে পায় ॥
রমণীর রক্ষা হেতু ১১১ জন।
করিতেছে রমণীর পশ্চাতে ভ্রমণ ॥
অগ্রেতে সর্প এক পঞ্চমুখ তার।
তার পর দশ জন পুরুষ আকার ॥
পুরুষ আকার যেই দেখি দশ জন।
প্রত্যেকের দশটি নারী দেখি কি কারণ ॥
ইহার বৃত্তান্ত কথা বলিবে আমারে।
তবে 'সাক্ষী' মানি আমি সবার গোচরে ॥
না বলিতে পার যদি ফিরে যাও ঘরে।
ঢাক ঢোল ঘট রেখে সবার মাঝারে ॥

(২)

কুণ্ডল রাখিয়া উতঙ্ক স্নান হেতু গেল।
ক্ষপণক বেশে তক্ষক কুণ্ডল হরিল ॥
উতঙ্ক ক্ষপণককে যখন দেখিল।
দৌড়িয়া গিয়া তার জটেতে ধরিল ॥
জটেতে ধরিবা মাত্র নিজরূপ ধরি।
বিবরে প্রবেশি গেল পাতাল নগরী ॥
কাষ্ঠের দ্বারাতে পথ করিতে লাগিল।
ইন্দ্র কৃপা করি তাহে বজ্র নিয়োজিল ॥
বজ্রের আঘাতে এক সুড়ঙ্গ হইল।
সেই সুড়ঙ্গ দিয়া উতঙ্গ পাতালে প্রবেশিল ॥
পাতালেতে নাগরাজ বহু স্তুতি করি।
দেখান আশ্চর্য্য এক যাই বলিহারী ॥
দুইটি রমণী বসি তন্ত্রের উপরি।
কেহ শুক্ল কেহ কৃষ্ণ গুণে সারি সারি ॥
বারোটি সূত্রেতে গুণে ছয় গাছি তার।
২৪ পর্ব্বেতে ৩৬০ শলাকা তার ॥

এক চক্রে গাঁথা তন্ত্র বল সে কেমন !
শুনিব ইহার কথা এই নিবেদন ॥

(৩)

একদিন ভীমসেন মৃগয়া কারণ।
ঘোর অরণ্যেতে তিনি করয়ে ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলেন পর্ব্বত গুহায়।
আচম্বিতে এক সর্প দেখিবারে পায় ॥
সর্প দেখি ভীমসেন ভাবে মনে মন।
হেন সর্প পৃথিবীতে না দেখি কখন ॥
বদন বিস্তার সর্প করয়ে যদ্যপি।
ত্রিপুর সহিত সব গ্রাসিবে পৃথিবী ॥
সমুখে দেখিয়ে ভীমে করিয়া গর্জ্জন।
লেজের দ্বারায় তারে করিল বন্ধন ॥
ভীমে গিলিবারে সর্প বদন বিস্তারিল।
সভয়েতে ভীম নিজ পরিচয় দিল ॥
পরিচয় পেয়ে সর্প সকলি বুঝিল।
তবে সর্প তারে এক প্রশ্ন করিল ॥
উত্তর করিতে ভীম না পারিল তার।
সর্প বলে এইবার করিব আহার ॥
উদ্ধার করহ গুণী ভীমের জীবন।
সর্পরূপ ধরে বল কেবা সেই জন ॥

(৪)

শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
পরীক্ষিতে সর্পাঘাত হইল যখন ॥
বহুরূপ মন্ত্র বিদ্যা পৃথিবীতে ছিল।
বেদ-মন্ত্র-বলে সর্প অগ্নিতে পুড়িল ॥
যে মন্ত্র প্রভাবে ভাই নন্দের নন্দন।
কালিদহে করেছিল কালীয় দমন ॥
তক্ষক নাগ নিয়েছিল ইন্দ্রের শরণ।
মন্ত্র তেজে ইন্দ্র সহ টলে ইন্দ্রাসন ॥
দেব দেব মহাদেব দেব শূলপাণি।
সমুদ্র মন্থনে বিষ খাইল আপনি ॥
বীজ-মন্ত্র শুনে শিবের বিষ ভস্ম হল।
অচেতন ছিল শিব উঠিয়া বসিল ॥

মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রে পূর্ব্বে মুনিগণে।
মৃতকে জিয়াতে পারে শুনেছি পুরাণে॥
সিন্ধুমুনি ঋষিগণ ছিলেন তথায়।
কেহ কি নহিল শক্য রাখিতে রাজায়॥
ব্রহ্ম-শাপে মুক্ত রাজা তক্ষক দংশনে।
পরে কেন মা জীয়াল মৃত-সঞ্জীবনে॥
ইহার বৃত্তান্ত কথা বলিবে আমারে।
এই সব থাকিতে কেন পরীক্ষিত মরে॥

এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর যাহা শুনিয়াছি তাহা এই,—

শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
সর্পাঘাতে পরীক্ষিত মৈল কি কারণ॥
ধ্যানমগ্ন ঋষিবর অচেতন ছিল।
ক্রীড়াচ্ছলে পরীক্ষিত সর্প গলে দিল॥
ধ্যান-ভঙ্গে ক্রোধে ঋষি শাপ তারে দিল।
সপ্তাহের মধ্যে তারে তক্ষক দংশিল।
পরমায়ু শেষ রাজার কে রক্ষিতে পারে।
ব্রহ্ম-শাপে মহারাজ পরীক্ষিত মরে॥

'সাক্ষী' হল সমাধান ভগ্নভূম নিজ স্থান
কোতবাজারে বাড়ী হয়।
ওস্তাদ মোর অখিল গুণী বহুত গুণের গুণাগুণী
তার শিষ্য এই 'সাক্ষী' কয়॥

'সাক্ষী' শুনি তুষ্ট এবে ছাড়ি দেহ স্থান্।
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান্॥
মাকে আন্‌তে যাব রে—ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য

বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় *

বুদ্ধের উপদেশ

সম্যক্‌সম্বোধি লাভের পর মহাত্মা শাক্যবুদ্ধ আর্য্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রচার করেন। দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চারিটি সত্যই আর্য্যসত্য। দুঃখ থাকিলেই তাহার সমুদয় বা কারণ আছে। সেই দুঃখের নিরোধ করিতে অবশ্যই পন্থা বা মার্গ আছে। আবার দুঃখের প্রকৃত কারণ বা নিদান জানা চাই। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, ও জরামরণ এই দ্বাদশ নিদানই প্রতীত্যসমুৎপাদ। অজ্ঞানতাই অবিদ্যা, কিঞ্চিন্মাত্র চেতনার সংস্কার, পূর্ণ চেতনা হইলে বিজ্ঞান, তৎপরে দ্রব্যের নাম ও রূপের জ্ঞান জন্মে, নামরূপের উপলব্ধি হইলে ষড়ায়তন বা ষড়িন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হইতে বাহিরের বস্তুর সহিত স্পর্শ ঘটে, সেই সংস্পর্শ হইতে বেদনা বা অনুভূতি, অনুভূতি হইতে তৃষ্ণা বা দুঃখ দূরীকরণ ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা। এই তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা কার্য্যের চেষ্টা। চেষ্টার মধ্যে এমন একটা অবস্থা আসে যাহা ভালও হইতে পারে বা মন্দও হইতে পারে, এই অবস্থার নাম ভব। তাহার পরেই জাতি বা নবজীবনের উৎপত্তি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং জীবনে শোক দুঃখ জরা মরণ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যাহাতে এই জরা মরণ দুঃখাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সেই পন্থা আবিষ্কার করাই বুদ্ধ ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহা ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই অমঙ্গল। এই অমঙ্গল পরিহার করাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য।

নির্ব্বাণ-কামী জীবের চারিটি অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। যাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই চারি অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে :—স্রোতঃ-আপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। ইঁহাদের নাম শ্রাবক বা সেবক। (১) যিনি প্রথম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম স্রোতঃ-আপন্ন। ইনি সংযোজন বা মানব প্রকৃতির প্রথম তিন বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন বিপদের ভয় নাই। (২) যিনি আর একবার মাত্র মানবজন্মলাভ করিবেন, তিনি সকৃদাগামী। তিনি রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিন রিপুকেও অনেকটা বশীভূত করিয়াছেন। (৩) পঞ্চ বন্ধন হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই অনাগামী। কামশোকে তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবেনা। ব্রহ্মলোকে জন্ম হইবে। (৪) যিনি সমুদয় মলিনতা দূর করিয়াছেন, সকলপ্রকার ক্লেশ উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনপ্রকার প্রলোভনেও যিনি নীতিপথ হইতেই বিচ্যুত হন নাই, যাঁহার

* ১৩৩৭ সালের ১৫ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালার জন্য 'বঙ্গে আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিত হয়, এই প্রবন্ধ তাহার প্রথমাংশ ; শেষাংশ উক্ত লেখমালার মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই অর্হৎ। তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না।

যাঁহারা উক্ত চারি অবস্থার পথিক তাঁহারাই প্রকৃত আর্য্য। আর্য্যের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য নির্ব্বাণলাভ। নির্ব্বাণ আবার দুই প্রকার—অর্হতেরা এই সংসারে থাকিয়া যে নির্ব্বাণ-লাভ করেন, তাহাই প্রথম নির্ব্বাণ।—ইহাই বৈদান্তিকগণের জীবন্মুক্তি। অন্য নির্ব্বাণের নাম পরিনির্ব্বাণ। মৃত্যুর পর বুদ্ধগণই এই নির্ব্বাণের অধিকারী। এই নির্ব্বাণলাভে চিরকালের জন্য সকল প্রকার যন্ত্রণার অবসান হয়। বিশুদ্ধ আনন্দের অবস্থা এবং অনন্ত কালস্থায়ী। বৌদ্ধধর্ম্মের উহাই মূল সূত্র।

শাক্যবুদ্ধ ও তাঁহার অনুবর্ত্তী প্রধান শিষ্যগণ প্রথমে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানতঃ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। পরে যখন গৃহিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের উপযোগী ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইল। কালে উক্ত মতবাদের উপর বহু অবান্তর শাখা-প্রশাখা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ বৌদ্ধসমাজ তিনটি যানে বিভক্ত হন,—১ম শ্রাবকযান, ২য় প্রত্যেকযান, ৩য় মহাযান।*

প্রথম যাঁহারা বুদ্ধের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অনুসারে চলিতেন, তাঁহারা শ্রাবকযান নামে পরিচিত হন। বুদ্ধ নির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর, আবার কাহারও মতে তাহারও কিছু পরে মহাযান বা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মমত প্রচলিত হয়। মহাযান সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত শ্রাবকযানকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে হীনযান বলিয়া নিন্দা করিতেন। এইরূপে তিনটি যান থাকিলেও প্রধানতঃ বৌদ্ধগণ হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

হীনযান ও মহাযান

হীনযান হইতে বৈভাষিক এবং মহাযান হইতে সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার মত প্রবর্ত্তিত হয়। আচার্য্য নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক মত প্রচার করেন। তাঁহার মূল মন্ত্র "সর্ব্বম্ অনিত্যং সর্ব্বং শূন্যং সর্ব্ব অনাত্মম্।" উপনিষদ্ ও গীতার "পরমব্রহ্ম"ই নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক "মহাশূন্য" নামে প্রচারিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক মায়াবাদ ও মাধ্যমিকের শূন্যবাদ মূলতঃ এক। নাগার্জ্জুন ঘোষণা করেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তারা প্রভৃতি দেবতার পূজা, যাহা শাস্ত্রে বিহিত আছে, ঐহিক বা সাংসারিক মঙ্গলের জন্য তাহা করণীয়। এই দেবমূর্ত্তি পূজা প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণেরা মহাযান শ্রমণদিগকে অনেকটা স্বধর্ম্মী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

মহাযান ধর্ম্মের বহুল প্রচারের কারণ এই সম্প্রদায় ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। ইহাদের মতে ধ্যান, ধারণা ও সাধনা ধর্ম্মের অঙ্গমাত্র। সর্ব্বজীবে দয়া ও সহানুভূতি এই ধর্ম্মের লক্ষ্য। কর্ম্মশূন্য অর্হৎগণ অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ বোধিসত্ত্বগণকেই ইঁহারা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন।

* অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ, ১৪ পৃষ্ঠা।

মহাযান ও হীনযান মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও সকলের চরম গতি এক। সকলেই তথাগতের এই বাণী বিশ্বাস করেন, "আমি সকল জীবকেই নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইব।" "সমুদয় জীব আমারই সন্তান।"

মন্ত্রযান

মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট জীবাত্মা ও পরমাত্মা মিলনরূপ যোগ স্বীকার করিতেন, তাঁহারাই 'যোগাচার' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। এই যোগাচার হইতে খ্রীঃ ৭ম শতকে মন্ত্রযানের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় নানা প্রকার চক্র, জপ, তপ, মন্ত্রতন্ত্রাদি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া 'মন্ত্রযান' নামে পরিচিত হন।*

মন্ত্রযানের ভিতর তন্ত্র ও ইন্দ্রজালের প্রভাব প্রবেশ করিয়া মূল বৌদ্ধধর্ম্মের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে একব্রহ্ম বা শূন্যবাদের ভিতর বহুদেববাদ আসিয়া মিলিত হইল; তখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকে ও হিন্দু তান্ত্রিকে বিশেষ পার্থক্য রহিল না।

বজ্রযান

মন্ত্রযানের মধ্যে যাহারা বেশী তান্ত্রিক বা শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের দ্বারাই বজ্রযানের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে দেবী কালীর মূর্ত্তির সহিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। আদিবুদ্ধের সহিত মহাকালীর মিলনরূপ গুহ্য-তত্ত্বই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের এই গুহ্য পদ্ধতি খ্রীঃ ১০ম শতকে 'কালচক্র' নামে চলিয়াছিল। নানাপ্রকার বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও ডাক ডাকিনীর সাধনায় সিদ্ধি হইতে পারে, ইহাই বজ্রযান ও কালচক্রযানের লক্ষ্য ছিল। অর্হৎপদ বা সম্যক্‌সম্বোধিলাভ যে মহাধর্ম্মের চরমলক্ষ্য ছিল, নানা বীভৎস তান্ত্রিক ব্যাপার লইয়া সেই ধর্ম্মে বজ্রযান, পরে কালচক্রের প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িল।

পাল-রাজবংশ ও অনুত্তর-মহাযান।

পালবংশের সংস্কার, প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ

খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে গৌড়ে পালরাজবংশের অদ্বিতীয় প্রভাব প্রসারিত হয়। গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল হইতে পরবর্ত্তী সকল পালনৃপতিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন। তাঁহাদের শাসনকালে খ্রীষ্টীয় ৯ম, ১০ম, ও ১১শ শতকে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পালরাজগণের নিকট যথেষ্ট উৎসাহলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুতর ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রন্থের অনুবাদ তিব্বতের টেঙ্গুর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহাদের উপদেশ ও লেখনীর গুণে যেমন একদিকে মহাযান ধর্ম্মের সংস্কার চলিতেছিল, অপর দিকে বজ্রযানের মধ্যে ও পরে কালচক্রযানের ভোগবিলাসমূলক শক্তিসাধনা, বীভৎস শব সাধনা, ও নানাপ্রকার কুৎসিত অনাচারে লোক সাধারণকে প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালিত

---

* পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৬ সালে আষাঢ় সংখ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের 'মন্ত্র' প্রবন্ধে 'মন্ত্রযানের' বিশদ পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

করিতেছিল। বলিতে কি, গৌড়বঙ্গের অধিকাংশ লোকই আপাতসুখকর প্রবৃত্তিমার্গে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। প্রবৃত্তিই সকল শোক দুঃখের কারণ। তপস্যা ও ধ্যান ধারণা দ্বারা আনন্দময় অবস্থালাভই নিবৃত্তিমার্গের আকাঙ্খা—এই অবস্থায় মহাশূন্যজ্ঞান দ্বারা নির্ব্বাণপদপ্রাপ্তিই নিবৃত্তিমার্গীর শেষ লক্ষ্য।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গে ভেদাভেদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুখস্বচ্ছন্দ ও ভোগবিলাস দ্বারা আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনই প্রবৃত্তিমার্গীর নিকট মোক্ষ, প্রেম, শুদ্ধি ও মহাত্যাগ দ্বারা আত্মার মহাশূন্যে লয়ই নিবৃত্তিমার্গীর নিকট চরম নির্ব্বাণ।

পালবংশের রাজনীতি

পালবংশ বৌদ্ধ হইলেও তাঁহাদের রাজসভায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আচার্য্যগণ সমভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহাবীর রাজরাজেশ্বর ধর্ম্মপাল একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মানার্থ বহু তাম্রশাসন দান করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে বিক্রমশিলায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য ১০৮ জন বৌদ্ধাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে মহাযান মতের উপযুক্ত সংস্কারের আয়োজন হইয়াছিল। তৎপুত্র পরমসৌগত নৃপতি দেবপাল যশোবর্ম্মপুরে বিহার পত্তন করেন। ইহাই অধুনা 'বিহার' নামে পরিচিত। রাজা দেবপালের সময়েই নগরহার-নিবাসী বৌদ্ধাচার্য্য বীরদেব যশোধর্ম্মপুরে বজ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই দেবপালই উক্ত বীরদেবকে নালন্দা-বিহারের পরিচালন ভার দিয়াছিলেন।

বজ্রাচার্য্যগণ ও সহজাচার্য্যগণ

তিব্বতীয় টেঙ্গুর হইতে নানা বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রণেতা নিম্নলিখিত বজ্রাচার্য্যগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। বরেন্দ্রবাসী মহাচার্য্য চন্দ্রগোমিন্, কায়স্থাচার্য্য টঙ্কদাস, জগদ্দলবাসী দানশীল ও মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র, মহাপণ্ডিত জ্ঞানশ্রী বা জ্ঞানবজ্র, কায়স্থ মহোপাধ্যায় গয়াধর, মহাচার্য্য কায়স্থ তথাগত রক্ষিত, সরহ বা রাহুলভদ্র, বৈরোচনবজ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিশ, দুর্জ্জয়চন্দ্র, নারো বা নাড়পাদ, প্রজ্ঞাবর্ম্মা, রাহুলশ্রী, লুইপাদ, বিদ্যাকরসিংহ, সিদ্ধাচার্য্য জালন্ধরীপাদ, ভুসুকু, কাহ্নুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য, ধর্ম্মপাদ বা ধামপা, কম্বল বা কামলী, কম্বল বংশে কঙ্কণ, বিরূপ, শান্তিপাদ, শবরীপাদ, চাটিল, কুক্কুরীপাদ, অদ্বয়বজ্র, লীলাপাদ, স্থগণ, মৈত্রীপাদ, গুরুভট্টারক বৃষ্টিজ্ঞান, মাতৃচেট, মহাসুখতাবজ্র, কুমারচন্দ্র, মগধরাজ ডোম্বী হেরুক ও আচার্য্য তারিণীসেন। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ সহজিয়া আচার্য্যদিগের মধ্যে টেঙ্গুরে আচার্য্য কালপাদ, কঙ্কালিন্ বা কুম্ভকার, কুমার কলস, কুশলীপাদ, তেলিপ বা তৈলিকপাদ, ও উপাধ্যায় জয়দেবের নাম পাওয়া যায়।

বিদুষী আচার্য্য মহিলা

উপরোক্ত আচার্য্যগণই যে সময়োপযোগী বৌদ্ধশাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেবল তাহাই নহে। অনেক আচার্য্য-মহিলা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করিয়া

যশস্বী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে টেঙ্গুর গ্রন্থে নাড়পাদের স্ত্রী জ্ঞানডাকিনী নিগু, ইন্দ্রভূতি-রাজকন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, যোগিনী লাস্যবজ্রা, বিলাসবজ্রা ও সিদ্ধরাজ্ঞীর নাম পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আচার্য্য ও বিদুষী রমণীগণ পালরাজগণের অধিকার কালে গৌড়মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বলিতে কি, যে সকল বৌদ্ধশাস্ত্র তিব্বতে নীত ও তথায় অনুবাদিত হইয়াছিল, কেবল তাঁহাদের নামই টেঙ্গুরে পাওয়া যাইতেছে, তদ্ভিন্ন আরও কত শত ব্যক্তি ঐ সময়ে গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন, তাহার পরিচয় অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে তিব্বতীয় টেঙ্গুর গ্রন্থে মগধ ও গৌড়বঙ্গ মধ্যে নিম্নলিখিত বিহার বা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান পাই।

মগধ ও গৌড়বঙ্গের প্রধান প্রধান বিহার

১। জগদ্দল মহাবিহার, ২। নালন্দা বিহার, ৩। পাণ্ডুভূমিবিহার, ৪। পুরীশবিহার, ৫। পুলগিরিবিহার, ৬। মন্দার বা মন্থানবিহার, ৭। বিক্রমপুরীবিহার, ৮। বিক্রমশীলবিহার, ৯। শালুবিহার, ১০। শ্রীমুদ্রাবিহার, ১১। দেবীকোটবিহার। এই একাদশটির মধ্যে নালন্দ, বিক্রমশীল, পুরীশ, পুলগিরি ও মন্থান বিহার মগধ বা বিহার প্রদেশের মধ্যে এবং দেবীকোট, জগদ্দল, পাণ্ডুভূমি, বিক্রমপুরী, শালু ও শ্রীমুদ্রাবিহার এই ৬টি গৌড়বঙ্গের মধ্যে ছিল।

রাজা রামপাল ও পাণ্ডুদাসের বিহার

বড়গাঁও গ্রামে নালন্দের ও শিলাও বা সুলতানগঞ্জে বিক্রমশীলবিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই দুই মহাবিহারের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিহার মহকুমায় পুরীশ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, মুঙ্গেরের নিকট পুলগিরিবিহারের এবং ভাগলপুর জেলায় মন্দার শৈলের নিকট মন্থানবিহারের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গে ত্রিপুরার নিকট দেবীকোট ও পূর্ব্ব বরেন্দ্রে সুপ্রাচীন ভাসুবিহারের নিকট গঙ্গার ও করতোয়ার সঙ্গমে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের শেষ ভাগে গৌড়াধিপ রামপাল জগদ্দল বিহার নির্ম্মাণ করেন।* রাঢ়াধিপ পাণ্ডুদাসের যত্নে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকের শেষে বা ১১শ শতকের প্রথমে পাণ্ডু ভূমিবিহার এবং ঐ সময়ে মগধের পূর্ব্বে বঙ্গের প্রান্তে বিক্রমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত বিহার-গুলির অবস্থান হইতে মনে হয় মগধ, বারেন্দ্র, রাঢ় ও বঙ্গ এই চারি প্রদেশেই অসংখ্য বৌদ্ধ বাস করিত, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উক্ত বিহারসমূহে শত শত বৌদ্ধাচার্য্য অবস্থান করিতেন।† তাঁহাদের রচিত শত শত তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ তিব্বতীয় টেঙ্গুর গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ আছে।‡ মুসলমান তুর্কীর অত্যাচারে ঐ সকল বিধ্বস্ত ও কত শত বৌদ্ধাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, কত বৌদ্ধাচার্য্য প্রাণভয়ে দূর দেশে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।

† প্রবর্ত্তক (মাসিক পত্রিকা) ১৩৩৬, আশ্বিন সংখ্যা।

‡ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত হাজার বৎসরের বৌদ্ধ গান ও দোহার শেষাংশে উক্ত বৌদ্ধাচার্য্যগণের নাম ও রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

পাণ্ডুভূমি বিহার ও তথাকার আচার্য্য ও বিদুষী মহিলা

ঐ সকল বিহার মধ্যে রাঢ়দেশে পাণ্ডুভূমিবিহার বহুকাল বিদ্যমান ছিল। বর্দ্ধমান জেলায় পাণ্ডুয়া রেলষ্টেশনের অদূরে যে পেঁড়োর মন্দির রহিয়াছে, ঐখানে এক সময়ে পাণ্ডুভূমিবিহার ছিল। এই বিহারে শত শত বৌদ্ধাচার্য্য ও শত শত আর্য্যিকা অবস্থান করিতেন। কেবল পুরুষ বলিয়া নহে, অনেক ভিক্ষুণী বিস্তর ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। আচার্য্য ও পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় প্রকার লোক ছিল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ আচার্য্য নাড়পাদ ও তৎপত্নী নিগুর নাম উল্লেখ-যোগ্য। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং অনেককে দীক্ষিত করেন। নাড়পাদ ও তাঁহার স্ত্রী হইতে সম্ভবতঃ 'নাড়ানাড়ী' বা 'নেড়ানেড়ীর' কথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এখানকার বিহার বা বিদ্যামন্দিরে বহু দূরদেশ হইতে সামান্য মহিলা বলিয়া নহে, অনেক রাজকন্যা শাস্ত্রচর্চ্চা করিবার জন্য অবস্থান করিতেন, তন্মধ্যে রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা মহাচার্য্য লক্ষ্মীঙ্করা, যোগিনী লাস্যবজ্রা, ভৈরবী বজ্রগর্ভা (উপাধি বোধিসত্ত্বদশ-ভূমীশ্বরী) প্রভৃতি বিদুষী ও মহা প্রভাবসম্পন্না রমণীগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এ অঞ্চলে কোন বিধবা মহিলা পিতৃগৃহে অবস্থানকালে প্রভাবসম্পন্না হইলে আজও 'পেঁড়োর মন্দির' বলিয়া তাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। আজও পাণ্ডুয়ার শাহশফীর মস্‌জিদে বৌদ্ধ শিল্পের অতীত নিদর্শন বিদ্যমান। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকে এখানকার বৌদ্ধ বিহার বিধ্বস্ত হয়। বৌদ্ধাচার্য্যগণ অনেকেই বাহ্যতঃ মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করেন। অধুনা তাঁহাদের বংশধরগণ শাহশফীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

পাণ্ডুভূমিবিহারের প্রাচীন নিদর্শন বিলুপ্ত হইলেও ইহার নিকটবর্ত্তী মহানাদ বা মানাদ গ্রামে আজও যোগী ও ধর্ম্ম পণ্ডিতগণ অতীত বৌদ্ধস্মৃতি লইয়া বিদ্যমান। এখনও মহানাদের ধর্ম্মঠাকুরের 'জাত' বা যাত্রা রাঢ়দেশের মধ্যে ধর্ম্মঠাকুরের একটি প্রধান উৎসব বলিয়া পরিচিত। আজও এই জাতে সহস্র সহস্র লোক যোগদান করিয়া থাকে।

বেণুগ্রামের বৌদ্ধ জমিদার

কায়স্থরাজ পাণ্ডুদাস বা তাঁহার বংশধরগণ খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১৪শ শতক পর্য্যন্ত পাণ্ডুভূমিবিহারের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকে রাঢ়দেশে (বর্দ্ধমান জেলায়) সঞ্চারী পরগণার বেণুগ্রামের কায়স্থ মিত্র জমিদারগণ সেইরূপ বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সমাদর করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, বৌদ্ধগ্রন্থ রচনায় সাহায্য করিতেন ও তাঁহাদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ লেখাইয়া লইতেন। সঞ্চারী পরগণা বৌদ্ধ কায়স্থ জমিদারগণের করায়ত্ত থাকায় এবং এখানকার স্থানীয় আচার কিছু পার্থক্য হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা ঐ পরগণার লোককে কিছু ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। উত্তর-রাঢ়ীর কায়স্থ কুলগ্রন্থে—'সঞ্চারী পরগণা', 'সঞ্চার দেশ' বলিয়া প্রথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণ সঞ্চারদেশের কায়স্থগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, একারণ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলগ্রন্থে সিংহ, ঘোষ ও মিত্র বংশীয়ের মধ্যে যাঁহারা সঞ্চারদেশে গিয়া বাস করিতেন, কুলজ্ঞগণ যেন তাঁহাদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।*

---

* 'পাঁচ ভাইরা সঞ্চার দেশে সভাকে না পাই। মহেশপুরে মহেশসিংহ মানকরে ভাই।'

৭৬ সিদ্ধের নাম

১৪শ শতকে মিথিলাধিপ হরিসিংহদেবের রাজত্বকালে কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর রচিত বর্ণনরত্নাকরে ৮৪ সিদ্ধের মধ্যে ৭৬ জনের নাম এইরূপ পাওয়া গিয়াছে,—১। মীননাথ, ২। গোরক্ষনাথ, ৩। চোরঙ্গীনাথ, ৪। চাকরীনাথ, ৫। তন্তিপা, ৬। হাড়িপা, ৭। কেদারিপা, ৮। ধোঙ্গপা, ৯। দারিপা, ১০। বিরূপা, ১১। কপালী, ১২। কমারী, ১৩। কাহ্ন, ১৪। কনখল, ১৫। মেখল, ১৬। উন্মন, ১৭। কাণ্ডলি, ১৮। ধোবী, ১৯। জালন্ধর, ২০। টোঙ্গী, ২১। মবহ, ২২। নাগার্জ্জুন, ২৩। দৌলী, ২৪। ভিষাল, ২৫। অচিতি, ২৬। চম্পক, ২৭। ঢেণ্টস, ২৮। ভুম্বরী, ২৯। বাকলি, ৩০। তুজঙ্গী, ৩১। চর্পটী, ৩২। ভাদে, ৩৩। চান্দন, ৩৪। কামরী, ৩৫। করবৎ, ৩৬। ধর্ম্মপা পতঙ্গ, ৩৭। ভদ্র, ৩৮। পাতলিভদ্র, ৩৯। পলিহিহ, ৪০। ভানু, ৪১। মীন, ৪২। নির্দ্দয়, ৪৩। শবর, ৪৪। শান্তি, ৪৫। ভর্ত্তৃহরি, ৪৬। ভীষণ, ৪৭। ভটী, ৪৮। গগনপা, ৪৯। গমার, ৫০। মেণুরা, ৫১। কুমারী, ৫২। জীবন, ৫৩। অঘোসাধব, ৫৪। গিরিবর, ৫৫। সিয়ারি, ৫৬। নাগবাকি, ৫৭। বিভবৎ, ৫৮। সারঙ্গ, ৫৯। বিবেকিধ্বজ, ৬০। মগরধ্বজ, ৬১। অচিত, ৬২। বিচিত, ৬৩। নেচক, ৬৪। চাটল, ৬৫। নাচন, ৬৬। ভীলা, ৬৭। পাহিল, ৬৮। পাসল, ৬৯। কমল কঙ্গারি, ৭০। চিপিল, ৭১। গোবিন্দ, ৭২। ভীম, ৭৩। ভৈরব, ৭৪। ভদ্র, ৭৫। ভমরী, ৭৬। ভুরুকুটী। *

উপরোক্ত সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এবং সিদ্ধাচার্য্য জালন্ধরীপাদের নাম গৌড়বঙ্গে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। জালন্ধরীপাদ ময়নামতীর গানে এবং গোবিন্দচন্দ্রের গানে হাড়ীপা বা হাড়ীসিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধ :

"পাটিকানগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ।
জালন্ধরী হাড়ীপা হইল হাড়ীরূপ॥" দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীত।

জালন্ধরী পাদ বা হাড়ীসিদ্ধা

ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে সুদূর জালন্ধরে পূর্ব্ববাস থাকিলেও দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে বাস হেতু ময়নামতীর গানে 'হাড়িপা' 'বঙ্গদেশী' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদকে † লইয়া তিনি যেরূপ খেলা খেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন অসাধারণ তান্ত্রিকসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, তিনি সিদ্ধ নামেই পরিচিত হইয়াছেন। তৎকালে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধগণ অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন,—মাণিকচন্দ্রের গানে, গোবিন্দচন্দ্রের গীতে ও ময়নামতীর গানে তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। হাড়িপা একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তান্ত্রিক হইলেও তিনি বুদ্ধ প্রচারিত "অহিংসা

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'; মুখবন্ধ, ৩৬ পৃষ্ঠা।

† গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচাঁদকে একসময়ে আমরা ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, উৎকল, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্রে যে গোপীচাঁদের গান প্রচলিত আছে, যাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-রূপী ভিক্ষু বা বৌদ্ধ বৈষ্ণব আখ্যাধারী বৈরাগিগণ গান করিয়া বেড়ায়, তাহার কতক কতক আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচাঁদ অভিন্ন ব্যক্তি, গোবিন্দচন্দ্রের নামই অপভ্রংশে গোবিন্চাঁদ ও গোবিচাঁদ, শেষে লিপিগুণে গোপীচাঁদ হইয়াছে।

পরম ধর্ম্ম" প্রচার করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে জিজ্ঞাসা করেন "প্রকৃত ধর্ম্ম কি?" হাড়িপা উত্তর করেন,—

"হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই।
অহিংসা পরমধর্ম্ম যার পর নাই॥" (গোবিন্দচন্দ্রগীত)

রাণী যোগিবেশধারী রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে সৃষ্টিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে হাড়িপা হইতে অনুপ্রাণিত গোবিন্দচন্দ্র যেন মহাযান মত অনুসারেই বলিয়াছিলেন,—

"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি॥
আপনি জলস্থল আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগৎ প্রকাশ॥" (গোবিন্দ্রচন্দ্র গীত)

রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ গিরিলিপি হইতে জানা যায় রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয় কালে (১০২৩ খ্রীঃঅব্দ হইতে ১০২৪ খ্রীঃঅব্দের মধ্যে) উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর এবং বঙ্গালদেশে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং ঐ সময়ে আমরা জালন্ধরীপাদ বা হাড়ীসিদ্ধার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি। *

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের অভ্যুদয়। এই মহীপালের রাজত্বকালে বারাণসীধামে গন্ধকুটী, বোধগয়া, নালন্দা, জগদ্দল প্রভৃতিস্থলেও গন্ধকুটী, মহাবিহার, বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা বা জীর্ণোদ্ধার কার্য্য চলিতেছিল। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মও নবীন সাজে ও নব অনুরাগে গৌড়বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিতেছিল। এ সময় গৌড়বঙ্গবাসী বাহুবল পরীক্ষার সহিত বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চ্চায়ও যে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিল, নেপাল হইতে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের রাজ্যাঙ্কিত বহুতর বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহীপালই দীপঙ্কর অতীশকে বিক্রমশিলায় আহ্বান করিয়া প্রধান আচার্য্য-পদ প্রদান করেন।

বিক্রমপুরের রাজবংশে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে অতীশের জন্ম এবং ওদন্তপুরীর বজ্রাসনে (বর্ত্তমান বিহারে) থাকিয়া তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা পরিসমাপ্তি হয়। সুবর্ণনগরবাসী বৌদ্ধাচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবোধি বিহারের উপাধ্যায় মতিবিতর এবং মহাসিদ্ধাচার্য্য নারোর নিকট মহাযানমত ও মহাসিদ্ধি শিক্ষা করেন। বিক্রমশীল মহাবিহারে প্রধান আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত হইলে প্রথমে গৌড়াপি মহীপাল ও তৎপরে তৎপুত্র নয়পালদেব তাঁহাকে প্রধান ইষ্টদেব ভাবিয়া অনেক সময় বিক্রমশিলায় গিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন। শ্রীজ্ঞান রাজা নয়পালকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তদ্বিরচিত 'বিমলরত্নলেখন' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গৌড়াধিপ নয়পালের উৎসাহে ও শ্রীজ্ঞান অতীশের যত্নে গৌড়ের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল। তিব্বত প্রভৃতি বহু দূর দেশ হইতে শত শত বৌদ্ধ

* সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে কালুপা, হাড়ীপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ এই পঞ্চযোগীর একত্র মিলনের কথা আছে, সুতরাং এই মত অনুসারে এই ৫ জন এক সময়ের লোক ছিলেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে মীননাথ মহানাদের রাজা হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত তান্ত্রিক উপদেশ লাভ করিবার জন্য বিক্রমশিলায় আগমন করিতেন। এ সময় কি ব্রাহ্মণ, কি শ্রমণ সকলেই তান্ত্রিক তারা দেবীর সাধনা ও তান্ত্রিক কুলসাধনে আগ্রহ প্রকাশত্ত করিতে থাকেন।

নয়পালের রাজত্বকালে চেদিরাজবংশীয় সম্রাট্ কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করেন। নয়পালের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কর্ণদেবের সৈন্যগণ বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস ও পাঁচজন বৌদ্ধাচার্য্যকে নিহত করে। অবশেষে নয়পালের জয় হয়। কর্ণদেব রসদের অভাবে অতীশের শরণাপন্ন হন। অতীশের মধ্যস্থতায় উভয় নৃপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহার কিছুদিন পরে অতীশের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তিব্বতরাজ অতীশকে লইয়া যাইবার জন্য উপযুক্ত নিমন্ত্রণ পত্র সহ দূত পাঠাইয়াছিলেন। অতীশ সেই নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিব্বতে উপস্থিত হইলে অতীশের নিকট তিব্বতরাজ ও রাজপরিবারবর্গ সকলেই তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিব্বতের রাজধানী লাসার নিকটস্থ সেথান নামক স্থানে ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অতীশ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোধানের পর হইতেই অবলোকিতেশ্বররূপে তিনি তিব্বতে আজও পূজিত হইতেছেন।

রামাই পণ্ডিত ও ধর্ম্মপূজা

যে সময়ে সিদ্ধাচার্য্য হাড়িপা ও শ্রীজ্ঞান অতীশের তান্ত্রিক-প্রভাব কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, হিমালয়ের অপর প্রান্তে সুদূর ভোট দেশের জনসাধারণকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করিয়াছিল, সেই সময় হিমালয় প্রদেশে ব্রাহ্মণ পরিবারে রামাই নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক বলিয়াই পরিচিত। কোন্ ব্রাহ্মণ বংশে রামাই পণ্ডিতের জন্ম, তাহা স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে গৌড়ের পালাধিপত্য কালে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-প্রভাব লক্ষিত হয়। গৌড়েশ্বর দেবপালের সময় (৮৩৪ খ্রীঃ অঃ) হইতে নারায়ণপালের সময় (৯২৫ খ্রীঃ অব্দ) পর্য্যন্ত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রীর পরামর্শে মহাসন্ধিবিগ্রহিকের স্থানে 'মহাকার্ত্তাকৃতিক' বা সর্ব্বপ্রধান জ্যোতিষাধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। বলিতে কি পালাধিকারকালে 'কার্ত্তাকৃতিক' বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন *। ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতিতে লিখিত আছে,—

"অন্য জাতি পণ্ডিত হবে ধর্ম্মে মানে নাই।
গ্রহ কাজে রত হয় ফেটে মরে তাই॥" †

উদ্ধৃত বচন হইতে মনে হয়, গ্রহাচার্য্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপণ্ডিতের কাজ করিতেন, কিন্তু কালপ্রভাবে রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ যখন আচারে, ব্যবহারে ও সংস্কারে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেন, তৎকালে শাকদ্বীপী সমাজও বৌদ্ধাচার ও ধর্ম্মপূজা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিতের অভ্যুদয় ও তাঁহার প্রভাব কিরূপে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, পরে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত হইতেছে।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা।

† বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণ, ১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রামাই পণ্ডিত

বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে সর্ব্বত্র যে ধর্ম্মরাজ ঠাকুর বিরাজ করিতেছেন, সেই ধর্ম্মরাজ শূন্য-ব্রহ্ম বা মহাশূন্য বই আর কিছু নহে। রামাই পণ্ডিত এই ধর্ম্মরাজপূজার প্রবর্ত্তক। এই রামাই পণ্ডিত কে? চক্রবর্ত্তী ঘনরাম রামাই পণ্ডিতকে বাইতি বলিতে চাহেন। কিন্তু সীতারাম দাস, খেলারাম, ও সহদেব চক্রবর্ত্তী রামাই পণ্ডিতকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিয়াছেন। ধর্ম্মের পদ্ধতিতেও তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের প্রায় ৭ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্ম্ম ঠাকুরের পদ্ধতিতে লেখা আছে,—

"হিমালয় মধ্যে জন্ম ব্রাহ্মণ কুমার।
বৈশাখীর শুক্ল পক্ষে জনম তাহার॥
পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী।
রবিবার শুভদিনে প্রসব কইল ব্রাহ্মণী॥
ধর্ম্মপূজা প্রচার যা হ'তে হইবে।
সেই প্রভু জন্মিলেন পূজার অভাবে॥
শ্রীরামাই হইল যখন পঞ্চম বৎসর।
তার পিতামাতা তখন ভাবিল অন্তর॥
পূর্ব্বকালে শ্রীধর্ম্মের অভিশাপ ছিল।
সেই হেতু পিতা তার পরাণ ত্যজিল॥
সেই কায়াতে করে মৃত্তিকা অর্পণ।
"পিতৃকার্য্য রামারে করাল নিরঞ্জন॥
ধর্ম্ম সাক্ষাতে মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
দশ দিন অশৌচ করেন পালন॥
দশ দিন গতে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভবন॥
সেই বালকে প্রভু দেন অন্নজল।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম করেন সকল॥
পূজার পদ্ধতি হেতু ভাবেন গোসাঞি।
যজ্ঞসূত্র দিলে পূজা কলিকালে নাই॥
কোলে করি লয়ে গেল ব্রাহ্মণের বেশে।
বালকে লইয়া প্রভু রহে গঙ্গাপাশে॥
সাত বছরের তখন হইল কুমার।
আভ্যোতি চূড়াকরণ না হোল তাহার॥"

* * * * *

"পনর বর্ষ বয়ঃক্রম হৈল ছার জন্ম।
চূড়াকরণ সংযোগে সারি তাম্র দেন ধর্ম্ম॥

গ্রীষ্ম বসন্ত ঋতু বিচার করি মনে।
শ্রীরামায়েরে তাম্র দিলেন শুভক্ষণে ॥
পঞ্চ শত হোম করে যজ্ঞের নিয়ম।
মার্কণ্ড মুনি আসিয়া করেন সব ক্রম ॥
এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হবে সর্ব্বজন।
গঙ্গার কুলেতে করে কার্য্য সমাপন ॥
নিজ দেশে যাত্রা করে শ্রীরামাই পণ্ডিত।
মার্কণ্ড সমভিব্যারে চলিল ত্বরিত ॥
স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে।
শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিদ্যমানে ॥
রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করেন নিরন্তর।
তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর ॥
তারপর দিকে দিকে রামাইর গমন।
সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন ॥
ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন।
সভার পূজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন ॥”

উক্ত পদ্ধতি হইতে পাওয়া যায়, রামাই পণ্ডিতের পিতা বিশ্বনাথ অদৃষ্টদোষে সস্ত্রীক বনবাসী হন। এখানে হিমালয় মধ্যে বৈশাখী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে রামাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অল্পবয়সেই পিতার মৃত্যু হয়। মৃতকে মাটী চাপা দেওয়া হয় এবং তাঁহার জন্য দশ দিন অশৌচ পালন করিতে হয়। দশ দিন পরে শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার মাতারও মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম আসিয়া তাঁহাকে অন্নজল দেন বা রক্ষা করেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণের আচার পালন করেন নাই। এমন কি, ব্রাহ্মণের প্রধান চিহ্ন যজ্ঞসূত্রও তিনি গ্রহণ করেন নাই। গঙ্গাতীরে গুরুর আশ্রমেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধদিগের নিকট গুরুই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, গুরুই সাক্ষাৎ শূন্যব্রহ্ম। এ কারণ গুরুর পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের নাম দেওয়া হইয়াছে। “যজ্ঞসূত্র দিলে পূজা কলিকালে নাই।” ইহার কারণ রামাই পণ্ডিতের বৈদিকী দীক্ষা হয় নাই। মহাযান বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দীক্ষায় যজ্ঞসূত্র ধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। গঙ্গাতীরে পঞ্চদশ বৎসরের পর তাঁহার তাম্রদীক্ষা হইয়াছিল। এই দীক্ষা গ্রহণের সময় পঞ্চ শত হোম যজ্ঞ করিতে হয়। গঙ্গার কূলে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি পিতৃভবনে চলিয়া আসেন। এখানে মার্কণ্ড নামক কোন আচার্য্যের নিকট নানাশাস্ত্র শিক্ষা করেন। পঞ্চাশ বর্ষ বয়সের সময় তিনি ধর্ম্মপূজা আরম্ভ করেন। তৎপরে ধর্ম্মপূজা প্রচারকল্পে নানাস্থানে গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারের ফলে সকল জাতিই ধর্ম্মের পূজা গ্রহণ করিয়াছিল।

যাত্রাসিদ্ধি ঠাকুরের পদ্ধতিতে লিখিত আছে, রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাস।

ধর্ম্মদাসের চারি পুত্র—মাধব, সনাতন, শ্রীধর ও সুলোচন। একদিন ধর্ম্মদাস সদা নামক এক ডোমের ঘরে ফুল তুলিতে যান। সেই সময় সদা ধর্ম্মপূজা করিতেছিল।

"ধর্ম্মপূজা করে সদা অতি ধীর মন।
সদাকে মন্ত্র বলান ধর্ম্মদাস তখন ॥
মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হইল।
এই কীর্ত্তি কলিকাল পর্য্যন্ত রহিল ॥
ধর্ম্মদাস হইতে ধর্ম্মপণ্ডিত জন্মিল।
এইরূপে পণ্ডিতবংশ বাড়িতে লাগিল ॥
সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়।
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয় ॥"—(পদ্ধতি)

ভোট দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, ডোমেরা এক সময়ে বৌদ্ধ সমাজে অতি সম্মানিত ও অতি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ডোম্-প-(ডোম-পণ্ডিত) গণ তাহাদের আচার্য্য। এই ডোম্-পদিগের কথায় বড় বড় রাজ রাজড়ার আসন টলিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামাই পণ্ডিত বৈদিকী দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণের তান্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। আজও ধর্ম্মপণ্ডিত ও ডোমপণ্ডিতগণ তান্ত্রদীক্ষার পর তবে ধর্ম্মপূজার অধিকারী হন। তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ভাবেন, অপর সকল জাতিকেই স্বজাতি অপেক্ষা হীন মনে করিয়া থাকেন। ডোমের হাতে দূরের কথা অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হস্তেও অন্নগ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাসের বংশধরগণ আজও সর্ব্বত্র ধর্ম্মপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যবাদ

সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শূন্যবাদ সহজভাবে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, নিরঞ্জন ধর্ম্ম ঠাকুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও উপর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ও মহাশূন্যস্বরূপ। তাঁহা হইতেই সৃষ্টির মূল আদ্যাশক্তির উদ্ভব।

"বন্ন সুন্নী করতার সভ সুন্নী অবতার
সব্ব সুন্নী মধ্যে আরোহণ।
চরণে উদয় ভানু কোটী চন্দ্র জিনি তনু
ধবল আসনে নিরঞ্জন ॥"—(শূন্যপুরাণ)।

রামাই পণ্ডিত যে ধর্ম্মপূজা প্রচার করেন, তাঁহার 'শূন্যপুরাণে' এবং পরবর্ত্তী কালে রচিত শত শত ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে সেই ধর্ম্মপূজার মূলতত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণিত আছে। মহাযানদিগের মহাশূন্য এবং অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের পরব্রহ্ম রামাই পণ্ডিত ও আদিধর্ম্ম মঙ্গলকারদিগের নিকট ধর্ম্ম নিরঞ্জন নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য-পুরাণে' পাইতেছি,

"শূন্যরূপ নির্ব্বিকার সহস্র বিঘ্ননাশনম্।
সর্ব্বপর পরো দেব তস্মাত্ত্বং বরদো ভব ॥"

সিদ্ধ বা অধিকারী ভিন্ন সেই ধর্ম্ম সাধারণের বোধগম্য নহে। প্রাচীন মহাযান সম্প্রদায় শূন্যবাদের অবতারণা করিলেও প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই। রামাই পণ্ডিত শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম হইতে আদ্যা বা মূল প্রকৃতির সৃষ্টি কল্পনা করিয়া কালচক্রযান বা অনুত্তর মহাযানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

রঞ্জাবতী ও ময়নামতী

সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, জালন্ধরীপাদ বা সিদ্ধাচার্য্য হাড়ীপাদ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এবং রামাই পণ্ডিত একই সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দীপঙ্কর অতীশ তিব্বতে যাত্রা করিলে সমগ্র রাঢ়দেশে রামাই পণ্ডিতের এবং পূর্ব্ববঙ্গে হাড়িপার ধর্ম্মপ্রভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক হাড়িপা এবং রাণী রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র লাউসেন হইতে রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রাঢ় ও বঙ্গে কেবল রাণী রঞ্জাবতী বা রাণী ময়নামতী বলিয়া নহে, শত শত সিদ্ধাচার্য্যের সহিত বহু উচ্চপদস্থা মহিলা সিদ্ধি লাভ করিয়া শাস্ত্রপ্রচার দ্বারা ধর্ম্মমত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গমহিলাগণ ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্রে ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহকারিণী ছিলেন, তন্মধ্যে রঞ্জাবতী ও ময়নামতীর নাম বহু ধর্ম্মমঙ্গলকার ও ধর্ম্মনীতিরচয়িতাগণের সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার গুণে উজ্জ্বল রহিয়াছে। উভয় রাণীর অলৌকিক শক্তি, অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মোৎসর্গ শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রাণী রঞ্জাবতী পুত্রলাভ করিবার জন্য কত অপরিসীম কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন, ধর্ম্মমঙ্গল সমূহে তাহার বিশদ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। অপর দিকে নিজ পুত্রকে সর্ব্বস্বত্যাগী আদর্শ মানব গঠিত করিবার জন্য রাণী ময়নামতী মাতা হইয়াও কিরূপ পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ময়নামতীর গানে এবং গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

রাণী রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের একজন প্রধান শিষ্যা। রূপরাম ও সীতারামদাসের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানা যায়—ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে তাঁহার মহাসামন্তরূপে কর্ণসেন গেনভূম ও গোপভূম শাসন করিতেন। সোমঘোষের বেটা ইছাই ঘোষ কালিকাদেবীর বরে শক্তিশালী হইয়া কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ ও কর্ণসেনকে পরাজয় করিয়া সেনভূম ও গোপভূম অধিকার করেন। পুত্রশোকে রাজা কর্ণসেনের রাণী বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কর্ণসেন প্রাণভয়ে ধর্ম্মপালের আশ্রয় লইলেন। ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতী এসময়ে বিবাহযোগ্যা ছিলেন। ধর্ম্মপাল কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল

রাজা ধর্ম্মপাল একজন কৃষ্ণভক্ত ও ব্রাহ্মণে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মহিষী সাফুলার মতিগতি অন্যরূপ ছিল। এজন্য ধর্ম্মপাল তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই সাফুলার ভগিনী হইতেছেন রঞ্জাবতী। পুত্ররত্ন পাইবার আশায় শালে ভর দিয়া বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া রামাই পণ্ডিতের কৃপায় রাণী রঞ্জাবতী লাউসেন নামক পুত্রলাভ করেন।

গৌড়াধিপ মহীপাল, লাউসেন ও লাউসেনের ধর্ম্মপূজাপ্রচার

ধর্ম্মমঙ্গলে পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপালের মৃত্যু হইলে দেশ অরাজক হইয়াছিল। এসময়ে ধর্ম্মপালের রাণী সাফুলা নির্ব্বাসিত অবস্থায় বনে ছিলেন। সেই অরাজকতার সময় রাণী রঞ্জাবতী সম্ভবতঃ অলৌকিক-শক্তিসম্পন্না ধর্ম্মসেবিকা সাফুলার কুটীরে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত ধর্ম্মপালকে তিরুমলৈগিরিলিপি বর্ণিত দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপাল বলিয়াই মনে করি। * রাজেন্দ্রচোলের হস্তে দণ্ডভুক্তিপতি নিহত হইলে তাঁহার অধিকার মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তৎপরে গৌড়াধিপ ১ম মহীপাল গৌড় হইতে লোক পাঠাইয়া এখানকার সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় সপুত্র রঞ্জাবতী ও সাফুলা গৌড়রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। এখানে ১ম মহীপালের যত্নে প্রথমতঃ লাউসেন লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হন। এই কারণে বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে রাজচক্রবর্ত্তী মহীপালের সহিত লাউসেনের নামও দৃষ্ট হয়। লাউসেন প্রথমতঃ মাতা রঞ্জাবতীর নিকট ধর্ম্মদীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ১ম মহীপাল ও তৎপুত্র নয়পালের সময়ে নব বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে সম্ভবতঃ গৌড়পতি ৩য় বিগ্রহপাল ও তৎপুত্র ২য় মহীপালের সময় গৌড় সেনা-নায়করূপে তিনি নানাস্থান জয় ও ধর্ম্মপূজা প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত সকলজাতির মধ্যে ধর্ম্মপূজা ও তাহার পদ্ধতি প্রচার করিয়া গেলেও তাহা রাঢ়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গৌড় কাব্যের নায়ক লাউসেনই প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল রাঢ়দেশ বলিয়া নহে সুদূর কামরূপ পর্য্যন্ত জয় করিয়া ধর্ম্মপূজাপ্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজও কামরূপে লাউসেন প্রতিষ্ঠিত ডোমজাতির মধ্যে ধর্ম্মপূজার ক্ষীণ আলোক লক্ষিত হয়। রাঢ়দেশের ত কথাই নাই। তিনি অজয়তীরস্থ ঢেকুরের অধিপতি ইছাই ঘোষকে জয় করিয়া আপন পৈতৃকরাজ্য সেনভূম উদ্ধার করেন। আজও সেনভূম ও সেনপাহাড়ীর মধ্যে লাউসেনের বহু কীর্ত্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে।

গুপ্তবারাণসী

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে ২৩°১ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭°৩৩′ পূর্ব্বদ্রাঘিমাংশে ময়নাপুর অবস্থিত। এই ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামে এক ধর্ম্মঠাকুর আছেন। সারা বাঙ্গালায় যত ধর্ম্মঠাকুর আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রাসিদ্ধি রায়ের সম্মান অধিক। ধর্ম্মপূজা-প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিতই এই ধর্ম্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্ম্মঠাকুরের বর্ত্তমান পুরোহিতগণ রামাই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। উক্ত ময়নাপুরের ৩৷৹ ক্রোশ উত্তরে দ্বারিকেশ্বর নদীতীরে 'চাঁপাতলার ঘাট'। ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে এই স্থানে 'চাঁপায়ের ঘাট' এবং নারদ-কপিলাদির

* রঙ্গপুরের ধর্ম্মপাল ও দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালকে এক সময়ে অভিন্ন মনে করিয়াছিলাম (রাজন্য-কাণ্ড, ১৭৫-১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাস ও অনুশাসন লিপি হইতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে—রঙ্গপুর জেলার মধ্যে যে ধর্ম্মপালের সহিত ময়নামতীর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মপাল হইতেছেন—প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি। (দ্রষ্টব্য—Social History of Kamrup, Vol. I, P. 70) তাঁহার সহিত দণ্ডভুক্তি বা মেদিনীপুর জেলার অধিপতি ধর্ম্মপালের কোন সংস্রব নাই।

তপস্থার স্থান মহাপূণ্য তীর্থ 'গুপ্তবারাণসী' বলিয়া পরিচিত। বারাণসীর মৃগদাব (সারনাথ) হইতে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার সত্য প্রচার করেন বলিয়া সেইস্থান যেরূপ বৌদ্ধ জগতে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিচিত, সেইরূপ দ্বারিকেশ্বর নদী তীরস্থ এই স্থান হইতে 'ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি' সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিকট এই স্থান 'গুপ্তবারাণসী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। এই চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যেই রামাই পণ্ডিতের সমাধিস্থান এবং লাউসেনের প্রতিষ্ঠাস্থান 'হাকন্দ' গ্রাম অবস্থিত। এই অঞ্চলেই ধর্ম্মপাল-পত্নী সাফুলা ধর্ম্মের উদ্দেশে আপনার দুই স্তন কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত ময়নাপুর হইতে পূর্ব্বে তমলুকের ময়নাগড় পর্যসর্ব্বত্রই্যও লাউসেনের প্রভাবে ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মপূজা প্রচারের সন্ধান পাওয়া যায়।* বীরভূম হইতে তমলুক পর্য্যন্ত লাউসেনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিনি পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া শ্যামরূপার গড়ে রাজধানী করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই শ্যামরূপার গড় 'লাউসেনের গড়' নামে পরিচিত হইয়াছিল। লাউসেনের বংশধরগণ সেনভূম হারাইয়া তমলুক জেলার অন্তর্গত ময়নাগড়ে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ময়নাগড়ে রঙ্কিণী নামে কালী ও লোকেশ্বর নামে শিব বিদ্যমান, এ ছাড়া এখানে যে ধর্ম্ম-ঠাকুর আছেন, এই তিনটিই লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

রাঢ়ে ধর্ম্মপূজা

লাউসেনের লীলাস্থলী রাঢ়দেশেই লাউসেনের প্রভাবে প্রায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রামেই ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রত্যেক ধর্ম্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচার উপলক্ষ্যে ধর্ম্মমঙ্গল বা গৌড়কাব্য রচিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আত্মহারা হইয়া সেই সকল ধর্ম্ম-মঙ্গল গান শুনিত। প্রথমে গ্রহবিপ্র ময়ূরভট্টই ধর্ম্মমঙ্গলপ্রচার করেন, তাহাতে ধর্ম্ম-পূজার পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হয়। জনসাধারণের সমাদর দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে বহু কবিই ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন, তাহাতে নানা দেবদেবীর স্তুতিবন্দনা দৃষ্ট হয়। সেই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ শাসনের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তথাপি এমন বহু ধর্ম্মমঙ্গল বা ধর্ম্মগীতি কেবল রাঢ় দেশে বলিয়া নহে, উৎকলের গড়জাতেও প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত আছে, যাহা সহজে সর্ব্বসাধারণের হবে পড়িবার নহে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৈদিক ব্রাহ্মণ-প্রভাব

পালবংশের অধিকার লোপের সহিত রাজকীয় বৌদ্ধপ্রভাব বিলুপ্ত হয়। সেনবংশের অভ্যুদয়ের সহিত গৌড়বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ-প্রভাব প্রসারিত হয়। তখনও জনসাধারণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মানুরক্ত ছিল। এই সময়ে উচ্চশ্রেণীর অধিবাসিগণকে বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী করিবার অভিপ্রায়ে অভিনব তন্ত্র রচিত হইতে থাকে। গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী মহামতি হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' ও 'মৎস্যসূক্ততন্ত্র' রচনা করেন। 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' হইতে জানা যায় যে তৎকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিকাচার

* এই অঞ্চলই রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-গিরি লিপিতে 'তণ্ডবুত্তি' বা দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হইয়াছে।

অনেকটা বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। কেবল ব্রাহ্মণ নাম রক্ষার জন্য নামমাত্র উপনয়ন ও গায়ত্রী দেওয়া হইত। তাঁহাদের মধ্যে বৈদিক আচার শিক্ষা দিবার জন্য 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব' রচিত হয়। এদিকে তন্ত্রভক্ত জনসাধারণকে তন্ত্রের মধ্য দিয়া দেবদ্বিজভক্ত ও বৈদিক কর্ম্মে অনুরক্ত করিবার উদ্দেশ্যই হলায়ুধের 'মৎস্যসূক্তত‌ন্ত্র' প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে সদাচার রক্ষা হয় অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মৎস্যসূক্ত রচিত হয়। প্রথমেই মৎস্যসূক্তে বীরাচারীদিগের অভিমত তারাকল্প, একজটা, উগ্রতারা এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজাক্রম, মন্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধতন্ত্রানুমোদিত মহাচীনাচারক্রমে তারার বীরসাধন ও নীলসারস্বতক্রম, এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধতন্ত্রানুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে,—

"জয় জয় তারে দেবি নমস্তে প্রভবতি ভবতি যদিহ নমস্তে।
প্রজ্ঞাপারমিতামিতচরিতে প্রণতজনানাং দুরিতক্ষয়িতে॥" (৭ম পটল)

যে পটলে ঐরূপ স্তব রহিয়াছে, সেই পটলেই—

"লোকেশস্য সুতাপ্যথ মতা বালা বৃদ্ধা কালী শ্বেতা স্বাহা স্বধা বিধেয়া।"

তারা যে লোকেশসুতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা নামে বৌদ্ধশাস্ত্রেই পরিচিতা, ব্রাহ্মণশাস্ত্রে নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

হলায়ুধের কেবল তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা ছিল না। তন্ত্রের ভিতর দিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মনু প্রভৃতির প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, হলায়ুধ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্যসূক্ত সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বীরাচারীদিগকে হাতে আনিয়াছেন। তৎপরে মদ্য ও মাংসাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্ত্বিকতা ও প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অবশেষে বৌদ্ধাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মৎস্যসূক্তে প্রত্যেক মহাপূজায় পূজা ও হোমাদির মধ্যে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম আছে। মৎস্যসূক্ত হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি, গৌড়াধিপ সেনবংশীয় নৃপতির উৎসাহে বৈদিক ও তান্ত্রিকের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল।

একদিকে যেমন সমন্বয়ের চেষ্টা, অপর দিকে সেইরূপ সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধদিগের উপর দারুণ অত্যাচার চলিয়াছিল। শূন্যপুরাণে ও সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যেন সদ্ধর্ম্মিগণের উপর জিজিয়া কর বসাইয়াছিলেন। যাঁহারা বৈদিকের ইচ্ছামত কর না দিত, তাঁহাদের কষ্টের সীমা থাকিত না।

"মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাহিক দিশপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাশ।

বেদে করে উচ্চারণ,　　বেরায় অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিয়া সভাই কম্পমান।"

(নিরঞ্জনের রুষ্মা)

'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কবিতাংশ পাঠ করিলে সহজেই মনে হইবে, বৈদিকগণের অত্যাচার সদ্ধর্ম্মী অর্থাৎ বৌদ্ধসমাজের অসহ্য হইয়াছিল। এই সময় অনেকে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেনরাজ বৈদিকানুরাগী, সুতরাং তাঁহার নিকট আশা নাই ভাবিয়া তৎকালীন বৌদ্ধ জনসাধারণ মুসলমানের শরণাগত হইয়াছিল। জনসাধারণের আহ্বানে মুসলমানেরা গৌড় আক্রমণ করেন, নিরঞ্জনের রুষ্মায় সেই কথাই রূপকভাবে ধর্ম্মের যবনরূপ ও খোদা নামে এবং দেবদেবীগণের তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে আগমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বলিতে কি, জনসাধারণ বিরূপ না হইলে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মুসলমানেরা কখনই রাজা লক্ষ্মণসেনকে জয় করিতে পারিত না। বলিতে কি, ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারেই যে, সদ্ধর্ম্মী বৌদ্ধগণ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসন আরম্ভ হওয়ায় ধর্ম্মপূজা এককালে লোপ হইতে পারিল না। ধর্ম্মপূজা ও ধর্ম্মের গান সেই সকল হীনাবস্থাপন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যেই রহিয়া গেল। সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধসমাজ হইতেই দেশীয় বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদের রচিত প্রাচীন দোহা বা ধর্ম্মের গানে ব্রাহ্মণবিরোধী কথা স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ দেশী সাহিত্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

যদিও মুসলমান আগমন সদ্ধর্ম্মীরা কতকটা আশাপ্রদ মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশা শীঘ্রই দূর হইয়াছিল। জিগীষু মুসলমানগণ মুণ্ডিত মস্তক দেখিলেই তাঁহাদিগকে জনসাধারণ বা হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়া মনে করিতেন। তাহার ফলে, মুসলমানহস্তে পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ বিহারগুলি বিধ্বস্ত, বিহারবাসী শ্রমণগণ নিহত ও সহস্র সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ ভস্মীভূত হইয়াছিল। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থ হইতে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বিহার আক্রমণ প্রসঙ্গে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সময় বৌদ্ধভিক্ষু বা শ্রমণগণ কেহ নেপালে, কেহ কামরূপে, কেহবা উৎকলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন।

শ্রমণদিগের উপর মুসলমানদিগের কঠোর দৃষ্টি এবং ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষহেতু প্রকাশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম গৌড়বঙ্গ হইতে একপ্রকার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময় দুই এক ঘর কায়স্থ জমিদার এবং একমাত্র ধর্ম্মঠাকুরের পূজক ধর্ম্মপণ্ডিতগণই প্রচ্ছন্নভাবে সদ্ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অনাচরণীয় জাতির উৎপত্তি

গৌড়ের ব্রাহ্মণসমাজ বৌদ্ধগণকে অনাচরণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। অনেক উচ্চ জাতি যাঁহারা ব্রাহ্মণনিগ্রহে সদ্ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহারা অনাচরণীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নেপালে স্বর্ণকার, সূত্রধর, চিত্রকর প্রভৃতি জাতি বিবাহিত শ্রমণগণের সন্তান বলিয়া সেখানে আচরণীয় হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকায় অনাচরণীয়

হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, কঠোর মুসলমানশাসন ও ব্রাহ্মণনিগ্রহেও গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। অনেক উচ্চ জাতিও বঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। পালরাজবংশের সময় ১২শ শতকে বৌদ্ধনিদর্শন হইতে কায়স্থগণ বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা ও বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করিতেন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সঙ্কারী পরগণার অন্তর্গত বেণুগ্রামের মিত্র জমিদারগণ বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। উক্ত জমিদারগণের যত্নে ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চ্চা বলিয়া নহে, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে প্রতিপালন করিতেন।* ইহার প্রায় ৫০ বর্ষ পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত হইতে জানা যায়, মহাপ্রভুর জন্মকালে বৌদ্ধগণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্মকালে যে এদেশে বৌদ্ধগণ বাস করিতেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

পাঁচ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার্য্য

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে উৎকল ও দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বহু বৌদ্ধ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে উৎকলের বৌদ্ধগণের উপর দারুণ অত্যাচার হইয়াছিল। এই সময় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হন। সেই সকল বৌদ্ধগণের মধ্যে পাঁচজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন,—তাঁহাদের নাম জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাস। উৎকলে এই পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি বলিয়া পরিচিত।+

সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা

অচ্যুতানন্দ তাঁহার 'নিরাকারসংহিতায়' লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তিনি সনাতন গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর সংসারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র আসক্তি রহিল না। তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংসার অসার, কেহ কাহারও নয়—সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে হইবে। আত্মার প্রেরণায় মুক্তপথে চলিতে হইবে। তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ তন্ময়ভাব উপস্থিত হইলে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে নিগুর্ণ (ব্রহ্ম] স্বয়ং সমুদিত হইলেন, কামনা ও বাসনার প্রবল ঝটিকা শান্ত হইল, সেই সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। তাঁহার দীক্ষার দশবর্ষ দশমাস পরে তিনি পটনানদীতীরে ত্রিপুর গ্রামে গুরু ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিলেন। সেই শান্ত সুধীর দিগম্বর মূর্ত্তির নাম মহানন্দ। সেই মহাগুরু তাঁহাকে অতিগুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার সাধনার চরম লক্ষ্য 'সচ্চিদানন্দ"— অনাদি নির্ব্বাণ।‡

* The Modern Buddhism, Introduction by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, Introduction, page 20.

+ এই সকল বৌদ্ধ বৈষ্ণবের বিস্তৃত ইতিহাস আমার The Modern Buddhism and its followers in Orissa নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

‡ The Modern Buddhism, pp. 125-126

খ্রীঃ ১৬শ শতকে বুদ্ধরূপী গুরুব্রহ্ম ও বনবাসী সঙ্ঘ

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা অচ্যুতানন্দের শূন্যসংহিতায় যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া যথাযথ উদ্ধৃত হইল,—

"পঞ্চে সাত দিনরে প্রবেশ হেই জাউ।
গহনে খটু প্রভু নিয়োগরে থাউ ॥
নিশি অর্দ্ধভাগেণ পড়ই তারতম।
কে পাইলা না পাইলা প্রভু নিয়োগেন ॥
অবধান হোন্তি মন্ত্র দিনমানে পাই।
এহি সময়কু সে দর্শন কলুঁ যাই ॥
কোইলে মো প্রাণ পঞ্চশাখা কাঁহি থিল।
নিয়োগ ন রুচে মোতে তুম্ভে ত নইল ॥
এহা শুনি চরণর তলে মুঁ পড়িলি।
নিস্তরিলি নিস্তরিলি বোলিণ বোইলি ॥
জণাইলি ছামুরে সকল কথা মুঁহি।
হসিণ উঠিলে প্রভু টহ টহ হোই ॥
বোইলে অচ্যুত তুম্ভে শূণ আম্ভ বাণী।
কলিযুগে বুদ্ধরূপে প্রকাশিলু পুণি ॥
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য।
* * * *
তুম্ভে মোর পঞ্চ আত্মা অট পঞ্চ প্রাণ।
অবতার শ্রেণি যেতে তুম্ভ পাইঁ পুণ ॥
নিরাকার মন্ত্রে সর্ব্ব দুর্গতি হরিব।
আপনে তরিণ সে যে পরে তরাইব ॥
বুদ্ধ মাতা আদিশক্তি সজ্ঞ ছন্তি কহি।
নিরাকার ভজনে নির্ম্মল ভক্তি পাই ॥
এমন্ত কহি দে দেলে মন্ত্র নিরাধার।
আজ্ঞা দেলে কলিযুগে কর যা প্রচার ॥
চিহ্নিব কহিলে প্রভু স্বয়ং ব্রহ্ম এহি।
মুহি এহিরূপে অছি সর্ব্বঘটে রহি ॥
যাউ অচ্যুত অনন্ত যশোবন্ত দাস।
বলরাম জগন্নাথ কর যা প্রকাশ ॥
আজ্ঞা পাই আম্ভি পাঞ্চ জণ যে অইলু।
মনযান ন চলিলা বনে প্রবেশিলু ॥
ঋষিতপি সন্ন্যাসী নামক বীরসিংহ।
রোহীদাস বাউলী কপিল যেতে সজ্ঞ ॥

সভা মণ্ডাইল যে বসিলে সর্ব্ব তপি।
পচারিলে প্রভুক কি আজ্ঞা হোই অছি॥
কহিলি মুঁ শূন্যমন্ত্র যন্ত্র করন্যাস।
তপি মানে জয় জয় কলে যে প্রকাশ॥
দেখিলে যে শূন্যব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি হোই।
ঘটে ঘটে বিজে এহি শূন্যকায়া দেহী॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি যেতে।
শূন্যকায়া শূন্যমন্ত্র বিজে ঘটে ঘটে॥
শূন্য কায়াকু যে নিরাকার যন্ত্র সার।
ভলা দয়া কলে দীন জনক সাদর॥

(শূন্যসংহিতা, ১০ অধ্যায়)

বনবাসী

উদ্ধৃত বচনে অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন, গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পাঁচ সাত দিন প্রভুকে পাইবার আশায় আত্মনিয়োগ করিলাম। এক দিন অর্দ্ধরাত্রে কে তাঁহাকে কি ভাবে পাইয়াছে বা না পাইয়াছে, সেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছি, এই সময়ে সেই প্রভু আসিয়া দর্শন দান করিলেন ও কহিলেন, 'আমার প্রাণের পঞ্চশাখা এতদিন কোথায় ছিল? তোমাদের ছাড়া আমার ত কিছু ভাল লাগে না।' ইহা শুনিয়া আমি তাঁহার চরণ তলে পড়িলাম। 'নিস্তার করিলে' 'নিস্তার করিলে' এই বলিয়া তাঁহার সম্মুখে সকল কথা কহিলাম। প্রভু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'অচ্যুত! তুমি আমার বাণী শ্রবণ কর।' আমি কলিযুগে পুনরায় বুদ্ধরূপে প্রকাশ হইলাম। তোমরা কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপন করিবে। তোমরা আমার পঞ্চ আত্মা, পঞ্চ প্রাণ। যাহারা যাহারা অবতার হইয়াছে, আবার তাহাদিগকে পাইবে। নিরাকার মন্ত্রে তোমাদের সকল দুর্গতি দূর হইবে। আপনি তরিবে পরে সকলকে ত্রাণ করিবে। বুদ্ধ, মাতা আদিশক্তি ও সঙ্ঘে শরণ লইবে। নিরাকার ভজনে নির্ম্মল ভক্তি পাইবে।' এইরূপ কহিয়া তিনি নিরাধার মন্ত্র দিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন, কলিযুগে প্রচার কর। প্রভু আরও কহিলেন, বুদ্ধকেই স্বয়ংব্রহ্ম বলিয়া চিনিবে। এইরূপেই আমি সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করিতেছি। যাও অচ্যুত, অনন্ত, যশোবন্ত, বলরাম ও জগন্নাথ, তোমরা গিয়া প্রকাশ কর। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া আমরা পাঁচ জনে আসিলাম। বনে প্রবেশ করিলাম। বীরসিংহ, রোহীদাস, বাউলী, কপিল প্রভৃতি সঙ্ঘের ঋষি, তপস্বী ও সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। সভা-মণ্ডপে সকল তপস্বী একত্র হইয়া বসিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিলাম। আমি শূন্যমন্ত্র, যন্ত্র, ও করন্যাস কহিলাম। তপস্বিগণ জয় জয় শব্দ করিয়া উঠিলেন। সকলে দেখিলেন—শূন্যব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিঃরূপে সর্ব্বঘটে বিরাজ করিতেছে। ইহাই শূন্যকায়া, স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি যাহা কিছু সবই শূন্যকায়া, শূন্যমন্ত্র, ঘটে ঘটে

বিরাজ করিতেছেন। এই শূন্যকায়াতেই নিরাকার যন্ত্র সার করিতে হইবে। সকলে বলিয়া উঠিলেন—এই দীনগণের উপর ভাল দয়া করিলেন।' তৎপরে অচ্যুতানন্দ তাঁহার শূন্যসংহিতায় লিখিয়াছেন,—

১৬শ শতকে বিভিন্ন গুপ্তমত

"নাগান্তক বেদান্তক যোগান্তক যেতে।
নানা প্রতিবিধিরে কহিলে তোর চিতে॥
গোরখনাথঙ্ক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা।
মল্লিকানাথঙ্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা॥
লোহিদাস কপিলঙ্ক সাক্ষীমন্ত্র যেতে।
কহিলে জে যেমন্তে সে হোইলি গুপতে॥" (১০ অঃ)

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বুঝিতেছি, নাগান্তক বা নাগার্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক মত, বেদান্তক বা উপনিষদ্ তত্ত্ব সম্ভূত সৌত্রান্তিক এবং যোগান্তক বা বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত যোগাচার বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটি প্রধান মত, এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তীকালে প্রচারিত গোরখনাথ, বীরসিংহ, মল্লিকানাথ, বাউলী, লোহীদাস বা লুই ও কপিলের সংক্ষিপ্ত মতও তৎকালে গোপনে প্রচলিত ছিল।

উপরোক্ত অচ্যুত, অনন্ত, যশোবন্ত, বলরাম ও জগন্নাথ দাস এই পঞ্চ মহাজনই খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে উৎকলের বৌদ্ধ সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। 'কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য' বুদ্ধের এই প্রত্যাদেশ অনুসারে তাঁহারা স্বরূপ গোপন করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্র 'মহাশূন্য' বা 'শূন্যব্রহ্মবাদ' সর্ব্বত্র সমর্থিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ভক্তগণের স্থান

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অচ্যুতানন্দ, চৈতন্যদাস, জগন্নাথ, বলরাম ও যশোবন্তদাস এই পঞ্চ মহাত্মার প্রযত্নে সমস্ত উৎকলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে উৎকলের কোথায় কোথায় তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী ভক্তগণ বাস করিতেন, অচ্যুতানন্দের শূন্য-সংহিতায় সেই সেই স্থানের নাম, সঙ্ঘপতিগণের নাম ও ভক্তগণের সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

স্থান	সঙ্ঘপতি	ভক্তসংখ্যা
প্রাচীতীরে অনন্তপুর শাসন	দ্বিজকৃষ্ণদাস মহাপাত্র	১০০০
মধুরা তীরে	যদুবংশীয় ভগবান্ ও গোপ দৈতারি	২০০
কুন্তিনগর, কাশীপুর ও করুণাচোরা		১১০
বটেশ্বরের নিকট নিকট কাশী মুক্তীশ্বর		২০০
চিত্রোৎপলাতীরে নেম্বালগ্রাম	অচ্যুতানন্দ	২৫০
পাদ্মনপুর গ্রামের উত্তরে	অনন্ত, দ্বিজ গণেশ পতি, কণ্ঠ গণক ও দ্বিজ শারঙ্গ	৩০০
ব্রাহ্মণীনদী কূলে		৩০০

বৈতরণীনদীতীরে যাজনগর—বন্ধু মহান্তি		৩০০
বৈতরিণীতীরে বরাহমণ্ডল	জগদানন্দ অগ্নিহোত্রী	৩০০

উপরোক্ত তিনহাজার "ভকত" সম্বন্ধে অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন,—

"কমালঙ্ক অংশী জনমিবে আসি কলিরে হেব উদয়।
বারণবেলে চিহ্না চিহ্নি করিবে আপে প্রভু দেবরায়॥
মথুরায় আসি আপে ব্রহ্মরাশি বউধরূপ কলিরে।
তিন সহস্র নিজ অংশ তাহাঙ্কর তেজিবে প্রভু কি পরে॥"

অচ্যুতানন্দ যেন ভবিষ্যৎবাণী বলিতেছেন—কলিকালে প্রভুদেবরায় আবার জন্মগ্রহণ করিয়া সকলের মধ্যে উদয় হইবেন। বুদ্ধরূপে সেই স্বয়ং ব্রহ্মময় মূর্ত্তিই মথুরায় আসিবেন এবং তিন সহস্র মধ্যে প্রভু নিজ অংশ পরে রাখিয়া যাইবেন।

ভোটপরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগত নাথ

তিব্বতীয় ভাষায় রচিত বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারি,—১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৌদ্ধ তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তিনি সম্বোধি দর্শনান্তে তথা হইতে জগন্নাথ ও ত্রিলিঙ্গ হইয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। সেখান হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধাগারশালিনী দেখিয়া তথা হইতে কুড়ি দিন পথ চলিয়া কাসারম্-গরের মন্দিরে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। এখান হইতে ত্রিপুরার উপর ভাগে অবস্থিত দেবীকোটে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে সিদ্ধ করুণাকর নির্ম্মিত সঙ্ঘারামে কিছুকাল অবস্থান করেন। পরে তিনি হরিভঞ্জ, ফুকরাঢ় ও পালগড় দেখিতে আসেন। এই সকল স্থানে অনেক আচার্য্য, বিগুর ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মের উন্নতি দর্শন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালে হরিভঞ্জচৈত্যে ধর্ম্ম পণ্ডিতের মুখে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শুনিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মপণ্ডিত একজন মহাসিদ্ধের শিষ্য ছিলেন। এখানে আরও একজন পণ্ডিত উপাসিকার দর্শন পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম হেতুগর্ভকন্যা। পরে তিনি (দাক্ষিণাত্যে) কয়েকটি চৈত্য এবং জনকায় ও শ্রীধান্যকটকে মহাচক্র দর্শন করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিয়া আসিবার সময় বুদ্ধগুপ্ত ত্রিলিঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাটক ও ভাণ্ডুর দেখিয়া আসেন। শেষোক্ত স্থানে সিদ্ধ শান্তগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এখানে যোগী দিনকরের ও গুরুগম্ভীরমতির কৃপায় তিনি মহাশক্তি লাভ করেন, তদবধি তিনি বুদ্ধগুপ্ত নাথ নামে পরিচিত হন। এতদ্ব্যতীত মহোত্তর শুদ্ধিগর্ভ, গণ্টপ, বেলাতিক্ষণ, তীরবন্ধু ঘষোপের নিকট উপদেশ লাভ করেন। তাঁহারা সকলে সিদ্ধ শান্তগুপ্তের শিষ্য ছিলেন। তৎপরে বুদ্ধগুপ্ত মহাবোধি আগমন করেন। এখানে বজ্রাসনের উত্তরে যোগসাধনার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি অষ্ট তীর্থ গৃধ্রকূট গিরিগুহা এবং প্রয়াগ দেখিয়া যান। অবশেষে তিনি খগেন্দ্রশৈলে একটি মঠ নির্ম্মাণ করেন, এই মঠে বহু যোগী আসিয়া বাস করিতেন। এখানে বুদ্ধগুপ্ত রাজানুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন।"

বুদ্ধগুপ্তের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে, তিনি তীর্থভ্রমণে (১৬০৮ খ্রীঃ) বাহির হইয়া তীর্থনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কাল পর্য্যন্ত ৪৮ বর্ষ গত হইয়াছিল, এ অবস্থায় প্রায় ১৬৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানের বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন পাইতেছি।

খ্রীঃ ১৭ শতকে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম

বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের মধ্যভাগে রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র ও উৎকল প্রভৃতি স্থানে জীবন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম দর্শন করেন। হরিভঞ্জ চৈত্যে তিনি ধর্ম্ম পণ্ডিতের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

রাঢ়ে বৌদ্ধচৈত্য

বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ যে ফ্কুরাঢ় ও পালগড়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এক সময়ে উৎকলের গড়জাত মধ্যে অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু আনুসঙ্গিক বর্ণনা হইতে ঐ দুই স্থানই রাঢ়দেশের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধগুপ্ত যে হরিভঞ্জ চৈত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত তৎকালীন ভঞ্জ-রাজধানী হরিপুরের নিকটবর্ত্তী বড়সাই গ্রামে মনে করি। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি। ময়ূরভঞ্জের ঐ অঞ্চল আজও রাঢ় বলিয়া পরিচিত। এখানে আমি যোগীদিগের ঘরে 'সিদ্ধান্তউড়ুম্বর', 'ধর্ম্মগীতা', কাল ভারতীর 'গোবিন্দচন্দ্রগীত' প্রভৃতি নানা পুঁথি দেখিয়াছি। হরিপুরে জাঙ্গলী তারা, বড়সাই গ্রামে ধর্ম্ম ও হারিতী এবং বড়সাই গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ মধ্যে এক প্রান্তর মধ্যে আর্য্যতারা ও অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধ দেব-দেবীর প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। বুদ্ধগুপ্তের ভ্রমণকাহিনী হইতে রাঢ়দেশে ও পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকেও যে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

ভূমিকা

এ যাবৎ লক্ষ্মণসেনের কতকগুলি তাম্রশাসন নিম্নলিখিত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে,—(১) সুন্দরবন, (২) ভাওয়াল, (৩) আনুলিয়া, (৪) গোবিন্দপুর, (৫) তর্পণদীঘি, (৬) মাধাইনগর। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়খানি হারাইয়া গিয়াছে। বাকীগুলি সংগৃহীত হইয়া নানা চিত্রশালায় স্থানলাভ করিয়াছে।*

প্রাপ্তিবৃত্তান্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমানে সদর (পূর্ব্বে কান্দী) মহকুমার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে লক্ষ্মণসেনের একখানি নূতন তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে জনৈক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া তদীয় ইচ্ছানুসারে পরিষৎকে প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাম্রশাসনখানি সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর নামক গ্রামে স্বর্গীয় শিবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে এই তাম্রশাসন ছিল। কত বৎসর ধরিয়া যে তাঁহার বাড়ীতে ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। ৺শিবচন্দ্র চৌধুরীর পিতা অন্যত্র চাকুরী করিতেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মস্থান হইতে এক বৃদ্ধা বিধবাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। উক্ত বিধবার নিকট এই তাম্রফলকখানি ছিল এবং তিনি উহাকে পূজা করিতেন। তাম্রফলকখানায় এখনও সিন্দুর লাগানো আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে উহা উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অযত্নে পড়িয়াছিল। গত বৎসর ৺শিবচন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী ঐ তাম্র-লিপিখানি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন, কারণ, তিনি বলিতেন যে উহাতে কি লেখা আছে কেহ পড়িতে পারে না। চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী সাতকড়ি বাবুর মাতামহী, তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া তাম্রশাসনখানি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহা না হইলে উহা কত কালের জন্য গঙ্গাগর্ভে আশ্রয় লইত কে জানে! বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের সৌজন্যে ইহা পরিষদের চিত্রশালাভুক্ত হইয়াছে।

* এই সব তাম্রশাসনের পাঠ, অনুবাদ ও বিবরণ বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে নানা সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া এতদিন নানা স্থানে ছড়াইয়া ছিল। সম্প্রতি রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উদ্যোগে অন্যান্য বহু তাম্রশাসনের সঙ্গে এগুলি নূতন করিয়া এবং কোন কোনটির চিত্র Inscriptions of Bengal নামক গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এম্ এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া একত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাম্রশাসনগুলির সম্পাদনের ইতিহাসও দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যক তাম্রশাসনখানির বিশেষ বিবরণ Indian Historical Quarterly পত্রিকায় (৩য় বৎসরে) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

প্রকাশিত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে আনুলিয়া, গোবিন্দপুর এবং তর্পণদীঘিতে প্রাপ্ত শাসনগুলির সহিত এই নূতন শাসনখানির সাধারণ বক্তব্য বিষয়ের খুব মিল আছে, শ্লোকগুলির একটি ভিন্ন আর সব গুলিই এই চারিখানি লিপিতে প্রায় একই রূপে পাওয়া যায়।

ফলক-পরিচয়

তাম্রশাসনখানি একটি মাত্র ফলকের দুই পৃষ্ঠে খোদিত। ফলকখানি দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ৬॥ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১ ফুট ২ ইঞ্চি। ফলকের মাথার দিকে ঠিক মধ্যস্থলে খানিকটা বাড়ান আছে। তাহাতে কীলক দ্বারা ৩·৩ ও ২·৯ ইঞ্চি আকারের সদাশিব মূর্ত্তিযুক্ত স্বতন্ত্র একটি ক্ষুদ্র ফলক আবদ্ধ আছে। শিল্প হিসাবে এই মূর্ত্তিটি অতি নিকৃষ্ট। ফলকখানি বেশ ভাল অবস্থায় আছে। দুই এক জায়গা ছাড়া কোথাও পড়িতে কষ্ট হয় না।

লিপি-কার্য্য

দুই পৃষ্ঠে মোট ৫৮ পংক্তি লেখা আছে, উহা প্রত্যেক দিকে ২৯ পংক্তি করিয়া। অধিকাংশ পংক্তির অক্ষরগুলি খুব বেশী দূরে দূরে নয়, কিন্তু পংক্তিগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশের অক্ষর ততটা ঘন সন্নিবিষ্ট নয় বলিয়া উহাদের অক্ষর সংখ্যা কম। সুতরাং লেখার দিক হইতে দেখিলে ফলকখানি সমান ও সুন্দর দেখায় না, যদিও লিপি-কার্য্য মোটামুটি বেশ ভালই।

লিপি-প্রমাদ

এই শাসনের লিপি-কার্য্যে কতকগুলি প্রমাদ দেখা যায়। ২য় ও ৩য় পংক্তির "ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ"অংশটুকুর কোন শব্দ বোধ হয় প্রথমে লিখিতে ভুল-ক্রমে বাদ পড়িয়াছিল। পরে শুদ্ধ করিয়া অনেকটা ঘনভাবে সবগুলি শব্দ লিখিত হইয়াছে। উহা লিখিতে মোটামুটি ৩।৹ হইতে ৪ ইঞ্চি জায়গা দরকার হওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে মাত্র ২·৭ ইঞ্চি জায়গা মিলিয়াছিল বলিয়া অক্ষরগুলিকে ক্ষীণ করিতে হইয়াছিল। ২য় পংক্তিতে 'সমীরণ'র স বাদ পড়িয়াছে, ৬ষ্ঠ পংক্তিতে '-সু'র হ্রস্ব উকার হইয়াছে, ২৪শ পংক্তিতে 'বিষয়'র য় বাদ পড়িয়াছে, ৪৬শ পংক্তির 'পঞ্চশতো'র তো দুইবার লেখা হইয়াছে, এবং ৫২তম পংক্তিতে 'তস্য' সুধু একবার আছে, উহা দুইবার হইবে, এবং ৫৭তম পংক্তিতে 'ক্ষোণীন্দ্র' আছে উহা ক্ষৌণীন্দ্র হইবে। শ্লোকের প্রথম অর্দ্ধাংশের পর যে একটি দাঁড়ি থাকে তাহা এই শাসনের কোথাও নাই।

অক্ষর-তত্ত্ব

এই তাম্রশাসনের অক্ষর লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য তাম্রশাসনের অনুরূপ। অধিকাংশ অক্ষরেই বঙ্গীয় বর্ণমালার পূর্ব্বরূপ ধরা যায়। জ, ত, ম অক্ষরগুলি খুব আধুনিক ধরণের। ৩০, ৩৭ ও ৩৮ শ পংক্তির ঝ অক্ষরটি বিশেষ লক্ষ্য করা দরকার, ইহা পূর্ব্বে অনেকেই স রূপে পাঠ করিয়াছিলেন।* কিন্তু উহাকে ঝ পড়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ৪০শ পংক্তির

* Inscriptions of Bengal, Vol.III—edited by Nanigopal Majumdar, (Rajshahi, 1929), pp. 81-2.

'দ্যুতি' শব্দের প্রথম অক্ষরটিকে পূর্ব্বে প রূপে পাঠ করায় অর্থ পরিষ্কার হইত না।* এই লিপিতে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব একইরূপে লেখা হইয়াছে। সাধারণতঃ দুইটি অক্ষরকে লেখায় সংযুক্ত করিতে হইলে দুইয়েরই কোন অংশ বাদ যায়, কিন্তু এই শাসনের স্থানে স্থানে সংযুক্ত দুইটি অক্ষরকেই সম্পূর্ণ বজায় রাখা হইয়াছে, যথা—'সঙ্‌গ্রাম' (১১), 'জঙ্‌গম্' (১১), 'সঙ্গর্' (১৪), 'কঙ্‌ক' (২৭)।

বানান ও উচ্চারণ

সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই লিপির বানান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। সুখের বিষয় লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য লিপিতে যে কয়েকটি বানান ভুল আছে ইহাতে তাহা নাই। কতকগুলি বানান দেখিয়া মনে হয় এই লিপির সমকালে যেরূপ উচ্চারণ চলিত ছিল সেইরূপই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। দুঃখ শব্দের স্থানে 'দুষ্‌খ' (৩য় পংক্তি) এবং ত্রিপুরারিনাথ স্থলে 'ত্রিপুরারিনাহ' (৫৭তম পংক্তি) আছে। রেফ যুক্ত কোন কোন শব্দে ব্যঞ্জন বর্ণটির দ্বিত্ব ঘটিয়াছে, যথা—'-র্ব্বসুধা' (৫২তম পং), 'স্বগ্‌র্গ' (১ম, ৫১তম ও ৫৪তম পংক্তি), '-র্ব্বালেন্দু' (১ম পংক্তি), '-র্ব্বাক্ষণায়' (৪৭তম পংক্তি), 'সমর্প্প‍ণ' (১৪শ পং) 'চন্দ্রার্ক্ক' (৪৮ তম,)। বুদ্ধা স্থলে 'বুদ্ধ্বা' (৫৬তম পং) দত্ত্বা স্থলে 'দত্ত' (১২শ পং) এবং ক্ষৌণীন্দ্র স্থলে 'ক্ষোণীন্দ্র' (৫৭তম পং) লেখা দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে 'স্বগ্‌র্গ' এবং 'সমর্প্প‍ণে' তৎকাল-প্রচলিত প্রাকৃত-সঙ্গত উচ্চারণকে রেফ-সংযোগে সংস্কৃতান্বিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত ভাষায় আনুনাসিক অক্ষরগুলি ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে অনেক সময়ে উহাদের স্থলে অনুস্বার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই লিপিতে বহু স্থলে ইহার ব্যতিক্রম আছে, যথা—সঙ্‌গ্রাম (১১ শ পং), জঙ্‌গম (১১)। সঙ্‌গর (১৪), কঙ্‌ক (২৭)। একস্থলে অনুস্বার এবং আনুনাসিক দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে,—যথা শংঙ্কর (৩৫-৩৬ পং)। এই শেষোক্ত বানানটিকে ভুল মনে না করিয়া সেকালের লৌকিক উচ্চারণের প্রভাব বলিয়া মনে করিলে ভাল হয়।

ভাষা ও ছন্দ

এই শাসন সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে রচিত। প্রথম ভাগে ইষ্টদেব-প্রশস্তি ও কুলপ্রশস্তি-বাচক ও তিন রকম ছন্দে গ্রথিত ৮টি শ্লোক আছে, তাহার পর ১৭ হইতে ৪৯শ পংক্তি পর্য্যন্ত গদ্যে দান বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা এবং শেষে তিন রকম ছন্দে গ্রথিত আরও ৭টি ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলি লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য তাম্রশাসনের কোন না কোনটিতে পাওয়া যায়। শ্লোকগুলির ছন্দের নাম পাঠের সঙ্গে পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

বিষয় ও ব্যক্তি

এই শাসনখানি একাধারে দান ও বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ দুই কার্য্যের জন্য একখানিও মাত্র শাসন বোধ হয় বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন তাঁহার রাজত্বের ৩য় বৎসরে ২রা শ্রাবণ তারিখে

* Ibid—pp. 5, 8, 87, 112, ; 190 শেষোক্ত স্থানে পাঠ আলোচিত হইয়াছে।

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে অনিরুদ্ধ দেব শর্ম্মার প্রপৌত্র, পৃথ্বিধর দেব শর্ম্মার পৌত্র, অনন্ত দেব শর্ম্মার পুত্র শাণ্ডিল্য-সগোত্র শাণ্ডিল্যাসিতদেবলপ্রবর ও সামবেদীয় কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী কুবের দেবশর্ম্মাকে বৎসরে ৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ৯৮ ভূদ্রোণ পরিমিত ৬ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সেন রাজাদের যতগুলি শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে কোন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছে। কিন্তু এই শাসনে আমরা এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে শ্রীমদ্বল্লালসেন দেবের নিকট হইতে হরিদাস নামক গয়াল ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিগৃহীত বৎসরে ৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ছত্রপাটক নামক শাসনের বিনিময়ে এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত ভূমি দান করা হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর কোনও শাসনে গয়াল ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায় না। বল্লালসেনের উক্ত দানের কোন তাম্রশাসন ছিল কিনা এবং ছত্রপাটক কোথায় তাহা জানিবার উপায় নাই। ৪৭শ পংক্তিতে 'কোষ্ঠীকৃত্য' শব্দ আছে; উহার অর্থ জমিকে কোঠে বিভক্ত করিয়া। সেকালে জমিকে তন্ত্রোক্ত 'অকথহাদি-চক্রের' মত চতুষ্কে ভাগ করিবার নিয়ম ছিল—"অকথহাদি চক্রচতুঃ পার্শ্বস্থরেখা চতুষ্কাবিতে স্থানভেদে" (বাচস্পত্যম্)। বড় 'চক্রে'র ভিতরে ক্রমে ছোট ছোট চতুষ্ক (চৌক) করা হইত:—"চতুঃকোষ্ঠ-চতুঃকোষ্ঠ-চতুর্গৃহসমন্বিতম্" (রুদ্রযামল)।

এই দান ব্যাপারে যিনি দৌত্য করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ত্রিপুরারিনাহ, তিনি লক্ষ্মণসেন দেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইঁহার নাম লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য শাসনে পাওয়া যায় না। যেগুলিতে রাজদূতের নাম আছে সেগুলিতে সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তের নাম উল্লিখিত আছে সুতরাং এই শাসন হইতে আমরা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার একজন উচ্চ শ্রেণীর মন্ত্রীর নাম জানিতে পারিতেছি। এই শাসন সম্পাদনের তারিখ হইতে তিনি নারায়ণ দত্তের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

দেশ ও স্থান

এই শাসনে প্রাচীন ও বিস্তৃত সেনরাজ্যের কোন্ অংশের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ এযাবৎ প্রকাশিত অন্য কোন লিপিতে এই শাসনে লিখিত স্থানের নামগুলি পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের স্থানীয় ভূগোল আলোচনায় এই শাসনখানি নূতন আলোকপাত করিবে। ইহার শ্রীমধুগিরি মণ্ডল এবং কুন্তীনগর ও কঙ্কগ্রাম ভুক্তি প্রভৃতি কোথায় ছিল তাহা বর্ত্তমানে জানিবার কোন উপায় নাই। * ঐ অঞ্চলে কুমারপুর চতুরকে যে দুই খণ্ড ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার যে সীমা, পরিমাণ এবং বাৎসরিক উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে তাহা নিম্নে দেখানো হইল।

---

* এই শাসনের প্রাপ্তিস্থান শক্তিপুরের পশ্চিমোত্তরে কান্দীর তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাঁচথুপী (পঞ্চস্তূপী ?)। এই গ্রামের উত্তরাংশে বারকোণার দেউল রহিয়াছে। এই বারকোণাই কি প্রাচীন 'বারহকোণা'? এই অঞ্চলে কুমারপুরও আছে। এই শাসনে 'বাল্লিহিতা' নামে স্থানের উল্লেখ আছে। ইহার সহিত বল্লালসেনের নৈহাটী শাসনের (৪৪) 'বাল্লহিট্ঠা' গ্রামের কোন সম্পর্ক আছে কি না, বলিবার কোন সূত্র নাই। টা মরবড়া নামের 'বড়া' অংশটুকু অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, যথা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালাভুক্ত বিশ্বরূপসেনের শাসনে (৫৩) 'বাঙ্গাল বড়া'।

শ্রীমধুগিরি মণ্ডলে

কুম্ভীনগর-প্রতিবদ্ধ কঙ্কগ্রাম ভুক্তি

(১ম খণ্ড)

কুমারপুর চতুরকে—

- বারহ্কোণা… ১ পাটক
- বাল্লিহিতা নিঝা ১ পাটক
- রাঘবহট্ট … ২ পাটক

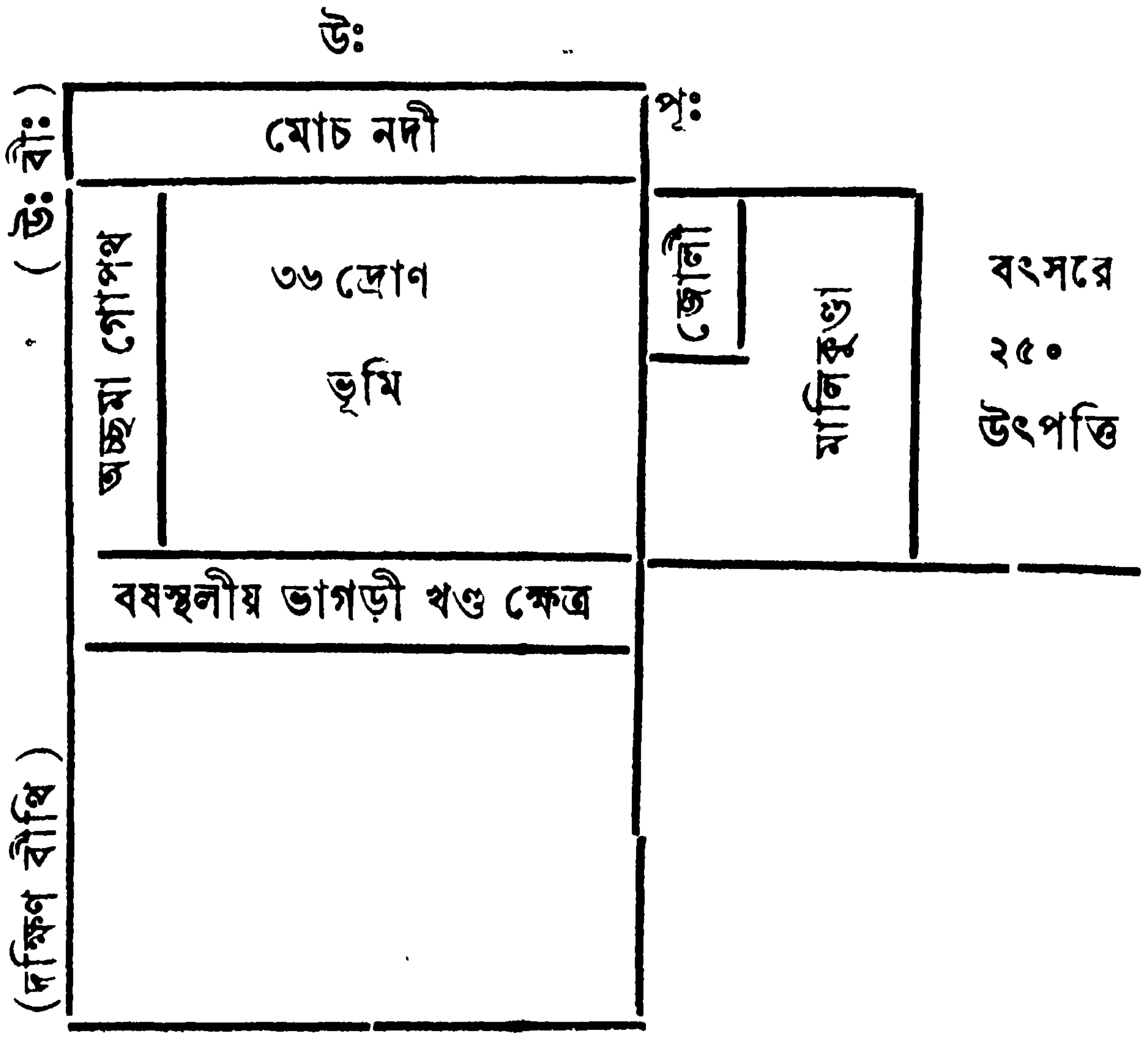

(২য় খণ্ড)

কুমারপুর চতুরকে—

- টামরবড়া … ১ পাটক
- বিজহারপুর … ১ পাটক

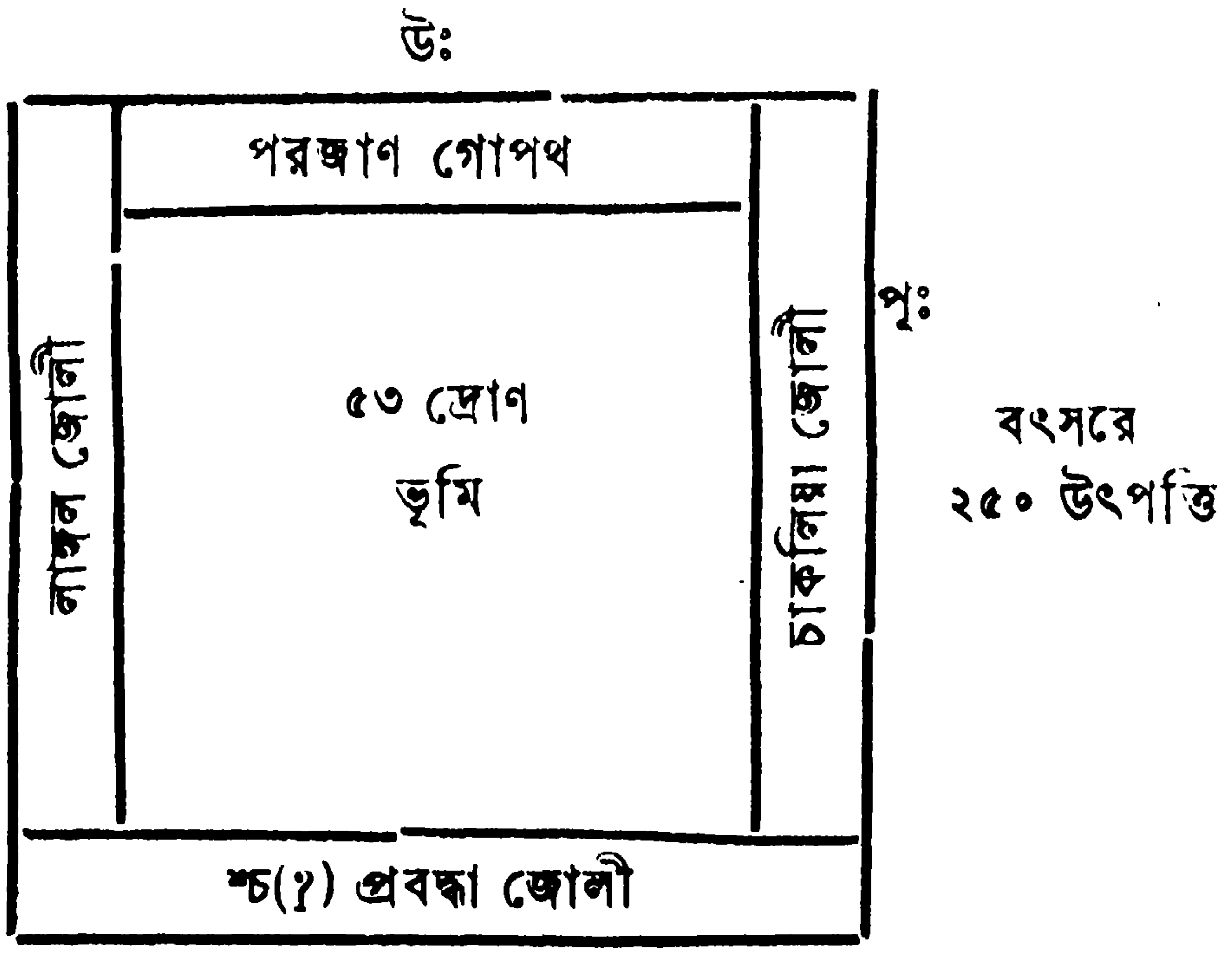

মোট… ৬ পাটক … ৮৯ দ্রোণ … ৫০০ উৎপত্তি

তাম্রশাসনের পাঠ

(সম্মুখ)

১। (৭) ওঁ নমো নারায়ণায় ॥ বিদ্যুদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালেন্দু-রিন্দ্রায়ুধং বারিস্বর্গর্গতরঙ্গিনী২সি-

২। ত শিরোমালা বলাকাবলিঃ (।) ধ্যানা ভ্যাস [স] মীরণোপনিহিত শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদু-

৩। রঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ ॥ [১] ৩ আনন্দোম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুষ্‌খ৪চ্ছিদাত্যন্তকী কহ্লারে হতমো-

৪। হতা রতিপতাবেকোহমেবেতি ধীঃ (।) যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগত্য-

৫। ত্রিধ্যান-পরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্মুদে ॥ [২] ৫ সেবাবনম্র-নৃপকোটী-কিরীট-রোচির-

(৬)। স্বু(স্বু)ল্লসৎপদনখদ্যুতি-বল্লরীভিঃ (।) তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষ-

৭। ধিনাথবংশে ॥ [৩] ৬ আকৌমার-বিকস্বরৈ৭র্দ্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দ্দোর্যশঃ-প্রালেয়ৈররিরাজ৮-বক্ত্রনলি-

৮। ম্লানীঃ ৯ সমুন্মীলয়ন্ (।) হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রস্য১০ পুণ্যাবলী শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীব-

৯। রগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ ॥ [৪]১১ যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজঃ স্ফুট১২ সহচরৈর্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি-

১০। পরিণদ্ধা ইব দিশঃ (।) ততঃ কাঞ্চীলীলা-চতুর-চতুরম্ভোধিলহরী-পরীতোর্ব্বী-ভর্ত্তাজনি বিজ-

১১। য়সেন[ঃ] স বিজয়ী ॥ [৫]১৩ প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ সঙ্‌গ্রামঃ১৪ শ্রিতজঙ্‌গমা-

১। এই চিহ্নটিকে পণ্ডিতেরা ওঁ বলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা ওঁ নহে, স্বস্তিবাচক চিহ্ন।
২। স্বর্গ (৫১ ও ৫৪ পংক্তিতেও স্বগর্গ আছে)। ৩। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।
৪। দুঃখ। দুষ্‌খ পাঠ আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, ও গোবিন্দপুর শাসনে আছে।
৫। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। ৬। বসন্ততিলক ছন্দ। ৭। শুধু গোবিন্দপুর শাসনে 'বিকমারকস্বরৈ'।
৮। আ. গো. ও ত. শাসনে—'রিপুরাজ'।
৯। নলিন-ম্লানী (আ. গো. ও ত. শাসনে)
১০। আ. ও ত. শাসনে 'ক্ষেত্রৌঘ' কিন্তু গো. শাসনে 'ক্ষেত্রস্য' আছে।
১১। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। ১২। আ. গো. ও ত. সবগুলিতে 'তেজঃ' আছে।
১৩। শিখরিণী ছন্দ। ১৪। আ. গো. ত. শাসনেও ঙ ও গ সম্পূর্ণ লেখা আছে।

১২। কৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ (।) যশ্চেতোময়মেব শৌর্যবিজয়ী দত্তৌষধং[১৫] তৎক্ষণাদক্ষীণা রচয়াঞ্চ-

১৩। কার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥ [৬] [১৬] সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণ-গুণাভোগ-প্রলোভাদ্দিশামীশৈরংশ-

১৪। সমর্প্পণেন[১৭] ঘটিতস্তত্তৎপ্রভাব-স্ফুটৈঃ (।) দোরুষ্মক্ষপিতারি-[১৭ক] সঙ্গররসো রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীম-

১৫। ল্লক্ষ্মণসেন-ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাজনি ॥ [৭] [১৮] শশ্বদ্বন্ধ-ভয়াদ্বিমুক্তবিষয়াস্তন্মাত্র-নিষ্ঠীকৃত-

১৬। স্বান্তা যান্ত কথং ন নাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম্ (।) বৈরাত্মপ্রতিবিম্বিতেপি[১৯] চঞ্চতৃ[২০]-

১৭। ণেপ্যদ্বৈতেন যতস্ততোপি সপরো দেবঃ পরং বীক্ষ্যতে ॥ [৮][২১] স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত-শ্রীম-

১৮। জ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেন-দেবপাদানুধ্যাত-পরমেশ্বর-পর-

১৯। মভট্টারক-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ- শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপ-

২০। গতাশেষ-রাজ-রাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাপুরোহিত-ম-

২১। হাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ-

২২। বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভোগিক-মহাপীলুপতি-মহা-

২৩। গণস্থ-দৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকা-দিব্যাপৃতক-গৌল্মি-

২৪। ক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষ(য়)পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল-রাজপাদোপজীবিনোধ্যক্ষপ্রচারো-

---

১৫। দত্ত্বা। ১৬। শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ।

১৭। সমর্পণ—আ. (সমপ্প ণ), গো. ও ত. শাসনে (শমপ্প ণ)।

১৭ক। আ. ও ত. শাসনেও আছে, কিন্তু গ. শাসনে 'ক্ষয়িত'।

১৮। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

১৯। ইহার পর ত. শাসনে 'নিপতৎপত্রেপি' অধিক আছে, উহা এখানে না থাকায় ছন্দপতন হইয়াছে।

২০। —ত্তৃ— ২১। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ; এই শ্লোকটি শুধু ত. শাসনে আছে, অন্যগুলিতে নাই।

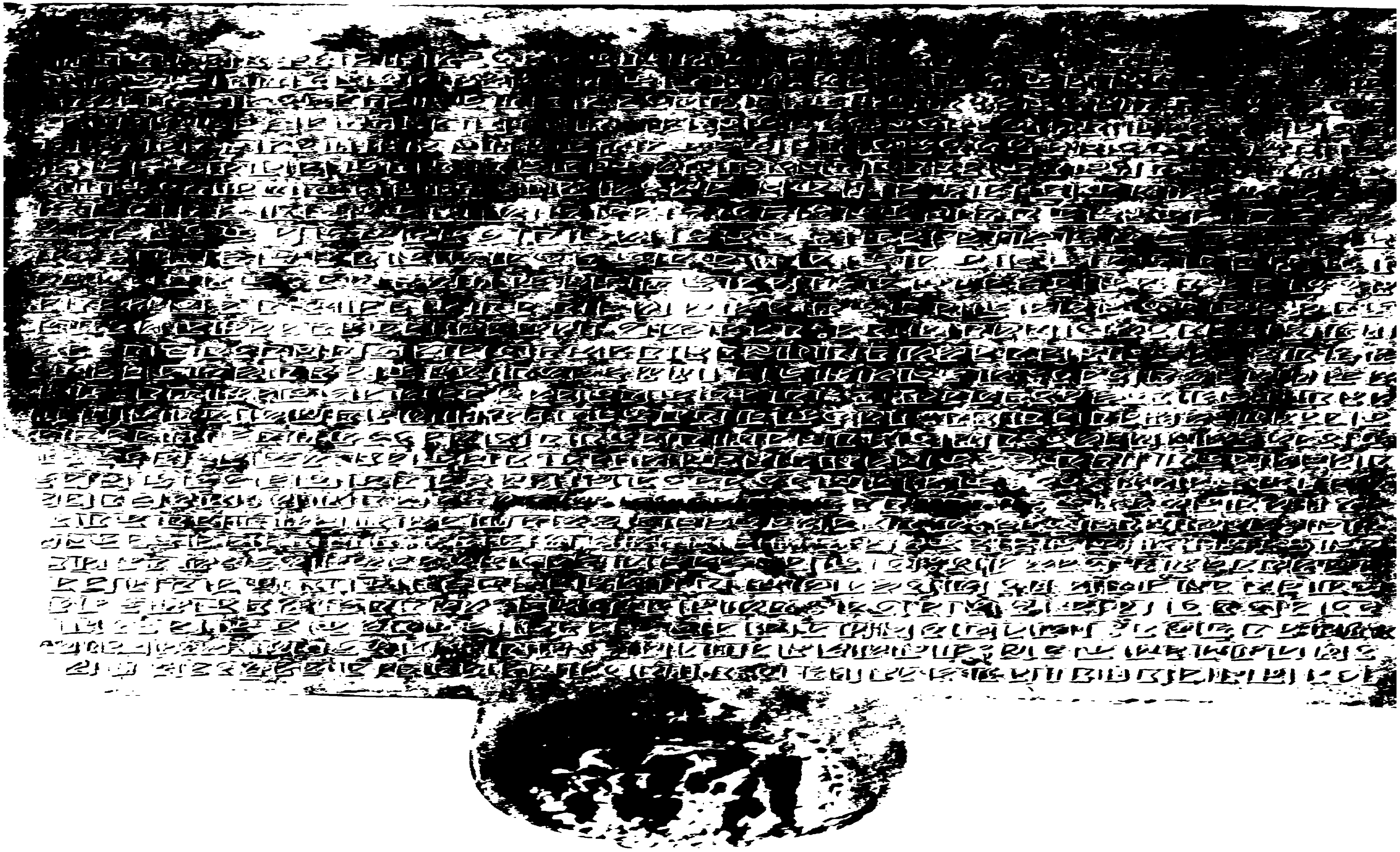

লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন—পশ্চাতের পৃষ্ঠ

২৫। স্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্[22] ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণেতরান্ যথার্হং মান-

২৬। য়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাম্ যথা শ্রীমৎপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-মণ্ডলাবচ্ছিন্ন-কুন্তীনগর-

২৭। প্রতিবদ্ধঃ কঙ্কগ্রামভু-ক্ত্যন্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামুত্তরবাটায়াং[23] কুমারপুরচতুরকে পূর্ব্বে অপ-

২৮। রা জোলাসমেত-মালিকুণ্ডাপরিসরভূঃ সীমা দক্ষিণে বষস্থলীয় ভাগড়ীখণ্ডক্ষেত্রং সীমা

২৯। পশ্চিমে অম্ভূমা গোপথঃ সীমা উত্তরে মোচনদীসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ ষট্‌ত্রিংশট্‌ক (৬ক) দ্রোণাত্মক (ঃ)

(পশ্চাৎ)

৩০। সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশতদ্বয়োৎপত্তিকঃ বারহকোণা-বাল্লিহিতা-শিঝাপাটক-সম্বন্ধিভূদ্রো-

৩১। ণ চতুষ্টয়োপেত-পাটকদ্বয়সমেত-রাঘবহট্টপাটকস্তথাচতুরকে পূর্ব্বে চাকলিয়াজো-

৩২। লীসীমা দক্ষিণে শচ (?)[24]প্রবদ্ধাজোলীসীমা পশ্চিমে লাঙ্গলজোলীসীমা উত্তরে পরজাল-

৩৩। গোপথঃসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্ত্রিপঞ্চাশদ্ভূদ্রোণাত্মকঃ সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশ-

৩৪। তদ্বয়োৎপত্তিকো[ঃ] ডামরবড়াসমেত-বিজহারপুর-পাটক(ঃ) এবমেতদ্ব[দ্ব]য়-বিলিখিত-

৩৫। নাম-সীমং ভূসীমাদ্যবচ্ছিন্নং দেবব্রাহ্মণাদিভূ-বহিঃ-গোপথাদ্যভূ-বাস্ত্ত-ভূসহিতং[25] বৃষভশং-

৩৬। করনলেন[26] উ(ঊ)ননবতি ভূদ্রোণাত্মকং সম্বৎসরেণ পঞ্চ-শতোৎপত্তিকং রাঘবহট্ট-বারহ-

২২। আ., গো., ও ত. শাসনে ইহার পর 'জনপদান্' অধিক আছে ; এই শব্দটি বিজয়সেনের ব্যারাকপুর লিপি এবং বল্লালসেনের নৈহাটী লিপিতেও আছে।

২৩। —বাটে। ২৪। অস্পষ্ট।

২৫। 'দেব'-হইতে 'সহিতং' পর্য্যন্ত অংশটুকু লক্ষ্মণসেনের ত শাসনে 'দেবগোপথাদ্যসারভূবহিঃ' এইরূপ আছে।

২৬। বল্লালসেনের নৈহাটী শাসনেও (৪৫) পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহা অনেকে 'নলিন' এইরূপ পাঠ করিয়াছিলেন। Inscriptions of Bengal —III— p. 87, footnote 1 ; কিন্তু ল-এর একার বেশ স্পষ্ট।

৩৭। কোণা-নিঝাবস্থিত-খণ্ডক্ষেত্রভূদ্রোণচতুষ্টয়াত্মক-বাল্লিহিতাপাটক-টামরবড়া-

৩৮। পাটকসমেত-বিজহারপুরপাটকমেতৎ ষট্‌পাটকং সঝাট-[২৭] বিটপ(ং) সজলস্থলং সগ-

৩৯। র্ত্তোষরং -সগুবাকনারিকেলং সহ্যদশাপরাধং পরিহৃত-সর্ব্বপীড়ং অচট্টভট্টপ্রবেশ-

৪০। মকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যং তৃণযূতি-[২৮]গোচরপর্য্যন্তং অনিরুদ্ধ-দেবশর্ম্মণঃপ্রপৌত্রায়

৪১। পৃথ্বীধরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অনন্তদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় শাণ্ডিল্য-সগোত্রায় শা-

৪২। ণ্ডিল্যাসিত-দেবল-প্রবরায় সামবেদ-কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্য-শ্রী-

৪৩। কুবেরদেবশর্ম্মণে পুণ্যে[হ]অহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টা-

৪৪। রকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য-যশো(হ)ভিবৃদ্ধয়ে শ্রীবল্লালসেনদেবপ্রদত্ত-

৪৫। গয়াল-ব্রাহ্মণ-হরিদাসেন প্রতিগৃহীত-পঞ্চশতোৎপত্তিক-চ্ছত্রপাটকাভিধান-শাস-

৪৬। নো[ন]-বিনিময়েন এতদ্রাঘবহট্টাদি ষট্‌পাটকম্প্রত্যেকমুপরি-লিখিতপ্রমাণং পঞ্চশতো-

৪৭। [তো][২৯]ৎপত্তিযোগ্যং ছত্রপাটকং কোষ্ঠীকৃত্য[২৯ক] অস্মৈ পুনর্ব্বাহ্মণায় শ্রীকুবেরাভিধানায় সূর্য্যগ্রহে

৪৮। এতৎসমুৎসৃজ্যাচন্দ্রার্ক(ং)[৩০]-ক্ষিতিসমকালং যাবদ্ভু[ৎভূ]মি-চ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্ত-

৪৯। মস্মাভিস্তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম্ (।)ভাবিভিরপি নৃপতি-ভিরপহরণে নরকপাত-

২৭। ভূমিকায় পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে 'সসাট' পড়িয়াছিলেন।

২৮। ভূমিকায় পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে 'পুতি' পাঠ করিয়াছিলেন।

২৯। ভুলে 'তো' দুইবার লিখিত হইয়াছে।

২৯ক। ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

৩০। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর, বল্লালসেনের নৈহাটী এবং লক্ষ্মণসেনের আ., ত., ও মাধাইনগর শাসনে -ক এইরূপ আছে, শুধু গো. শাসনে -র্ক আছে।

৫০। ভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং[ম্] (।) ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ(।)ভূমিং

৫১। যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি(।) উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বগর্গগামিনৌ ॥ [৯] [৩১]

৫২। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ(।) যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য [তস্য][৩২]তদা ফলং (ম্)॥[১০][৩৩] আস্ফোট-

৫৩। য়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহা (ঃ) (।) ভুমিদাতা কুলে জাতঃ স ন স্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ [১১][৩৪] ষষ্টি[ং] বর্ষ[ং]-

৫৪। সহস্রাণি স্বগের্গ তিষ্ঠতি ভূমিদঃ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ ॥ [১২][৩৫] স্বদত্তাং

৫৫। পরদত্তাম্বা [ংবা] যো হরেত বসুন্ধরাং (।) স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ [১৩][৩৬] ইতি কমল-

৫৬। দলাম্বু-বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য-জীবিতঞ্চ (।) সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা[৩৭] নহি

৫৭। পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ [১৪][৩৮] শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষোণীন্দ্রঃ[৩৯] সান্ধিবিগ্রহিকম্[ং] ত্রিপুরা-

৫৮। রিনাহমকরোৎ[৪০] কুবেরকস্য শাসনে দূতম্ ॥ [১৫][৪১] সং ৩ [৪২] শ্রাবণদিনে ২[৪৩] শ্রীনিমহাসাংনি

শ্রীরমেশ বসু

৩১। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩২। ভুলে 'তস্য' শুধু একবার লেখা হইয়াছে।

৩৩। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩৪। অনুষ্টুভ্ ছন্দ।

৩৫। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। এই শ্লোকটি লক্ষ্মণসেনের আর কোনও শাসনে দেখা যায় না, কিন্তু বল্লালসেনের নৈহাটী শাসনে আছে।

৩৬। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩৭। বুদ্ধা,

৩৮। পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু আ. ও গো.-শাসনে এই শ্লোকের ছন্দকে পুষ্পিতাগ্রা লিখিয়াছেন, তাহার পুস্তকের অন্য সব জায়গায় মালিনী লিখিয়াছেন। Inscriptions of Bengal—III — pp. 75, 88, 97, 126, 138, 155.

৩৯। ক্ষৌণীন্দ্রঃ।

৪০। লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য শাসনে রাজদূতের নাম নারায়ণদত্ত। এই শাসনের দূতের নামটি নূতন পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয়, ত্রিপুরারিনাথ শব্দটি লৌকিক উচ্চারণে ত্রিপুরারিনাহ হইয়াছিল।

৪১। আর্য্যা ছন্দ। ৪২,৪৩। সংবতের অঙ্কটি ৩ বলিয়া মনে হয়, এবং তারিখটি ১৩ হইতে পারে।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (১)*

বর্ত্তমানে যে শাস্ত্র Zoology বা প্রাণিতত্ত্ব শাস্ত্র নামে আখ্যাত হয়, তদনুরূপ কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা, নিশ্চিত বলিতে পারি না। তবে স্বতন্ত্র শাস্ত্র থাকুক বা না থাকুক এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতে যে যথেষ্ট আলোচনা হইত, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে পশুযজ্ঞ সমূহের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহাতে ভারতবাসীর পশুদিগের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এ বিষয়ে ভারতীয়গণ কিরূপ আলোচনা করিতেন, তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহা ছাড়া, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মানবের রোগ চিকিৎসার জন্য পশুজ ঔষধের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন পশুর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মূলতঃ, ইহাই অবলম্বন করিয়া কবিরাজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মহাশয় এই বিষয়ে ইতঃপরে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বসন্তবাবুর প্রবন্ধ হইতে আভাস পাওয়া যাইবে—প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা ভারতীয় প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে করা হইয়াছে।

কাব্য-ব্যাকরণ-দর্শনাদিগ্রন্থেও অনেক সময় দৃষ্টান্তচ্ছলে পশুদিগের আকার, প্রকার, ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইহারা প্রাচীনদিগের এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দেয়, সন্দেহ নাই। এই সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের ফলেই তাঁহারা কুক্কুট, গর্দ্দভ, বক, কুকুর প্রভৃতি নগণ্য ও ঘৃণিত জন্তুর ব্যবহারের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয়ের আভাস পাইয়াছিলেন।[১] নানা স্থান হইতে এই সকল প্রাচীন প্রসিদ্ধিগুলি সংগ্রহ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলে প্রাণী সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের কি ধারণা ছিল, তাহা বুঝা যাইবে—হয়ত প্রাণিতত্ত্ব শাস্ত্রের আলোচনার জন্যও কিছু কিছু নূতন উপকরণ মিলিবে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ যে সকল প্রসিদ্ধি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এস্থানে প্রদান করিতেছি।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বহু উপমার মধ্যে পশু ও পশুপ্রকৃতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—বৃষস্কন্ধ, গজগমন, হংসগমন, মৃগনয়ন, কূর্ম্মপৃষ্ঠ প্রভৃতি।

অনেক পশুপক্ষীর নামের মধ্যেও তাহাদের প্রকৃতির গুপ্ত পরিচয় অন্তর্নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পদহীন সর্পের নাম উরগ, কারণ ইহা বুকে হাঁটিয়া চলে। বায়ুই সর্পের একমাত্র খাদ্য না হইলেও বায়ুপ্রিয়তার জন্যই ইহার আর এক নাম বায়ুভুক্। ইহার জিহ্বা খণ্ডিত তাই ইহার নাম দ্বিজিহ্ব।

* ১৩৩৭।১৭ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি॥ —চাণক্যশ্লোক।

পক্ষীর ব্যবহার সম্বন্ধে কালিদাসের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার আংশিক আলোচনা ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার 'পাখীর কথা' নামক গ্রন্থে এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (২০শ খণ্ডে) Kalidasa and the Migration of Birds নামক প্রবন্ধে করিয়াছেন।

সিংহ

গভীর অরণ্য এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের বর্ণনা স্থলে প্রাচীন কবিগণ প্রায় সর্ব্বত্রই সিংহ ও হস্তীর যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুদ্ধে কখনও একের জয় কখনও অপরের। সিংহ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে নানা বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথা এখানে বলা হইতেছে। সিংহ নিজহত পশুর মাংসই ভক্ষণ করে[১]। মেঘের গর্জ্জন শুনিলে সিংহ তাহার দিকে ধাবিত হয়[২]। কাজ ছোট হউক কি বড় হউক সিংহ সকল কাজই সর্ব্বপ্রযত্নে করিয়া থাকে। ইহা সিংহের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার বিষয়[৩]। সিংহের দৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া সিংহাবলোকিত ন্যায় প্রণীত হইয়াছিল।

হস্তী

হস্তীর সহিত সিংহের বিরোধের বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কাব্যাদি হইতেই হস্তীর কয়েকটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়। যথা গম্ভীরবেদী, গন্ধগজ ইত্যাদি। হস্তীর মদস্রাবের উল্লেখ বহুত্র পাওয়া যায়। শুণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে মদ ক্ষরিত হয়। হস্তীর কুম্ভে মুক্তা পাওয়া যায়। হস্তীর দন্ত বহুদিন হইতে মানুষের কাজে লাগে; তাই দন্তের জন্যই ইহাকে বধ করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়[৪]। মুখে ব্যথা লাগিলেও হস্তিশাবক কাঁটা খাইতেই ভালবাসে[৫]।

গো

গরু অতি পরিচিত। তথাপি ইহার সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত কয়েকটি কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। যথা—কাল রংয়ের গরু বেশী দুধ দেয়[৬]। জিনিষ ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করে গরু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে[৭]।

১। মদসিক্তমুখৈর্ম্মৃগাধিপঃ
করিভির্বর্ত্তয়তে স্বয়ংহতৈঃ ॥— কিরাতার্জ্জুনীয়, ২।১৮।

২। কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্ ধ্বনতঃ প্রার্থয়তে মৃগাধিপঃ।—কিরাতার্জ্জুনীয়, ২।২১।

৩। প্রভূতমল্পকার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥—চাণক্যশ্লোক।

৪। দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।

৫। ভবন্তি চানন্দবিশেষহেতবো মুখং তুদন্তঃ করভস্য কণ্টকাঃ।—বোধিচর্য্যাবতার, ৯।৯২, পৃঃ ১৩০।

৬। গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা।

৭। গন্ধেন গাবঃ পশ্যন্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ—মহাভারত, উদ্‌যোগপর্ব, ৩৪।৩৪

কুকুর

অতি অপবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনেক কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বস্তুত স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কুকুরের নিকট হইতে বহু ভোজন, স্বল্পে সন্তোষ, সুনিদ্রা, শীঘ্রচৈতন্য, প্রভুভক্তি ও শৌর্য্য এই ছয়টি গুণ মানুষের শিক্ষণীয়[১]। মীমাংসা সূত্রের টীকাকার শবরস্বামীর মতে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে কুকুর উপবাস করিয়া থাকে। তাই ঐ রাত্রির নাম শ্বনিশ[২]। কুকুরের পুচ্ছ সকল সময়ই বক্রাবস্থায় থাকে—সহস্র প্রযত্নেও ইহাকে অবনমিত বা সরল করা যায় না। প্রাচীনগণের এ বিষয় দৃষ্টির পরিচয় শ্বপুচ্ছোন্নামন ন্যায় হইতে পাওয়া যায়। বহুভোজনেও কুকুরের উদরস্ফীতির অভাবের উল্লেখ বঙ্গের উপভাষা বিশেষে স্থান পাইয়াছে। যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে। কুকুরের দন্তের সাদৃশ্য দৃষ্টে মানুষেরও দন্ত-বিশেষকে প্রাচীনগণ শ্বদন্ত আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন।

হংস

সৌন্দর্য্য, কণ্ঠরব, গ্রীবা, সুন্দর গতি প্রভৃতির উপমানরূপে হংসের কল্পনা সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। বর্ষাকালে হংসের মানস-সরোবরে গমন কবিসময়-প্রসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হংসের জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করিবার অলৌকিক সামর্থ্য[৩]।

সর্প

নামের মধ্য হইতে সর্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই উভয় সাহিত্যেই সর্পের মস্তকস্থিত মণির বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজ বিষে উন্মত্ত হইয়া সর্প নিজকেই দংশন করে এরূপ একটি প্রসিদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়[৪]। চক্ষুর সাহায্যেই সর্প কর্ণের কার্য্য করে তাই ইহার নাম চক্ষুঃশ্রবা।

মৌমাছি

মধুর গুঞ্জনের জন্য ইহা কবিসমাজে বিশেষ আদৃত। ষট্‌পদ নাম হইতে জানা যায় ইহার ছয় পা। কোথাও কোথাও এরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মৌমাছিরা রাত্রিকালেই মধু সংগ্রহ করে[৫]। পাশ্চাত্ত্য জাতির ধারণা—মৌমাছির দল সর্ব্বদা সেই দলের নেত্রী রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। ইহার সদৃশ এক প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে মৌমাছির দল পুরুষ মৌমাছিরই অনুসরণ করে[৬]।

১। বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ বীরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ ॥—চাণক্যশ্লোক।

২। মীমাংসাসূত্র—তির্য্যগধিকরণ। ৩। হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ।

৪। স্বাবিষমূর্চ্ছিতো ভুজঙ্গ আত্মানমেব দশতি।—উদয়নকৃত আত্মতত্ত্ববিবেক, পৃঃ ৬৭, ৬ষ্ঠ পংক্তি।

৫। রাত্রিষেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ—
সৌন্দর্য্যলহরীর লক্ষ্মীধরকৃত টীকা, ৩২শ শ্লোক।

৬। মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এব উৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রতিষ্ঠন্তে—
প্রশ্নোপনিষৎ, ২।৪

কাক

অতি হীন ও অমাঙ্গলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টির ফলে ইহার চরিত্রে পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাইয়াছিলেন। আকার ও ইঙ্গিতের গোপন ভাব, যথাসময়ে সংগ্রহ, অপ্রমাদ এবং অনালস্য—এই কয়টি গুণ কাকের নিকট হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে১। কাকের আর একটি গুণ এই যে, সে কোথাও একা যায় না—খাবারের উদ্দেশ পাইলে সে ঝাঁক বাঁধিয়া যায়। মানুষ কিন্তু লাভের আশা থাকিলে একাকীই যায়২। সাধারণের নিকট কাক যমের দূতরূপে পরিচিত। কাকের ডাক অত্যন্ত অমাঙ্গলিক, ইহাই লোকের বিশ্বাস। শ্বেতবর্ণের কাক আরও বেশী অমাঙ্গলিক। কাক অতি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে, তাই ইহার নাম দীর্ঘায়ু, চিরায়ু বা চিরজীবী। কাকের চক্ষু একটি কিন্তু কাক ইহা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে চালিত করিতে পারে। কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়ে এই বিষয়েরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কাকের দাঁত নাই; তাই যে জিনিষ নাই, তাহা খুঁজিয়া বেড়ানর নিষ্ফলপ্রযত্ন কাকদন্তপরীক্ষা ন্যায় নামে অভিহিত। বোধ হয়, দৃষ্টি-শক্তির খর্ব্বতা বশতই কাক ভ্রম-ক্রমে কোকিলের ডিমে তা দিয়া তাহাকে পুষ্ট করে। তাই ইহার আর এক নাম পরভৃৎ।

মৎস্য

ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য মৎস্যের বিচার প্রসঙ্গে বহু মৎস্যের উল্লেখ ও শ্রেণী-বিভাগ বিবিধ স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহার আলোচনা আমরা এস্থলে করিব না। মৎস্যের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি প্রসিদ্ধির উল্লেখ এখানে করিব। এসম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য মৎস্যজীবিসম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। মাছের মধ্যে যেটি বড় সেটি ছোটটিকে খাইয়া জীবন ধারণ করে। ছোটর উপর বড়র অল্প-বিস্তর অত্যাচার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও নিজ শ্রেণীর জীবের সাহায্যেই এইরূপ জীবনধারণের প্রথা বোধ হয়, অন্য প্রাণীর মধ্যে নাই। মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে অরাজকতার সময়ই বড় অব্যাহত ভাবে ছোটকে পদদলিত করে। তাই বলা হয়, সে সময়ে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত। গভীর জলের মাছ অল্প জলের মাছের মত চঞ্চল হয় না। তাই রোহিত বেশী জলে থাকে বলিয়া স্থির, আর গণ্ডূষমাত্র জলেই পুঁটির চাঞ্চল্য৩। কুট্টনীমত-রচয়িতা দামোদর মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির সহিত মৎস্যবধূর অনিমেষ দৃষ্টির তুলনা করিয়াছেন৪।

বিবিধ ব্যাঙ

অতি নগণ্য হইলেও বৈদিক ঋষিও ব্যাঙের বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঋগ্‌বেদের একটি পূর্ণ সূক্ত [৭।১০৩] ব্যাঙের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

১। আকারেঙ্গিতগূঢ়ত্বং কালে কালে চ সংগ্রহম্।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ ॥—চাণক্যশ্লোক।

২। কাকেনাহূয়তে কাকো ভিক্ষুণা ন তু ভিক্ষুকঃ।
কাকভিক্ষুকয়োর্মধ্যে বরং কাকো ন ভিক্ষুকঃ ॥—উদ্ভটশ্লোক।

৩। অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নাপি রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে ॥—উদ্ভটশ্লোক।

৪। অনিমেষং পশ্যন্তী মৎস্যবধূমনুচকার সা তন্বী—২৭০ শ্লোক। এই প্রসঙ্গে ১০৩৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

জিহ্বা না থাকায় ব্যাঙের এক নাম অজিহ্ব। ব্যাঙ যে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে মণ্ডূকপ্লুতিন্যায় তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রাণী সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থলে এইরূপ নানা কথা বলা হইয়াছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইয়াছে। এইগুলি সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচিত হইলে বিশেষ উপাদেয় ও উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি এ সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বৃশ্চিক গোময় হইতে জন্মগ্রহণ করে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ স্ত্রীপুংযোগ ব্যতিরেকেও যে কখনও কখনও প্রাণীর জন্ম হইতে পারে, তাহার অন্য উদাহরণও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বলাকা শুক্র ব্যতীতই গর্ভধারণ করে। পুংযোগ ব্যতীত হংসী যে ডিম্ব প্রসব করে তাহা বাওয়া ডিম নামে বর্ত্তমানেও প্রসিদ্ধ।

বলাকা মেঘের শব্দ শুনিয়াই গর্ভ ধারণ করে, ইহাই ছিল সাধারণের বিশ্বাস[১]। বোধ হয়, কালিদাসের সময়ও লোকের এই ধারণাই ছিল। তাই তিনি মেঘদূতে মেঘকে বলিতেছেন—"গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ

সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥ (১।৯)

গর্ভধারণ অনেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। এরূপ কয়েকটি প্রাণীর নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। যথা,—বৃশ্চিক, কর্কট, অশ্বতরী। অশ্বতরীগর্ভন্যায় ও বৃশ্চিকীগর্ভন্যায় এ বিষয়ে সাধারণের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে[২]। বেদান্তকল্পতরুকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—"বৃশ্চিকাদির্মাতুরুদরং নির্ভিদ্য মৃতাজ্জায়তে।" মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও শান্তিপর্ব্বের ১৪০ অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অশ্বতরী গর্দ্দভজাখ্যা উদরভেদেনৈব প্রসূতে ইতি প্রসিদ্ধম্।"

বিষাদি দর্শনমাত্রই পক্ষিবিশেষের ভাবান্তর উৎপন্ন হইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জন্য এই সকল পক্ষী রাজারা সযত্নে নিজেদের কাছে রাখিতেন এবং খাদ্যদ্রব্য পাইলেই তাহা বিষাক্ত কি না পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাদের সম্মুখে রাখিতেন। কামন্দকীয় নীতিসারে বিষাদিদ্বারা পক্ষীদিগের কিরূপ অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কামন্দক বলিয়াছেন, ভৃঙ্গ, শুক, সারিকা বিষ এবং সর্প দর্শন করিলে উদ্বিগ্ন হইয়া ভীষণ চীৎকার করে। বিষদর্শনে চকোরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, ক্রৌঞ্চ উন্মত্ত হয় এবং মত্তকোকিল মারা যায়[৩]।

১। বলাকা চ শুনন্বিত্নুরবশ্রবণাদ্ গর্ভং ধত্তে (শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ২।১।২৫)

২। G. A. Jacob সঙ্কলিত লৌকিকন্যায়াঞ্জলি, —২য় খণ্ড, পৃঃ ৭-৮।

৩। ভৃঙ্গরাজঃ শুকশ্চৈব শারিকা চেতি পক্ষিণঃ।
ক্রোশন্তি ভৃশমুদ্বিগ্না বিষপন্নগদর্শনাৎ॥
চকোরস্য বিরজ্যেতে নয়নে বিষদর্শনাৎ।
সুব্যক্তং মাদ্যতি ক্রৌঞ্চো ম্রিয়তে মত্তকোকিলঃ। কামন্দকীয় নীতিসার।

মাকড়সার জালের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন একটি প্রসিদ্ধির উল্লেখ শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মাকড়সার লালা হইতে এই জালের উৎপত্তি ইহাই এই প্রাচীন প্রসিদ্ধি[১]।

চকোর পক্ষী পান করে জ্যোস্না[২]। তাই ইহার নাম চন্দ্রিকাপায়ী বা কৌমুদী-জীবন। এইরূপ সর্প বায়ু ভক্ষণ করে; তাই ইহার নাম বায়ুভুক্। চাতক পান করে মেঘের জল; তাই ইহার নাম মেঘজীবন। কুকুর ও কাকের বিষ্ঠাভোজনপ্রিয়তা পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে প্রবাদের আকার ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই যে প্রাণিসম্বন্ধে বিবিধ প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে, এমন নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ও লৌকিক প্রবাদের মধ্যেও এরূপ বহু প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের নাগরিকজীবনের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদিগের সহিত গ্রাম্যজীবনের সম্পর্ক মন্দীভূত হওয়ায় আধুনিক সাহিত্যে প্রাণী সম্বন্ধে মামুলী দুই চারিটি কথা ছাড়া নূতন কিছুই পাওয়া যায় না। প্রবাদগুলিও দিন দিন অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। তবে এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ক্ষীণ উদরকে "কুকুরিয়া পেট" এই আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। বস্তুতঃ পক্ষেও কুকুর যত বেশীই আহার করুক না কেন তাহার উদরস্ফীতি কিছুতেই হইবে না। কুকুর ঘী খাইয়া হজম কবিতে পারে না। অনভ্যাসবশতঃ কেহ কোনও গুরুপাক জিনিষ পরিপাক করিতে না পারিলে কঠিন ব্যঙ্গচ্ছলে তাহার কাছে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। শূকরের গোঁ জনসাধারণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। সাপ আর বেজির চিরবিবাদ বাঙ্গালীর নিকট উপমার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বাঘের সহিত বিড়ালের আকারগত সাদৃশ্য নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থ বিড়ালকে বাঘের মাসীরূপে কল্পনা করিয়া থাকে। কাকের ঠোকর দিয়া খাওয়ার রীতি নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণভাবে কিছু কিছু করার উদাহরণরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। লোকে বলে,—'কাকের মত ঠোকর মারা'। বকের আকৃতির সহিত খ-কারের আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে খ-কারের পরিচয় দিবার সময় বলা হয় 'বগা খ'। এইরূপ কুকুরের বক্র লাঙ্গুলের সহিত ঢ-কারের সাদৃশ্যনিবন্ধন ঢ-কারের বর্ণনা 'কুকুরলেজী ঢ'[৩]। ছাগের ইন্দ্রিয়পারতন্ত্র্য বর্ত্তমান যুগেও 'ছাগতান্ত্রিক সাহিত্যে'র অন্তরালে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ছাগের এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য রামাই পণ্ডিতকে ধর্ম্মমঙ্গলে একটি পৌরাণিক আখ্যানের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

প্রাচীন কবিসময়সিদ্ধ উপমা ছাড়াও পশুসম্বন্ধে বহু উপমা বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাশীদাস 'খগপতিনাসার' উল্লেখ করিয়াছেন। কবিশেখর তাঁহার কালিকামঙ্গলে 'সিংহ-মাঝা'র এই উপমার ব্যবহার করিয়াছেন।

১। তন্তুনাভস্ত চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাৎ লালা কঠিনতামাপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি। (২।১।২৫)

২। জ্যোৎস্না পেয়া চকোরৈঃ,—সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

৩। বোধ হয়, কুকুরের লেজের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃতে শ্বপুচ্ছোন্নামন ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণের ধারণা ছিল—কুকুরের লেজ কিছুতেই সরল করা যায় না।

বাদুড় যে মুখ দিয়া আহার করে সেই মুখ দিয়াই মল ত্যাগ করে। একাধিক গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথা,—

বাদুড় হইয়া রহ ভুবন ভিতরে।
যে মুখে খাইবা তুমি সেমুখে বর্ষিবা ॥
—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, ২৯৩ পৃঃ।

মুখে খাও মুখে বছ মুখে জাও সঙ্গ।
গোরক্ষবিজয়—পৃঃ ১৯৬

লোকে কথায় বলে—'বেড়ালের (বিষ্ঠা) কাজে লাগিলে বেড়াল গাছে উঠিয়া (মলত্যাগ করে), 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'; 'উইয়ের পাখ হয় পুড়িয়া মরিতে।'

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা (২) *

প্রাণিবিভাগ

- প্রাণী
  - ১। স্থাবর
    বৃক্ষলতাদি
  - ২। জঙ্গম
    - ১। জরায়ুজ
      - ১। জাঙ্গল
      - ২। আনূপ
    - ২। অণ্ডজ
    - ৩। স্বেদজ

জরায়ুজাদি প্রাণী জাঙ্গল ও আনূপ ভেদে দুই প্রকার। জাঙ্গলের আটটি ভেদ আছে। যথা—১। জাঙ্গল, ২। বিলেশয়, ৩। গুহাশয়, ৪। পর্ণমৃগ, ৫। বিষ্কির, ৬। প্রতুদ, ৭। প্রসহ, ৮। গ্রাম্য।

আনূপ প্রাণীর পাঁচটি ভেদ। যথা,—

১। কুলেচর, ২। প্লব, ৩। কোশ, ৪। পাদী, ৫। মৎস্য (ভাবপ্রকাশ, প্রথম ভাগ—মাংসবর্গ)

* ১৩৩৭।১৭ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সুশ্রুতের মতে প্রাণী দুই প্রকার,—১। স্থাবর, ২। জঙ্গম ; এবং পুনরায় ১। জরায়ুজ, ২। অণ্ডজ, ৩। স্বেদজ ভেদে উহা তিন ভাগে বিভক্ত। (সূত্রস্থান, ১অঃ, ২৩ শ্লোক।)

কোন কোন ঋষি ইন্দ্রগোপ, কীট, মহীলতা (কেঁচো) প্রভৃতিকে উদ্ভিজ্জের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। (সূত্রস্থান, ১অঃ, ২৩ শ্লো)

চরক প্রাণীকে আটভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—১। প্রসহ, ২। বিলেশয়, ৩। আনূপ, ৪। বারিচর, ৫। জলচর, ৬। জাঙ্গল, ৭। বিষ্কির, ৮। প্রতুদ। (চরক, সূত্রস্থান, ২৭ অঃ, মাংসবর্গ)। অন্য বৈদ্যক গ্রন্থে বিভাগের তারতম্য লক্ষিত হয় (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)।

কোন কোন গ্রন্থে প্রাণিগণের মহামৃগ, চতুষ্পদ, দ্বিপদ, ষট্‌পদ, নখী, লোমশ, একক্ষুর, বিভক্তক্ষুর, শৃঙ্গী, একদন্ত, একচর প্রভৃতি নানারূপ বিভাগ দেখা যায় (মনুসং ১ম অঃ ৪২, ৪৪, ৪৯ শ্লোক ; অষ্টাঙ্গহৃদয়—সূত্রস্থান ৬ অধ্যায় ৪৯ শ্লোক ; শ্রীমদ্ভাগবত, ৩স্কন্ধ ১০ অঃ ; শকুনবসন্তরাজ ৮, ১৪, ১৫ বর্গ।)।

১। **জাঙ্গাল প্রাণীর নাম**—পৃষত, শরভ, রাম, শ্বদংষ্ট্রা, মৃগমাতৃকা, শশ, উরণ, কুরঙ্গ, গোকর্ণ (অশ্বতর), কোট্টকারক, চারুষ্ক, হরিণ, এণ, কালপুচ্ছক, ঋষ্য তরপোত। পৃষত—চিত্রহরিণ ; শরভ—উষ্ট্রের ন্যায় উচ্চ ও মহাশৃঙ্গ ; রাম—হিমালয়ের একপ্রকার মহামৃগ ; মৃগ তাম্রবর্ণ হইলে তাহাকে হরিণ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে তাহাকে এণ, এবং ঈষৎ তাম্রবর্ণ হইলে কুরঙ্গ কহে। মৃগমাতৃকা—পেটমোটা ছোট হরিণ, শম্বর—গবয়, ঋষ্য—সহোরা (ভাবপ্রকাশ), গোকর্ণ—গোহহরিণ (চক্রপাণি)। উরণ, কোট্টকারক ও তরপোত চক্রদত্তে নাই। কুরঙ্গ হইতে তরপোত পর্য্যন্ত সমস্তই হরিণ-ভেদ। (চরক, সূত্রস্থান, ২৭ অঃ ; সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)।

২। **বিলেশয় প্রাণীর নাম**—সর্প, মূষিক, গোধা, শল্লকী, শশক (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকগ্রন্থে বিলেশয় বলিয়া প্রাণীর কোন বিভাগ নাই। সুশ্রুতের মতে বিলেশয়ের নাম যথা,—শ্বাবিৎ (সজারু), শল্যক (বৃক্ষ-নকুল), গোধা (গো সাপ), শশ (খরগস), বৃষদংশ (বিড়াল), লোপাক (খেঁকশিয়াল), লোমকর্ণ, কদলী (ব্যাঘ্রাকার মহাবিড়াল), মৃগপ্রিয়, অজগর, সর্প, মূষিক, নকুল, মহাবভ্রু (নকুল ভেদ) (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)।

৩। **গুহাশয় প্রাণীর নাম**—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ভল্লুক, তরক্ষু, চিতা, বভ্রু, শৃগাল, বিড়াল। চরকগ্রন্থে গুহাশয় বলিয়া প্রাণিবিভাগ নাই। প্রসহ প্রাণীর মধ্যে গুহাশয়কে গণনা করা হইয়াছে। সুশ্রুত গ্রন্থোক্ত গুহাশয়ের নাম—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক (কেঁদো), তরক্ষু (নেকড়ে), ঋক্ষ (ভল্লুক), দ্বীপী (চিতা), বনবিড়াল, শৃগাল, মৃগের্ব্বারু (কোঁচ বাঘ) (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ)

৪। **পর্ণমৃগের নাম**—বানর, কাঠবিড়াল, বৃক্ষমর্কটিকা, মদগু, বৃক্ষশয়িকা, অবকুশ, গোলাঙ্গুল (বানরবিশেষ) (সুশ্রুত, সূত্রস্থান ৪৬ অঃ)। চরকে পর্ণমৃগের নাম প্রসহ প্রাণীর মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

৫। **বিষ্কির প্রাণীর নাম**,—লাব, তিত্তির, বর্ত্তীর বার্ত্তীক, কপিঞ্জল,

চকোর, উপচক্র (হংসজাতি), কুক্কুট, বর্ত্তক, বর্ত্তিকা, ময়ূর, কঙ্ক, সারপদ, ইন্দ্রাভ, গোনর্দ্দ, ক্রকর (কেয়ার), অচকর (চরক, সূত্রস্থান, ২৭ অঃ ; সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ) ।

৬। **প্রতুদ**—শতপত্র, কোযষ্টি, জীবঞ্জীবক, কিরাত, কোকিল, দাত্যূহ, গোপাপুত্র, প্রিয়াত্মজ, লট্টা, লট্টষক, নকুল, বটহা, ডিণ্ডিমানক, জটী, দুন্দভিবাক্কা, অবলোহ, পৃষ্ঠফুলিঙ্গ, কপোত, শুক সারঙ্গর, চিরিট, কঙ্কুযাষ্টক, সারিকা, কলবিঙ্ক, চটক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত, পগণ্ডবিক। (চরক, সূত্রস্থান, ২৭ অঃ)।

৭। **প্রসহ**—গো, গর্দ্দভ, অশ্বতর, উষ্ট্র, অশ্ব, দ্বীপী, সিংহ, ভল্লূক, বানর, বৃক, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, নকুল, মার্জ্জার ইত্যাদি (চরক, সূত্রস্থান, ২৭অঃ)।

সুশ্রুতে গো গর্দ্দভ প্রভৃতিকে প্রসহের মধ্যে গণনা করা হয় না। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)।

৮। **গ্রাম্য**—ছাগ, মেষ প্রভৃতি। (চরক সূত্র, ২৭অঃ) সুশ্রুতে অশ্ব, অশ্বতর, গো, গর্দ্দভ প্রভৃতিকে গ্রাম্যের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬অঃ)।

কুলেচর প্রাণীর নাম—চরকে কুলেচর বলিয়া আনূপ প্রাণীর কোনও স্বতন্ত্র বিভাগ নাই। ভাবপ্রকাশের মতে মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, হস্তী চমরী প্রভৃতি কুলেচর (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকের মতে আনূপ প্রাণী যথা,—সৃজর (মহাশূকর), চমরী, খড়্গী, মহিষ, গবয়, হস্তী, ন্যঙ্কু, শূকর, রুরু (হরিণভেদ) (চরক, সূত্র, ২৭অঃ)।

সুশ্রুতে গজ, গবয় প্রভৃতিকে কুলেচর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)।

প্লব প্রাণীর নাম—হংস, সারস, কবোঙ্ক, সরারিকা, নন্দীমুখী, কাদম্ব (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকগ্রন্থে প্লব নামে স্বতন্ত্র বিভাগ নাই। জলচরের মধ্যে ইহাদের গ্রহণ করা হইয়াছে। সুশ্রুতের মতে প্লবের নাম—হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক কুরর, কাদম্ব, কারণ্ডব, জীবঞ্জীবন, বলাকা, পুণ্ডরীক, জবারীমুখ, নন্দীমুখ, মদ্গু ইত্যাদি (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)।

জলচর প্রাণীর নাম—হংস, ক্রৌঞ্চ, বলাকা, প্লব, শরারি, পুষ্কর ইত্যাদি (চরকসংহিতা, সূত্রস্থান, ২৭অঃ)।

কোশস্থ প্রাণীর নাম—শঙ্খ, শঙ্খনাম, শুক্তি, শম্বূক, ভল্লুক (গুগ্‌লী) (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)। ভাবপ্রকাশের মতে কর্কট কোশস্থ (ভাব প্রঃ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকে কোশস্থ বলিয়া কোনও প্রাণিবিভাগ নাই।

পাদী জন্তুর নাম—কূর্ম্ম, কুম্ভীর, কর্কটক, কৃষ্ণ কর্কটক, শিশুমার প্রভৃতি (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬অঃ)। ভাবপ্রকাশের মতে পাদী জন্তু—কুম্ভীর, নক্র, কূর্ম্ম, গোসাপ, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিকা, শিশুমার ইত্যাদি (ভাঃ প্রঃ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)। চরকে পাদীর উল্লেখ নাই।

মৎস্য—মৎস্য দুই প্রকার—নদীজ ও সমুদ্রজ। তন্মধ্যে রোহিত, পাঠীন,

পাটলা, রাজীব, বর্ম্মি, গোমৎস্য, কৃষ্ণমৎস্য, বাগুঞ্জার, মুরল, মহাপাঠীন প্রভৃতি নদীজ। তিমি, তিমিঙ্গল, কুলিয়া, পাকমৎস্য, নিরালক, নন্দিবারলক, মকর, গারি, চন্দ্রক [বড় চাঁদা], মহাসীন, রাজীব প্রভৃতি সমুদ্রজ মৎস্য। (সুশ্রুত, সুত্রস্থান, ৪৬অ:)। ভাবপ্রকাশে বহু মৎস্যের নাম পাওয়া যায় (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)।

চরকগ্রন্থে, কোশস্থ, পাদী, মৎস্য ইহারা সকলেই বারিশয়ের অন্তর্গত। (চরক, সুত্রস্থান, ২৭অঃ)।

প্রাণিবর্ণনা

উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটিমাত্র প্রাণীর বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে।

জঙ্ঘাল প্রাণী

জাঙ্গলের অন্তর্গত জঙ্ঘাল প্রাণিবর্ণনা করা যাইতেছে। জঙ্ঘালের নয়টি ভেদ আছে। যথা,—১। হরিণ—তাম্রবর্ণ, ২। এণ—কৃষ্ণবর্ণ, ৩। কুরঙ্গ—ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও হরিণ অপেক্ষা বৃহৎ, ৪। ঋষ্য—নীলবর্ণ, ঘোটকপ্রমাণ ও ত্রিশৃঙ্গ, ৫। পৃষত—শ্বেত বিন্দুযুক্ত, ৬। ন্যঙ্কু—বহু বিষাণযুক্ত। শম্বর—গোসদৃশ আকৃতি, ককুদে (কুঁজে) লম্বমান রোম আছে, ৮। রাজীব—সর্ব্বাঙ্গে রেখাঙ্কিত, ৯। মুণ্ডী—শৃঙ্গহীন। ইহারা সকলেই মৃগ-জাতীয়। চমরীমৃগ আনূপ, ইহা পুচ্ছের জন্য বিখ্যাত এবং ইহাদের আকৃতি মহিষের ন্যায়, (ভাবপ্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)।

পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, গগন অনুসারে হরিণের পাঁচটি ভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। (যুক্তিকল্পতরু)।

১। পার্থিব—গন্ধযুক্ত, শরীর ও বর্ণ ক্ষীণ। সর্ব্বাঙ্গে সুরভিযুক্ত বলিয়া ইহাকে গন্ধমৃগ কহে।

২। আপ—বিশাল গুরু দীর্ঘ শৃঙ্গ, অমাংসল দেহ এবং তীব্র ক্ষুরপ্রদেশ।

৩। বায়ব—দীর্ঘকায়, বায়ুর ন্যায় অন্তরীক্ষে ধাবন করে, ইহাদিগকে বাতমৃগ কহে।

৪। গাগন—ছাগলের ন্যায় ক্ষুদ্র লঘুবীর্য্য গন্ধহীন দেহ, বেগবান্। ইহাদের স্পর্শ করা দূরের কথা, ইহারা নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

৫। তৈজস—কৃষ্ণবর্ণ, গুরু দীর্ঘ শৃঙ্গ, ক্রুদ্ধ স্বভাব, বায়ুর ন্যায় বেগবান্। ইহাদিগকে কৃষ্ণসার কহে।

ব্রাহ্মণাদিভেদে হরিণের চারি বর্ণ। (যুক্তিকল্পতরু)।

১। ব্রাহ্মণ—তনুলোম সুশৃঙ্গ, ২। ক্ষত্রিয়—খরলোম ও ক্রুদ্ধ, ৩। বৈশ্য—তনুলোম ও আবর্ত্ত শৃঙ্গ, ৪। শূদ্র—খরতনুরুহ ও কুশৃঙ্গ অথবা শৃঙ্গহীন।

প্রশস্তচর্ম্ম হরিণ—ছয় প্রকার।

১। কদলী, ২। কদলী, ৩। চমরু, ৪। চীন, ৫। প্রিয়ক, ৬। সমূরু (চিত্রবর্ণ), (রামায়ণ, নামলিঙ্গানুশাসন—সিংহাদি বর্গ)। রোহিৎমৃগ—ঘোটকাকৃতি। ইহারা শম্বর মৃগের স্ত্রী বলিয়া কথিত আছে,—

"গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃর্ষ্যস্য বপুষা" মহিম্নঃ স্তোত্র।

হলীক্ষ্ণমৃগ—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় এই মৃগের উল্লেখ আছে। ইহার অপর নাম তৃণমৃগ। ইহার শব্দশ্রবণে মৎস্যগণ জল হইতে উত্থিত হয়।

রৌহিষ মৃগ—এক প্রকার তৃণমৃগ। (রৌহিষাখ্যে তৃণে ভবঃ রৌহিষঃ—নামলিঙ্গানুশাসন—সিংহাদিবর্গ)।

কুরঙ্গ—চারুলোচন। (কুরঙ্গ ঈষৎ তাম্রঃ স্যাদ্ হরিণাকৃতিকো মহান্—ত্রিকাণ্ড)।

কস্তুরী মৃগ—কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি মৃগ। ইহাদের নাভিতে কস্তুরী নামে এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য জন্মায়। কস্তুরী জন্মাইলে মৃগ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃগের ইহা এক প্রকার রোগ। কস্তুরী মৃগ নেপাল, কামরূপ, কাশ্মীরে বাস করে।

কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশ সম্ভূতা কস্তূরী হ্যধমা স্মৃতা।
রাজনির্ঘণ্ট।

ইন্দ্রিয় ও চরিত্র—

চক্ষু—চঞ্চল, আয়ত। কর্ণ—সঙ্গীতপ্রিয় (হরিণাদ্‌বদ্ধান্ মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ—শ্রীমদ্ভাগবতম্)। ঘ্রাণ—তীক্ষ্ণ। ত্বক্—বিচিত্র, মসৃণ ও সুদৃশ্য। মুণ্ডী ভিন্ন সকল মৃগেরই শৃঙ্গ আছে। চমরী মৃগের পুচ্ছ সুদৃশ্য ও বিলাস দ্রব্য। এই পুচ্ছে চামর প্রস্তুত হয়। (যুক্তিকল্পতরু)

সকল মৃগই ভারতের সর্ব্বত্র দল বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা জালে ধরা পড়ে। (হিতোপদেশ)।

উপযোগিতা—মাংস উপাদেয় খাদ্য, পিত্তশ্লেষ্মহারী, লঘু, বলবর্দ্ধক। (ভাব প্রকাশ, ১ম ভাগ, মাংসবর্গ)।

দুগ্ধ—রক্তপিত্ত অতিশয় ক্ষয়কাশ ও জ্বরের শান্তিকারক। (ভাঃ প্রঃ)

শৃঙ্গ ও মৃগনাভি—বিলাসবস্তু। ঔষধার্থও ব্যবহৃত হয়।

চর্ম্ম—আসনার্থ ব্যবহৃত হয়।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্। (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ৬ অঃ ১১)।

বিলেশয়

গোধা, শশ, ভুজঙ্গ, মূষিক, সজারু প্রভৃতি বিলেশয় অর্থাৎ গর্ত্তে বাস করে। প্রথমে সর্পের বিষয়ে আলোচিত হইতেছে।

সর্প

সর্পের মধ্যে আটটি সর্পশ্রেষ্ঠের নাম—১। শেষ, ২। বাসুকি, ৩। তক্ষক, ৪। কর্কট, ৫। অব্জ (পদ্ম), ৬। মহাপদ্ম, ৭। শঙ্খপাল, ৮। কুলিক।

কথিত আছে, শেষ ও বাসুকির সহস্র মস্তক, তক্ষক ও কর্কটের আট শত মস্তক, পদ্ম ও মহাপদ্মের পাঁচশত মস্তক, শঙ্খপাল ও কুলিকের তিন শত মস্তক আছে। মস্তকের

আধিক্যানুসারে সর্পগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি। সর্পশ্রেষ্ঠগণের বংশ পাঁচশত, পরে ঐ পাঁচ শত হইতে অসংখ্য সর্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (অগ্নিপুরাণ, ৪৬ অঃ)।

মহাভারতে দেখা যায়, সর্পগণ কদ্রুর গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মহাভারতে শ্বেত, কৃষ্ণ, ক্রোশপ্রমাণ মহাকায়, অশ্বাকার, করিশুণ্ডাকার সর্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। (মহাভারত, সর্পযজ্ঞ)।

সর্পভেদ। সুশ্রুতগ্রন্থে সর্পের প্রধানতঃ দুইটি ভেদ দৃষ্ট হয়। (১) দিব্য, (২) ভৌম। দিব্য সর্পের বিষ দৃষ্টি ও নিশ্বাসে অবস্থিত। ভৌম সর্পের দন্তে বিষ থাকে। ভৌমসর্প অশীতি প্রকার। সেই অশীতি প্রকার আবার পাঁচভাগে বিভক্ত—১। দর্ব্বীকর (ফণাযুক্ত), ২। মণ্ডলী (ফণাহীন), ৩। রাজিমান্ (রেখাযুক্ত), ৪। নির্ব্বিষ, ৫। বৈকরঞ্জ (সঙ্করজাতি)। শেষোক্ত দুইটিও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—১। দর্ব্বীকর, ২। মণ্ডলী ৩। রাজিমান্। দর্ব্বীকর ২৬ প্রকার, মণ্ডলী ২২ প্রকার এবং রাজিমান্ ১০ প্রকার। নির্ব্বিষের সংখ্যা দ্বাদশ, বৈকরঞ্জর সংখ্যা তিন। বৈকরঞ্জোদ্ভব ৭ সাত প্রকার। কতকগুলি নানাবর্ণযুক্ত, কতকগুলি মণ্ডলী এবং কতকগুলি রাজিমান্।

সর্পদংশন। সর্পদংশন তিন প্রকার—১। সর্পিত, ২। রদিত, ৩। নির্ব্বিষ। ব্যাধিত বা উদ্বিগ্ন সর্পের দংশনে অল্প বিষ হয়, আর অতিবৃদ্ধ বা অতিশয় শিশুসর্পের দংশনেও অল্পবিষ হয়।

সর্পলক্ষণ। ফণীদিগের ফণায় চক্র, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক ও অঙ্কুশের ন্যায় চিহ্ন থাকে। উহারা দ্রুতগামী। উহাদের প্রভা অগ্নি ও অর্কের সমান হইয়া থাকে। রাজিমান্ সর্প দেখিতে স্নিগ্ধ এবং তির্য্যক ও ঊর্দ্ধভাগে বিবিধ বর্ণরাজি সমূহে চিত্রিতের ন্যায় বোধ হয়।

ব্রাহ্মণাদি জাতি। যে সকল সর্প মুক্তা ও রজতের ন্যায় প্রভাবান্ এবং যাহারা কপিল, সুগন্ধি ও সুবর্ণাভ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ক্ষত্রিয় স্নিগ্ধবর্ণ, অতিশয় কোপন, সূর্য্য চন্দ্রাকৃতি ছত্রাঙ্কিত ও শঙ্খাঙ্কিত। বৈশ্যজাতীয় সর্পেরা কৃষ্ণবর্ণ, বজ্রবর্ণ (হীরক), লোহিতবর্ণ, ধূম্রবর্ণ এবং পারাবতবর্ণ হইয়া থাকে। শূদ্রজাতীয় সর্পেরা মহিষ ও দ্বীপীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। উহাদের ত্বক্ কর্কশ। ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট সর্পেরা শূদ্র।

বৈকরঞ্জ সর্প। অসবর্ণ সর্প ও সর্পী হইতে বৈকরঞ্জ সর্প জন্মে। বৈকরঞ্জের দংশন-লক্ষণ দৃষ্টে উহার পিতামাতার জাতি জানা যায়।

বিচরণ সময়। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে রাজিমান্ সর্পেরা বিচরণ করে। রাত্রিশেষে মণ্ডলিগণ বিচরণ করে। দিবাভাগে দর্ব্বীকর সর্পেরা বিচরণ করে। দর্ব্বীকর তরুণবয়স্ক, মণ্ডলী বৃদ্ধ, রাজিমান্ মধ্যবয়স্ক হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অল্পবিষ। নকুল ভয়ে ভীত, শিশু, বন্যাদি জলপ্রবাহে আহত, কৃশ, বৃদ্ধ, মুক্তত্বক্ ও ভয়প্রাপ্ত সর্পেরা অল্পবিষ।

দর্ব্বীকর সর্প। কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকপোত, মহাকপোত বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণ, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম,

দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রূকুটিমুখ, বিষ্কির, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশিরা, অলগর্দ্দ, আশীবিষ এইগুলি দর্ব্বীকর সর্প।

মণ্ডলী সর্প। আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমণ্ডল, কৃষ্ণ, লোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, রেণুপর্দ্রক, শিশুক মদন, পালিৎহির, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, অগ্নিক, বভ্রু, কষার, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক, এণীপদ।

রাজিমান্ সর্প। পুণ্ডরীক, রাজচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দ্দমক, তৃণশোধক, সর্ষপক, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্রক, গোধূমক, কিকসাদ।

নির্ব্বিষ সর্প। গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, জ্যোতারথ, ক্ষীরিক, পুষ্পক, অহিরতাক, অন্ধাহিক, গৌরাহিক, বৃক্ষেশয়।

বৈকরঞ্জ সর্প। দর্ব্বীকর, মণ্ডলী ও রাজিমান্ এই তিন প্রকার সর্পের মিশ্রণে বৈকরঞ্জ সর্প জন্মে। যথা,—মাকুলি, পোটগল, স্নিগ্ধরাজি। কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সঙ্গমে মাকুলি, রাজিল ও গোনসের সঙ্গমে পোটগল, কৃষ্ণসর্প ও রাজিমানের সঙ্গমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। বৈকরঞ্জের ভেদ যথা,—দিব্যালক, লোধ্রপুষ্প, রাজিচিত্রক, পোটগল, পুষ্পভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প, বেল্লিতক। আদ্য তিনটি রাজিমানের ন্যায়, অবশিষ্টগুলি মণ্ডলীর ন্যায়। অশীতি প্রকার সর্পের ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইল।

পুং সর্প। মহানেত্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ ও মহাশির।

স্ত্রী সর্প। সূক্ষ্মনেত্র, সূক্ষ্মজিহ্ব, সূক্ষ্মমুখ, সূক্ষ্মশিরা।

নপুংসক সর্প। উভয় লক্ষণ-বিশিষ্ট অথচ মন্দবিষ, এবং অক্রোধ।

(সুশ্রুত, কল্পস্থান, ৪ অঃ)।

বৈদিক গ্রন্থে ও পুরাণাদি গ্রন্থে সর্প সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে সকল কথা উল্লেখ করিলাম না।

সর্পের গর্ভধারণকাল ডিম্ব ও সন্তান

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সর্পগণ মদমত্ত হয়। এই সময় নাগ-নাগিনীর মৈথুন কাল। চারি মাস গর্ভ ধারণ করিয়া ইহারা কার্ত্তিক মাসে ২৪০ ডিম্ব প্রসব করে। ঐ ডিম্বগুলির তিন ভাগ ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট এক ভাগ ঘৃণার সহিত ত্যাগ করে। সুবর্ণ এবং স্ফটিক বর্ণ ডিম্ব হইতে পুং সর্প জন্মায় এবং সর্পী এই পুং জাতীয় সর্পদের ২০ দিবা রাত্রি ধরিয়া ভক্ষণ করে। স্ফটিক বর্ণ, জলবৎ বর্ণ, সুবর্ণ বর্ণ এবং দীর্ঘ রাজীব সন্নিভ ডিম্ব হইতে স্ত্রী সর্প জন্মায়। শিরীষ সুবর্ণ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অণ্ড হইতে নপুংসক সর্প হয়। ছয় মাসের মধ্যে ডিম্ব ভেদ করিয়া সর্প শিশু নির্গত হয়। সপ্তরাত্রের মধ্যে সর্প শিশু কৃষ্ণ বর্ণে পরিণত হয়। সর্পের আয়ু ১২০ বৎসর। (ভবিষ্য ও অগ্নি-পুরাণ)।

সর্পের শত্রু। ১। ময়ূর, ২। মানুষ, ৩। চকোর, ৪। গোখুর, ৫। বিড়াল, ৬। নকুল, ৭। বরাহ, ৮। বৃশ্চিক এই আটটি সর্পের যমস্বরূপ। (অগ্নি পু, ৪৬অঃ; ভবিষ্য, ৫ম কল্প)।

ইন্দ্রিয়বিকাশ। সপ্তাহ পূর্ণ হইলেই সর্পের দন্তোদগম হয়। এই সময় হইতে দন্তে বিষ সঞ্চিত হইতে থাকে। কিন্তু সর্পেরা সেই বিষ বারংবার নিক্ষেপ করিয়া

ফেলে। ২১ দিনের পর দন্তে বিষ স্থায়ী হয়। সর্প ছয় মাস পরে খোলস ছাড়ে। সর্পের ২৪০টি পা আছে। পা গুলি গোলোম সদৃশ এবং একবার বাহিরে ও একবার ভিতরে প্রবেশ করে। সর্পের ২২০টি অস্থি-সন্ধি। অকাল-জাত সর্পের আয়ু ৭৫ বৎসর এবং তাহারা নির্ব্বিষ। যে সকল সর্পের দন্ত রক্ত, পীত, শুভ্র, ঈষৎ নীল এবং যাহারা মন্দবিষযুক্ত তাহারা অল্পায়ু এবং ভীরু। সর্পের মুখ একটি এবং জিহ্বা দুইটি। (ভবিষ্যপুরাণ, ৫ম কল্প)।

সর্পের বৈশিষ্ট্য—সঙ্গীতপ্রিয়। ছাতার ছায়া দেখিলে ও যষ্টির ঝর্ঝর শব্দ শুনিলে সর্প ভীত হইয়া পলায়ন করে। (চরক, চিকিৎসিত স্থান, ২৫ অ)। গর্ত্তের মধ্যে সর্প দৃঢ়ভাবে মুখ প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রাণ যাইলেও বাহির হয় না। সর্পেরা একচর। (ভবিষ্য পুরাণ, ৫ম কল্প)।

সর্পের পর্য্যায় শব্দ হইতে সর্পের দেহ ও চরিত্রাদি সংক্রান্ত অনেক বিষয় জানা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি পর্য্যায় শব্দ উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। গূঢ়পাৎ—গোরুর লোম সদৃশ ২৪০ পা আছে। শরীরের মধ্যে সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে বলিয়া দেখা যায় না।

২। চক্ষুশ্রবা—চক্ষুর দ্বারা শ্রবণ করে।

৩। দ্বিজিহ্ব—দুইটি জিহ্বা আছে।

৪। কঞ্চুকী—খোলস আছে।

৫। পবনাশন—বায়ু ভক্ষণ করিয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অন্য খাদ্যের প্রয়োজন নাই।

৬। অহি—ছোবল মারে।

৭। আশীবিষ—দন্তে বিষ থাকে।

৮। ভুজঙ্গ—কুটিল ভাবে গমন করে।

৯। পৃদাকু—চলিবার সময় এক প্রকার ধ্বনি হয়। Rattle জাতীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

অজগর—বৃহৎ সর্প। ছাগল গিলিয়া ফেলে। তৈত্তিরীয়-সংহিতাতে নিম্নোক্ত কয়েকটি নাম পাওয়া যায়—১। নীলাঙ্গ, ২। অসিত, ৩। স্বজ (স্বয়ং পলালাদি হইতে জন্মায়), ৪। কুম্ভীনস (পাপশীল), ৫। পুষ্পকসাদ, ৫। লোহিতাহি (শ্বেতলোহিত), ৬। বাহক (অল্প গাত্র সর্প)।

গ্রাম্য

কুক্কুর

প্রাচীনকালে রাজারা মৃগয়ার্থ, শাকুনার্থ ও কৌতুকার্থ কুক্কুর পুষিতেন। শুভাশুভ লক্ষণ দেখিয়া কুক্কুর পুষিতে হয়; অতএব কুক্কুরের শুভাশুভ লক্ষণ বলা হইতেছে। জাতি এবং গুণভেদে কুক্কুরকে অনেক ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। গুণভেদে কুক্কুর তিন প্রকার। যথা,—সাত্ত্বিক, রাজস, তামস।

১। সাত্ত্বিক—অশ্রান্ত, অপরিক্ষীণ, পবিত্র, স্বল্পভোজী কুক্কুর সাত্ত্বিক। ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

২। রাজস—ক্রুদ্ধ, বহুভোজী, দীর্ঘ, গুরু বক্ষ, উদরক্ষীণ, জঙ্গলস্থ। ইহারা দ্রুত দৌড়াইতে পারে।

৩। তামস—অল্পশ্রমে শ্রান্ত, লোলজিহ্ব, গুরূদর।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-ভেদে কুক্কুর চার প্রকার।

১। ব্রাহ্মণ—শুভ্রবর্ণ, দীর্ঘ, স্তব্ধকর্ণ, লঘুপুচ্ছ, তনূদর, সুন্দর, এবং তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত।

২। ক্ষত্রিয়—রক্তাঙ্গ, তনুলোম, ললৎকর্ণ, তনূদর, দীর্ঘনখযুক্ত।

৩। বৈশ্য—পীতবর্ণ, মৃদুস্বভাব, তনুলোম। রাগান্বিত হইলে ললজ্জিহ্ব হয়।

৪। শূদ্র—কৃষ্ণবর্ণ, তনুমুখ (ছুঁচল), দীর্ঘরোম, অক্রুদ্ধ, শ্রমযুক্ত। (যুক্তিকল্পতরু)।

শাকুন বসন্তরাজ, রাজনির্ঘণ্টু, মনু প্রভৃতিতে কক্কুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিদ্যমান আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীবসন্তকুমার রায়

"চিরঞ্জীব শর্ম্মা"

(আলোচনা)

গত ৭ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম বিশেষ অধিবেশনে পূজনীয় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধটি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩৭ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৪-৪২) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষে শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিতেছেন,—

"তাঁহার [চিরঞ্জীবের] আর একখানি বই বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, ইহাতে আটটী তরঙ্গ আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই গ্রন্থখানির একটী বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, তর্জ্জমা এখন আর পাওয়া যায় না—কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি আরও রসাল ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন—পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইএর এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে এখন আর দর্শনশাস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না।"

শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইবার পর, সভাপতি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উপরি উক্ত অংশটি উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"চিরঞ্জীবের বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী রাজবাটী হইতে এক শত বৎসর আগে ছাপা হইয়াছিল, ইহা শোভাবাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবুকে শোভাবাজার রাজবাটী অনুসন্ধান করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন।"

"প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিদ্বন্মোদ-তরঙ্গিণীর বাঙ্গালা তর্জ্জমা" চিন্তাহরণবাবু শোভাবাজার রাজবাটী হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। তবে আমার যতটা জানা আছে, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর বাংলা অনুবাদ করেন নাই; তিনি "প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে" ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রে ১৮৩২, ১৫ই ফেব্রুয়ারি (৪ ফাল্গুন ১২৩৮) তারিখে লিখিত হইয়াছিল,—

"শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুরদিগের দর্শনশাস্ত্রের মতঘটিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীনামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অনুবাদের সঙ্গে২ আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অনুমান বৎসর ষাইট সত্তর হইল গুপ্তিপল্লিনিবাসি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক অতিমান্য তাহার [কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের] ঐ অনুবাদ অতিউত্তম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং [তাঁহার] পূর্ব্ব২ অনুবাদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকৃষ্ট। অপর মহারাজ যে এমত মান্য গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইহাতে ভরসা হয় যে তিনি ইহা হইতে অতিমান্য গুরুতর দর্শনাদি সংক্রান্ত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হইবেন। যৎকালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ইউরোপীয় বিদ্যারত্নের ভাণ্ডার এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি মুক্ত করিতেছেন তৎসময়েই যে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা তাহার পরিবর্ত্তে এতদ্দেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয়েরদিগকে প্রদান করেন ইহা অত্যুপযুক্ত বটে। এতদ্রূপ উদ্যোগ এই প্রথমমাত্র এবং আমারদের ভরসা হয় যে ইহার পর অন্যান্যও হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারসাধন কেবল মহারাজের তুল্য যে যুব মহাশয়েরদের জ্ঞান ও ধন ও অবকাশ আছে কেবল তাঁহারদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য "গুপ্তপল্লিনিবাসি" এবং তাঁহার বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টীয় সালে রচিত।

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর বাংলা তর্জ্জমা আছে। এক শত বৎসরের উপর হইল শ্রীযুত রাধামোহন সেন দাস ইহা পদ্যে অনুবাদ করেন। পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ—

অথ

বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী

সংস্কৃত গ্রন্থ

এবং

তদনুযায়ীক ভাষা বিরচিত

পদ্য

শ্রীরাধামোহন সেন দাস কর্ত্তৃক

কলিকাতায

শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায

মুদ্রাঙ্কিত হইল

১২৩২

পুস্তকখানিতে একখানি ছবি আছে। ছবির উপর লেখা আছে,—

শ্রীযুত রাজা বিক্রম সেনের রাজাসভা

শ্রীমাধবচন্দ্র দাষেন খুদিত

পুস্তকখানির প্রথম পৃষ্ঠায় আছে,—

বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী

পয়ার ॥ এক দিন ভূপতি বিক্রমসেন রায। পাত্র মিত্র সভ্যগণে বেষ্টিত সভায ॥ হেনকালে স্বসজ্জায হইয়া মণ্ডিত। ক্রমে উপস্থিত হৈলা বিবিধ পণ্ডিত ॥ প্রথমতঃ পরম বৈষ্ণব এক জন। সভা মধ্যে আসিয়া দিলেন দরশন ॥ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সভ্য কোনোজন। রাজাকে শুনান ক্রমে সবার বর্ণন ॥

বৈষ্ণব আগতঃ ॥

[সংস্কৃত শ্লোক]

অস্যভাষা।

পযার ॥ নাসিকাগ্র কেশাবধি তিলকের দেখা। বাহু মূলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রেখা ॥ গোপী গঙ্গা মৃত্তিকায সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত। হরি নামাঙ্কিত ছাবা তাহাতে শোভিত ॥ শিখার সম্ভব কেশ মস্তক উপরে। তুলসীর ত্রিকণ্ঠী লম্বিত মালাকরে ॥ গলে উপবীত পীতবাস পরিধান। অবিরামে উচ্চৈঃস্বরে হরি গুণ গান ॥ আইলেন বৈষ্ণব দেখিযা নরপতি। উঠিযা প্রণাম করিলেন শীঘ্রগতি ॥ কহেন বৈষ্ণব রাজ শুনহ রাজন। ব্রহ্মাদি করেন সদা যাঁহার ভজন ॥ বৈকুণ্ঠ আলয কিন্তু ব্যাপক সকল। সেই কৃষ্ণ করিবেন তোমার মঙ্গল ॥ এই রূপ আশীর্ব্বাদ করি মহারাজে। যথা যোগ্য স্থানে বসিলেন সভা মাঝে ॥ ১ ॥

পুস্তকখানি হইতে আর একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

অস্যভাসা।

তূনক ছন্দাংশ ॥ নাস্তিক কহিছে ক্রোধে কি কহিব কাহায রে। সভাজন দেখি যেন অবোধের প্রায রে ॥ কোথায দেবতা গণ স্বর্গ বা কোথায রে। জন্মান্তর কথাটী কি রূপে শোভা পায রে। ভ্রান্তিনীরে যেই জন বুদ্ধিকে ডুবায রে। ভ্রান্ত হযে ডুবে মরে না পায উপায রে ॥ ব্যালীকেরা অলিক কথায ভুলে যায রে। অতিপন্থা ত্যাগিয়া কাপথে বেগে ধায রে ॥ মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধি না খায রে। সেই মত উপদেশ কারো নাহি ভাবরে। ভ্রমাত্মক বুদ্ধিমত্তা স্বপরম্পরায রে। তত্বজ্ঞানী এক জন নাহিক সভায রে ॥ ১৮ ॥

রাধামোহন সেনের এই পুস্তকখানি ২২ বৎসর পরে (১২৫৪ সাল ১১ আশ্বিন) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর এই পদ্য অনুবাদের উভয় সংস্করণই আমি শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রকাশিত 'বেতাল পচীসী' (১৮৩৪) ও 'পুরুষ পরীক্ষার' (১৮৩০) ইংরেজী অনুবাদ আমি ঐ লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার কৃত 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র কোনো ইংরেজী অনুবাদ আমার নজরে পড়ে নাই।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৭	৭	৬॥	৬॥
		২	,২
২১৮	১৪	দত্ত	দত্তা
২১৯	১৩	চতুষ্কাবিতে	চতুষ্কান্বিতে
	১৫	সমাবিতম্	সমন্বিতম্
	পাদটীকা		
	নং ২	স্তুপী	স্তূপী
২২১	৩	ওঁকারের পূর্ব্বে চিহ্নটির উপর পাদটীকাসূচক ১ অঙ্ক বসিবে।	
	৬	ভুতয়ে	ভূতয়ে
২২৩	৫	ভুক্ত্য	ভূক্ত্য
	পাদটীকা		
২২৫	নং ৬৭	বুদ্ধা	বুদ্ধা

মহাভারত

মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই,

সম্পাদিত।

এ পর্য্যন্ত কাশীরাম দাসের মহাভারতের যতগুলি প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি হইতে এই মহাভারত (আদিপর্ব্ব) প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গ্রন্থসম্পাদক মহাশয় যে বৃহৎ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালার রূপ বজায় রাখা হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণ যে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। গ্রন্থমধ্যে দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ এবং শব্দের নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে—২॥০ এবং সাধারণের পক্ষে ৩৲

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

গিজো (GUIZOT) লিখিত

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ অনূদিত

মূল্য—সদস্য-পক্ষে—১৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১।০, সাধারণ-পক্ষে ১॥০

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়ন ভাষ্য—পঞ্চম (শেষ) খণ্ড

সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২।০, সাধারণের পক্ষে ২॥০ টাকা

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—চতুর্থ খণ্ড

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত

এই খণ্ডে পদাবলী-সংগ্রহ শেষ হইল

মূল্য—সদস্য-পক্ষে ১৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০ এবং সাধারণের পক্ষে ১॥০। পঞ্চম (শেষ) খণ্ড (পদসূচী, পদকর্ত্তৃসূচী, পদকর্ত্তৃগণের ও পদগ্রন্থসমূহের আলোচনা ভাগ) প্রকাশিত হইল।

কৌলমার্গ-রহস্য

৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত

গ্রন্থকার, খ্যাতনামা তান্ত্রিক পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বা পূর্ণানন্দ গিরির বংশধর। তিনি এই গ্রন্থে তন্ত্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতির অন্যতম কৌলমার্গের আচারাদি ও বিধিনিষেধগুলি সরলভাবে ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদবাহ্য নহে—বরং বেদানুগত, তাহা তিনি নানা গ্রন্থকারের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থ মধ্যে বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত সমগ্র কৌলোপনিষৎ, পরশুরামকল্পসূত্রের রামেশ্বর-কৃত বৃত্তির তাৎপর্য্য সহ কৌলধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্র ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং উমানন্দ কৃত নিত্যোৎসব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৵০ ও সাধারণের পক্ষে ১॥৵

অশ্রান

সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যে
অমৃতবৎ

স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মস্তক ঘূর্ণন, কার্য্যে অমনোযোগিতা, হিষ্টিরিয়া,
সর্ব্বপ্রকার মানসিক এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি
রোগে 'অশ্রান' ব্যবহার করিলে
অমৃতবৎ ফললাভ হয়।

অশ্রান সেবনে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি
দূর হয়—দেহ মন নববল সঞ্চয় করে। ছাত্র
এবং ব্যায়ামকারিগণ ইহা সেবনে
বিশেষ উপকার পাইবেন।

ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি রোগদুষ্ট
স্থানে 'অশ্রান' ব্যবহার করিলে রোগাক্রান্ত
হইবার ভয় থাকে না।

বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা

১২।১ বলাই সিংহ লেন, এরিয়ান প্রেসে শ্রীচুনীলাল দাস কর্তৃক মুদ্রিত।